৪৬তম
BCS প্রিলি
প্রিপারেশন বুক

বাংলা সাহিত্য



উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

www.uttoron.academy

বিগত বিসিএস (৪৪তম-৩৫তম) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

৪৪তম বিসিএস

০১। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক-শিক্ষকের নাম–
(ক) আবদুল কাদের (খ) খতির মিয়া (গ) আক্কাস আলী (ঘ) আরেফ আলী

০২। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' - পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা–
(ক) বিদ্যাপতি (খ) গোবিন্দদাস (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

০৩। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতার নাম–
(ক) সৈয়দ মুজতবা আলী (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) নজিবর রহমান (ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

০৪। ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল–
(ক) বর্ণবাদদের পুনরুত্থান (খ) রাষ্ট্রবিপ্লব (গ) চিন্তাবিপ্লব (ঘ) অভিবাসন বিপ্লব

০৫। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?
(ক) জগন্নাথ (খ) বিষ্ণু (গ) প্রজাপতি (ঘ) শিব্

০৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?
(ক) নেপালের রাজদরবার থেকে (খ) গোয়ালঘর থেকে
(গ) পাঠশালা থেকে (ঘ) কান্তজীর মন্দির থেকে

০৭। বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?
(ক) মারাঠি (খ) হিন্দি (গ) মৈথিলি (ঘ) গুজরাটি

০৮। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' –এই মনোবাঞ্ছাটি কার?
(ক) ভবানন্দের (খ) ভাঁড়ুদত্তের (গ) ঈশ্বরী পাটুনীর (ঘ) ফুল্লরার

০৯। নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?
(ক) কাজী আব্দুল ওদুদ (খ) এস ওয়াজেদ আলি (গ) আবুল ফজল (ঘ) আবদুল কাদির

১০। নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক?
(ক) বিষের বাঁশী (খ) অগ্নি-বীণা (গ) সিন্ধু-হিন্দোল (ঘ) চক্রবাক

১১। নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?
(ক) শনিবারের চিঠি (খ) বঙ্গদর্শন (গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) সংবাদ প্রভাকর

১২। নিচের কোনটি উপন্যাস নয়?
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) শেষের কবিতা (গ) পল্লী-সমাজ (ঘ) কবিতার কথা

১৩। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?
(ক) দীনেশচন্দ্র সেন (খ) গোপাল হালদার (গ) আহমদ শরীফ (ঘ) সুকুমার সেন

১৪। 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?
(ক) কৃষ্ণকান্তের উইল (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) মৃণালিনী (ঘ) বিষবৃক্ষ

১৫। 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) খেয়া (খ) মানসী (গ) কল্পনা (ঘ) সোনার তরী

১৬। 'অভীক' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক?
(ক) নষ্টনীড় (খ) নামঞ্জুর গল্প (গ) রবিবার (ঘ) ল্যাবরেটরি

১৭। 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' -কার রচিত পঙ্‌ক্তি?
(ক) রাজনীকান্ত সেন (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (গ) কামিনী রায় (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮। 'খোকা' ও 'রঞ্জু' মাহমুদুল হক-এর কোন উপন্যাসের চরিত্র?
(ক) কালো বরফ (খ) খেলাঘর (গ) অনুর পাঠশালা (ঘ) জীবন আমার বোন

১৯। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?
(ক) কবর (খ) বহিপীর (গ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (ঘ) ওরা কদম আলী

২০। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি–
(ক) মহাকাব্য (খ) ইতিহাস গ্রন্থ (গ) উপন্যাস (ঘ) ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ

৪৩তম বিসিএস

০১। দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?
(ক) জমিদার নিজাম শাহ (খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর
(গ) সুলতান বরবক শাহ (ঘ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

০২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী?
(ক) পণ্ডিত (খ) বিদ্যাসাগর (গ) শাস্ত্রজ্ঞ (ঘ) মহামহোপাধ্যায়

০৩। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি?
(ক) 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (খ) 'ক্ষুধা ও আশা' (গ) 'কর্ণফুলি' (ঘ) 'ধানকন্যা'

০৪। 'নীল লোহিত' কোন লেখকের ছদ্মনাম?
(ক) অরুণ মিত্র (খ) সমরেশ বসু (গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (ঘ) সমরেশ মজুমদার

০৫। 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়?
(ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

০৬। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?
(ক) 'কাঁদো নদী কাঁদো' (খ) 'নেকড়ে অরণ্য' (গ) 'রাঙা প্রভাত' (ঘ) 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'

০৭। "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ?
(ক) 'অনন্ত প্রেম' (খ) 'উপহার' (গ) 'ব্যক্ত প্রেম' (ঘ) 'শেষ উপহার'

০৮। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের কবি কে?
(ক) রফিক আজাদ (খ) শঙ্খ ঘোষ (গ) শক্তি চট্টোপাধ্যায় (ঘ) শামসুর রহমান

০৯। কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৬০ (খ) ১৮৬১ (গ) ১৮৬৫ (ঘ) ১৮৬৭

১০। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' কার লেখা?
(ক) এস. ওয়াজেদ আলী (খ) আবুল হাসেম (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) আবুল হুসেন

১১। "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে" –কে এই দামাল ছেলে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) কামাল পাশা (গ) চিত্তরঞ্জন দাস (ঘ) সুভাষ বসু

১২। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম কী?
(ক) বেগম রোকেয়া (খ) কাদম্বরী দেবী (গ) স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘ) নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা

১৩। 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন?
(ক) মাওলানা ভাসানী (খ) আবুল ফজল (গ) শহীদুল্লাহ কায়সার (ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

১৪। মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?
(ক) 'মনসামঙ্গল' (খ) 'মনসাবিজয়' (গ) 'পদ্মাপুরাণ' (ঘ) 'পদ্মাবতী'

১৫। 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়'- কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ?
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (গ) সমর সেন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

১৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া (খ) দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি (গ) বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর (ঘ) কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা

১৭। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়-
(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ (খ) ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ (গ) ১৯ মার্চ ১৯২৬ (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯২৭

১৮। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
(ক) 'শনিবারের চিঠি' (খ) রবিবারের ডাক (গ) বিজলি (ঘ) বঙ্গদর্শন

১৯। রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন?
(ক) করণ কারক (খ) সম্প্রদান কারক (গ) অপাদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক

২০। 'রুখের তেন্তলি কুমীরে খাই' -এর অর্থ কী?
(ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল (গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	গ	১০	গ
১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ

৪২তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)

০১। সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শেখ ফজলুল করিম (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

০২। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নভেল কোনটি?
(ক) ক্রীতদাসের হাসি (খ) জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা
(গ) কান্নাপর্ব (ঘ) প্রদোষে প্রাকৃতজন

০৩। 'কিত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়-
(ক) যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন (খ) স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রকৃতির রূপ (গ) লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি (ঘ) দেশ বিভাগজনিত জীবন যন্ত্রণা

০৪। মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য-
(ক) চন্দ্রাবতী (খ) পদ্মাবতী (গ) মধুমালতী (ঘ) লাইলী মজনু

০৫। কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
(ক) পদাবলী (খ) গীতগোবিন্দ (গ) চর্যাপদ (ঘ) চৈতন্যজীবনী

উত্তরমালা									
০১	গ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ

৪১তম বিসিএস

০১। সবচেয়ে কম বয়সে কোন লেখক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?
(ক) শওকত আলী (খ) সেলিনা হোসেন (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০২। 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

০৩। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন?
(ক) স্যার এ.এফ. রহমান (খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার (গ) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (ঘ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

০৪। তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) অক্টোপাস (খ) কালো বরফ (গ) ক্রীতদাসের হাসি (ঘ) নাঢ়াই

০৫। কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়?
(ক) বিষের বাঁশি (খ) যুগবাণী (গ) ভাঙার গান (ঘ) প্রলয় শিখা

০৬। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী?
(ক) চৈতালী ঘূর্ণি (খ) রক্তের অক্ষর (গ) বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি (ঘ) ১৯৭১

০৭। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কোনটি?
(ক) ছেঁড়াতার (খ) চাকা (গ) বাকী ইতিহাস (ঘ) কী চাহ হে শঙ্খচিল

০৮। ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন কে?
(ক) ডব্লিউ বি ইয়েটস (খ) ক্লিনটন বি সিলি (গ) অরুন্ধতী রায় (ঘ) অমিতাভ ঘোষ

০৯। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত?
(ক) ঢাকার পল্টন (খ) নওগাঁর পতিসর (গ) কুষ্টিয়ার কুমারখালী (ঘ) ময়মনসিংহের ত্রিশাল

১০। জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে?
(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) কাহ্নপা (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১১। 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি কে?
(ক) অসীম সাহা (খ) অরুণ বসু (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

১২। ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা কোনটি?
(ক) হুলিয়া (খ) তোমাকে অভিবাদন প্রিয়া (গ) সোনালি কাবিন (ঘ) স্মৃতিস্তম্ভ

১৩। পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?
(ক) দাশরথি রায় (খ) রামনিধি গুপ্ত (গ) ফকির গরীবুল্লাহ (ঘ) রামরাম বসু

১৪। চারণকবি হিসেবে বিখ্যাত কে?
(ক) আলাওল (খ) চন্দ্রাবতী (গ) মুকুন্দদাস (ঘ) মুক্তারাম চক্রবর্তী

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র–
(ক) বিনোদিনী (খ) হৈমন্তী (গ) আশালতা (ঘ) চারুলতা

১৬। চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী?
(ক) মীননাথ (খ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) মুনিদত্ত

১৭। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?
(ক) ভূমিপুত্র (খ) মাটির জাহাজ (গ) কাঁটাতারে প্রজাপতি (ঘ) চিলেকোঠার সেপাই

১৮। বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
(গ) কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'

১৯। জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) গঙ্গা (খ) পুতুলনাচের ইতিকথা (গ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (ঘ) গৃহদাহ

২০। বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক?
(ক) সমরেশ মজুমদার (খ) শওকত ওসমান (গ) সমরেশ বসু (ঘ) আলাউদ্দিন আল আজাদ

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ

৪০তম বিসিএস

০১। চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে?
(ক) খ্রিস্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম (গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

০২। উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন?
(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ (গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

০৩। উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?
(ক) মৈমনসিংহ গীতিকা (খ) ইউসুফ জোলেখা (গ) পদ্মাবতী (ঘ) লাইলী মজনু

০৪। জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত?
(ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী (গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস

০৫। বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?
(ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা (গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা

০৬। বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন–
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৭। 'কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে।
সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে
সকালবেলায় সলতে পাকানো'– বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?
(ক) নৌকাডুবি (খ) চোখের বালি (গ) যোগাযোগ (ঘ) শেষের কবিতা

০৮। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) একটি কালো মেয়ের কথা (খ) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (গ) আয়নামতির পালা (ঘ) ইছামতী

০৯। 'কালো বরফ' উপন্যাসটির বিষয়–
(ক) তেভাগা আন্দোলন (খ) ভাষা আন্দোলন (গ) মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) দেশভাগ

১০। 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে?
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

১১। 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

১২। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৩। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি" – চরণ দুটির রচয়িতা কে?
(ক) চণ্ডীচরণ মুন্‌শী (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

১৪। জসীম উদ্‌দীনের রচনা কোনটি?
(ক) যাদের দেখেছি (খ) পথে প্রবাসে (গ) কাল নিরবধি (ঘ) ভবিষ্যতের বাঙালী

১৫। 'কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না' – উক্তিটি কোন উপন্যাসের?
(ক) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (খ) শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
(গ) শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'

১৬। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে?
(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) এন্টনি ফিরঙ্গি (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর

১৭। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯২৩ সন (খ) ১৯২১ সন (গ) ১৯১৯ সন (ঘ) ১৯১৮ সন

১৮ 'আগুন পাখি'– উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) রাহাত খান (খ) হাসান আজিজুল হক (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) ইমদাদুল হক মিলন

১৯। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র বিখ্যাত গানটির সুরকার কে?
(ক) সুবীর সাহা (খ) সুধীন দাস (গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) আলতাফ মামুন

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ক
১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ		

৩৯তম বিসিএস (স্বাস্থ্য)

০১। মীর মশার্‌রফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে–
(ক) গাজী মিয়াঁর বস্তানী (খ) আলালের ঘরের দুলাল (গ) হুতোম প্যাঁচার নক্সা (ঘ) কলিকাতা কমলালয়

০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে–
(ক) বৈকুণ্ঠের খাতা (খ) জামাই বারিক (গ) বিবাহ-বিভ্রাট (ঘ) হিতে বিপরীত

০৩। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' কার রচনা?
(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

০৪। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' কার রচনা?
(ক) আমজাদ হোসেন (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) শওকত ওসমান (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৫। 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
(ক) আমজাদ হোসেন (খ) আলমগীর (গ) জহির রায়হান (ঘ) সুভাষ দত্ত

০৬। 'খনার বচন' –এর মূলভাব কী?
(ক) লৌকিক প্রণয়সঙ্গীত (খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি (গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ (ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

০৭। জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন কে?
(ক) বিষ্ণু দে (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৮। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি?
(ক) পদ্মমণি (খ) পদ্মাবতী (গ) পদ্মগোখরা (ঘ) পদ্মরাগ

০৯। 'বাঁধন হারা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা?
(ক) ভ্রমণকাহিনি (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) কবিতা

১০। স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হলেন–
(ক) সতীন সরকার (খ) সৈয়দ আলী আহসান (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) শামসুর রহমান
ব্যাখ্যা: যতীন সরকার ২০১০ সালে, সৈয়দ শামসুল হক ২০০০ সালে, শামসুর রহমান ১৯৯১ সালে ও সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, অপশনে 'সতীন'-এর স্থলে 'যতীন' এবং 'রহমান' এর স্থলে 'রাহমান' হবে।

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	ক	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	–

৩৮তম বিসিএস

০১। 'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?
(ক) চর্যাপদ (খ) পদাবলি (গ) মঙ্গলকাব্য (গ) রোমান্সকাব্য

০২। গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত–
(ক) পদাবলি (খ) ধামালি (গ) গ্রেমগীতি (ঘ) নাটগীতি (নাট্যগীতি)

০৩। দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?
(ক) ফরিদপুর (খ) সিলেট (গ) কৃষ্ণনগর (ঘ) চট্টগ্রাম

০৪। 'চন্দ্রাবতী' কী?
(ক) নাটক (খ) কাব্য (গ) পদাবলী (ঘ) পালাগান

০৫। 'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
(ক) রোসাঙ্গ (খ) কৃষ্ণনগর (গ) বিক্রমপুর (ঘ) মিথিলা

০৬। কোনটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক লেখা?
(ক) আত্মচরিত (খ) আত্মকথা (গ) আত্মজিজ্ঞাসা (ঘ) আমার কথা

০৭। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা?
(ক) প্রবন্ধ (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) আত্মজীবনী

০৮। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের রচনা?
(ক) গাজী মিয়াঁর বস্তানী (খ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (গ) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (ঘ) ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়

০৯। 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' – গানটির রচয়িতা কে?
(ক) লালন শাহ্ (খ) হাসন রাজা (গ) পাগলা কানাই (ঘ) রাধারমণ দত্ত

১০। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) নেকড়ে অরণ্য (খ) বন্দী শিবির থেকে (গ) নিষিদ্ধ লোবান (ঘ) প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

১১। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি?
(ক) আগমনী (খ) কোরবানী (গ) প্রলয়োল্লাস (ঘ) বিদ্রোহী

১২। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
(ক) কলকাতা (খ) ঢাকা (গ) লন্ডন (ঘ) মুর্শিদাবাদ

১৩। কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ?
(ক) শেষলেখা (খ) শেষপ্রশ্ন (গ) শেষকথা (ঘ) শেষদিন

১৪। 'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচিয়তা কে?
(ক) কাজী আবদুল ওদুদ (খ) আবুল ফজল (গ) রশীদ করিম (ঘ) হুমায়ুন কবির

১৫। 'বীরবল' কোন লেখকের ছদ্মনাম?
(ক) আবু ইসহাক (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গ) প্রমথনাথ বিশী (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

১৬। মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি–
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) প্রবন্ধ (ঘ) অনুবাদ নাটক

১৭। 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে?
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

১৮। 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) শাহাদাৎ হোসেন (গ) সঞ্জয় ভট্টাচার্য (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৯। কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন?
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) রামরাম বসু (গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

২০। কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৬০ (খ) ১৮৬৫ (গ) ১৮৫৯ (ঘ) ১৮৬১

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ

৩৭তম বিসিএস

০১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?
(ক) Buddhist Mystic Songs (খ) চর্যাগীতিকা
(গ) চর্যাগীতিকোষ (ঘ) হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

০২। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে?
(ক) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) চন্দ্রকুমার দে (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

০৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা?
(ক) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(গ) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঘ) বাংলা সাহিত্যের কথা

০৪। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী?
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) হাসান হাফিজুর রহমান (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) গাজীউল হক

০৫। বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার'-এর প্রবর্তক কে?
(ক) মমতাজউদদীন আহমদ (খ) আব্দুল্লাহ আল মামুন (গ) সেলিম আল দীন (ঘ) রামেন্দু মজুমদার

০৬। শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
(ক) ভাবরস (খ) মধুর রস (গ) প্রেমরস (ঘ) লীলারস

০৭। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'– এর অর্থ কী?
(ক) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় (খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
(গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় (ঘ) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

০৮। 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা?
(ক) শৈবধর্ম (খ) বৌদ্ধ সহজযান (গ) নাথধর্ম (ঘ) কোনোটি নয়

০৯। শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত –
(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) দাশরথি রায় (গ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (ঘ) রামপ্রসাদ সেন

১০। 'অলৌকিক ইস্টিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) হেলাল হাফিজ (গ) আসাদ চৌধুরী (ঘ) রফিক আজাদ

১১। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় 'কালাপাহাড়'- কে স্বরণ করেছেন কেন?
(ক) ব্রাহ্মণ্যযুগে নব মুসলিম ছিলেন বলে (খ) ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে
(গ) প্রাচীন বাংলার বিদ্রোহী ছিলেন বলে (ঘ) প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন বলে

১২। 'প্রদীপ নিবিয়া গেল।'–এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের?
(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (খ) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (ঘ) রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'

১৩। 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।' –কার উক্তি?
(ক) মীর মশাররফ হোসেনের (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (ঘ) কাজী নজরুল ইসলামের

১৪। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী?
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) দীনেশরঞ্জন দাশ (গ) সজনীকান্ত দাস (ঘ) প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৫। 'আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি'– রবীন্দ্রনাথের এ গানে 'নিছনি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) অপনোদন অর্থে (খ) পূজা অর্থে (গ) বিলানো অর্থে (ঘ) উপহার অর্থে

১৬। 'ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।' – কে বলেছেন?
(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (গ) প্রথম চৌধুরী (ঘ) কাজী আব্দুল ওদুদ

১৭। কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল–
(ক) পলাশীর যুদ্ধ (খ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (গ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ (ঘ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

১৮। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গ্রন্থ কোনটি?
(ক) রহু চণ্ডালের হাড় (খ) কৈবর্ত খণ্ড (গ) ফুল বউ (ঘ) অলীক মানুষ

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে?
(ক) ১৯১০ (খ) ১৯১১ (গ) ১৯১২ (ঘ) ১৯১৩

২০। 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে?
(ক) আল মাহমুদ (খ) আব্দুল মান্নান সৈয়দ (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) শামসুর রাহমান

উত্তরমালা																			
০১	ক	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ

৩৬তম বিসিএস

০১। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়?
(ক) ছায়ানট (খ) চক্রবাক (গ) রুদ্রমঙ্গল (ঘ) বালুচর

০২। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে?
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৯১০ (গ) ১৯১৪ (ঘ) ১৯২১

০৩। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক–
(ক) সুবচন নির্বাসনে (খ) রক্তাক্ত প্রান্তর (গ) নূরলদীনের সারা জীবন (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

০৪। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের নাটক?
(ক) রাখালী (খ) মাটির কান্না (গ) বেদের মেয়ে (ঘ) বোবা কাহিনী

০৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক-এর প্রভাব অপরিসীম?
(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) শ্রীকৃষ্ণ (গ) আদিনাথ (ঘ) মনোহর দাশ

০৬। মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি?
(ক) কবর (খ) চিঠি (গ) রক্তাক্ত প্রান্তর (ঘ) মুখরা রমণী বশীকরণ

০৭। কোনটি উপন্যাস নয়?
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (গ) কবিতার কথা (ঘ) পথের পাঁচালী

০৮। 'বিষাদ সিন্ধু' একটি–
(ক) গবেষণা গ্রন্থ (খ) ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ (গ) ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস (ঘ) আত্মজীবনী

০৯। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৭৫৬ (খ) ১৭৫২ (গ) ১৭৬০ (ঘ) ১৭৬২

১০। 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন?
(ক) দৌলত কাজী (খ) মাগন ঠাকুর (গ) সাবিরিদ খান (ঘ) আলাওল

১১। এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?
(ক) কবিগান (খ) পুঁথি সাহিত্য (গ) নাথ সাহিত্য (ঘ) বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

১২। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা–
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) হরপ্রসাদ রায়

১৩। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?
(ক) বঙ্গদূত (খ) জ্ঞানান্বেষণ (গ) জ্ঞানাঙ্কুর (ঘ) সংবাদ প্রভাকর

১৪। হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম–
(ক) অবকাশ রঞ্জিকা (খ) বিবিধার্য সংগ্রহ (গ) কাব্য প্রকাশ (ঘ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

১৫। নিচের কোনটি ভ্রমণসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়?
(ক) চার ইয়ারী কথা (খ) পালামৌ (গ) দৃষ্টিপাত (ঘ) দেশে বিদেশে

১৬। নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি–
(ক) গণদেবতা (খ) পদ্মানদীর মাঝি (গ) সীতারাম (ঘ) পথের পাঁচালী

১৭। নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের?
(ক) বিহারী-বিনোদিনী (খ) নিখিলেস-বিমলা (গ) মধুসূদন-কুমুদিনী (ঘ) অমিত-লাবণ্য

১৮। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?
(ক) রিক্তের বেদন (খ) সর্বহারা (গ) আলেয়া (ঘ) কুহেলিকা

১৯। কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য?
(ক) ব্রজাঙ্গনা (খ) বিলাতের পত্র (গ) বীরাঙ্গনা (ঘ) হিমালয়

২০। 'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ?
(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা (গ) মানসী (ঘ) বলাকা

২১। 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'–কবিতাটি কার লেখা?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) আল মাহমুদ (গ) আবুল ফজল (ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

২২। কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়?
(ক) চৌরসন্ধি (খ) ক্রীতদাসের হাসি (গ) ভেজাল (ঘ) বনি আদম

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক
২১	ঘ	২২	গ																

৩৫তম বিসিএস

০১। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির?
(ক) লুইপা (খ) শবরপা (গ) ভুসুকুপা (ঘ) কাহ্নপা

০২। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?
(ক) নিরঞ্জনের রুষ্মা (খ) দোহাকোষ (গ) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস (ঘ) ময়নামতির গান

০৩। "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" –অর্থ কী?
(ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হল (খ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
(গ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল (ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

০৪। 'হপ্তপয়কর' কার রচনা?
(ক) সৈয়দ আলাওল (খ) জৈনুদ্দিন (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) অমিয় দেব

০৫। মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
(ক) কানাহরি দত্ত (খ) মানিক দত্ত (গ) ভারতচন্দ্র (ঘ) দাশু রায়

০৬। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন–
(ক) জন ক্লার্ক মার্শম্যান (খ) জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) ডেভিড হেয়ার

০৭। কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?
(ক) স্মৃতি কথামালা (খ) আত্মচরিত (গ) আত্মকথা (ঘ) আমার কথা

০৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল?
(ক) খুলনার দক্ষিণ ডিহি (খ) যশোরের কেশবপুর (গ) ছোটনাগপুর মালভূমি (ঘ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ

০৯। 'তেল নুন লকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ?
(ক) প্রবোধচন্দ্র সেন (খ) প্রমথনাথ বিশি (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) প্রদ্যুম্ন মিত্র

১০। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি?
(ক) কৃষ্ণকুমারী (খ) শর্মিষ্ঠা (গ) সধবার একাদশী (ঘ) নীলদর্পণ

১১। 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা?
(ক) রোমান্সমূলক উপন্যাস (খ) বিয়োগান্তক নাটক (গ) ঐতিহাসিক উপন্যাস (ঘ) সামাজিক উপন্যাস

১২। কোনটি রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয়?
(ক) "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?" (খ) "অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আত্মদান।"
(গ) "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে?" (ঘ) "কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে।"

১৩। দ্রৌপদী কে?
(ক) রামায়ণে সীতার সহচরী (খ) মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী (গ) রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয়প্রার্থী নারী (ঘ) মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী

১৪। 'মিলির হাতে স্টেনগান'–গল্পটি কার লেখা?
(ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খ) শহীদুল জহির (গ) শওকত ওসমান (ঘ) শওকত আলী

১৫। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান(খ) শেখ হাসিনা (গ) এ. কে. ফজলুল হক (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৬। "প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে।" – গানটির গীতিকার কে?
(ক) শাহ আবদুল করিম (খ) রাধারমন (গ) শেখ ওয়াহিদ (ঘ) কুদ্দুস বয়াতি

১৭। 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?
(ক) আলমগীর কবির (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) তারেক মাসুদ (ঘ) শেখ নিয়ামত আলী

১৮। 'হুলিয়া' কবিতা কার রচনা?
(ক) আবুল হাসান (খ) আবুল হোসেন (গ) মহাদেব সাহা (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

১৯। নিচের কোন সাহিত্যিক আততায়ীর হাতে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) আবুল হাসান (খ) হুমায়ুন কবির (গ) সোমেন চন্দ (ঘ) কল্যাণ মিত্র

২০। নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?
(ক) দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম'
(গ) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'যাও পাখি' (ঘ) অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়'

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	ক	০৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ





বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য

ইংরেজি 'লিটারেচার' (Literature)-এর প্রতিশব্দ 'সাহিত্য'। সাহিত্য বলতে সাধারণত কোনো লিখিত বিষয়বস্তুকে বুঝায়। ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বলেছেন- "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।"

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) বাংলাদেশ (খ) নেপাল (গ) উড়িষ্যা (ঘ) ভুটান

০২। 'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই' – এর অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) তেজি কুমিরকে রুখে দিই (খ) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
(গ) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায় (ঘ) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

০৩। কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? [৪২তম বিসিএস]
(ক) পদাবলী (খ) গীতগোবিন্দ (গ) চর্যাপদ (ঘ) চৈতন্যজীবনী

০৪। চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? [৪১তম বিসিএস]
(ক) মীননাথ (খ) প্রবোধচন্দ্র বাগচী (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) মুনিদত্ত

০৫। চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) খ্রিস্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম (গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

০৬। উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]
(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ (গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

০৭। 'সন্ধ্যাভাষা কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) চর্যাপদ (খ) পদাবলি (গ) মঙ্গলকাব্য (গ) রোমান্সকাব্য

০৮। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) Buddhist Mystic Songs (খ) চর্যাগীতিকা
(গ) চর্যাগীতিকোষ (ঘ) হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

০৯। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় (খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
(গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় (ঘ) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

১০। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ – [৩৫তম বিসিএস]
(ক) ৪৫০-৬৫০ (খ) ৬৫০-৮৫০ (গ) ৬৫০-১২০০ (ঘ) ৬৫০-১২৫০

১১। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) লুইপা (খ) শবরপা (গ) ভুসুকুপা (ঘ) কাহ্নপা

১২। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) নিরঞ্জনের রুষ্মা (খ) দোহাকোষ (গ) গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস (ঘ) ময়নামতির গান

১৩। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে? [৩৪তম বিসিএস, ৩০তম বিসিএস]
(ক) ২০০৭ সালে (খ) ১৯০৭ সালে (গ) ১৯০৯ সালে (ঘ) ১৯১৬ সালে

১৪। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

১৫। কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]
(ক) গোবিন্দ দাস (খ) কায়কোবাদ (গ) কাহ্নপা (ঘ) ভুসুকুপা

১৬। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]
(ক) কাহ্নপা (খ) লুইপা (গ) সরহপা (ঘ) শবরপা

১৭। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস]
(ক) বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে (খ) আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
(গ) নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে (ঘ) সুদূর চীন দেশ থেকে

১৮। বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদ এর আবিষ্কারক– [১৭তম বিসিএস]
(ক) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) ডক্টর সুকুমার সেন

১৯। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
(ক) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী (খ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
(গ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী (ঘ) ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	গ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক		

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বিভিন্ন ভাষা গবেষক ও সাহিত্য বিশারদদের মতামত অনুসারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সাড়ে তেরশ বছর বলে ধারণা করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধাণত ৩ টি যুগে ভাগ করা হয়েছে –

প্রাচীন যুগ (৬৫০ – ১২০০) ৭ম-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত

মধ্য যুগ (১২০১ – ১৮০০) এয়োদশ- অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত

আধুনিক যুগ (১৮০১ – বর্তমান পর্যন্ত) উনিশ শতক- বর্তমান পর্যন্ত

প্রাচীন যুগ : চর্যাপদের রচনা কালের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন যুগের সময় নির্ধারণ করা হয়। প্রাচীন যুগের স্থায়িত্বকাল ৬৫০ –১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।

মধ্যযুগ : মধ্যযুগের সময়কাল ১২০১–১৮০০ খ্রি.। মধ্যযুগের প্রথম ১৫০ বছরকে (১২০১-১৩৫০ খ্রি.) বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনহীনতার জন্য 'The Dark Age' বা অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে। মধ্যযুগের ১৭৬০ – ১৮৬০ খ্রি., এই সময় কালকে যুগসন্ধিকাল বা অবক্ষয় যুগ বা দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬–১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যায়। চৈতন্য পরবর্তী যুগকে 'সুবর্ণ বা স্বর্ণ যুগ' বলা হয়।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবের ভিত্তিতে মধ্যযুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

১. প্রাকচৈতন্য যুগ : ১৩৫১ – ১৫০০ খ্রি.।
২. চৈতন্য যুগ : ১৫০১ – ১৬০০ খ্রি.।
৩. চৈতন্য পরবর্তী যুগ : ১৬০১ – ১৮০০ খ্রি. মতান্তরে ১৭০১ – ১৮০০ খ্রি.।

আধুনিক যুগ: বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও, ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে নানা সমালোচক মতপ্রকাশ করেছেন।

আধুনিক যুগকে দুভাগে ভাগ করা হয় –

১. প্রথম পর্যায় : ১৮০১ – ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ।
২. দ্বিতীয় পর্যায় : ১৮৬১ – বর্তমান।

প্রাচীন যুগ (৬৫০/৯৫০ - ১২০০ খ্রি.)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ বলতে ৬৫০- ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কে বুঝায়। প্রাচীনযুগকে অনেকে আদ্যকাল, গীতি কবিতার যুগ, প্রাক-তুর্কি যুগ, গৌড় যুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। প্রাচীন যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম নির্ভরতা।

চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলি ছিল বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন সঙ্গীত। মূলত কতগুলো গানের সংকলনই হলো চর্যাপদ। এটি বাংলা গীতিকাব্যেরও আদিরূপ। নেপালে প্রাপ্ত পুথি অনুযায়ী চর্যাপদের প্রকৃত নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' যার অর্থ- কোনটি আচরণীয়, কোনটি আচরণীয় নয়। এটি রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ। ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যেই চর্যাপদ রচনা করা হয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে তাঁর 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' (The Origin and Development of the Bengali language-ODBL) নামক গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা এবং এটি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ। বইটির নাম 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ'।

বিষয়বস্তু: এর বিষয়বস্তু হলো বৌদ্ধ ধর্মমতের সাধন ভজনের তত্ত্ব প্রকাশ। মহাসুখ নির্বাণ লাভ-চর্যার প্রধান তত্ত্ব। মহাসুখ পাওয়ার জন্য কোন সাধন পন্থা আচরণীয় এবং কোনটি অনাচরণীয় তা নির্ণয় করা চর্যাপদের লক্ষ্য। চর্যার পদগুলোতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে গানের/ কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

চর্যাপদের রচনাকাল

চর্যার রচনার সময়কাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। চর্যাপদ রচিত হয় পাল আমলে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০খ্রি. – ১২০০ খ্রি. এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে ৯৫০ খ্রি. – ১২০০ খ্রি. পর্যন্ত।

চর্যাপদের আবিষ্কার

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র **'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal'** গ্রন্থে নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৯১ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ সালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) তৃতীয় বার নেপালে গিয়ে তিনি নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার (রয়েল লাইব্রেরি) হতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। এটি চর্যাপদ বলে পরিচিত। চর্যাপদের সাথে সরহপাদের দোঁহা, কৃষ্ণপাদের দোঁহা ও ডাকার্ণব নামে আরও ৩টি বই আবিষ্কৃত হয়। চর্যাপদ বাদে বাকি তিনটি বই অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। দোঁহা হলো অপভ্রংশ ও হিন্দিতে রচিত দুই চরণ বিশিষ্ট পদ।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় আক্রমণ করলে তুর্কিদের ভয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ নেপাল ও তিব্বতে পালিয়ে যায়। ফলে চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের প্রকাশকাল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে সবগুলো গ্রন্থ একসাথে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদের টীকা

মুনিদত্ত সংস্কৃত ভাষায় চর্যাপদের টীকা লিখেন। তিনি ১১ নং পদের টীকা লিখেননি। মুনিদত্তের টীকার তিব্বতী অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ/আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন ১৯৩৮ সালে।

চর্যাপদের নামকরণ

চর্যাপদের প্রকৃত নাম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এখানে চর্যাপদের নামকরণ নিয়ে কিছু মত উল্লেখ করা হলো–

১. মুনিদত্তের মতে	আশ্চর্যচর্যাচয়	৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে	চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়
২. নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম	চর্যাচর্যবিনিশ্চয়	৫. তিব্বতি অনুবাদের নাম	চর্যাগীতিকোষবৃত্তি
৩. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে	চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়	৬. আধুনিক পন্ডিতদের মতে, মূল সংকলনের নাম ছিল	চর্যাগীতিকোষ

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের ভাষায় বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, হিন্দি ও মৈথিলি এই ৫টি ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও বাংলা ভাষার প্রভাবই বেশি ছিল।
চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'সান্ধ্য ভাষা' বা 'আলো আঁধারি ভাষা' বলেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' (The Origin and Development of the Bengali language-ODBL) নামক গ্রন্থে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা। আর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের ভাষা বঙ্গ-কামরূপী।
সান্ধ্য ভাষা/ আলো আঁধারি ভাষা : এ ভাষা খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট।

চর্যাপদের ছন্দ

চর্যাপদের পদগুলি মূলত পয়ার ও ত্রিপদি পদে রচিত। এতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও রয়েছে। ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহারই বেশি।

চর্যাপদের পদসংখ্যা

চর্যাপদে প্রাপ্ত পদসংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে পদসংখ্যা ৫০টি এবং সুকুমার সেনের মতে ৫১টি। গ্রন্থের কয়েক পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে ২৩ নং পদের ১০ লাইনের মধ্যে ৬ লাইন পাওয়া গেছে এবং ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদগুলো পাওয়া যায়নি। ফলে চর্যাপদের আবিষ্কৃত পদসংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশটি (৪৬.৫)। (নোট: পরীক্ষায় কারো মত উল্লেখ না থাকলে ৫১ টি উত্তর করতে হবে।) প্রতিটি পদে পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ১০টি।

চর্যাপদের ধর্মমত

১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের 'ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ' সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন তাঁর 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে। মহাসুখ নির্বাণ লাভ চর্যার ধর্মমত বা প্রধান তত্ত্ব।

চর্যাপদের ১ম পদ

চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা লুইপা। ১ম পদ–

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল

অর্থ – শরীরে গাছ তাতে পাঁচখানি ডাল/চঞ্চল মনে তার ঢুকে পড়ে কাল।

চর্যাপদের পদকর্তা

চর্যাপদের পদকর্তাদের 'সিদ্ধাচার্য'বলা হয়। এরা 'চুরাশি সিদ্ধাচার্য' নামেও পরিচিত। চর্যাপদের মোট পদকর্তার সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ২৩ জন এবং সুকুমার সেনের মতে ২৪ জন। পদকর্তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক 'পা' যোগ করা হয়। যেমন – লুই থেকে লুইপা। (নোট: পরীক্ষায় কারো মত উল্লেখ না থাকলে ২৪ জন উত্তর করতে হবে।)
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবরপা এবং লুইপার গুরু। কিন্তু ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীসহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে লুইপা-ই হলো চর্যাপদের আদি কবি। লুইপা বাঙালি কবি ছিলেন এবং তার জন্ম উড়িষ্যায়। সংস্কৃত ভাষায় লুইপা ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন –১. অভিসময় বিভঙ্গ ২. বজ্রস্বত্ব সাধন ৩. বুদ্ধোদয় ৪. ভগবদাভসার ৫. তত্ত্ব স্বভাব। ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। (নোট: পরীক্ষায় কারো মত উল্লেখ না থাকলে প্রাচীন কবি লুইপা উত্তর করতে হবে।)
কাহ্নপা: সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন কাহ্নপা (১৩টি)। তাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচার্য। তাঁর বাড়ি উড়িষ্যা এবং তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। চর্যাপদ ছাড়াও অপভ্রংশ ভাষায় তিনি দোহাকোষ রচনা করেন যা চর্যাপদের সাথে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা হতে আবিষ্কার করা হয়।
ভুসুকুপা: দ্বিতীয় সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন ভুসুকুপা (৮টি)। তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন, শেষ জীবনে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। ৪৯নং পদে তিনি নিজেকে বাঙালি বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, ৪৯ নং পদ-

"আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী।।"

সরহপা: তৃতীয় সর্বাধিক পদ রচয়িতা (৪টি)। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষও রচনা করেন যা চর্যাপদের সাথে নেপালের রাজ দরবার হতে আবিষ্কার করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, সরহপা আধুনিকতম পদকর্তা। অনেকের মতে, আধুনিকতম কবি ভুসুকুপা।
কুক্কুরীপা: চর্যাপদের প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয়। প্রাপ্ত পুঁথিতে ১০নং পদের পর লাড়ী ডোম্বী পাদ নামে একজন পদর্কতার নাম পাওয়া যায়। তবে তাঁর কোনো পদ পাওয়া যায়নি, মুনিদত্তও তাঁর পদের ব্যাখ্যা দেননি। চর্যাপদে তন্ত্রীপার কোনপদ পাওয়া যায়নি।
গবেষকগণ ৭ জন কবিকে বাঙ্গালি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন- লুইপা, কুক্কুরীপা, শবরপা, ডোম্বীপা, বিরুপা, ধামপা, জয়নন্দীপা।

উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পদকর্তা–

পদকর্তার নাম	রচিত পদসংখ্যা	প্রাপ্ত পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	১২টি। (২৪নং পদ পাওয়া যায়নি)।
ভুসুকুপা	৮টি	সাড়ে সাতটি (৭.৫ টি)। (২৩নং পদটির ৬টি পাওয়া গেছে, ৪টি পাওয়া যায়নি)।
সরহপা	৪টি	৪টি (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯নং পদ)।
কুক্কুরীপা	৩টি	২টি (৪৮নং পদটি পাওয়া যায়নি)।
লুইপা	২টি	২ (১, ২৯নং পদ)।
শান্তিপা	২টি	২ (১৫, ২৬নং পদ)।
শবরপা	২টি	২ (২৮, ৫০নং পদ)।
তন্ত্রীপা	১টি	২৫নং পদটি পাওয়া যায়নি।

লাড়ী ডোম্বী পাদ নামে একজন পদর্কতার নাম পাওয়া গেলেও তাঁর কোনো পদ পাওয়া যায়নি। বাকি পদকর্তাদের একটি করে পদ পাওয়া গেছে।

চর্যাপদের প্রবাদবাক্য

চর্যাপদে ৬টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া গেছে। যথা-

ক্র. নং	পঙ্‌ক্তি	পদকর্তা	পদ নং	অর্থ
১.	আপনা মাংসে হরিণা বৈরী	ভুসুকুপা	৬	হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
২.	হাতের কাঙ্কন আছে মা লোউ দাপণ	সরহ পা	৩২	হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়না।
৩.	হাড়ীত ভাত নাহি নিতিআবেশী	ঢেণ্ডণপা	৩৩	হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ প্রতিদিন অতিথি আসে।
৪.	দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়	ঢেণ্ডণপা	৩৩	দোয়ানো দুধ কী বাঁটে প্রবেশ করানো যায়?
৫.	বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে	সরহ পা	৩৯	বরং দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।
৬.	আন চাহন্তে, আন বিনধা	কঙ্কন পা	৪৪	অন্য চাইতে, অন্য বিনষ্ট।

নব চর্যাপদ

নব চর্যাপদ হলো চর্যাপদের অনুরূপ সাহিত্য। এর রচনাকাল ১৩-১৬ শতক। ড. অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে কলকাতা হতে নব চর্যাপদ প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে ড. শশীভূষণ দাস নেপাল হতে এটি আবিষ্কার করেন। নব চর্যাপদের পদসংখ্যা ২৫০টি কিন্তু প্রকাশিত হয় ৯৮টি পদ।

নতুন চর্যাপদ

ঢাবি'র বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ ২০০৮ সালে নেপাল হতে নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। এটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম	রচয়িতার নাম
Buddhist Mystic songs	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
চর্যাপদ	মনীন্দ্রমোহন বসু
চর্যাপদ	অতীন্দ্র মজুমদার
বাঙালির ইতিহাস	ড. নীহাররঞ্জন রায়
History of Ancient Bengal	রমেশ চন্দ্র মজুমদার
চর্যাগীতিকা	আনোয়ার পাশা ও আবদুল হাই
নতুন চর্যাপদ	সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ

ডাক ও খনার বচন

ডাক ও খনার বচনকে প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এগুলোর কোন লিখিত নিদর্শন না থাকায় এবং মুখে মুখে প্রচলিত থাকার ফলে এগুলোর ভাষা আধুনিক যুগের মত হয়েছে। এগুলো লোক সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

ডাকের বচনে জ্যোতিষ, ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা এবং মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। খনার বচনে কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

ডাক ও খনার বচনের রচয়িতা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য জানা যায়নি। অনেকের মতে খনার বচনের রচয়িতার নাম- লীলাবতী। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এগুলো ৮ম থেকে ১২শ শতকের রচনা। তবে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে এগুলো মধ্যযুগ তথা অন্ধকার যুগের সাহিত্য।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ বলতে কোন সময়কাল কে বুঝানো হয়?
(ক) ১২০১ – ১৩৫০ খ্রি. (খ) ১৭৬০ – ১৮৬০ খ্রি. (গ) ১৮০০ খ্রি. - বর্তমান (ঘ) ১৭০০ – ১৮০০ খ্রি.

০২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের স্থায়ীত্বকাল কত?
(ক) ৬৫০ – ১২০০ খ্রি. (খ) ৯৫০ – ১২০০ খ্রি. (গ) ৬০০ – ১২০০ খ্রি. (ঘ) ৯০০ – ১২৫০ খ্রি.

০৩। চর্যাপদের রচনা শুরু হয় –
(ক)পাঠান যুগে (খ) পাল যুগে (গ) সুলতানী যুগে (ঘ) সেন যুগে

০৪। চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
(ক) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) ড. সুকুমার সেন (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

০৫। চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?
(ক) ১০ নং পদ (খ) ১৬ নং পদ (গ) ১৮ নং পদ (ঘ) ২৩ নং পদ

০৬। চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?
(ক) জয়দেব (খ) ভুসুকুপা (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) কাহ্নপা

০৭। ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে, চর্যাপদের ভাষা –
(ক) ব্রজবুলি (খ) জগাখিচুড়ি (গ) সান্ধ্যভাষা (ঘ) বঙ্গ-কামরূপী

০৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত চর্যাপদ কে সম্পাদনা করেন?
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (ঘ) শ্রী হরলাল রায়

০৯। ড. নীহাররঞ্জন রায় সম্পাদিত গ্রন্থের নাম কী?
(ক) বাঙালির ইতিহাস (খ) চর্যাগীতিকা (গ) চর্যাগীতিকোষ (ঘ) Buddhist Mystic songs

১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
(ক) ভুসুকুপা (খ) কাহ্নপা (গ) লুইপা (ঘ) ঢেণ্ডনপা

১১। তিব্বতি অনুবাদের নাম কী?
(ক) চর্যাগীতিকোষবৃত্তি (খ) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় (ঘ) চর্যাগীতিকোষ

১২। চর্যাপদে গান সংখ্যা কতগুলো?
(ক) ৪১টি (খ) ৫১টি (গ) ৫৬টি (ঘ) ৫০টি

১৩। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
(ক) গোয়াল ঘর থেকে (খ) রাজগ্রন্থাগার থেকে (গ) রাজগ্রন্থশালা থেকে (ঘ) সুদূর চীন দেশ থেকে

১৪। বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদ'এর রচনাকাল–
(ক) সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক (খ) অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক (গ) নবম থেকে চতুর্দশ শতক (ঘ) দশম থেকে চতুর্দশ শতক

১৫। চর্যাপদে কতটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

১৬। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন–
(ক) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) ড. সুকুমার সেন (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

১৭। লুইপা কোন দুটি পদ রচনা করেন?
(ক) ১ ও ২৩ নং (খ) ১ ও ২৫ নং (গ) ১ ও ২৭ নং (ঘ) ১ ও ২৯ নং

১৮। লোক সাহিত্যের আদি নিদর্শন?
(ক) চর্যাপদ (খ) ডাক ও খনার বচন (গ) ময়মনসিংহ গীতিকা (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৯। ডাকের বচন কিসের সাথে সম্পর্কিত?
(ক) আবহাওয়া (খ) জ্যোতিষ (গ) কৃষি (ঘ) ব্যবসা

২০। খনার বচনে কী বিষয় বর্ণিত হয়েছে?
(ক) আবহাওয়া ও কৃষি (খ) জ্যোতিষ ও কৃষি (গ) ব্যবসা ও বাণিজ্য (ঘ) যোগাযোগ

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	খ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	∅	০৮	খ	০৯	ক	১০	গ
১১	ক	১২	∅	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	∅	২০	ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০ খ্রি.)

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) বর্ণবাদদের পুনরুত্থান (খ) রাষ্ট্রবিপ্লব (গ) চিন্তাবিপ্লব (ঘ) অভিবাসন বিপ্লব

০২। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) জগন্নাথ (খ) বিষ্ণু (গ) প্রজাপতি (ঘ) শিব

০৩। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' -এই মনোবাঞ্ছাটি কার? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) ভবানন্দের (খ) ভাঁড়ুদত্তের (গ) ঈশ্বরী পাটুনীর (ঘ) ফুল্লরার

০৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) নেপালের রাজদরবার থেকে (খ) গোয়ালঘর থেকে (গ) পাঠশালা থেকে (ঘ) কান্তজীর মন্দির থেকে

০৫। বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) মারাঠি (খ) হিন্দি (গ) মৈথিলি (ঘ) গুজরাটি

০৬। মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) 'মনসামঙ্গল' (খ) 'মনসাবিজয়' (গ) 'পদ্মাপুরাণ' (ঘ) 'পদ্মাবতী'

০৭। দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) জমিদার নিজাম শাহ (খ) কোরেশী মাগন ঠাকুর (গ) সুলতান বরবক শাহ (ঘ) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

০৮। মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য- [৪২তম বিসিএস]
(ক) চন্দ্রাবতী (খ) পদ্মাবতী (গ) মধুমালতী (ঘ) লাইলী মজনু

০৯। জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) কাহ্নপা (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১০। পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল? [৪১তম বিসিএস]
(ক) দাশরথি রায় (খ) রামনিধি গুপ্ত (গ) ফকির গরীবুল্লাহ (ঘ) রামরাম বসু

১১। উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তগর্ত নয়? [৪০তম বিসিএস]
(ক) মৈমনসিংহ গীতিকা (খ) ইউসুফ জুলেখা (গ) পদ্মাবতী (ঘ) লাইলী মজনু

১২। জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত: [৪০তম বিসিএস]
(ক) ফকির গরীবুল্লাহ (খ) নরহরি চক্রবর্তী (গ) বিপ্রদাস পিপিলাই (ঘ) বৃন্দাবন দাস

১৩। বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]
(ক) সন্ধ্যাভাষা (খ) অধিভাষা (গ) ব্রজবুলি (ঘ) সংস্কৃত ভাষা

১৪। 'খনার বচন' –এর মূলভাব কী? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) লৌকিক প্রণয়সঙ্গীত (খ) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি (গ) সামাজিক মঙ্গলবোধ (ঘ) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি

১৫। গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত– [৩৮তম বিসিএস]
(ক) পদাবলি (খ) ধামালি (গ) প্রেমগীতি (ঘ) নাটগীতি (নাট্যগীতি)

১৬। বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস ও ২৮তম বিসিএস]
(ক) নবদ্বীপের (খ) মিথিলার (গ) বৃন্দাবনের (ঘ) বর্ধমানের

১৭। 'চন্দ্রাবতী' কী? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) নাটক (খ) কাব্য (গ) পদাবলি (ঘ) পালাগান

১৮। দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ফরিদপুর (খ) সিলেট (গ) কৃষ্ণনগর (ঘ) চট্টগ্রাম

১৯। শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ভাবরস (খ) মধুর রস (গ) প্রেমরস (ঘ) লীলারস

২০। শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত – [৩৭তম বিসিএস]
(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) দাশরথি রায় (গ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (ঘ) রামপ্রসাদ সেন

২১। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালা সমূহের সংগ্রাহক কে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) চন্দ্রকুমার দে (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

২২। 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনি অবলম্বনে লেখা? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) শৈবধর্ম (খ) বৌদ্ধ সহজযান (গ) নাথধর্ম (ঘ) কোনোটি নয়

২৩। 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) দৌলত কাজী (খ) মাগন ঠাকুর (গ) সাবারিদ খান (ঘ) আলাওল

২৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক-এর প্রভাব অপরিসীম? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) শ্রীচৈতন্যদেব (খ) শ্রীকৃষ্ণ (গ) আদিনাথ (ঘ) মনোহর দাশ

২৫। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ১৭৫৬ (খ) ১৭৫২ (গ) ১৭৬০ (ঘ) ১৭৬২

২৬। এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কবিগান (খ) পুঁথি সাহিত্য (গ) নাথ সাহিত্য (ঘ) বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

২৭। 'হপ্ত পয়কর' কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) সৈয়দ আলাওল (খ) জৈনুদ্দিন (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) অমিয় দেব

২৮। "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।" –অর্থ কী? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) ঠোঁটের পরশে পান লাল হল (খ) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
(গ) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল (ঘ) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

২৯। দ্রৌপদী কে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) রামায়ণে সীতার সহচরী (খ) মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
(গ) রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রণয়প্রার্থী নারী (ঘ) মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী

৩০। মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) কানাহরি দত্ত (খ) মানিক দত্ত (গ) ভারতচন্দ্র (ঘ) দাশু রায়

৩১। বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে – [৩৪তম বিসিএস]
(ক) ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত (খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত (গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত (ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

৩২। মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) জয়নন্দী (খ) বড়ু চণ্ডীদাস (গ) গোবিন্দ দাস (ঘ) জ্ঞান দাস

৩৩। কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে (খ) ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
(গ) সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে (ঘ) উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

৩৪। কবি গানের প্রথম কবি কে? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) গোঁজলা পুট [গুই] (খ) হরু ঠাকুর (গ) ভবানী ঘোষ (ঘ) নিতাই বৈরাগী

৩৫। 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন – [৩২তম বিসিএস]
(ক) রামাই পণ্ডিত (খ) শ্রীকর নন্দী (গ) বিজয় গুপ্ত (ঘ) লোচন দাস

৩৬। 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস]
(ক) সঞ্জয় (খ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর (গ) শ্রীকর নন্দী (ঘ) কাশীরাম দাস

৩৭। আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম বিসিএস]
(ক) আত্মজীবনী (খ) প্রণয়কাব্য (গ) নীতিকাব্য (ঘ) জঙ্গনামা

৩৮। 'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনার সংকলন? [৩০তম বিসিএস]
(ক) রূপকথা (খ) ছোটগল্প (গ) গ্রাম্যগীতিকা (ঘ) রূপকথা-উপকথা

৩৯। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস]
(ক) জ্ঞানদাস (খ) দীন চণ্ডীদাস (গ) বড়ু চণ্ডীদাস (ঘ) দীনহীন চণ্ডীদাস

৪০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি- [২৯ তম ও ১২তম বিসিএস]
(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর (খ) সাবিরিদ খান (গ) শেখ ফয়জুল্লাহ (ঘ) মুহাম্মদ কবীর

৪১। কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) ফরিদপুরের সুরেশ্বর (খ) চট্টগ্রামের জোব্‌রা (গ) বার্মার আরাকান (ঘ) চট্টগ্রামের পটিয়া

৪২। লোকসাহিত্য কাকে বলে? [২৮তম বিসিএস]
(ক) গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে (খ) লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
(গ) লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি, গান, ছড়া ইত্যাদিকে (ঘ) গ্রামীণ অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

৪৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই কি ধরনের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস]
(ক) শ্রী রাধার ননদিনী (খ) শ্রী রাধার শাশুড়ি (গ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী (ঘ) জনৈক গোপবালা

৪৪। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবির নাম কি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) বিজয়গুপ্ত (খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) কানাহরি দত্ত

৪৫। লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে? [২৭তম বিসিএস]
(ক) আলাওল (খ) কোরেশী মগন (গ) দৌলত কাজী (ঘ) সৈয়দ সুলতান

৪৬। 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন? [২৬তম বিসিএস]
(ক) মুন্সী আব্দুল লতিফ (খ) কাজী আকরাম হোসেন (গ) গিরিশচন্দ্র সেন (ঘ) শেখ আব্দুল জব্বার

৪৭। 'শাহ্‌নামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? [২৬তম বিসিএস, ১৮তম বিসিএস]
(ক) মালিক জয়সী (খ) ফেরদৌসী (গ) সৈয়দ হামজা (ঘ) কাজী দৌলত উজির বাহরাম খাঁ

৪৮। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? [২৬তম বিসিএস]
(ক) আরাকান রাজসভা (খ) কৃষ্ণনগর রাজসভা (গ) রাজা গণেশের রাজসভা (ঘ) লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা

৪৯। 'রুপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) চণ্ডিদাস (খ) জ্ঞানদাস (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) লোচনদাস

৫০। মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা- [২৬তম বিসিএস]
(ক) দ্বিজ কানাই (খ) মনসুর বয়াতি (গ) নয়ানচাঁদ ঘোষ (ঘ) দ্বিজ ঈশান

৫১। চাঁদ সদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]
(ক) চণ্ডীমঙ্গল (খ) মনসামঙ্গল (গ) ধর্মমঙ্গল (ঘ) অন্নদামঙ্গল

৫২। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'-এ প্রার্থনাটি করেছে– [২৩তম বিসিএস]
(ক) ভাঁড়ুদত্ত (খ) চাঁদ সদাগর (গ) ঈশ্বরী পাটনী (ঘ) নলকুবের

৫৩। 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছে- [২৩তম বিসিএস]
(ক) দৌলত উজির বাহরাম খান (খ) মাগন ঠাকুর (গ) আলাওল (ঘ) শাহ্ মুহম্মদ সগীর

৫৪। 'পদাবলী'র প্রথম কবি কে? [২২তম বিসিএস]
(ক) শ্রীচৈতন্য (খ) বিদ্যাপতি (গ) চণ্ডীদাস (ঘ) জ্ঞানদাস

৫৫। পদ বা পদাবলী বলতে কি বুঝায়? [২২তম বিসিএস]
(ক) লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী (খ) পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
(গ) বাউল বা মরমী গীতি (ঘ) বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি

৫৬। দোভাষী পুঁথি বলতে কি বোঝায়? [২২তম বিসিএস]
(ক) দুই ভাষায় রচিত পুঁথি
(খ) কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথি
(গ) তৈরি করা কৃত্রিম ভাষায় রচিত পুঁথি
(ঘ) আঞ্চলিক বাংলায় রচিত পুঁথি

৫৭। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন? [২১তম বিসিএস]
(ক) চণ্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) রামকৃষ্ণ পরমহংস (ঘ) বিবেকানন্দ

৫৮। 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়? [২১তম বিসিএস]
(ক) ব্রজধামে কথিত ভাষা
(খ) এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
(গ) বাংলা ও হিন্দির যোগফল
(ঘ) মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

৫৯। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস]
(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ভারতচন্দ্র রায় (গ) মদন মোহন তর্কালঙ্কার (ঘ) কামিনী রায়

৬০। হিন্দি 'পদুমাবৎ'-এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা- [১৭তম বিসিএস]
(ক) দৌলত উজীর বাহরাম খান (খ) সৈয়দ সুলতান (গ) আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (ঘ) আলাওল

৬১। সমগ্র পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন? [১৬তম বিসিএস]
(ক) গোলাম মোস্তফা (খ) ফররুখ আহমদ (গ) ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬২। 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে? [১৪তম বিসিএস]
(ক) আলাওল (খ) ফকির গরীবুল্লাহ (গ) সৈয়দ হামজা (ঘ) রেজাউদ্দৌলা

৬৩। মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য- [১২তম বিসিএস]
(ক) ইউসুফ জুলেখা (খ) রসুল বিজয় (গ) নূরনামা (ঘ) শবে মেরাজ

৬৪। 'বটতলার পুঁথি' বলতে বুঝায়- [১২তম বিসিএস]
(ক) মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
(খ) বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য
(গ) দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য
(ঘ) অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

৬৫। কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত- [১২তম বিসিএস]
(ক) রাম বসু এবং ভোলা ময়রা
(খ) এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ সেন
(গ) সাবিরিদ খান এবং দাশরথি রায়
(ঘ) আলাওল এবং ভারতচন্দ্র

৬৬। পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক- [১১তম বিসিএস]
(ক) ভারতচন্দ্র রায় (খ) দৌলত কাজী (গ) সৈয়দ হামজা (ঘ) আব্দুল হাকিম

৬৭। বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে? [১০তম বিসিএস]
(ক) কেশব চন্দ্র সেন
(খ) গিরিশচন্দ্র সেন
(গ) মওলানা আকরাম খাঁ
(ঘ) মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

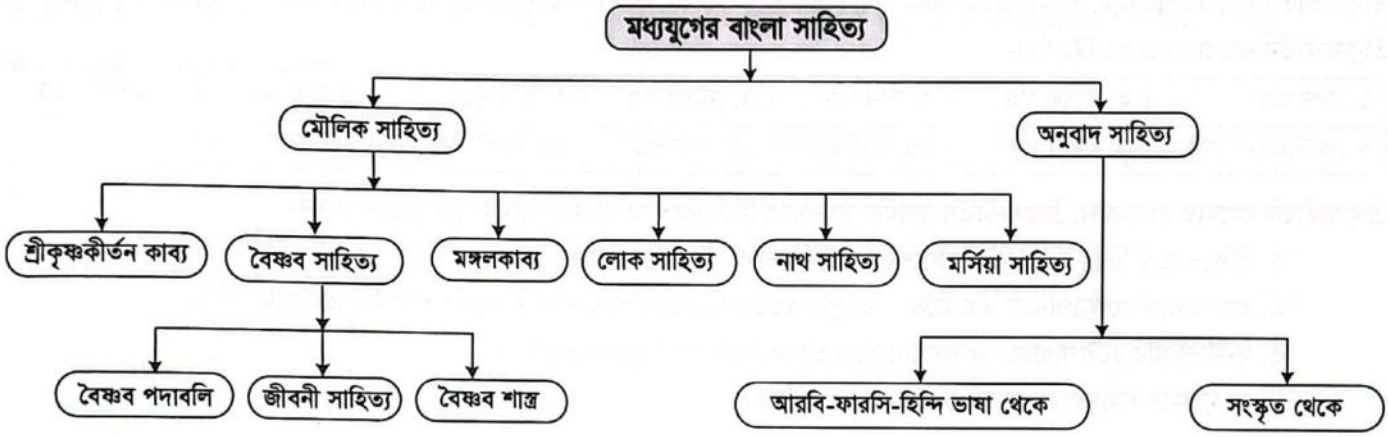
উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	ক	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	ক
৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ঘ	৫৪	খ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ক	৬৬	গ	৬৭	খ						

এগারো শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে এ উপমহাদেশে মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে সুফি-মাশায়েখগণের ইসলাম প্রচারের ফলে নিম্নবর্গের হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মের মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তির বিপ্লব ঘটে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ১২০১-১৮০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত এই ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে বিবেচিত। মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা মূলত কাব্য নির্ভর। দেব দেবী এবং পৌরাণিক কাহিনি উপজীব্য করেই এ যুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য দিয়ে মধ্যযুগের সূচনা হয়। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত।

মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা

মধ্যযুগে নিম্নোক্ত সাহিত্য ধারা লক্ষ করা যায়:



অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)

১২০১ – ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এ দেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য এ সময়ে সৃষ্টি হয়নি উল্লেখ করে সমালোচকগণ এ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ড. এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ, ড. ওয়াকিল আহমদ ও মাহবুবুল আলম সহ আধুনিক সাহিত্য বিশ্লেষকগণ অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। কেননা এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্ধকার যুগের সাহিত্যকর্ম

প্রাকৃতপৈঙ্গল	অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন হচ্ছে প্রাকৃতপৈঙ্গল। এর রচয়িতা শ্রীহর্ষ। এটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত গীতি কবিতামূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে লেখা হয়।
শূন্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত কতৃর্ক সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'। এটি গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। এতে ৫১টি অধ্যায় রয়েছে।
নিরঞ্জনের উষ্মা	'কলিমা জালাল' বা 'নিরঞ্জনের উষ্মা' শূন্যপুরাণের অন্তর্গত একটি কবিতা। সুকুমার সেনের মতে, কবিতাটির রচয়িতা সহদেব চক্রবর্তী।
সেক শুভোদয়া	শূন্যপুরাণের মতো এটিও গদ্যপদ্য মিশ্রিত লেখা একটি চম্পুকাব্য। গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এতে ২৫ টি অধ্যায় রয়েছে। শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে 'শেখের শুভোদয়া' অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন এবং সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের ভিতরে প্রাপ্ত চিরকুট অনুসারে এই কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। কাব্যটির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ভগবতের কাহিনি অনুসরণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রেমলীলা অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যটি রচনা করেন। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা হতে অযত্নে রক্ষিত এ কাব্যটি উদ্ধার করেন। ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি বিদ্বদ্বল্লভ। গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত – নাটগীতি। পণ্ডিত বিমান বিহারী এ কাব্যের নাম 'রাধাকৃষ্ণের ধামালী' বলে উল্লেখ করেছেন। ধামালী হলো কৌতুক বা পরিহাস কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান বা সক্রিয় চরিত্র ৩টি– রাধা (জীবাত্মার প্রতীক), কৃষ্ণ (পরমাত্মার প্রতীক), বড়ায়ি (রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতী)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড ১৩ টি। যথা-

১. জন্ম খণ্ড	২. তাম্বুল খণ্ড	৩. দান খণ্ড	৪. নৌকা খণ্ড	৫. ভার খণ্ড	৬. ছত্র খণ্ড	৭. বৃন্দাবন খণ্ড
৮. কালিয়দমন খণ্ড	৯. যমুনা খণ্ড	১০. হার খণ্ড	১১. বাণ খণ্ড	১২. বংশী খণ্ড	১৩. রাধা বিরহ খণ্ড	

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন যেমন-

১. পুঁথিতে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা।

২. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়– এ কাব্যের ভাষা ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের বলেছেন।

৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে –১৩৪০-১৪৪০ খ্রিষ্টাব্দ।

বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন মধ্যযুগের আদি ও প্রথম কবি। প্রকৃত নাম অনন্ত, পারিবারিক পদবি বড়ু অথবা বড়ুয়া এবং গুরু প্রদত্ত নাম বা উপাধি চণ্ডীদাস। তিনি শাক্তদেবী বাসলীর সেবক ছিলেন। ধারণা করা হয় তিনি আনুমানিক ১৩৭০ সালে বীরভূম (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনিই মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার অন্যতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন। হুমায়ুন আজাদের মতে, বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা ভাষার প্রথম মহাকবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে চণ্ডীদাসের ৩টি ভণিতা পাওয়া যায়- বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস।

মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য হলো 'মঙ্গলকাব্য'। 'মঙ্গল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'কল্যাণ'। যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয় এবং যে কাব্য শ্রবণে মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করা হয়, সেগুলোকেই বলা হয় 'মঙ্গলকাব্য'। এ কাব্যের কবিগণ কাব্য রচনার কারণ হিসেবে স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদেশ লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যে সাধারণত মনসা ও চণ্ডী এই দুই দেবীর প্রাধান্য বেশি। মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের উপন্যাস বলে পরিচিত।

একটি সম্পূর্ণ মঙ্গল কাব্যে সাধারণত ৫ টি খণ্ড থাকে –১. বন্দনা; ২. আত্মপরিচয়; ৩. দেব/স্বর্গ খণ্ড; ৪. নর/মর্ত্য খণ্ড বা মূলকাহিনি বর্ণনা; ৫. শ্রুতিফল

এছাড়া বারোমাস্যা, চৌতিশা জাতীয় কাব্যাংশ মঙ্গল কাব্যে স্থান পেত ও কবির পরিচয়ও উল্লেখ থাকতো।

- বারোমাস্যা– মধ্যযুগের নায়ক নায়িকাদের বাংলা সনের বার মাসের বিরহ-কাতর পরিস্থিতির বর্ণনাকে বারোমাস্যা বলে।
- চৌতিশা– বাংলা ব্যঞ্জবর্ণের 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ পদের প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক নায়িকা যে দেব বন্দনামূলক স্তব করেন তাকে চৌতিশা বলে।

মঙ্গল কাব্যের শ্রেণি বিভাগ: মঙ্গলকাব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –

১. লৌকিক মঙ্গলকাব্য: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শিবমঙ্গল প্রভৃতি।

২. পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য: অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, গৌরিমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা ৩ টি। যথা – ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ৩. অন্নদামঙ্গল

এছাড়াও অন্যান্য অপ্রধান ধারাগুলো হলো – ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যে ৬২ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। - (ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে।)

মনসামঙ্গল

লৌকিক ভয়ভীতি থেকে উদ্ভূত সাপের দেবী মনসার কাহিনি নিয়ে রচিত মঙ্গল কাব্য 'মনসামঙ্গল' নামে পরিচিত। মনসার অপর নাম কেতকা ও পদ্মাবতী। তাই মনসামঙ্গলকে 'পদ্মাপুরাণ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এ কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩ টি যথা- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা এবং লখিন্দর। মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্যের আদি/ প্রাচীনতম ধারা। এ কাব্যে চম্পক নগরের ধনী বণিক চাঁদ সওদাগর শিবের ভক্ত। সে মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র। চাঁদ সওদাগর সাপের দেবী মনসাকে পূজা দিতে রাজি না হওয়ায় দেবীর রোষে তার বাণিজ্য নৌযান 'সপ্তডিঙ্গা' ডুবে যায় এবং ছয়টি পুত্র একে একে মারা যায়। সর্বশেষ পুত্র লখিন্দর। তার সাথে বিয়ে হয় বেহুলার। মনসার অনুচর কালনাগ লোহার বাসরঘরে প্রবেশ করে লখিন্দরকে হত্যা করে। স্বামীর জীবন ফিরে পেতে বেহুলা মৃত স্বামীর সাথে ভেলায় করে নদীতে ভেসে রওনা দেয়। দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট করে সে লখিন্দর ও অন্য ছয় জনের জীবন ফিরিয়ে আনে।

* বাইশা বা বাইশ কবি মনসামঙ্গল–বিভিন্ন কবির রচিত কাব্য থেকে বিভিন্ন অংশ সংকলিত করে রচিত কাব্য। এতে বাইশজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়।
* ষটকবি মনসামঙ্গল – ছয়জন প্রধান কবির মনসামঙ্গল থেকে অংশ বিশেষ বেছে নিয়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংকলিত কাব্য।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কানা হরিদত্ত	তিনি এ ধারার আদি কবি ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
বিজয় গুপ্ত	বরিশালের জন্ম নেওয়া বিজয় গুপ্ত এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যেই প্রথম সুস্পষ্ট তারিখ পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যের নাম - 'পদ্মাপুরাণ'। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা বিজয়গুপ্ত। (সূত্র-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম)
নারায়ণ দেব	সুকবি বল্লভ উপাধিধারী এই কবি ৩ খণ্ডে 'পদ্মাপুরাণ' নামে কাব্য রচনা করেন। এ কবির জন্ম কিশোরগঞ্জে।
বিপ্রদাস পিপিলাই	তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনসা বিজয়'।
দ্বিজ বংশীদাস	কিশোরগঞ্জের জন্ম নেওয়া দ্বিজ বংশীদাসের রচিত কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মঙ্গলকাব্যের একমাত্র কবি। তাঁর রচিত কাব্য 'কেতকাপুরাণ'। এই কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথম মুদ্রিত কাব্য। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম ও কেতকাদাস তাঁর উপাধি।
তন্দ্রবিভূতি	ড. আশুতোষ দাস তাঁর কাব্য আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন।

চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ)

দেবী চণ্ডীর কাহিনি নিয়ে রচিত হয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এ কাব্যের কাহিনি ২ টি খণ্ডে বিভক্ত। যথা-

ক. আখেটিক খণ্ড/ব্যাধ খণ্ড খ. বণিক খণ্ড

আখেটিক খণ্ডে ব্যাধ-ব্যাধিণী দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্রগুলো হলো– কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল প্রমুখ। এদের মধ্যে ফুল্লরা হলো মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র। মুরারীশীল বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং মধ্যযুগের সেরা ঠক বা প্রতারক চরিত্র।

বণিক খণ্ডের কাহিনি মূলত ধনপতি সদাগর এবং তার দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। বণিক খণ্ডের প্রধান চরিত্র হলো – ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র – শ্রীমন্ত। চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' শিবের স্ত্রী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
মানিকদত্ত	চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি।
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ষোড়শ শতকের এই কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করা মুকুন্দরামকে দুঃখ বর্ণনার কবি বলা হয়। জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবি কঙ্কন' উপাধি দেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'। তাঁর সমন্ধে বলা হয়ে থাকে আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করলে কবি না হয়ে ঔপন্যাসিক হতেন।
দ্বিজ রামদেব	এই কবির রচিত কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'।
দ্বিজ মাধব	স্বভাব কবি হিসেবে পরিচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত'।
মুক্তারাম সেন	তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
অকিঞ্চন চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।
ভবানীশঙ্কর দাস	জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামে ২টি কাব্য রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গল

'অন্নদামঙ্গল' ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত একটি মঙ্গলকাব্য। কাব্যটিতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্নদা হলো দেবী চণ্ডীর আরেক নাম। এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যাসুন্দর, হীরামালিনী, ঈশ্বরী পাটনী। এর পালা রয়েছে ৮টি যা ৩টি খণ্ডে বিভক্ত। যথা- ১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল, ২. বিদ্যাসুন্দর কালিকা মঙ্গল, ৩. মানসিংহ ভবানন্দ অন্নদামঙ্গল।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর: ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি। তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'নাগরিক কবি' হিসেবে বিখ্যাত এই কবি ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ভুরসুট পরগনার আধুনিক হাওড়া জেলায় পেঁড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'রায়' তাঁর পারিবারিক পদবি। ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য ছাড়াও ভারতচন্দ্র রচিত অন্যান্য সাহিত্য কর্ম– 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী (কাব্য)', ['নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক'(নাটক)], 'রসমঞ্জুরী', 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এবং 'চণ্ডীনাটক'।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কিছু বিখ্যাত উক্তি –

☑ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।	☑ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
☑ যতন নহিলে নাহি মিলায়ে রতন।	☑ কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
☑ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।	☑ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
☑ জননী ও জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।	☑ অভাগা যদ্যপি যায়, সাগর শুকায়ে যায়।
☑ মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।	☑ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
☑ যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।	☑ ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
☑ মিছা কথা সিচা জল কতক্ষণ রয়।	☑ না রবে প্রসাদগুণ বা হবে রসাল/ অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।

ধর্মমঙ্গল

ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উপর রচিত মঙ্গল কাব্য হলো ধর্মমঙ্গল। তার কোন মূর্তি ছিল না। তিনি ছিলেন গ্রাম্য দেবতা, মাঠেই ছিল তাঁর আস্তানা।

এ কাব্যে ২টি কাহিনি পাওয়া যায়। যথা -

১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি – এর চরিত্রসমূহ: রাজা হরিশচন্দ্র, রানি মদনা, লুইচন্দ্র বা লুইধর ইত্যাদি।

২. লাউসেনের কাহিনি – এর চরিত্রসমূহ: কর্ণ সেন, লাউসেন, রঞ্জবতী ইত্যাদি।

এ কাব্যের প্রায় ২০ জন কবি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কবিরা হলেন –

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
ময়ূর ভট্ট	তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার আদি কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
ঘনারাম চক্রবর্তী	তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'।
খেলারাম চক্রবর্তী	ধর্মমঙ্গলের কাহিনি নিয়ে গৌড় কাব্য নামে একটি পুঁথি রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য কবি – রূপরাম চক্রবর্তী, মাণিক রাম, আদিরূপরাম, রাজা রামদাস, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস, দ্বিজ প্রভুরাম, সহদেব চক্রবর্তী ইত্যাদি।

কালিকামঙ্গল

দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য। কালিকামঙ্গল কাব্যের অপর নাম- বিদ্যাসুন্দর কাব্য। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম কাহিনি কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কালিকামঙ্গলের আদি কবি – কবি কঙ্ক।

রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের একজন বিশিষ্ট কবি। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ দাস রচিত কাব্যের নাম 'কালিকামঙ্গল'। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতারা হলেন – শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, রামপ্রসাদ সেন ইত্যাদি।

শিবায়ন

শিবায়ন কাব্যে স্বয়ং শিবই নায়ক। এ ধারার কাব্যের কবি – ১. রামেশ্বর ভট্টাচার্য ২. শঙ্কর কবিচন্দ্র ৩. রামকৃষ্ণ রায়

সারদামঙ্গল

বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা বা সরস্বতীর কাহিনি অবলম্বনে 'সারদামঙ্গল' রচিত। এ ধারার কবি দয়ারামের কাব্যের নাম – 'সারদাচরিত্র'এবং কবি রাজসিংহের কাব্যের নাম – 'ভারতীমঙ্গল'।

দুর্গামঙ্গল

আদি কবি – ভবানী প্রসাদ রায়। কবি রূপনারায়ণ ঘোষের কাব্যের নাম 'দুর্গামঙ্গল'।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গৌরিমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে। শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ সালের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ সালে পুরীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল নিমাই, দেহবর্ণের জন্য নাম হয় গোরা বা গৌরাঙ্গ, প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে চৈতন্য। চৈতন্যদেবের পৈতৃক নিবাস ছিল সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায়। নিজে একটি পদও রচনা না করলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নামে আলাদা যুগের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর জীবনী রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে 'জীবনী সাহিত্য' নামে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি- **"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"।**

চৈতন্য যুগের সময়কাল–

১. ড. সুনীতিকুমার ও গোপাল হালদারের মতে – ১৫০০ - ১৭০০ খ্রি.।
২. ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে – ষোড়শ শতাব্দী।

বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব একটি ধর্মীয় আন্দোলনের নাম। এ ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবিত সাহিত্যকর্ম সমূহকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। যথা- ক. বৈষ্ণব পদাবলি খ. জীবনী সাহিত্য গ. বৈষ্ণব শাস্ত্র

ক. বৈষ্ণব পদাবলি

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৈষ্ণব পদাবলি। এগুলো মূলত রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান। যদিও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধুর্যই এই গানগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, তারপরও রাধা ও কৃষ্ণ রূপে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কই বৈষ্ণব পদাবলির মূল উপজীব্য। বৈষ্ণব পদাবলি প্রথম সংকলন করেন বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন। এতে প্রায় ১৫ হাজার পদ আছে।

বৈষ্ণব পদাবলিতে ৫ ধরনের রসের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা – ১. শান্ত, ২. সখ্য, ৩. দাস্য, ৪. বাৎসল্য, ৫. মধুর (বি. দ্র.: সাহিত্যে মোট রসের সংখ্যা ৯টি। যথা – ১. শৃঙ্গার ২. বীর ৩. রৌদ্র ৪. বীভৎস ৫. হাস্য ৬. অদ্ভুত ৭. করুণ ৮. ভয়ানক ৯. শান্ত)

বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব সামজে 'মহাজন পদাবলি' এবং পদকর্তাগণ 'মহাজন' নামে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ বজ্রবুলি ভাষায় রচিত। ড. দীনেশচন্দ্র সেন – "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ১৬৪ জন বৈষ্ণব পদকর্তার নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এই চারজনকে বৈষ্ণব পদাবলির চতুষ্টয় বলা হয়।

বৈষ্ণব পদাবলির উল্লেখযোগ্য কবি

জয়দেব

তিনি বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। জয়দেব বাঙালি কবি ছিলেন কিন্তু পদ রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। এই জন্য তাকে পদাবলির সংস্কৃত ভাষার আদি কবি বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত বৈষ্ণব পদাবলির কাব্য- 'গীতগোবিন্দম্'। এটি বৈষ্ণব ধারার/ বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কাব্য।

বিদ্যাপতি

বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা ও প্রথম অবাঙ্গালি কবি বিদ্যাপতি। বাংলায় একটি পদ রচনা না করেও তিনি বাঙালি বৈষ্ণবদের গুরুর মর্যাদা পান। বিদ্যাপতি ১৫ শতকের কবি ছিলেন। বিদ্যাপতিকে বলা হয় অভিনব জয়দেব। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি হলো বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এক মধুর কবিভাষা। এছাড়াও তিনি অবহট্ঠ, সংস্কৃত ও মৈথিলি ভাষায় পদ রচনা করেন। বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করলেও বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শৈব। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব, নবকবি শেখর, কবিরঞ্জন, কবিকণ্ঠহার, পণ্ডিত ঠাকুর, সদুপাধ্যায়, রাজ পণ্ডিত ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতির কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলেছেন।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ:

১. কীর্তিলতা ২. কীর্তিপতাকা ৩. পুরুষপরীক্ষা ৪. গোরক্ষ বিজয় ৫. বিভাগসার ৬. দানবাক্যাবলী ৭. লিখনাবলী

বিদ্যাপতির পদ:

১."এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওঁর এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥"	২."কি কহব রে সখি আনন্দ ওর চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"	৩. "নব অনুরাগিনী রাধা। কিছু নাহি মানএ বাধা॥"

চণ্ডীদাস

বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি এবং পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলির দুঃখের কবি, সত্যের কবি, বিরহের এবং পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁকে বাংলা কবি ভাষার আবিষ্কর্তা বলা হয়। তিনি ছিলেন মধ্য যুগের খাঁটি বাঙ্গালি কবি। তাঁর একটি বিখ্যাত পদ 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদ:

১. "সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥"

২. "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতরে দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

৩. "সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল॥"

৪. "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥"

৫. "কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥"

জ্ঞানদাস

ষোড়শ শতকের কবি জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। তিনি প্রায় ৪০০ পদ রচনা করেন।

জ্ঞানদাসের পদ:

১. "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

২. "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"

গোবিন্দদাস:

গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের কবি ও রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলায়। তিনি বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে – কবিরাজ ও কবীন্দ্র উপাদি দেন। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় প্রায় ৭০০ পদ লিখেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদাবলি 'গীতগোবিন্দ'। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত নাটক 'সঙ্গীত সাধক'। গোবিন্দদাসের পদ –

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনি বহিয়া যায়।
ঈষৎ-হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥"

বৈষ্ণব পদাবলির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- শ্রীনিবাস নরোত্তম, শ্যামানন্দ, গোবিন্দ আচার্য, রায় শেখর, রায়বসন্ত, কবি বল্লভ, বল্লব দাস, বিদ্যাবল্লভ ইত্যাদি। বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম মুসলমান কবি – শেখ কবির।

ধ. জীবনী সাহিত্য/কড়চা:

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনি নিয়ে মধ্যযুগে (ষোড়শ শতকে) জীবনী সহিত্যের সূচনা হয়। জীবনী সাহিত্য 'কড়চা' নামে অভিহিত হয়। কড়চা অর্থ দিনপঞ্জি বা রোজনামচা।

জীবনী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
মুরারি গুপ্ত	তিনি জীবনী সাহিত্যের আদি কবি। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম' চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ। তাঁর কাব্য 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত।
বৃন্দাবন দাস	বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্যের আদি কবি। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনী 'চৈতন্যভাগবত' এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস।
লোচন দাস	তাঁর জীবনী কাব্যের নাম- 'চৈতন্যমঙ্গল'।
জয়ানন্দ	তাঁর জীবনী কাব্যের নামও 'চৈতন্যমঙ্গল'।
চূড়ামণি দাস	তাঁর জীবনী কাব্যের নাম – 'গৌরাঙ্গ বিজয়'। এ কাব্যের অন্য নাম 'ভুবনমঙ্গল'। ড. সুকুমার সেন এ কাব্যের প্রকাশক।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	তিনি জীবনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'চৈতন্যচরিতামৃত'। এটি জীবনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।
গোবিন্দ দাস	তাঁর জীবনী কাব্যের নাম – 'গোবিন্দদাসের কড়চা বা শ্রীচৈতন্য কড়চা'।

গ. বৈষ্ণব শাস্ত্র

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী নামে পরিচিত চৈতন্যদেবের ছয় জন প্রখ্যাত শিষ্য বৃন্দাবনে অবস্থান করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ভূমিকা রাখেন। তাঁরা হলেন– সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং গোপাল ভট্ট। প্রথম তিনজন বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা করেন এবং শেষ তিনজন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করে সারা বাংলাদেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

শাক্ত পদাবলি

এসব ছাড়াও 'শাক্ত পদাবলি' নামে একধরনের পদাবলি রচিত হয়েছে। মূলত শ্যামাসংগীতকেই শাক্ত পদাবলি বলা হয়। শাক্ত পদাবলির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি – রামপ্রসাদ সেন। তাঁর উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন'। আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলামও শাক্ত পদাবলি রচনা করেছেন।

চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত সমস্যা। মধ্যযুগে কয়েকজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন- চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা চণ্ডীদাস। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁরা একই ব্যক্তি নাকি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ রকম বিতর্কই চণ্ডীদাস সমস্যা।

অনুবাদ সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে রয়েছে অনুবাদ সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'সাহিত্যের কথা'। মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুবাদকৃত সাহিত্যের নাম 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'।

রামায়ণ

রামায়ণ একটি প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য। আদিকবি ঋষি বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম দস্যু রত্নাকর । 'বাল্মীকি' মানে হলো 'উইপোকার ঢিবি'। রামায়ণ ৭টি খণ্ড ও ৫০০টি সর্গে বিভক্ত ২৪,০০০ শ্লোকের সমষ্টি। এই কাব্যের মূল উপজীব্য হলো বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনি। রামায়ণ অনুবাদের মাধ্যমে মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা হয়।

রামায়ণের অনুবাদক কবি –

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কৃত্তিবাস ওঝা	তিনি রামায়ণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি। তিনি অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি। তাঁর অনূদিত রামায়ণের নাম– 'শ্রীরাম পাঁচালী'।
চন্দ্রাবতী	চন্দ্রাবতী রামায়ণের প্রথম অনুবাদক। তিনি বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম মহিলা কবি। তাঁর বাবা মনসামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ বংশীদাস। বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলায়। তিনি মৈয়মনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারামের পালা' গীতিকা দুটিও রচনা করেছেন।

মহাভারত

প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যতম মহাকাব্য 'মহাভারত'। এর মূল রচয়িতা– মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। 'বেদ' এর ব্যাখা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদব্যাস। মহাভারতে – ১৮টি খণ্ড এবং ৮৫,০০০ শ্লোক আছে। এর মূল উপজীব্য বিষয় হলো কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র – ভীষ্ম, দ্রোনাচার্য, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী, অভিমন্যু, কুন্তী, কর্ণ, গান্ধারী, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ। দ্রৌপদী মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) একক স্ত্রী।

মহাভারতের অনুবাদক কবি –

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবি। তিনি চট্টগ্রামের শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নির্দেশে মহাভারত অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। তাঁর মহাভারতের অন্য নাম–বিজয়পাণ্ডব কথা'/ 'ভারত পাঁচালী'।
শ্রীকর নন্দী	পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের নির্দেশে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। তাঁর মহাভারত 'ছুটিখানী মহাভারত' নামে পরিচিত।
কাশীরাম দাস	মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি।

ভাগবত

ভাগবত – (পুরাণ) বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ। মূল রচয়িতা – মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (বেদব্যাস)।

ভাগবতের অনুবাদক কবি

মালাধর বসু: তিনি ভাগবতের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি। তিনি অনুবাদ সাহিত্যের দ্বিতীয় কবি। তিনি হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য চর্চা করেন। তাঁর কাব্যের নাম – 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'। তাঁর কাব্য 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। তাঁর উপাধি – গুণরাজ। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ তাঁকে এ উপাধি প্রদান করেন।

গিরিশচন্দ্র সেন: কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৮৬ সালে কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। তাঁর উপাধি হলো 'ভাই'। তাঁর বাড়ি ছিল নরসিংদী জেলায়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী। এছাড়াও তিনি 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' রচনা করেন।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। সুলতানি আমলে মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান মূলত অনুবাদ সাহিত্য। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস হতে উপকরণ নিয়ে রচিত এইসব প্রণয়কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মতো মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি (পনের শতকের কবি) শাহ মুহাম্মদ সগীর। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি। তাঁর রচিত প্রথম কাব্য ইউসুফ-জোলেখা'র মাধ্যমে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা হয়।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে আরাকানে (বর্তমান মিয়ানমার) বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। এ রাজসভা 'রোসাঙ্গ' বা 'রোসাং' নামে পরিচিত। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর একটি অংশ আরাকান রাজসভার কবিগণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। আরাকানে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। আরাকানের সাহিত্য ভান্ডার উদ্‌ঘাটন করেন ১৯৩৫ সালে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' রচনার মাধ্যমে। আরাকান রাজসভার প্রধান কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর। তাঁর রচিত কাব্য 'চন্দ্রাবতী' লোককাহিনি আশ্রিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য।

আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি

দৌলত কাজী (আনুমানিক ১৬০০-১৬৩৮)

তিনি আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি এবং লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রাউজানের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'। সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যটির দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পর কবির মৃত্যু (১৬৩৮) হলে আলাওল বাকি অংশ সমাপ্ত করেন (১৬৫৯)। কাব্যটি রোমান্টিক আখ্যানমূলক কাব্য। সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী– এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র- মহিষী ময়নামতি, রাজা লোর।

আলাওল (আনুমানিক ১৬০৭-১৬৮০)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, তাঁর জন্ম ফরিদপুরের ফতেহাবাদ এবং এনামুল হকের মতে, চট্টগ্রামের হাটহাজারীর জোবরা গ্রামে। তিনি মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার শ্রেষ্ট কবি এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবিও বলা হয়। আরাকান রাজসভায় প্রধান কোরেশী মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল কাব্য রচনা করেন। আলাওল মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর রচিত গন্থসমূহের মধ্যে আখ্যানকাব্য হচ্ছে – পদ্মাবতী (১৬৪৮), সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী (১৬৫৯), সপ্তপয়কর (১৬৬৫), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৬৯) ও সিকান্দারনামা (১৬৭৩); নীতিকাব্য - তোহফা (১৬৬৪) এবং সঙ্গীতবিষয়ক কাব্য – রাগতালনামা। এ ছাড়াও বৈষ্ণবপদের অনুরূপ তাঁর কিছু গীতিকবিতা আছে। রাগতালনামা ও গীতিকবিতাগুলি তাঁর মৌলিক রচনা, অন্যগুলি অনুবাদমূলক। আলাওলের রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মাবতী' তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য, যা ছিল কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ'-এর অনুবাদ। পদ্মাবতী কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– পদ্মাবতী, রত্নসেন, নাগমতি।

অনুবাদ সাহিত্য ও রোমান্টিক প্রণয়োপ্যাখ্যান ধারার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

কাব্যের নাম	অনুবাদক কবি	মূল ভাষা	মূলগ্রন্থ/ উৎস এবং কবি
ইউসুফ-জুলেখা (রোমান্টিক ধারার প্রথম কাব্য)	শাহ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, ফকির গরীবুল্লাহ্	ফারসি	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা; কবি-জামী
সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী (তিন খণ্ডে বিভক্ত)	দৌলত কাজী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) আলাওল (শেষ খণ্ড)	হিন্দি	মৈনাসত (কবি-মিয়া সাধন) চন্দ্রায়ন (কবি-মোল্লা দাউদ)
লাইলী-মজনু	দৌলত উজীর বাহরাম খান (জন্ম -চট্টগ্রাম)	ফারসি	লায়লা ওয়া মজনুন; কবি – নিজামী (ইরানের)
মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ চুহর, শাকের মুহম্মদ	হিন্দি	মধুমালত; কবি – মনঝন
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	দোনাগাজী চৌধুরী, আলাওল, ইব্রাহিম	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
পদ্মাবতী	আলাওল	হিন্দি	পদুমাবৎ; কবি- মালিক মুহম্মদ জায়সী
তোহফা	আলাওল	ফারসি	তোহ্ফাতুন নেসায়েহ্; কবি-ইউসুফ গদা
সপ্তপয়কর	আলাওল	ফারসি	হপ্তপয়কর (নিজামী গঞ্জভী)
সিকান্দরনামা	আলাওল	ফারসি	সেকেন্দরনামা; কবি – নিজামী গঞ্জভী
চন্দ্রাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর		অজ্ঞাত
নূরনামা	আবদুল হাকিম, আবদুল করিম, মীর মুহম্মদ শফি	ফারসি	অজ্ঞাত
নসিহৎনামা	আবদুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
সিহাবুদ্দীন নামা	আবদুল হাকিম	ফারসি	অজ্ঞাত
লালমতি সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	–	–
হানিফা কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	ফারসি	অজ্ঞাত
গুলে বকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহাম্মদ মুকীম	ফারসি	তাজমূলক গুল-ই-বকাওলী; কবি-ইজ্জতুল্লা
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকিম	–	–
গদা মল্লিক	শেখ সাদী	–	–
শাহনামা	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	ফারসি	কবি – ফেরদৌসী
নসীরনামা	মরদন	–	–
দুল্লা মজলিস, হাজার মসাইল, নূরনামা	আব্দুল করীম খন্দকার	–	–
রিজওয়ান শাহ	শমসের আলী	–	–
নবীবংশ	সৈয়দ সুলতান	আরবি	কিসাসুল আম্বিয়া, স'লাবা
রসুল বিজয়	সৈয়দ সুলতান	–	–
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান, দ্বিজ শ্রীধর	–	–
হাতেম তাই	সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা	ফারসি	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা
আমীর হামজা	সৈয়দ হামজা, আব্দুল নবী	–	–

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক

কবি	কাব্য	পৃষ্ঠপোষক	কবি	কাব্য	পৃষ্ঠপোষক
কৃত্তিবাস	রামায়ণ	জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ	বিজয় গুপ্ত	পদ্মাপুরাণ	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	বিপ্রদাস পিপিলাই	মনসা বিজয়	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	রুকনউদ্দিন বারবক শাহ	যশোরাজ খান	বৈষ্ণব পদাবলি	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
আলাওল	পদ্মাবতী	কোরেশী মাগন ঠাকুর	জৈনুদ্দিন	রসুল বিজয়	শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ
দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লী মজনু	নেজাম শাহ	আফজাল আলি	বৈষ্ণব পদ	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ
			শ্রীধর দাস	বিদ্যাসুন্দর	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

মর্সিয়া সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোককাব্য (Elegy) বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। 'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনিকে ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে অন্যান্য শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এসব কাব্যের কোনো কোনোটি যুদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। এ জন্য এ কাব্যগুলোকে জঙ্গনামাও বলা হয়ে থাকে। মর্সিয়া কাব্যের প্রধানতম কবি ফকীর গরীবুল্লাহ। ফকীর গরীবুল্লাহ রচিত মর্সিয়ার নাম-জঙ্গনামা। শেখ ফয়জুল্লাহ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি তাঁর রচিত কাব্যের নাম- জয়নবের চৌতিশা। মর্সিয়া সাহিত্যের অন্যান্য কবি- দৌলিত উজির বাহরাম খান, হায়াৎ মামুদ। আধুনিক যুগের মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ এ ধারার কবি।

মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্য

গ্রন্থাবলি	গ্রন্থকার
জয়নবের চৌতিশা	এটি মর্সিয়া সাহিত্যের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি।
জঙ্গনামা, আমির হামজা	রচয়িতা - ফকির গরীবুল্লাহ
জঙ্গনামা	দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত মর্সিয়া কাব্যটি তাঁর রচিত প্রথম কাব্য।
মক্তুল হোসেন	মুহম্মদ খান রচিত এ কাব্যটি মর্সিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকাব্য। এ কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী।
কাশিমের লড়াই, ফাতিমার সুরতনামা	শেখ শেররাজ চৌধুরী, এ কবির নিবাস ছিল ত্রিপুরা।
জঙ্গনামা	রংপুর ঝাড়বিশিলা গ্রামের কবি হায়াত মামুদ এই মর্সিয়া কাব্যটির প্রণেতা।
শহীদ-ই কারবালা ও সখিনার বিলাপ	রচয়িতা - জাফর
হানিফার কারবালা যাত্রা	রচয়িতা - নজর আলী
হানিফার লড়াই	রচয়িতা - আবদুল আলিম
কাসেম-বধ	রচয়িতা - হামিদ আলী
ইমামগণের কেচ্ছা এবং আফৎনামা	রচয়িতা - রাধারমন গোপ (তিনি মর্সিয়া সাহিত্যের হিন্দু কবি।)

কবিগান ও পুঁথি সাহিত্য

কবিগান

কবিগান এমন এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান, যা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত ছড়া ও গানের মাধ্যমে দুই দলের গায়ককে প্রথমে পালাক্রমে এবং শেষে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করতে হয়। কবিগানের একটি জনপ্রিয় প্রতিশব্দ 'কবির লড়াই'। দলের দলপতিকে বলা হয় সরকার বা কবিয়াল। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কবিগানের রচয়িতা ছিল।

কবিওয়ালা ও শায়ের

কবিগানের হিন্দু রচয়িতাদের বলা হয় কবিওয়ালা এবং মুসলিম রচয়িতাদের বলা হয়– শায়ের।

কবিগানের উল্লেখযোগ্য কবি

গোঁজলা গুই/গোঁজলা পুট কবিগানের আদি কবি। হারু ঠাকুর – শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। এন্টনি ফিরিঙ্গি – জাতিতে পর্তুগিজ এবং ধর্মে খ্রিষ্টান। কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা কবিগানের কবি। কবিগানের রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে পরিচিত – রামবসু, ভোলা ময়রা।

টপ্পা গান

কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) এর উদ্ভাবক। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। টপ্পা গানকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উৎস মনে করা হয়।

পাঁচালি গান

পাঁচালি গান বাংলার প্রাচীন লৌকিক সংগীতগুলোর অন্যতম। এই গান প্রধানত সনাতন ধর্মীদের বিভিন্ন আখ্যান বিষয়ক বিষয়বস্তু সংবলিত ও তাদের তুষ্টির জন্য পরিবেশিত হয়। লক্ষীকান্ত বিশ্বাস কর্তৃক এই গান সর্বপ্রথম প্রচলিত হওয়ায় তাকেই এর স্রষ্টা বলে গণ্য করা হয় । দাশরথি রায় পাঁচালিগানের শক্তিশালী কবি। তিনি দাশু রায় নামে পরিচিত।

পুঁথি সাহিত্য বা দোভাষী পুঁথি সাহিত্য

আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত 'আরবি-ফারসি' শব্দ মিশ্রিত ইসলামি চেতনাসম্পৃক্ত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে সমস্ত কাব্য রচিত হয়েছিল তা 'পুঁথি' সাহিত্য নামে পরিচিত। আরবি, ফারসি সহ কয়েকটি ভাষার শব্দ ব্যবহার করে মিশ্রিত ভাষায় রচিত পুঁথিকে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য বলা যায়। কলকাতার বটতলার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল বলে একে বটতলার পুঁথিও বলা হয়।

এ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি

কবি	সাহিত্যকর্ম
ফকির গরীবুল্লাহ্	পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ্। তাঁর কাব্যগুলো হলো– ইউসুফ - জুলেখা, আমীর হামজা (প্রথম অংশ), জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি।
সৈয়দ হামজা	তিনি ফকির গরীবুল্লাহ্‌র অনুসারী ছিলেন। তাঁর কাব্যগুলো হলো– আমীর হামজা (শেষ অংশ), মধুমালতী, হাতেম তাঈ, জৈগুনের পুঁথি।
মোহাম্মদ দানেশ	নুরুল ইমান, হাতেম তাঈ, চাহার দরবেশ, গোলবে ছানুয়ার।
আব্দুল হাকিম ও আব্দুল গফুর	গাজী-কালু চম্পাবতী। এ পুঁথিতে ফকিরদের প্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য (Folk-lore) বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা, কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি বোঝানো হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা লোকসাহিত্যের সার্থক ভাবে উজ্জীবনের পথদ্রষ্টা। আর অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য' নামক গ্রন্থে তিনি লোকসাহিত্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ৭ ভাগে ভাগ করেন। যথা –

১. গীতিকা ২. লোককাহিনি/ কথা ৩. লোক সংগীত ৪. ছড়া ৫. প্রবাদ ৬. ধাঁধা ৭. লোকনাটক

লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া, প্রবাদ ও ধাঁধা।

গীতিকা: একশ্রেণির আখ্যানমূলক লোকগীতি বাংলা সাহিত্যে 'গীতিকা' নামে অভিহিত হয়। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় 'ব্যালাড' (Ballad)। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – ১. নাথ গীতিকা ২. মৈমনসিংহ গীতিকা ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা

১. **নাথগীতিকা/ নাথ সাহিত্য:** নাথ ধর্মের কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাথ গীতিকার উদ্ভব হয়েছে। নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মীননাথ। তাঁর আরেক নাম ছিল মৎসেন্দ্রনাথ। গোরক্ষনাথ ছিলেন এই মীননাথের শিষ্য।

নাথ সাহিত্যের প্রধান শাখা ২টি। যথা –

ক) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস: গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতন ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

খ) ময়নামতি: মাণিক রাজার গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ও গোপীচাঁদের পাঁচালী ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

নাথ সাহিত্যের উল্লেযোগ্য গ্রন্থাবলি

গ্রন্থ	কবি ও সম্পাদক
গোরক্ষ বিজয়	এটি রচনা করেন নাথ গীতিকার প্রধান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর সম্পদনায় এটি প্রকাশিত হয়।
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস	এই গীতিকা রচনা করেন শুকুর মহম্মদ।
মীনচেতন	লেখক ছিলেন শ্যামদাস সেন।
গোরক্ষবিজয়	ভীমসেন রায় রচিত
মানিকচন্দ্র রাজার গান	ভাষা বিজ্ঞানী স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর জেলার কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ১৮৭৮ সালে এই নাথগীতিকা সংগ্রহটি প্রকাশ করেন। এটি সর্ব প্রথম প্রকাশিত নাথ গীতিকা।
গোবিন্দ চন্দ্রগীত	রচয়িতা – দুর্লভ মল্লিক।
ময়নামতির গান	রচয়িতা – ভবানী দাস ভীম।
সাধনমাহাত্ম্য	রচয়িতা – মকসেদ আলী।

❖ নাথসাহিত্যের আরো একজন কবি – সেন রায় শ্যাম দাস।

২. **মৈমনসিংহ গীতিকা:** বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদনদীপ্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তা-ই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দেশবিদেশের মনীষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে ১৯২৩ খ্রি. প্রকাশিত হয় এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন – চন্দ্রকুমার দে, জসীম উদ্‌দীন, আশুতোষ চৌধুরী, বিহারীলাল সরকার, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। মৈমনসিংহ গীতিকায় গীতিকা রয়েছে ১০ টি।

এর উল্লেখযোগ্য পালা সমূহ

পালাসমূহ	রচয়িতা
মহুয়া	দ্বিজ কানাই রচিত এই পালাটি সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন জসীম উদ্‌দীন। ড. সুকুমার সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গুলোর মধ্যে মহুয়া গাথাটি সবচেয়ে রোমান্টিক ও মনোরম বিবেচনা করেছেন।
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহের অন্যতম শ্রেষ্ঠগীতিকা হিসেবে সমাদৃত।
মলুয়া	চন্দ্রাবতী মৈমনসিংহ গীতিকার এই দুটি পালা রচনা করেন। এ কবি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি।
দস্যু কেনারাম	
কমলা	রচয়িতা দ্বিজ ঈশান।
কাজলরেখা	এই পালার রচয়িতা অজ্ঞাত। এই পালার কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ সংকলিত হয়েছে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে।
কঙ্ক ও লীলা	এর রচয়িতা ৪ জন যথা – দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া।
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	রচয়িতা - নয়ানচাঁদ ঘোষ।
দেওয়ানা ভাবনা	এই দুটির রচয়িতা অজ্ঞাত।
রূপবতী	

৩. **পূর্ববঙ্গ গীতিকা:** 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কয়েকটা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকাগুলো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য পালা নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া, নুরুন্নেছা ও কবরের কথা, কমল সওদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ, পরীবানুর হাঁহলা ইত্যাদি।

লোককাহিনি/ কথা: গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে 'কথা' বা 'লোককথা' বা 'লোককাহিনি' বলা হয়ে থাকে।

বি. দ্র. কাহিনিগুলো কাব্যে রূপায়িত হলে 'গীতিকা' এবং গদ্যে হলে 'কথা' নামে পরিচিত হয়।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা – ১. রূপকথা ২. উপকথা ৩. ব্রতকথা

রূপকথা: রূপকথা হলো শিশুতোষ কল্পকাহিনি যে গুলোকে ইংরেজিতে বলে Fairy Tales. এগুলো অন্যান্য লোককথা থেকে দীর্ঘতর হয় এবং চরিত্র হিসেবে রাজা, রানি, রাজপুত্র, রাজকন্যা ইত্যাদি মানব চরিত্র পাওয়া যায়। বাংলাভাষার রূপকথার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থগুলো হলো – ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে (রসকথা), ঠানদিদির থলে (ব্রতকথা)। 'টুনটুনির বই' নামে রূপকথার একটি গ্রন্থ সংগ্রহ করেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

- **লোকগীতি:** লোকগীতি বা লোকসংগীত একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত। অঞ্চলভেদে লোকগীতির পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর; উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাটু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- **ছড়া:** লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া। ছড়াগুলোতে রসের প্রাধান্য পায়, ছন্দঝঙ্কারে মন বিমুগ্ধ হয় – বুদ্ধি দিয়ে তাকে বিচার করার প্রয়োজন পড়ে না। লঘুভার, অর্থহীন, সংক্ষিপ্ত ও বিচিত্র বলে ছড়া সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। ছড়ার বিষয়বস্তু অত্যন্ত বিচিত্র।
- **প্রবাদ:** 'প্রবাদ' লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শাখা। প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। জীবনের বিচিত্র পরিসরে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য স্বল্প অবয়বে প্রবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।
- **ধাঁধা:** লোকসাহিত্যে 'ধাঁধা' অন্যতম প্রাচীন শাখা হিসেবে বিবেচিত। ধাঁধাকে জাতির সৃষ্টি মনে না করে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানব মনের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। প্রাকৃত ভাষার গীতিকবিতা গ্রন্থ কোনটি?
(ক) রামায়ণ (খ) শূন্যপুরাণ (গ) সেক শুভোদয়া (ঘ) প্রাকৃতপৈঙ্গল

০২। 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কোন কাব্যের অংশ বিশেষ?
(ক) প্রাকৃতপৈঙ্গল (খ) চর্যাপদ (গ) শূন্যপুরাণ (ঘ) সেক শুভোদয়া

০৩। বাংলা ভাষার মধ্যযুগ-
(ক) ৯৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ১২০১ – ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ (গ) ১২০১ – ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ১৩৫১ –১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

০৪। অন্ধকার যুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?
(ক) সেক শুভোদয়া (খ) প্রাকৃতপৈঙ্গল (গ) রামায়ণ (ঘ) শূন্যপুরাণ

০৫। শূন্যপুরাণ কাব্যে কতটি অধ্যায় আছে?
(ক) ৫৯টি (খ) ৪৯টি (গ) ৬১টি (ঘ) ৫১টি

০৬। কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
(ক) পাল (খ) সেন (গ) গুপ্ত (ঘ) তুর্কি

০৭। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কোন গ্রন্থকে "Dog Sanskrit" বলেছেন?
(ক) শূন্যপুরাণ (খ) রামায়ণ (গ) সেক শুভোদয়া (ঘ) প্রাকৃতপৈঙ্গল

০৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৮০৯ (গ) ১৯০৭ (ঘ) ১৭০৯

০৯। বড়াই কোন কাব্যের চরিত্র?
(ক) চণ্ডীমঙ্গল (খ) অন্নদামঙ্গল (গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ঘ) মনসামঙ্গল

১০। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) চর্যাপদ (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (গ) ইউসুফ জুলেখা (ঘ) পদ্মাবতী

১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণ কী ধরনের চরিত্র?
(ক) শ্রী রাধার ননদিনী (খ) পরমাত্মার প্রতীক (গ) রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী (ঘ) জনৈক গোপবালা

১২। মধ্যযুগের আদি নিদর্শন কোনটি?
(ক) চর্যাপদ (খ) রঘুবংশ কাব্য (গ) শূন্যপুরাণ (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১৩। বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কোনটি?
(ক) বিদ্বদ্বল্লভ (খ) বিদ্যাবল্লভ (গ) মহামহেপাধ্যায় (ঘ) বিদ্বাদ্বল্লভ

১৪। কার বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হয়?
(ক) ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় (খ) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গ) শশীভুবন মুখোপাধ্যায় (ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড কয়টি?
(ক) ১২ (খ) ১৪ (গ) ১৩ (ঘ) ১১

১৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শীর্ষক কাব্য গ্রন্থ কে আবিষ্কার করেন?
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) বসন্তরঞ্জন রায় (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৭। মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে-
(ক) কাহ্নপা (খ) বিদ্যাপতি (গ) বড়ু চণ্ডীদাস (ঘ) মালাধর বসু

১৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয় –
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৮০৯ (গ) ১৯১৬ (ঘ) ১৮১৬

১৯। বিদ্যা ও চারুকলার দেবীকে নিয়ে রচিত মঙ্গল কাব্য কোনটি?
(ক) ষষ্ঠীমঙ্গল (খ) লক্ষ্মীমঙ্গল (গ) সারদামঙ্গল (ঘ) শীতলামঙ্গল

২০। মনসামঙ্গলের আদি কবি কে?
(ক) কানা হরিদত্ত (খ) মনিক দত্ত (গ) বিজয় দত্ত (ঘ) ময়ূর ভট্ট

২১। 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?
(ক) কাশীরাম দাস (খ) মালাধর বসু (গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) ভারতচন্দ্র

২২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়?
(ক) বড়ায়ি (খ) ঈশ্বরী (গ) বেহুলা (ঘ) ফুল্লরা

২৩। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি কে?
(ক) হরিদত্ত (খ) মনিক দত্ত (গ) ময়ূর ভট্ট (ঘ) রূপরাম

২৪। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবি কে?
(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ময়ূর ভট্ট (গ) মানিক দত্ত (ঘ) কানা হরিদত্ত

২৫। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কোন কবি?
(ক) বিজয় গুপ্ত (খ) লোচন দাস (গ) রায় বিনোদ (ঘ) রামাই পণ্ডিত

২৬। 'হাকন্দ পুরাণ' গ্রন্থটি কার রচিত?
(ক) চণ্ডীদাস (খ) মানিক দত্ত (গ) ময়ূর ভট্ট (ঘ) হরিদত্ত

২৭। ভাঁড়ুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?
(ক) চণ্ডীমঙ্গল (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (গ) মনসামঙ্গল (ঘ) অন্নদামঙ্গল

২৮। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?
(ক) কানা হরিদত্ত (খ) ময়ূর ভট্ট (গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

২৯। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' চরণটি কোন কাব্যের?
(ক) অন্নদামঙ্গল (খ) পদ্মাবতী (গ) অশ্রুমালা (ঘ) লাইলী-মজনু

৩০। ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন –
(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (গ) মূয়র ভট্ট (ঘ) কানা হরিদত্ত

৩১। 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
(ক) কানা হরিদত্ত (খ) বিজয়গুপ্ত (গ) মুকুন্দরাম (ঘ) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

৩২। মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?
(ক) রাজাদেশ প্রাপ্তি (খ) স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
(গ) রাজা ও সভাসদদের মনোরঞ্জন করা (ঘ) রাজকবির দায়িত্ব পালন

৩৩। ধর্মমঙ্গল কব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
(ক) ঘনরাম চক্রবর্তী (খ) হরিদত্ত (গ) ময়ূর ভট্ট (ঘ) খেলারাম চক্রবর্তী

৩৪। নিচের কোনটি অন্নদামঙ্গল কাব্যের খণ্ড নয়?
(ক) শিবায়ন (খ) বিদ্যাসুন্দর (গ) পঞ্চাননমঙ্গল (ঘ) মানসিংহ

৩৫। কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
(ক) বিদ্যাপতি (খ) জয়দেব (গ) গোবিন্দদাস (ঘ) এদের কেউ নয়

৩৬। বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?
(ক) ফারসি (খ) ব্রজবুলি (গ) মারাঠি (ঘ) হিন্দি

৩৭। বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কি?
(ক) মাগধী (খ) অসমিয়া (গ) ব্রজবুলি (ঘ) জগাখিচুড়ি

৩৮। বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?
(ক) ৩ জন (খ) ২ জন (গ) ৪ জন (ঘ) ৫ জন

৩৯। "সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া।" কার রচনা?
(ক) চণ্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

৪০। নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?
(ক) সুরদাস (খ) কালিদাস (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) জয়দেব

৪১। কে বাংলা ভাষার কবি নন?
(ক) জ্ঞানদাস (খ) জয়দেব (গ) মুকুন্দরাম (ঘ) চণ্ডীদাস

৪২। দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয় কাকে?
(ক) জ্ঞানদাস (খ) গোবিন্দদাস (গ) জয়দেব (ঘ) চণ্ডীদাস

৪৩। 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?
(ক) প্রাচীন ভাষা (খ) সংস্কৃত (গ) ব্রজবুলি (ঘ) অবহঠ্হ

৪৪। 'ব্রজবুলি' ভাষার স্রষ্টা কে?
(ক) মাধবাচার্য (খ) চণ্ডীদাস (গ) গোবিন্দ দাস (ঘ) বিদ্যাপতি

৪৫। বিদ্যাপতি কোন ধারার কবি?
(ক) বৈষ্ণব পদাবলি (খ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (গ) চরিত সাহিত্য (ঘ) মঙ্গলকাব্য

৪৬। 'নবকবি শেখর' কার উপাধি?
(ক) জয়দেব (খ) গোবিন্দদাস (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) জ্ঞানদাস

৪৭। শ্রীচৈতন্যদেব কেন বিখ্যাত?
(ক) বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক (খ) সভাকবি (গ) কাব্যস্রষ্টা হিসেবে (ঘ) চণ্ডীদাস

৪৮। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম' পদটি কোন বৈষ্ণব কবির রচনা?
(ক) জ্ঞানদাস (খ) গোবিন্দদাস (গ) দ্বিজ চণ্ডিদাস (ঘ) বলরাম দাস

৪৯। 'পদাবলি'র প্রথম কবি কে?
(ক) জ্ঞানদাস (খ) চণ্ডীদাস (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) শ্রীচৈতন্য

৫০। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'- পদটির রচয়িতা কে?
(ক) জ্ঞানদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) চণ্ডীদাস (ঘ) গোবিন্দদাস

৫১। মহাভারতের রচয়িতা কে?
(ক) মনু (খ) বেদব্যাস (গ) ভদ্রবাহু (ঘ) বাল্মীকি

৫২। কবি চন্দ্রাবতী কোন অঞ্চলের কবি ছিলেন?
(ক) নেত্রকোনা (খ) সুনামগঞ্জ (গ) হবিগঞ্জ (ঘ) কিশোরগঞ্জ

৫৩। হিন্দি ও ফারসি কাব্যধারা থেকে কোন কাব্য ধারার প্রচলন হয়েছে?
(ক) নাথ সাহিত্য (খ) পদাবলি (গ) প্রণয়োপাখ্যান (ঘ) মঙ্গলকাব্য

৫৪। লাইলী-মজনু উপাখ্যান কোন দেশের?
(ক) ইরান (খ) মিশর (গ) ভারত (ঘ) ইরাক

৫৫। রামায়ণের রচয়িতা কে?
(ক) বিশ্বামিত্র (খ) বশিষ্ঠ (গ) বাল্মীকি (ঘ) বেদব্যাস

৫৬। মধ্যযুগের কোন কবি বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন?
(ক) কাজী দৌলত (খ) সৈয়দ সুলতান (গ) মাগন ঠাকুর (ঘ) আব্দুল হাকিম

৫৭। 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের অনুবাদক কে?
(ক) শাহ মুহাম্মদ সগীর (খ) আবদুল হাকিম (গ) আলাওল (ঘ) সৈয়দ সুলতান

৫৮। কবি আলাওলের প্রথম রচনা –
(ক) গুলে বকাওলী (খ) হপ্ত পয়কর (গ) পদ্মাবতী (ঘ) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

৫৯। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা কে?
(ক) বিশ্বামিত্র (খ) বশিষ্ঠ (গ) মালাধর বসু (ঘ) বেদব্যাস

৬০। মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
(ক) দ্বিজ চণ্ডীদাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) মুকুন্দরাম (ঘ) দ্বিজ বংশীদাস

৬১। আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) ষোড়শ শতক (খ) সপ্তদশ শতক (গ) পঞ্চদশ শতক (ঘ) অষ্টাদশ শতক

৬২। বাংলা সাহিত্যে আরাকানকে কী নামে অভিহিত করা হত?
(ক) সন্দীপ (খ) গৌড় (গ) রোসাঙ্গ (ঘ) বার্মা

৬৩। আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি-
(ক) কোরেশী মাগন ঠাকুর (খ) দৌলত কাজী (গ) আলাওল (ঘ) মরদন

৬৪। সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী কাব্যটির রচয়িতা–
(ক) আলাওল (খ) মরদন (গ) মাগন ঠাকুর (ঘ) দৌলত কাজী

৬৫। প্রণয়োপাখ্যানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে –
(ক) অনুকরণপ্রিয়তা (খ) মানবিক প্রেম (গ) মুসলিম রচনা (ঘ) রাজাদের কাহিনি

৬৬। রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কি?
(ক) কামিনী রায় (খ) পদ্মাবতী (গ) চন্দ্রাবতী (ঘ) চন্দ্রকলাবতী

৬৭। বাংলায় 'মহাভারতের' শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন –
(ক) শ্রীকর নন্দী (খ) সন্ধাকর নন্দী (গ) মালাধর বসু (ঘ) কাশীরাম দাস

৬৮। 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) মুহাম্মদ মুকিম (খ) শা'বারিদ খান (গ) ফকীর গরীবুল্লাহ্ (ঘ) দৌলত উজির বাহরাম খান

৬৯। 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে' – পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা –
(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর (খ) আলাওল (গ) সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল (ঘ) মুহম্মদ কবীর

৭০। মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি কে?
(ক) শেখ ফয়জুল্লাহ (খ) মুহম্মদ খান (গ) হায়াৎ মামুদ (ঘ) সৈয়দ সুলতান

৭১। মর্সিয়া শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে?
(ক) উর্দু (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) তুর্কি

৭২। মর্সিয়া কী?
(ক) আনন্দগীতি (খ) চমকগীতি (গ) শোকগীতি (ঘ) পল্লিগীতি

৭৩। 'জঙ্গনামা' কব্যের বিষয় কী?
(ক) যুদ্ধবিগ্রহ (খ) শোকতাপ (গ) রোমান্স (ঘ) প্রেমভালবাসা

৭৪। মর্সিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য কোনটি?
(ক) জয়নবের চৌতিশা (খ) কাশিমের লড়াই (গ) মক্তুল হোসেন (ঘ) শহীদ-ই কারবালা

৭৫। মূলত কোন কাহিনি অবলম্বনে মর্সিয়া সাহিত্য রচনা হয়?
(ক) বদরের যুদ্ধ (খ) উহুদের যুদ্ধ (গ) মক্কা বিজয় (ঘ) কারবালা যুদ্ধ

৭৬। পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে?
(ক) সৈয়দ হামজা (খ) ফকির গরীবুল্লাহ্ (গ) আলাওল (ঘ) শাহ মুহম্মদ সগীর

৭৭। হাতেম তাই কাব্যটি কে রচনা করেন?
(ক) আমীর হামজা (খ) ফকির গরীবুল্লাহ্ (গ) মোহাম্মদ দানেশ (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

৭৮। পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝি –
(ক) প্রেম বিষয়ক (খ) হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (গ) ইসলামী চেতনা বিষয়ক (ঘ) নবী রাসূল বিষয়ক

৭৯। কবি গানের রচয়িতা ছিল –
(ক) নিম্নবর্ণের হিন্দু (খ) উচ্চবর্ণের হিন্দু (গ) বৌদ্ধ (ঘ) ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা

৮০। 'টপ্পা' কী?
(ক) নাচের মুদ্রা (খ) এক ধরনের গান (গ) এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র (ঘ) বিশেষ ধরনের খেলা

৮১। কোন কাব্যগ্রন্থটি ফকির গরীবুল্লাহ্ কর্তৃক রচিত?
(ক) ইউসুফ-জোলেখা (খ) সত্যপীরের পুঁথি (গ) জঙ্গনামা (ঘ) সবগুলো

৮২। পুঁথি সাহিত্যের লেখক –
(ক) সৈয়দ হামজা (খ) আবদুল হাকিম (গ) ভারতচন্দ্র রায় (ঘ) আলাওল

৮৩। সৈয়দ হামজা 'আমীর হামজা' কাব্যের কোন অংশ রচনা করেন?
(ক) প্রথম অংশ (খ) শেষ অংশ (গ) পূর্ণাঙ্গ বই (ঘ) রচনা করেননি

৮৪। 'সোনাভান' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) সৈয়দ হামজা (খ) আলাওল (গ) শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ্ (ঘ) মীর মোহাম্মদ সফী

৮৫। রংপুর থেকে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' কে সংগ্রহ করেছেন?
(ক) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (খ) চন্দ্রকুমার দে (গ) জর্জ গ্রিয়ার্সন (ঘ) পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন

৮৬। নাথ সাহিত্যের প্রধান নিদর্শন কোনটি?
(ক) পার্বতী কাহিনি (খ) মীননাথের নারীমোহ থেকে উদ্ধার
(গ) ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান (ঘ) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

৮৭। দেওয়ানা মদিনার রচিয়তা কে?
(ক) মনসুর বয়াতি (খ) জসীম উদ্‌দীন (গ) মনসুর উদ্দিন (ঘ) সুকুমার সেন

৮৮। কোনটি মৈমনসিংহ গীতিকার উপাখ্যান?
(ক) পদ্মাবতী (খ) বিদ্যাসুন্দর (গ) চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র (ঘ) পদ্মিনী উপাখ্যান

৮৯। নাথ সাহিত্যের প্রধান কবি কে?
(ক) শেখ ফয়জুল্লাহ (খ) দুর্লভ মল্লিক (গ) শুকুর মাহমুদ (ঘ) ভীমসেন রায়

৯০। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন?
(ক) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (গ) ড. কাজী মোতাহার হোসেন (ঘ) ড. মাযহারুল ইসলাম

৯১। ঈশপের গল্পগুলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ কোনটি?
(ক) রূপকথা (খ) উপকথা (গ) ব্রতকথা (ঘ) কোনটিই নয়

৯২। শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত নাথ সাহিত্য গ্রন্থ কোনটি?
(ক) মীন চেতন (খ) গোরক্ষ বিজয় (গ) ময়নামতির গান (ঘ) গোর্খ বিজয়

৯৩। মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের কতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
(ক) ১৩টি (খ) ১৮টি (গ) ২৩টি (ঘ) ২৬টি

৯৪। নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন গীতিকাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল?
(ক) মলুয়া (খ) দস্যু কেনারমের পালা (গ) কঙ্ক ও লীলা (ঘ) কাফন চোর

৯৫। নাথ সাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কে?
(ক) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (খ) ড. নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত (গ) ড. ফণীভূষণ দাসগুপ্ত (ঘ) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

৯৬। লোকসাহিত্যের প্রচীনতম সৃষ্টি কী?
(ক) গান (খ) কবিতা (গ) গল্প (ঘ) ছড়া

৯৭। 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতি রূপকথার বই সম্পাদনা করেন কে?
(ক) সুকুমার রায় (খ) জসীম উদ্‌দীন (গ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র (ঘ) সুকুমার সেন

৯৮। 'দেওয়ানা মদিনা' কোন কাব্যের অন্তর্গত?
(ক) মধ্যযুগের গীতিকবিতা (খ) পূর্ববঙ্গ গীতিকা (গ) নাথ গীতিকা (ঘ) মৈমনসিংহ গীতিকা

৯৯। মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেছে —
(ক) ড. দীনেশ চন্দ্র সেন (খ) বাংলা একাডেমি (গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১০০। পশু পাখির চরিত্র অবলম্বনে গড়া কাহিনিকে কী বলে?
(ক) রূপকথা (খ) উপকথা (গ) ব্রতকথা (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	✍	১৪	খ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	✍	২০	ক
২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	✍	২৮	গ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	গ
৪১	খ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	✍	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	✍	৫২	ঘ	৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	✍	৬৭	ঘ	৬৮	ক	৬৯	খ	৭০	ক
৭১	গ	৭২	গ	৭৩	ক	৭৪	ক	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	গ	৭৮	গ	৭৯	✍	৮০	খ
৮১	✍	৮২	ক	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	ক	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	ক
৯১	খ	৯২	খ	৯৩	গ	৯৪	ঘ	৯৫	✍	৯৬	ঘ	৯৭	গ	৯৮	ঘ	৯৯	ঘ	১০০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি. - বর্তমান)

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) কাজী আব্দুল ওদুদ (খ) এস ওয়াজেদ আলি (গ) আবুল ফজল (ঘ) আবদুল কাদির

০২। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়– [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ (খ) ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ (গ) ১৯ মার্চ ১৯২৬ (ঘ) ২৬ মার্চ ১৯২৭

০৩। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) এন্টনি ফিরিঙ্গি (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর

০৪। কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) রামরাম বসু (গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) অক্ষয়কুমার দত্ত

০৫। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) হরপ্রসাদ রায়

০৬। 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) বঙ্গদূত (খ) জ্ঞানান্বেষণ (গ) জ্ঞানাঙ্কুর (ঘ) সংবাদ প্রভাকর

০৭। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) লর্ড ওয়েলেসলি (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ঘ) রামরাম বসু

০৮। বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) প্রভু যিশুর বাণী (খ) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (গ) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (ঘ) মিশনারি জীবন

০৯। বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? [২৯তম বিসিএস, ২৬তম বিসিএস, ১৬তম বিসিএস]
(ক) ১৯৫৫ খ্রি. (খ) ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ (গ) ১৯৫২ খ্রি. (ঘ) ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

১০। বাংলা সাহিত্যে কখন গদ্যের সূচনা হয়? [২৮তম বিসিএস]
(ক) নবম শতকে (খ) ত্রয়োদশ শতকে (গ) ষোড়শ শতকে (ঘ) উনিশ শতকে

১১। ইয়ং বেঙ্গল কি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) বাংলাভাষা শিক্ষার্থী ইংরেজ (খ) ইংরেজি ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি যুবক
(গ) একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর নাম (ঘ) একটি সাময়িক পত্রের নাম

১২। কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় কত সালে? [২৮তম বিসিএস]
(ক) ১৮১৭ সালে (খ) ১৮৩২ সালে (গ) ১৮৫২ সালে (ঘ) ১৭৫৩ সালে

১৩। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়– [২৬তম বিসিএস]
(ক) ১৮০০ সালে (খ) ১৮০১ সালে (গ) ১৮০২ সালে (ঘ) ১৮০৪ সালে

১৪। 'বত্রিশ সিংহাসন' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (খ) রামরাম বসু (গ) বিদ্যাসাগর (ঘ) রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়

১৫। বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক কে ছিলেন? – [২৬তম বিসিএস]
(ক) প্রফেসর আব্দুল হাই (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (গ) কাজী মোতাহার হোসেন (ঘ) ড. এনামুল হক
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর- অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলাম (২ জুন ১৯৭২ – ১২ আগস্ট ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন)।

১৬। কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) রোমান্টিসিজম (খ) আধুনিকতাবাদ (গ) উত্তরাধুনিকতাবাদ (ঘ) বাস্তববাদ

১৭। ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'–এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিস্টাব্দে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) ১৯২৬ (খ) ১৯১১ (গ) ১৮৬৪ (ঘ) ১৯০৫

১৮। বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল? [২২তম বিসিএস]
(ক) বর্ধমান হাউস (খ) বাংলা ভবন (গ) আহসান মঞ্জিল (ঘ) চামেলি হাইজ

১৯। 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' –এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো? [১৬তম বিসিএস]
(ক) সওগাত (খ) মোহাম্মদী (গ) সমকাল (ঘ) শিখা

২০। 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন– [১৫তম বিসিএস]
(ক) কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ (খ) মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ
(গ) মোহম্মদ আকরাম খাঁ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ (ঘ) কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ

২১। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম– [১৫তম বিসিএস]
(ক) সুন্দরম (খ) লোকায়ত (গ) উত্তরাধিকার (ঘ) কিছুধ্বনি

২২। ট্রাজেডি, কমেডি ও ফার্সের মূল পার্থক্য– [১৫তম বিসিএস]
(ক) জীবনানুভূতির গভীরতায় (খ) দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতায় (গ) কাহিনীর সরলতা ও জটিলতায় (ঘ) ভাষার প্রকারভেদে

উত্তরমালা																				
০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	ক	১০	ঘ	১১	খ
১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	-	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক	২১	গ	২২	ক

১৮০০ সাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগের পরিধি। ১৮০০ সাল হতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ধরা হলেও এই যুগের বিশেষ লক্ষণ আরো পূর্বেই পরিস্ফুটিত হতে দেখা যায়। তবে সাহিত্য সমালোচকদের মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত আধুনিক যুগ আরম্ভ হয় ১৮৬০ সালে সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের মাধ্যমে।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য:

- গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।
- অলৌকিকতা পরিহার করে জীবনমুখী সাহিত্য রচনা।
- ইউরোপীয় ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রভাব।
- মানবতাবোধ, স্বদেশ প্রেম, রোমান্টিকতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ হতে সাহিত্য রচনা প্রভৃতি।

আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল কাব্যধর্মী। আধুনিক যুগের সাহিত্য ধারায় গদ্য সাহিত্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাময়িক পত্র, পত্রিকা, ছোট গল্প, গীতি কবিতা, নাটক, ভ্রমণ কাহিনি, মহাকাব্য প্রভৃতি সংযোজন লক্ষ করা যায়।

গদ্য সাহিত্য

আধুনিক যুগের পূর্বে সাহিত্য গুণসমৃদ্ধ কোন গদ্যরচনার অস্তিত্বের প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বাংলা গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রপাত হয় মূলত পর্তুগিজ পাদ্রিদের হাতে। বাংলা গদ্যকে সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সর্বভাব প্রকাশক্ষম করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্যরীতির চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন।

প্রথম স্তর: সূচনা	ষোল শতক হতে ১৮০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত।
দ্বিতীয় স্তর: উন্মেষ	১৮০০ (শ্রীরামপুর মিশন) থেকে ১৮৪৭ সালের (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের) পূর্ব পর্যন্ত।
তৃতীয় স্তর: অভ্যুদয়	১৮৪৭ (বিদ্যাসাগর) হতে ১৮৬৫ (বঙ্কিমচন্দ্রের) পূর্ব পর্যন্ত।
চতুর্থ স্তর: পরিণতি	১৮৬৫ (বঙ্কিমচন্দ্র) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন

১৫৫৫ সালে আসামরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন

রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ সালে রচিত এবং ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন বলে উল্লেখযোগ্য। (সূত্র: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম)

মানোএল দা আসসুম্পসাঁও 'Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez; নামে বাংলা ব্যাকরণ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন। এটি ১৭৪৩ সালে লিসবন হতে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণটি প্রাচীনতম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।

বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

ঢাকার ভূষণার জমিদার পুত্র দোম আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ- রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। রোমান হরফে লিখিত গ্রন্থটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন হতে মুদ্রিত হয়।

বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ

১৭৭৮ সালে হুগলি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় রচিত A Grammar of the Bengal Language বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। এর রচয়িতা ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড।

বাংলা গদ্য বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

শ্রীরামপুর মিশন

বাংলায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি পশ্চিম বঙ্গের শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। মার্চ মাসে এখানে একটি প্রেস স্থাপন করা হয়। এখান থেকেই উইলিয়াম কেরি সর্বপ্রথম বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের Gospel of St. Mathews. অংশের অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মত্তীয়ের রচিত' বা 'মথী রচিত মঙ্গল সমাচার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং ১৮০৯ সালে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ (উইলিয়াম কেরিকৃত) প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এখান থেকে রামায়ণ, মহাভারত, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ সালে এখান থেকেই 'দিগদর্শন' ও 'সমাচারদর্পণ' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। দিগদর্শন ছিল মাসিক পত্রিকা, এটি বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা (সাময়িক পত্র)। সমাচার দর্পণ ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

ভারতবর্ষে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় ২৪ শে নভেম্বর। ১৮০১ সালে কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরিকে কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

১৮০১ – ১৮১৫ পর্যন্ত সময়কে ফোর্ট উইলিয়াম পর্ব বলা হয়। এ সময় ৮ জন লেখক ১৪ টি গ্রন্থ রচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থ –

গ্রন্থকার	গ্রন্থাবলি
উইলিয়াম কেরি	১. কথোপকথন (১৮০১) – সাধারণ মানুষের সংলাপ নিয়ে।
	২. ইতিহাসমালা (১৮১২) – গল্প ও কাহিনি সংকলিত রূপ।
রামরাম বসু (গদ্য সাহিত্যের প্রথম বাঙালি লেখক।)	১. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) – জমিদার প্রতাপাদিত্যের কাহিনি (কলেজ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ, বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ)।
	২. লিপিমালা (১৮০২) – কাল্পনিক পত্র সংকলন। (বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য)।
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ (১৮০২) – সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক বই রচয়িতা)	১. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) – অনূদিত কাহিনি সংকলন।
	২. হিতোপদেশ (১৮০৮)।
	৩. রাজাবলি (১৮০৮) – বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।
	৪. প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) – প্রবন্ধ গ্রন্থ।
	৫. বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)
তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) – ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত।
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম (১৮০৫) – ঐতিহাসিক জীবনী।
চণ্ডীচরণ মুনশী	তোতা ইতিহাস (১৮০৫) – ফার্সি তুতিনামাহ থেকে বাংলায় অনূদিত।

হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। এ কলেজের মাধ্যমে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের যথার্থ সুযোগ লাভ করে। ১৭ বছর বয়সী হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট ডিরোজিওর শিষ্যরাই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত। এদের মূলমন্ত্র ছিল– আস্তিকতা হোক, নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করা। 'ইয়ং বেঙ্গল' এর মুখপাত্র ছিল ইংরেজি 'এনকোয়ারার' এবং বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য ছিল– প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কালিপ্রসাদ ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্তও হেনরি লুই ডিরোজিও ভাবশিষ্য ছিলেন। হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' করা হয় ১৮৫৫ সালে।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি

মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজী ইমদাদুল হককে সভাপতি এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি। এখান থেকে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ

১৯ জানুয়ারি ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এখান থেকে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা। ১৯২৭ সালে আবুল হোসেনের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার স্লোগান ছিল "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"। এ পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন ৩ জন। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন ও কাজী মোতাহের হোসেন।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি'। ২০০৩ সালে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় এখান থেকে ১০ খণ্ডের বাংলা Encyclopedia প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে। The Bengal Academy Act – ১৯৫৭ আইন দ্বারা এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিবছর এখান থেকে সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমি প্রতি বছর একুশে বইমেলার আয়োজন করে। ১৯৭২ সাল থেকে বইমেলা হলেও ১৯৮৪ সাল থেকে নামকরণ করা হয় 'অমর একুশে বইমেলা'। 'বাংলা একাডেমী কে 'বাংলা একাডেমি' বানানে রূপান্তর করা হয় – ২০১৩ সালে। নজরুল মঞ্চ, নজরুল স্মৃতিকক্ষ ও লেখক জাদুঘর - বাংলা একাডেমিতে অবস্থিত। একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ভাস্কর্য 'মোদের গরব' এর ভাস্কর – অমিল পাল।

প্রতিষ্ঠা	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ)
পূর্বনাম	বর্ধমান হাউজ
প্রথম সভাপতি	মওলানা আকরম খাঁ
প্রথম পরিচালক	ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
প্রথম মহাপরিচালক	ড. মযহারুল ইসলাম
প্রথম মহিলা মহাপরিচালক	ড. নীলিমা ইব্রাহিম
বর্তমান মহাপরিচালক	কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা
বর্তমান সভাপতি/প্রথম নারী সভাপতি	সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন
বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রবর্তন	১৯৬০ সালে

বাংলা একাডেমির বিভাগ: চারটি –

১। গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ।
২। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ।
৩। পাঠ্যপুস্তক বিভাগ।
৪। প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।

প্রকাশনা: বাংলা একাডেমি থেকে ছয়টি পত্রিকা ও সাময়িকী বের হয়। যথা –

- উত্তরাধিকার – প্রথমে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হলেও ২০০৯ সাল থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- বাংলা একাডেমি পত্রিকা – বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা (ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক)।
- বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা – ষান্মাসিক, বিজ্ঞান গবেষণামূলক।
- ধান শালিকের দেশ – ত্রৈমাসিক, কিশোর সাহিত্যমূলক।
- বার্তা – বর্তমানে এটি অনিয়মিত প্রকাশনা।
- The Bangla Academy Journal – ষান্মাসিক, গবেষণামূলক, ইংরেজি ভাষায়।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অভিধানসমূহ

প্রকাশিত অভিধান	সম্পাদক	প্রকাশিত অভিধান	সম্পাদক
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	প্রমিত বাংলা অভিধান	জামিল চৌধুরী
বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	ড. আহমদ শরীফ	ঐতিহাসিক অভিধান	মনজুরুল রহমান
বাংলা একাডেমি ইংরেজি বাংলা অভিধান	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	সমকালীন বাংলা অভিধান	আবু ইসহাক

উপন্যাস

উপন্যাস হলো গদ্যে লেখা দীর্ঘাবয়ব বর্ণনাত্মক কথাসাহিত্য। যিনি উপন্যাস রচনা করেন তিনি ঔপন্যাসিক। বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনা হয় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। বাংলা উপন্যাস লেখার প্রথম প্রচেষ্টা চালান ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার রচিত উপন্যাস – 'কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস'। হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালন্স রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (অবাঙ্গালি রচিত)। বাঙালি রচিত প্রথম উপন্যাস হল 'আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৭)'। এটি রচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস

রচয়িতা	উপন্যাসের নাম
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮২)
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
আবু ইসহাক	সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫)
আবু জাফর শামসুদ্দীন	পদ্মা মেঘনা যমুনা
আনোয়ার পাশা	রাইফেল, রোটি, আওরাত (১৯৭৩)
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াবনামা
আবুল ফজল	চৌচির, রাঙা প্রভাত
কাজী ইমদাদুল হক	আবদুল্লাহ
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধন-হারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) ও কুহেলিকা (১৯৩১)
জসীম উদ্‌দীন	বোবাকাহিনী,বউ টুবানির ফুল
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে, আরেক ফাল্গুন, বরফ গলা নদী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
নজিবর রহমান	আনোয়ারা
নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী	রূপজালাল
নীলিমা ইব্রাহীম	এক পথ দুই বাঁক, বিশ শতকের মেয়ে
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	পথের পাঁচালী, অপরাজিত , আরণ্যক
বুদ্ধদেব বসু	সাড়া, তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১)
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	জোহরা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চোখের বালি , গোরা , ঘরে-বাইরে , চার অধ্যায় , শেষের কবিতা (১৯২৯)
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	পদ্মরাগ (১৯২৪)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বৈকুণ্ঠের উইল, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	কাশবনের কন্যা
শওকত ওসমান	জননী, ক্রীতদাসের হাসি, জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য
শহীদুল্লা কায়সার	সারেং বৌ, সংশপ্তক
শামসুর রাহমান	অক্টোপাস , অদ্ভুত আঁধার এক
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	লালসালু , চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো
সেলিনা হোসেন	হাঙর নদী গ্রেনেড , পোকামাকড়ের ঘরবসতি , নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তারা-বাঈ , রায়নন্দিনী
সত্যেন সেন	অভিশপ্ত নগরী, পাপের সন্তান
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি , সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা , নীল দংশন
স্বর্ণকুমারী দেবী	দীপনির্বাণ (১ম মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাস)
হাসান আজিজুল হক	বৃত্তায়ন , শিউলি, আগুনপাখি
হুমায়ূন কবির	নদী ও নারী

নাটক ও প্রহসন

নাটক : সুখ-দুঃখযুক্ত মানুষের যে স্বভাব অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তার নাম নাটক। নাটককে সমাজজীবনের দর্পণ বলা হয়। নাটক এক ধরনের দৃশ্যকাব্য।

প্রহসন : সমাজের কুরীতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনা সংবলিত হাস্যরস প্রধান একাঙ্কিকা নাটককে প্রহসন বলা হয়।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি

১৭৫৩ সালে "প্লে হাউজ' নামে কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চে তৈরি হয়। ১৭৯৫ সালে রুশ নাগরিক হেরেসিম লেবেদফ 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে কলকাতায় রঙ্গালয় স্থাপন করেন। এ বছরই তিনি The Disguise এবং Love is the best Doctor নামে দুটি নাটক বাংলায় ভাষান্তর করে এদেশীয় পাত্রপাত্রীর দ্বারা অভিনয় করান। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কলকাতায় 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলা মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয় ১৮৫২ সালে। এ বছর যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' এবং তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশিত হয়। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্ত (ট্রাজেডি) নাটক। অন্যদিকে ভদ্রার্জুন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক। প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাটক 'বসন্ত কুমারী" (১৮৭৩)। প্রথম সার্থক কমেডি নাটক – পদ্মাবতী (১৮৬০) ; এ নাটকে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। প্রথম সার্থক ট্রাজেডি – 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১); মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। প্রথম সামাজিক নাটক– কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪); রচয়িতা - রামনারায়ণ তর্করত্ন।

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটক ও রচয়িতা

নাট্যকার	নাটক
তারাচরণ শিকদার	ভদ্রার্জুন
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকূলসর্বস্ব, বেণীসংহার, রত্নাবলী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ, লীলাবতী, নবীন তপস্বিনী, কমলে কামিনী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সীতার বনবাস, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা,
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী, জমীদার দর্পণ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	তারাবাঈ, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	তাসের দেশ, রক্তকরবী, ডাকঘর, প্রায়শ্চিত্ত, কালের যাত্রা, বিসর্জন
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া, মধুমালা, ঝিলিমিলি, পুতুলের বিয়ে
সৈয়দ শামসুল হক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নূরুলদীনের সারা জীবন, এখানে এখন
শাহাদাৎ হোসেন	আনারকলি, মসনদের মোহ
জসীম উদ্‌দীন	বেদের মেয়ে, মধুমালা, পদ্মাপার
নূরুল মোমেন	রূপান্তর, নেমেসিস, আলোছায়া
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	সুড়ঙ্গ, বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য
আলাউদ্দিন আল আজাদ	হিজল কাঠের নৌকা, নরকে লাল গোলাপ, নিঃশব্দ যাত্রা
আবদুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বাসনে, কোকিলারা, এখনও ক্রীতদাস
মমতাজউদ্দীন আহমদ	কী চাহ শঙ্খচিল, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা
মামুনুর রশীদ	গিনিপিগ, সময় অসময়, আমার বোন, ওরা কদম আলী
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী, মায়া-মালঞ্চ
সেলিম আল দীন	যৈবতী কন্যার মন, মুনতাসীর ফ্যান্টাসি, কিত্তনখোলা, ভাঙ্গনের শব্দ শুনি
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন, গোত্রান্তর, অবরোধ।

প্রহসন ও রচয়িতা

রচয়িতা	প্রহসনের নাম
রামনারায়ণ তর্করত্ন	যেমন কর্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯), বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)
দীনবন্ধু মিত্র	সধবার একাদশী, বিয়ে পাগলা বুড়ো
মীর মশাররফ হোসেন	এর উপায় কি, ভাই ভাই এই তো চাই, ফাঁস কাগজ ও এ কি!
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ, এমন কর্ম আর করব না, হিতে বিপরীত, হঠাৎ নবাব, দায়ে পড়ে দাবগ্রহ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	বিরহ, কল্কি অবতার, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষ রক্ষা, হাস্যকৌতুক

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বলতে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত লেখকের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক গদ্যরীতির সাহিত্য সৃষ্টি বোঝায়। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের সূত্রপাত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলা প্রবন্ধের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গদ্যে লিখিত প্রথম জীবনচরিত্র। এ গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধকের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তবে রাজা রামমোহন রায় বাংলা প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তক।

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ

প্রবন্ধকার	উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সভ্যতার সংকট, সাহিত্যের স্বরূপ, পঞ্চভূত, কালান্তর
কাজী নজরুল ইসলাম	রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	নারীর মূল্য, তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য
সৈয়দ আলী আহসান	কবিতার কথা
জীবনানন্দ দাশ	কবিতার কথা
বেগম রোকেয়া	মতিচূর, অবরোধবাসিনী
বুদ্ধদেব বসু	হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	লেখকের কথা
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
মুনীর চৌধুরী	মীর মানস
মীর মশাররফ হোসেন	গো জীবন (এই প্রবন্ধ রচনার জন্য তিনি মামলায় জড়িয়ে পড়েন)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য, বিবিধ প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন
আবুল মনসুর আহমেদ	শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
আহমদ ছফা	জাগ্রত বাংলাদেশ, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস, বাঙালি মুসলমানের মন
মুহম্মদ আব্দুল হাই	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষ, মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য
বদরুদ্দীন ওমর	সংস্কৃতির সংকট, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা
প্রমথ চৌধুরী	বীরবলের হালখাতা, তেল নুন লকড়ি, রায়তের কথা, নানা কথা, নানাস্মৃতি
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	পারস্য প্রতিভা, মানুষের ধর্ম, নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (স:)
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	প্রভাত চিন্তা, নিভৃত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা
গোপাল হালদার	সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালি সংস্কৃতির রূপ
ড. আহমদ শরীফ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্ত, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, বিচিত চিন্তা
ডা. লুৎফর রহমান	মহৎ জীবন, মানব জীবন, উন্নত জীবন
মোতাহের হোসেন চৌধুরী	সংস্কৃতি কথা, সভ্যতা
ড. আনিসুজ্জামান	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, স্বরূপের সন্ধানে
কাজী মোতাহার হোসেন	সঞ্চয়ন, সেই পথ লক্ষ্য করে
ড. হুমায়ুন আজাদ	নিবিড় নীলিমা, মাতাল তরণী, আধার ও আধেয়।
কাজী আব্দুল ওদুদ	শাশ্বত বঙ্গ
আবুল ফজল	বিভিন্ন কথা, মানবতন্ত্র

ছোট গল্প

বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শাখা ছোট গল্প। বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
এক কথায় ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোট গল্পের চমৎকার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা
ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি
প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশে
অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্প

গল্পকার	গল্প
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	দেনাপাওনা, ভিখারিনী, নষ্টনীড়, হৈমন্তী, পোস্টমাস্টার, ছুটি, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, জীবিত ও মৃত
কাজী নজরুল ইসলাম	পদ্মগোখরো, বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা, মেহের নিগার, দুরন্ত পথিক, জিনের বাদশা
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির, মহেশ, বিলাসী, অভাগীর স্বর্গ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সরীসৃপ, প্রাগৈতিহাসিক
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	নয়ন চারা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌরীফুল
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	রসকলি, ডাকহরকরা, জলসাঘর
সৈয়দ মুজতবা আলী	রসগোল্লা
আবু ইসহাক	মহাপতঙ্গ, জোঁক
আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী
প্রমথ চৌধুরী	চার ইয়ারী কথা
বুদ্ধদেব বসু	হাওয়া বদল
আবুল মনসুর আহমদ	ফুড কনফারেন্স, আয়না
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	খোঁয়ারি, দুধে ভাতে উৎপাত, দোজখের ওম
হাসান আজিজুল হক	শকুন, সমুদ্রের স্বপ্ন, নামহীন গোত্রহীন, আত্মজা ও একটি করবী গাছ

মহাকাব্য

ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে বিস্তৃত পরিসরে রচিত শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রস প্রধান কাব্যকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য ২ প্রকার।
১। জ্ঞাত মহাকাব্য: কোন বিশেষ কবির রচনা নয়। পৃথিবীতে জ্ঞাত মহাকাব্য রয়েছে ৪টি। ১. রামায়ণ (রচয়িতা – বাল্মীকি) ২. মহাভারত (রচয়িতা – বাসদেব) ৩. ইলিয়ড (রচয়িতা হোমার) ৪. ওডেসি (রচয়িতা হোমার)।
২। সাহিত্যিক মহাকাব্য: কোন বিশেষ কবির প্রতিভায় তা রচিত হয়। যেমন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মেঘনাবধ কাব্য।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের সূচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৯৬১)।

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য

রচয়িতা	মহাকাব্য	রচয়িতা	মহাকাব্য
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)	হামিদ আলী	কাসেমবধ কাব্য
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭)	যোগীন্দ্রনাথ বসু	পৃথ্বীরাজ, শিবাজী
নবীনচন্দ্র সেন	রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস (ত্রয়ী মহাকাব্য)	কায়কোবাদ	মহাশ্মশান (১৯০৪)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্পেনবিজয় কাব্য		

গীতি কবিতা

কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, আনন্দ বেদনা, কামনা বাসনা যখন প্রাণের অন্তস্তল থেকে আবেগ কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তাকে গীতি কবিতা বলে।
কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা গীতি কবিতার জনক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে গীতি কবিতার সার্থক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রম্য রচনা

রচয়িতা	রম্যরচনা
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়
সৈয়দ মুজতবা আলী	পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের দপ্তর, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, লোকরহস্য,
শওকত ওসমান	নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত
মুহম্মদ আব্দুল হাই	তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা
আবুল মনসুর আহমদ	আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা
হাসান হাফিজুর রহমান	দক্ষিণের জানালা

ভ্রমণকাহিনি

রচয়িতা	ভ্রমণকাহিনি
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পালামৌ (বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনি)
জসীম উদ্‌দীন	চলে মুসাফির, যে দেশে মানুষ বড়, হলদে পরীর দেশ
মুহম্মদ আব্দুল হাই	বিলাতে সাড়ে সাত শ' দিন
শহীদুল্লা কায়সার	পেশোয়ার হতে তাসখন্দ
ইব্রাহীম খা	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র
অন্নদাশঙ্কর রায়	পথে প্রবাসে
ড. মুহম্মদ এনামুল হক	বুলগেরিয়া ভ্রমণ
সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে-বিদেশে (কাবুল শহরের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে)
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	তুরস্ক ভ্রমণ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাশিয়ার চিঠি, জাপান যাত্রী, জাভা যাত্রীর পত্র, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র
সুফিয়া কামাল	সোভিয়েতের দিনগুলি
নির্মলেন্দু গুণ	ভলগার তীরে

কাব্য

কাব্য হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। আধুনিক বাংলা কাব্যযুগের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কবি	কাব্যগ্রন্থ
অমিয় চক্রবর্তী	মাটির দেয়াল, অনিঃশেষ
আহসান হাবীব	রাত্রিশেষ, সারা দুপুর
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল প্রবাহ
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	প্রবোধ প্রভাকর
কামিনী রায়	আলো ও ছায়া
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	সদ্ভাবশতক
কাজী নজরুল ইসলাম	অগ্নিবীণা (১৯২২), সাম্যবাদী, বিষের বাঁশি
গোলাম মোস্তফা	রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান
জসীম উদ্‌দীন	নকশীকাঁথার মাঠ, রাখালী
জীবনানন্দ দাশ	বনলতা সেন, রূপসী বাংলা
ফররুখ আহমদ	সাত সাগরের মাঝি
বিহারীলাল চক্রবর্তী	সারদামঙ্গল, সাধের আসন, বঙ্গসুন্দরী
বন্দে আলী মিয়া	অনুরাগ, ময়নামতির চর
বিষ্ণু দে	উর্বশী ও আর্টেমিস, চোরাবালি
বুদ্ধদেব বসু	বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০), বীরাঙ্গনা (১৮৬২)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মানসী, সোনার তরী, গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা
রজনীকান্ত সেন	বাণী, কল্যাণী
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মিনী উপাখ্যান
শামসুর রাহমান	প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	তন্বী, অর্কেস্ট্রা
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র, পূর্বাভাস
সুফিয়া কামাল	সাঁঝের মায়া, অভিযাত্রিক
হাসান হাফিজুর রহমান	বিমুখ প্রান্তর, আর্ত শব্দাবলী

সাহিত্যের বিভিন্ন মতবাদ বা ইজম

মতবাদের নাম	বৈশিষ্ট্য
রোমান্টিসিজম	এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা যা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। রোমান্টিকতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত সংজ্ঞা।
ধ্রুপদী সাহিত্য	গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অনুকরণে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে ধ্রুপদী সাহিত্য বলে।
অস্তিত্ববাদ	অস্তিত্ববাদ বিংশ শতাব্দীর একটি শীর্ষ স্থানীয় দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদের মূলকথা হলো জীবন জগতের পটভূমিকায় মানুষের মূল্য ও অবস্থান স্পষ্ট।
প্রতীকবাদ	সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রতীক বা বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে কোন বিষয় উপস্থাপনের রীতিকে প্রতীকবাদ বলে।
বাস্তববাদ	সাহিত্যে বাস্তববাদ বলতে জীবন ও জগতের বাস্তব তথা বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনকেই বুঝায়।
পরাবাস্তববাদ	অবচেতন মনের কাজকর্ম রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করাই এ মতবাদের মূলকথা।
যথাস্থিতবাদ	বাস্তববাদের চূড়ান্ত রূপই যথাস্থিতবাদ যা প্রকৃতিবাদ নামেও পরিচিতি।
অভিব্যক্তিবাদ	বাস্তববাদের চরম বিরোধী এক মতবাদ অভিব্যক্তিবাদ। দৃশ্য, শিল্প ও সাহিত্যে বাহ্যিক জীবনের চেয়ে অভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদঘাটনই অভিব্যক্তিবাদ।
কলাকৈবল্যবাদ	কলাকৈবল্যবাদ হলো কেবল শিল্পের জন্যই যে শিল্প, সেই মতবাদ। এখানে শিল্পের আদর্শের চেয়ে সৌন্দর্যকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।
আধুনিকতাবাদ	আধুনিকতাবাদ হচ্ছে রোমান্টিকতাবাদের ভেতর থেকে উদ্ভূত পুঁজিবাদী সমাজের দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদ। এটি আলোকায়ন ও কুসংস্কার বিরোধী এবং চেতনার অন্তঃপ্রবাহ দ্বারা শিল্পের রূপকে প্রকাশ করে।
উত্তর আধুনিকতাবাদ	সাহিত্যিকদের নৈরাশ্যবোধ হতে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এটি বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞানের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, পাশাপাশি মহাবিশ্বের স্থির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বকে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে মনে করে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এর রচয়িতা কে?
(ক) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (খ) মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁউ
(গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর (ঘ) হেনরি পিটস ফরস্টার

০২। বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'– এর রচয়িতা কে?
(ক) হেনরি পিটস ফরস্টার (খ) দোম আন্তোনিও (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর (ঘ) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

০৩। 'ধ্রুপদী সাহিত্য' অনুসরণ করে –
(ক) গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকে (খ) ইংরেজ সভ্যতাকে (গ) রুশ সভ্যতাকে (ঘ) স্প্যানিশ সভ্যতাকে

০৪। আধুনিকতার লক্ষণ কী?
(ক) ইংরেজি শিক্ষা (খ) সহশিক্ষা (গ) স্বদেশ প্রেম ও মানবতাবোধ (ঘ) দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ানো

০৫। রোমান হরফে লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ শব্দ–
(ক) A Grammar of the Bengali Language (খ) Vocabulario em Idiomae Bengalla'e Portuguez
(গ) A Grammar of the English Language (ঘ) কোনটি নয়

০৬। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম প্রধান ছিলেন –
(ক) মি. উইলিয়াম (খ) উইলিয়াম কেরি (গ) রামরাম বসু (ঘ) জেসি মার্শম্যান

০৭। প্রথম বাংলা গদ্য রচয়িতা-
(ক) রামরাম বসু (খ) প্যারীচাঁদ মুখোপাধ্যায় (গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) বিদ্যাসাগর

০৮। 'মানুষের মূল্য ও অবস্থান স্পষ্ট' এটি কোন মতবাদের মূলকথা?
(ক) আধুনিকতাবাদ (খ) অভিব্যক্তিবাদ (গ) অস্তিত্ববাদ (ঘ) প্রতীকবাদ

০৯। 'ফোর্ট উইলিয়াম যুগে' সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন –
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসারগ (খ) রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ঘ) রামনারায়ন তর্করত্ন

১০। বাংলা গদ্য সাহিত্য বিকাশে কোন প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে?
(ক) সংস্কৃত কলেজ (খ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (গ) মুহসীন কলেজ (ঘ) শ্রীরামপুর মিশন

১১। 'কেরি সাহেবের মুন্সী'র লেখক হলেন –
(ক) প্যারীচাঁদ মুখোপাধ্যায় (খ) অন্নদা শঙ্কর রায় (গ) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (ঘ) প্রমথনাথ বিশি

১২। বাঙালির লেখা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ কোনটি?
(ক) লিপিমালা (খ) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (গ) ইতিহাসমালা (ঘ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং

১৩। কোন গ্রন্থটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করেন?
(ক) প্রতাপাদিত্য চরিত্র (খ) পুরুষ পরীক্ষা (গ) বত্রিশ সিংহাসন (ঘ) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র

১৪। কোনটি সঠিক?
(ক) গোলকনাথ শর্মা- হিতোপদেশ (খ) রামরাম বসু-প্রবোধ চন্দ্রিকা
(গ) উইলিয়াম কেরি-পুরুষ পরীক্ষা (ঘ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়-তোতা ইতিহাস

১৫। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত সালে কোন তারিখে স্থাপিত হয়?
(ক) ১৯৬১; ১০মার্চ (খ) ১৮০১; ৫ মার্চ (গ) ১৮০০; ৪ মে (ঘ) ১৮২১; ৪ জুন

১৬। বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?
(ক) জন ক্লার্ক মার্শম্যান (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) চার্লস উইলকিন্স (ঘ) গৌর দাস

১৭। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল–
(ক) ১০ জানুয়ারি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ (খ) ১০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ
(গ) ২০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (ঘ) ৩০ জানুয়ারি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ

১৮। বাংলাদেশের প্রথম কোথায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ঢাকায় (খ) রাজশাহীতে (গ) যশোরে (ঘ) রংপুরে

১৯। উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়?
(ক) ১২৯৮ সালে (খ) ১৩৯৮ সালে (গ) ১৪৯৮ সালে (ঘ) ১৫৯৮ সালে

২০। বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় কত সালে?
(ক) ১৯০০ (খ) ১৮০০ (গ) ১৯২৫ (ঘ) ১৯৫৪

২১। 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা কে ছিলেন?
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) ডিরোজিও (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) প্যারীচাঁদ মিত্র

২২। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
(ক) ১৮০১ সালে (খ) ১৮১৫ সালে (গ) ১৮১৭ সালে (ঘ) ১৮২০ সালে

২৩। 'প্রকৃতিবাদ' অন্য কি নামে পরিচিত?
(ক) প্রতীকবাদ (খ) যথাস্থিতবাদ (গ) মার্কসবাদ (ঘ) উত্তর আধুনিকতাবাদ

২৪। 'ইয়ংবেঙ্গল' এর আত্মপ্রকাশ হয় –
(ক) ১৮২৫ সালে (খ) ১৮২৭ সালে (গ) ১৮২৯ সালে (ঘ) ১৮৩১ সালে

২৫। সাহিত্যিকদের নৈরাশ্যবোধ হতে যে মতবাদের উদ্ভব ঘটে–
(ক) উত্তর আধুনিকতাবাদ (খ) আধুনিকতাবাদ (গ) ধ্রুপদী সাহিত্য (ঘ) কোনটিই নয়

২৬। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা –
(ক) স্যার সলিমুল্লাহ (খ) নওয়াব আবদুল লতিফ (গ) কাজী ইমদাদুল হক (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

২৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় –
(ক) ১৮৯৩ সালে (খ) ১৯১১ সালে (গ) ১৯২৬ সালে (ঘ) ১৯২৭ সালে

২৮। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় কেন?
(ক) উচ্চবিত্তের সাহিত্যচর্চার জন্য (খ) নিম্নবিত্তের সাহিত্যচর্চার জন্য
(গ) মধ্যবিত্তের সাহিত্যচর্চার জন্য (ঘ) সবগুলো

২৯। 'শিখা' পত্রিকা প্রথম কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯০৬ সালে (খ) ১৯২৫ সালে (গ) ১৯২৬ সালে (ঘ) ১৯২৭ সালে

৩০। শিখা পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন –
(ক) আবুল ফজল (খ) আবুল হুসেন (গ) কাজী মোতাহের হোসেন (ঘ) কাজী আবদুল ওদুদ

৩১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় –
(ক) ১৮৯০ সালে (খ) ১৮৯৫ সালে (গ) ১৯১০ সালে (ঘ) ১৯১১ সালে

৩২। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন –
(ক) কাজী ইমদাদুল হক (খ) আবুল ফজল (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) আবুল হুসেন

৩৩। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র ছিল –
(ক) তত্ত্ববোধিনী (খ) বঙ্গদর্শন (গ) শিখা (ঘ) সবুজপত্র

৩৪। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রবীণ সদস্য –
(ক) কাজী আনোয়ারুল করিম (খ) কাজী মোতাহার হোসেন (গ) কাজী আবদুল ওদুদ (ঘ) কাজী ইমদাদুল হক

৩৫। বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক কে?
(ক) ড. এনামুল হক (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (গ) কাজী মোতাহের হোসেন (ঘ) ড. মযহারুল ইসলাম

৩৬। বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে?
(ক) ড. আনিসুজ্জামন (খ) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (গ) নরেন বিশ্বাস (ঘ) আবু ইসহাক

৩৭। বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৯৫৫ সালে (খ) ১৯৫১ সালে (গ) ১৯৬৫ সালে (ঘ) ১৯৬০ সালে

৩৮। নিচের কোনটি বাংলা একাডেমির ত্রৈমাসিক পত্রিকা?
(ক) লেখা (খ) বিজ্ঞান পত্রিকা (গ) ধানশালিকের দেশ (ঘ) সবগুলো

৩৯। একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজক সংস্থার নাম কী?
(ক) গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (খ) শিক্ষা অধিদপ্তর (গ) বাংলা একাডেমি (ঘ) শিল্পকলা একাডেমি

৪০। প্রমিত বাংলা অভিধান প্রধান সম্পাদক কে?
(ক) ড. আনিসুজ্জামন (খ) জামিল চৌধুরী (গ) নরেন বিশ্বাস (ঘ) আবু ইসহাক

৪১। 'বাংলা পিডিয়া'র প্রধান সম্পাদক কে?
(ক) আবদুল মুনীর চৌধুরী (খ) ওয়াকিল আহমেদ (গ) আব্দুল মান্নান (ঘ) সিরাজুল ইসলাম

৪২। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় –
(ক) ১৯৫০ সালে (খ) ১৯৫২ সালে (গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে

৪৩। কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে 'বাংলাপিডিয়া' প্রকাশিত হয়েছিল?
(ক) শিল্পকলা একাডেমি (খ) বাংলা একাডেমি (গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

৪৪। ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) বাংলা একাডেমি (গ) এশিয়াটিক সোসাইটি (ঘ) নজরুল ইনস্টিটিউট

৪৫। 'প্রহসন' হচ্ছে এক ধরনের –
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) একাঙ্কিকা নাটক (ঘ) সবগুলো

৪৬। 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেন –
(ক) আশুতোষ মুখার্জী (খ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) হেরাসিম লেবেডফ (ঘ) আবদুল্লাহ আল মামুন

৪৭। বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় কত সালে?
(ক) ১৭৫৩ সালে (খ) ১৭৮৫ সালে (গ) ১৭৯০ সালে (ঘ) ১৭৯৫ সালে

৪৮। হেরাসিম লেবেডফ কোন নাটকটি বাংলায় ভাষান্তরিত করেন?
(ক) The Indiain (খ) The Ugly (গ) The Beast (ঘ) The Disguise

৪৯। ইংরেজরা ১৭৫৩ সালে 'প্লে হাউস' নামে প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন।
(ক) দিল্লিতে (খ) ভেনিসে (গ) লণ্ডনে (ঘ) কলকাতায়

৫০। 'অষ্টাদশ শতকের শেষে শুরু হয় –
(ক) ধ্রুপদী সাহিত্য (খ) আধুনিকতাবাদ (গ) রোমান্টিসিজম (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	✍	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	গ	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	খ
২১	খ	২২	গ	২৩	✍	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	✍	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	✍
৪১	ঘ	৪২	✍	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	গ	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	ঘ	৪৯	ঘ	৫০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম

☆ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' কার রচনা? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) রামরাম বসু (ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার



রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালের ২২ মে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বহুভাষাবিদ, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম সংস্কারক। তাঁকে বাংলার নবজাগরণের জনক বলা হয়। বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রথম তিনিই ব্যবহার করেন। রামমোহন রায় ছিলেন ইংল্যান্ড গমনকারী প্রথম বাঙ্গালি। একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মধর্মমত' প্রবর্তন করেন। একেশ্বর উপাসনার জন্য ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৮ সালের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুরোধ ও প্রচেষ্টায় তৎকালীন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। ১৮৩০ সালে মোঘল বাদশা দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক রাজা উপাধি পান। তাঁর ছদ্মনাম শিবপ্রসাদ রায়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং প্রথম রচনা 'তুহফাৎউল মুয়াহহিদ্দীন' যেটি আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত। আত্মকথামূলক গ্রন্থ – 'রাজা রামমোহন রায়ের স্বলিখিত জীবনী'। সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত গ্রন্থ – 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এবং 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তক। তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামমোহন রায়' (১৯০৭) গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ			
• বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫)	• প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮)	• প্রার্থনাপত্র (১৮২৩)	• অনুষ্ঠান (১৮২৯)
• বেদান্তসার (১৮১৫)	• গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)	• ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮)	• গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)
• পথ্য প্রদান (১৮২৩)	• ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭)	• ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮)	• গায়ত্রীর অর্থ
সংস্কৃত গ্রন্থ			
• উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার			
সম্পাদিত পত্রিকা			
• সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)	• ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১)	• মিরাৎ-উল আখবার (১৮২২); ফারসি ভাষার পত্রিকা	

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

গৌড়ীয় ব্যাকরণ

বাঙালি রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ হলো গৌড়ীয় ব্যাকরণ। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। এর আগে তিনি ইংরেজিতে Bengali Grammar in the English Language নামের একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন স্কুল-বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে এবং ছাত্রদের পাঠোপযোগী করে ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচিত হয়।

☆ লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' – গানটির রচয়িতা কে? [৩৮তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) লালন শাহ (খ) হাসন রাজা (গ) পাগলা কানাই (ঘ) রাধারমণ দত্ত

০২। 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়।' – গানটির রচয়িতা কে? [১৭তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) লালন শাহ (খ) সিরাজ সাঁই (গ) মদন বাউল (ঘ) পাগলা কানাই



লালন শাহ ১৭৭২ সালে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার হরিশপুর গ্রামে মতান্তরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'ফকির লালন', 'লালন সাঁই', 'লালন শাহ', 'মহাত্মা লালন' ও 'বাউল-সম্রাট' ইত্যাদি নামে পরিচিত। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। বাউল সম্রাট লালন শাহের গুরু সিরাজ শাহ। লালনের একমাত্র স্কেচটি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেছেন। লালন ধর্ম-জাত বর্ণ ভেদের উর্ধ্বে উঠে সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গান তথা বাউল গানের মূলবিষয়বস্তু ছিল আধ্যাত্মবিষয়ক। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লালনের জীবনী নিয়ে রচনা করেন 'মনের মানুষ'। এ উপন্যাস অবলম্বনে গৌতম ঘোষ ২০১০ সালে 'মনের মানুষ' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। শওকত ওসমান 'দুই মুসাফির' নামের ছোটগল্পটি লালনকে নিয়ে রচনা করেন। তানভীর মোকাম্মেল লালনকে নিয়ে পরিচালনা করেন তথ্যচিত্র 'অচিন পাখি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' শুরু হয়েছে লালনের গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' দিয়ে। তিনি ১৮৯০ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালির ছেউড়িয়াতে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উল্লেখযোগ্য গান		
• মিলন হবে কত দিনে	• সব সৃষ্টি করলো যে জন	• আমি অপার হয়ে বসে আছি
• বাড়ির কাছে আরশিনগর	• সময় গেলে সাধন হবে না	• এসব দেখি কানার হাট বাজার
• চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে	• মারিস নে মা আর আমারে	• তিন পাগলে হলো মেলা নদে এসে
• জাত গেল জাত গেল বলে	• আমার ঘরের চাবি পরের হাতে	• কে বানাইলো এমন রঙমহল খানা
• মন তুই করলি একি ইতরপনা	• আমার আপন খবর আপনার হয় না	• দেখ না মন, ঝকমারি এই দুনিয়াদারী
• আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী	• খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়	
• সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে..... কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়, তাইতে যে জাত ভিন্ন বলায়।		

যুগসন্ধিক্ষণ

সাধারণভাবে যুগসন্ধিক্ষণ মানে দুই যুগের মিলন। যুগসন্ধিক্ষণ বলতে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ কালপর্বকে বোঝায়। এটি মূলত দুই যুগের সন্ধি বা মিলনের সময় যখন সাহিত্যজগতে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ১৭৬০-১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে যুগসন্ধিক্ষণ বলে। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পরে এবং আধুনিক সাহিত্য তথা জীবনমুখী সাহিত্যধারা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ই বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর আধুনিক যুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাত্রা শুরু হয় ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে।

☆ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কার সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয়? [১৪তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গ) প্যারীচাঁদ মিত্র (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২ সালের ৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শিয়ালডাঙ্গার কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' (১৭৬০-১৮৬০) হিসেবে পরিচিত। ছদ্মনাম ভ্রমণকারী বন্ধু। উপাধিগুলো হলো- ১. আধুনিক যুগের প্রথম কবি; ২. রঙ্গব্যাঙ্গের কবি; ৩. খাঁটি বাঙালি কবি (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত); ৪. বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিবেশ সচেতন কবি। তাঁর হাত ধরে বাংলা কবিতা মধ্যযুগের গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিকতার রূপ পেয়েছে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং কবিগান বাঁধতেন। তাঁকে কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি বলা হয়। 'কালী কীর্তন' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। নাটক- 'বোধেন্দু বিকাশ'। 'প্রবোধ প্রভাকর' নিজস্ব কবিতার সংকলন। 'বাঙ্গালির মেয়ে' কবিতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন ছিল না। তিনি ১৮৫৯ সালের ২৩ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ			
• কালী কীর্তন (১৮৩৩)	• প্রবোধ প্রভাকর	• হিত প্রভাকর	• বোধেন্দু বিকাশ
• সত্যনারায়ণ ব্রতকথা	• কাব্য সংগ্রহ	• কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর জীবন বৃত্তান্ত (১৮৫৫)	

কবিতা						
• নীলকর	• ভাষা	• শাস্ত্র পাঠ	• তপসে মাছ	• বাঙ্গালির মেয়ে	• পাঁঠা	• পিঁয়া
• পায়েস	• কে	• বড় কে?	• রূপ ও গুণ	• মানুষ কে?	• আনারস	• স্বদেশ

সম্পাদিত পত্রিকা			
• সংবাদ সাধুরঞ্জন	• সংবাদ রত্নাবলী	• সংবাদ ভাস্কর	• পাষণ্ড পীড়ন
• সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ দৈনিক) – বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা।			

যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলার কারণ

বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সব্যসাচীর ন্যায় সাহিত্য রচনা করেছেন। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিরোধানের পর মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি এবং মাইকেলের মাধ্যমে আধুনিক কাব্যধারার সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কাব্য রচনা করেন। তাঁর কবিতায় প্রাচীন ও আধুনিক দুই যুগের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। দুই যুগের বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় বলে তাকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়।

☆ প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে? [৩০তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০২। 'ঠকচাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের? [২৬তম বিসিএস, ১৫তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) হুতোম প্যাঁচার নক্সা (খ) আলালের ঘরের দুলাল (গ) সধবার একাদশী (ঘ) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ



১৮১৪ সালের ২২ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের (ছদ্মনাম) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য ছিলেন। উপাধি 'ডিফেন্স অফ বেঙ্গল' (পাদ্রী জেমস লঙ-এ উপাধি দিয়েছেন)। সম্পাদিত পত্রিকা 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৮৩৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মজীবন শুরু হয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা' নীতিবিষয়ক গ্রন্থ। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'বামাতোষিণী' গ্রন্থটি রচনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে 'The Zamindar and Royats' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি কথ্য রীতিতে প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর এই মহান সাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থাবলি			
• আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)	• গীতাঙ্কুর (১৮৬১)	• বামাতোষিণী (১৮৮১)	• এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৮)
• ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৭৮)	• কৃষিপাঠ (১৮৬১)	• আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)	• মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (প্রহসন)
• বামারঞ্জিকা (১৮৬০)	• অভেদী (১৮৭১)	• যৎকিঞ্চিত (১৮৬৫)	

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)

প্যারীচাঁদ মিত্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলাল' যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস (বাঙালী কর্তৃক)। এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Spoiled Child'। উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো - মতিলাল, বাবুরাম, ঠক চাচা, ঠক চাচী। 'ঠক চাচা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র এবং উপন্যাসে তার প্রকৃত নাম ছিল মোকাজান মিয়া। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে তিনি কলকাতা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার করেন। এই ভাষাটি 'আলালী বা হুতোমী' ভাষা হিসেবে পরিচিত। ধনাঢ্য বাবুরামের অতি আদরের পুত্র মতিলাল আবাল্য কখনও ধর্মীয় ও নীতির শিক্ষা পায়নি। উপরন্তু কুসঙ্গ তাকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নিয়ে যায়। পরে দুঃখের জীবনে তার বোধোদয় ঘটে এবং হৃদয় মন পরিবর্তিত হয়। মতিলালের অনুজ রামলাল আদর্শ চরিত্র। সে সর্বজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। মতিলালের চৈতন্যলয় ও আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটেছে উপন্যাসের।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)

প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'। এটি তাঁর নকশাজাতীয়(প্রহসন) রচনা। গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তিদের চিত্রায়ন করা হয়েছে। সামসময়িক কোনো কোনো লেখকের ওপর এই গ্রন্থ বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

☆ মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি"
চরণ দুটির রচয়িতা কে? [৪০তম বিসিএস, ৩৩তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) চণ্ডীচরণ মুন্‌শী (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

০২। 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে? [২৭তম বিসিএস, ২৬তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন
(গ) বিহারীলাল চক্রবর্তী (ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার



মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮১৭ সালের ৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে পরিগণিত। তাঁকে পুরাতন রীতির শেষ কবি বলা হয়। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাগ্রহণের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত 'আমার পণ' কবিতাটি শিশু মানস গঠনের জন্য চমৎকার দিক-নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত।

বিখ্যাত কিছু পঙ্‌ক্তি: 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল'; 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'; 'লেখাপড়া করে যে/ গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' ইত্যাদি।

১৮৫৮ সালের ৯ মার্চ কলকাতায় কলেরা রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		শিশু কাব্যগ্রন্থ
• রস তরঙ্গিনী (১৮৩৪)	• বাসবদত্তা (১৮৩৬)	• শিশু শিক্ষা

☆ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া (খ) দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি
(গ) বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর (ঘ) কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা

০২। কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী? [৩৮তম বিসিএস, ৩৫তম বিসিএস]
(ক) স্মৃতি কথামালা (খ) আত্মচরিত (গ) আত্মকথা (ঘ) আমার কথা

০৩। বাংলা গদ্যের জনক কে? [৩১তম বিসিএস]
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ? [২৩তম বিসিএস]
(ক) মার্চেন্ট অব ভেনিস (খ) কমেডি অব এররস (গ) অ্যা মিডসামার নাইটস ড্রিম (ঘ) টেমিং অব দ্য শ্রু

০৫। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' কার রচনা? [২১তম বিসিএস]
(ক) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) রামমোহন রায় (ঘ) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরমালা	০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	খ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক পদবী 'বন্দ্যোপাধ্যায়', তবে স্বাক্ষর করতেন 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' নামে। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, লেখক ও শিক্ষাবিদ। পড়াশুনা (১৮২৯-৪১) করেছেন সংস্কৃত কলেজে। তিনি ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত এবং ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ২৬ জুলাই ১৮৫৬ বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলা গদ্যরীতি প্রচলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন। ১৮৪৭ সালে বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে দাঁড়ি, কমা, কোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্নগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের প্রচলন করেন। তাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিরাম বা যতিচিহ্নের প্রবর্তক বলা হয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ১৮৩৯ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ কর্তৃক 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতায় নারী শিক্ষা মন্দির 'বেথুন কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন 'দয়ার সাগর' নামে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর স্মৃতিরক্ষায় স্থাপিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর রচিত আত্মজীবনী 'আত্মচরিত' (১৮৯২)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সর্বশুভকরী' (১৮৫০)। তিনি ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

অনুবাদ গ্রন্থ				
• বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)	• বোধোদয় (১৮৫১)	• জীবনচরিত (১৮৪৯)	• মহাভারত (১৮৬০)	• বাসুদেব চরিত্র
• বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮)	• শকুন্তলা (১৮৫৪)	• সীতার বনবাস (১৮৬০)	• ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)	
মৌলিক গ্রন্থ				
• প্রভাবতী সম্ভাষণ • বাল্য বিবাহের দোষ	• সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব • বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক বিচার		• বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব।	
ছদ্মনামে রচিত মৌলিক রচনা				
• অতি অল্প হইল	• আবার অতি অল্প হইল		• ব্রজবিলাস	
• রত্ন পরীক্ষা	• বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু রক্ষিণী সভা			
শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্যবই				
• বর্ণপরিচয় • শব্দমঞ্জুরী (১৮৬৪)	• বোধোদয় • শ্লোকমঞ্জুরী	• ব্যাকরণ কৌমুদী • আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩)	• কথামালা (১৮৫৬) • বাংলা অভিধান	• ঋজুপাঠ

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

বেতালপঞ্চবিংশতি

'বেতালপঞ্চবিংশতি' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত অনূদিত গল্পগ্রন্থ। এটি 'বৈতাল পচ্চিসী'গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। তিনি ১৮৪৭ সালে এটি বাংলায় অনুবাদ করেন। মৃত রাজা চন্দ্রভানুর প্রেতাত্মার নাম বেতাল। বেতাল ঘটনাচক্রে রাজা বিক্রমাদিত্যের স্কন্ধে ভর করে তাঁকে গল্পগুলো পরপর শোনায়। গল্পগুলোর অধিকাংশ প্রাচীন রাজকাহিনি; দু-তিনটিতে ব্রাহ্মণ চরিত্র আছে। বাস্তব ও কল্পনা মিশ্রিত রোমান্টিক ধাঁচের এসব আখ্যানের মুখ্য আবেদন গল্পরস; তবে রাজবিধি, শাস্ত্রবিধি ও ন্যায়নীতির কথাও আছে। ঈশ্বরচন্দ্র এই গ্রন্থের দশম সংস্করণে সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের সফল প্রয়োগ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়।

শকুন্তলা

প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে ১৮৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' আখ্যান রচনা করেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে কন্ব মুনির তপোবনে উপস্থিত হয়। সেখানে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিয়ে হয়। দুষ্মন্ত চিহ্ন হিসেবে রাজ-আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে নিজ রাজ্যে চলে আসে। রাজকার্যে ব্যস্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা ভুলে যায়। এদিকে শকুন্তলার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়; নাম ভরত। ভরতসহ শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদে এসে তাদের বিয়ের কথা বর্ণনা দিলেও রাজা তা মনে করতে পারে না। পরে দৈববাণীতে দুষ্মন্ত সব অবগত হয় এবং শকুন্তলা ও ভরতকে তাদের যোগ্য স্থান দেয়। বৃদ্ধ বয়সে দুষ্মন্ত ভরতকে নিজ রাজ্যের উত্তরাধিকারী করে। ঋষি কণ্ব বনে শিশুকন্যাটিকে 'শকুন্ত' অর্থাৎ পক্ষীপরিবৃত অবস্থায় কুড়িয়ে পান। এই কারণে মেয়েটির নামকরণ করেন 'শকুন্তলা'। শব্দটির অর্থ 'পক্ষীর দ্বারা সুরক্ষিতা'। 'শকুন্তলা' চরিত্রের নাম অনুসারে নাটকটির নামকরণ করা হয় "শকুন্তলা"।

সীতার বনবাস

'সীতার বনবাস' ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটক এবং বাল্মীকির 'রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত আধুনিক মৌলিক ট্রাজিক উপন্যাস। 'সীতার বনবাস'-এ যে মৌলিকতা দেখা যায় তা সীতার করুণ পরিণতি নির্দেশ করে। বাল্মীকির 'রামায়ণ'-এ সীতা দুঃখে পাতালে প্রবেশ করে, ভবভূতি রাম-সীতার মিলন ঘটিয়েছেন। 'সীতার বনবাস' একটি আধুনিক উপন্যাস। কারণ সীতার বনবাস-এর কাহিনিতে আধুনিক উপন্যাসের উপাদানগুলো লক্ষণীয়। আর চরিত্রগুলো পৌরাণিক কাহিনি থেকে উঠে আসা একেবারে খাঁটি বাংলার মা-মাটি-মানুষ।

ভ্রান্তিবিলাস

'ভ্রান্তিবিলাস' বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' নাটক অবলম্বনে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটিই ছিল সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম হাস্যরসাত্মক রচনা। ইংরেজি কাহিনি থেকে অনূদিত হলেও বাঙালি পাঠকের কাছে 'ভ্রান্তিবিলাস' কখনও বিদেশি কাহিনি বলে মনে হয়নি, বরং মৌলিক রচনার মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রভাবতী সম্ভাষণ

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। এটি একটি শোকগাঁথা। বন্ধুর বালিকা কন্যা প্রভাবতীর শোচনীয় মৃত্যুর শোকে লেখকের মনের অন্তরালে কতখানি স্নেহকাতর হৃদয় ছিল, তা ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। তিনি যখন সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিলো রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবতী নামে আড়াই বছরের একটি শিশুকন্যা। বিদ্যাসাগর এ-শিশুকেই করে নিয়েছিলেন নিজের বন্ধু। প্রভাবতীর মৃত্যু হয় শিশুকালেই। বিদ্যাসাগর শোকে ভেঙে পড়েন এবং প্রচণ্ডভাবে মানসিক কষ্ট পান। প্রভাবতীকে স্মরণ করে তিনি রচনা করেন বাংলা ভাষার এক অসাধারণ রচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'।

শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্যবই

বর্ণপরিচয়

'বর্ণপরিচয়' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত একটি বাংলা বর্ণশিক্ষার প্রাইমারি বা প্রাথমিক পুস্তিকা। দুই ভাগে প্রকাশিত এই পুস্তিকাটির দুটি ভাগই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃত ভাষার অযৌক্তিক শাসনজাল থেকে মুক্ত করেন এবং যুক্তি ও বাস্তবতাবোধের প্রয়োগে এই বর্ণমালার সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হন।

ব্যাকরণ গ্রন্থ

ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম – ৪র্থ ভাগ) – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে ব্যাকরণ - জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চারখণ্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

☆ রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটি কার লেখা? [৩৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০২। বাংলা মৌলিক নাটকের যাত্রা শুরু হয় কোন নাট্যকারের হাতে? [২৭তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) মধুসূদন দত্ত (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন



রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৮২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগনার হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মৌলিক নাট্যকার ও হরিনাভি বঙ্গনাট্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬২)। তাঁর উপাধি হলো কাব্যোপাধ্যায় ও নাটুকে রামনারায়ণ। তাঁর রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। এতে কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার চিত্র হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি ১৮৮৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরন করেন।

সাহিত্যকর্ম

মৌলিক নাটক				
• কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪)	• নব নাটক (১৮৬৬)	• রুক্মিণীহরণ (১৮৭১)	• কংসবধ (১৮৭৫)	• ধর্মবিজয় (১৮৭৫)
অনূদিত নাটক				
• বেণী সংহার (১৮৫৬)	• রত্নাবলী (১৮৫৮)	• অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০)	• মালতী মাধব (১৮৬৭)	
সম্পাদিত গ্রন্থ				
• যেমন কর্ম তেমন ফল (১৮৭২)	• উভয়সঙ্কট (১৮৬৯)		• চক্ষুদান (১৮৬৯)	

☆ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

০২। কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ১৮৬০ (খ) ১৮৬৫ (গ) ১৮৫৯ (ঘ) ১৮৬১

০৩। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) কৃষ্ণকুমারী (খ) শর্মিষ্ঠা (গ) সধবার একাদশী (ঘ) নীলদর্পণ

০৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয় কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (খ) মেঘনাদ বধ কাব্য (গ) বেতাল পঞ্চবিংশতি (ঘ) বীরাঙ্গনা

০৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম, ১২তম বিসিএস]
(ক) মহাকাব্য (খ) সনেট (গ) পত্রকাব্য (ঘ) গীতিকাব্য

০৬। সনেট কবিতার প্রবর্তক কে? [২৯তম বিসিএস, ২৫তম বিসিএস]
(ক) দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (খ) রজনীকান্ত সেন (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) অতুলপ্রসাদ সেন

০৭। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কার রচনা? [২১তম বিসিএস]
(ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) নবীনচন্দ্র সেন (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

০৮। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে– [১৩তম বিসিএস]
(ক) মহাকাব্যে (খ) নাটকে (গ) পত্রকাব্যে (ঘ) সনেটে

উত্তরমালা															
০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ঘ



মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কেশবপুরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ সালে ১৯ বছর বয়সে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নামের শুরুতে মাইকেল শব্দ যোগ করেন। 'Timothy Penpoem' ছদ্মনামে ইংরেজি কবিতা লিখতেন এবং 'A Native' নামে নীলদর্পণ অনুবাদ করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয়। তাঁকে 'দত্ত কুলোদ্ভব' কবি বলা হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি। মাইকেল 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাড়াও হোমারের 'ইলিয়াড' অবলম্বনে বাংলা গদ্যে 'হেক্টর-বধ' (অসমাপ্ত মহাকাব্য) রচনা করেন। তিনিই বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক এবং বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা ও প্রথম সার্থক নাট্যকার। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এর অনুসরণে তিনি বাংলা সনেটের প্রবর্তন করেন। মধুসূদন দত্ত প্রথম প্রহসন রচয়িতা, প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা এবং বাংলা গীতি কবিতারও প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন কলকাতার আলিপুর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)		• ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১)		• বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
• চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)		• The Captive Ladie (১৮৪৯)		
নাটক				
• শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)	• পদ্মাবতী (১৮৬০)	• সুভদ্রা (নাট্যকাব্য)	• কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)	• মায়াকানন (অসমাপ্ত) (১৮৭৪)
সম্পাদিত পত্রিকা				
• Spectator	• Hindo. Patriot	• Athenaeum	• Hindu chronicle	
প্রহসন				**মহাকাব্য**
• একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)		• বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)		• মেঘনাদবধ (১৮৬১)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)। এটি একটি কাহিনি কাব্য। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।এতে সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যভ্রাতার নিধন কাহিনি ও দেবতাদের হৃতস্বর্গ পুনরুদ্ধারের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এই কাব্যগ্রন্থটি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে উৎসর্গ করেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য

বীরাঙ্গনা (১৮৬২) কাব্য'টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। 'বীরাঙ্গনা'- ইতালীয় কবি ওভিদের Heroides কাব্যের আদর্শানুসারে লিখিত পত্রকাব্য। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কবিতাগুলোকে Dramatic monologue জাতীয় কবিতা বলা যায়। এই কাব্যে ১১জন নারীর ১১টি পত্র আছে। পত্রগুলো হলো– দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষণের প্রতি সূর্পণখা, দূর্যোধনের প্রতি ভানুমতি, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুনরবার প্রতি উর্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা। বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্রগুলো পৌরানিক হলেও মধুসূদনের হাতে সেগুলো মানবিক কামনা বাসনার বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হয়েছে।

সনেট

চতুর্দশপদী বা সনেট (Sonnet) এক ধরনের কবিতা যার প্রথম উদ্ভব হয় মধ্যযুগে ইতালিতে। সনেট (Sonnet) ইংরেজি শব্দটি ইতালীয় সনেটো (Sonetto) থেকে এসেছে, যার অর্থ মৃদু শব্দ বা গান। একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি কণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত (কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়) চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দ রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাকে আমরা সনেট বলি। সনেটের আদি ধারার জনক ইতালীয় কবি পেত্রার্ক; আধুনিক ইংরেজি ধারার জনক শেক্সপিয়ার। বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একটি সনেটের দুটি অংশ থাকে। প্রথম আট চরণের স্তবককে অষ্টক (Octave) এবং পরবর্তী ছয় চরণের স্তবককে ষষ্টক(Sestet) বলে। অষ্টকে মূলত ভাবের প্রবর্তনা এবং ষষ্টকে ভাবের পরিণতি থাকে।

মেঘনাদবধ কাব্য

এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একটি মহাকাব্য। এটি ১৮৬১ সালে দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটি মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। এর প্রধান কাহিনি নেওয়া হয়েছে 'রামায়ণ' থেকে। নয় সর্গে বিন্যস্ত কাব্যটিতে রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণপুত্র মেঘনাদের হত্যাকাহিনি প্রধান উপজীব্য। কাহিনি 'রামায়ণ' থেকে গৃহীত হলেও উপস্থাপনারীতি মধুসূদনের নিজস্ব এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক প্রতিভার পরিচয় বর্তমান। চরিত্রচিত্রণে তিনি বাল্মীকির প্রতি আনুগত্য দেখাননি, পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কাব্যের পরিণতি গ্রিক ট্র্যাজেডির অনুবর্তী। কাব্যের নাম মেঘনাদবধ হলেও এর নায়ক চরিত্র 'রাবণ'। এখানে ৩ দিন ও ২ রাতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ কাব্যের অন্যতম চরিত্র – মেঘনাদ, প্রমীলা (মেঘনাদের স্ত্রী), রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ, সরমা (বিভীষণের স্ত্রী), ইন্দ্রজিৎ, অরিন্দম। প্রথম সর্গে কবি বীররসে কাব্য রচনার কথা বললেও কাব্যে করুণরস প্রাধান্য পেয়েছে।

নাট্যগ্রন্থ বা নাটক

শর্মিষ্ঠা

'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক। নাটকটি 'মহাভারত' অবলম্বনে রচিত। এতে পৌরাণিক কাহিনি, সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষণ এবং পাশ্চাত্য রোমান্টিক নাট্যকলার আদর্শ স্থান পেয়েছে। এ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো- যযাতি, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা, পূর্ণিমা, মাধব্য প্রমুখ।

পদ্মাবতী

মধুসূদন রচিত 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি নাটক। গ্রিক পুরাণ 'Apple of Discord' এর ছায়া অবলম্বনে এটি রচিত। গ্রিক পুরাণের আখ্যায়িকা হিন্দু পুরাণের ছাঁচে ঢেলে হিন্দু ধর্মসংস্কারানুযায়ী রূপ প্রদানপূর্বক মাইকেল মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' নাটকেই মাইকেল প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন।

কৃষ্ণকুমারী

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডি নাটক। ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত এটিই প্রথম বাংলা নাটক। প্রতীচ্য আঙ্গিকের ব্যবহারে রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। নাট্যকাহিনি টডের 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত। এর প্রধান চরিত্র- কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, ভীমসিংহ, জগৎসিংহ।

প্রহসন

একেই কি বলে সভ্যতা?

এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। প্রহসনটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রহসনে সভ্যতার নামে উঠতি বয়সী তরুণদের সুরা পানসহ নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র – নববাবু এবং অন্যান্য চরিত্র – চৈতন্য, বালাই, কালীনাথ, নবকুমার, বাবাজী, নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং কর্তা মশায়।

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির প্রথমে নাম ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির'। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে গ্রামের জমিদারের কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে। এ প্রহসনের চরিত্রগুলো হলো – জমিদার ভক্ত প্রসাদ, হানিফ, ফাতিমা, গদাধর, পুঁটি, ভগী প্রমুখ।

☆ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' চরণটি কার রচনা? [১২তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) মধুসূদন দত্ত (গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বাকুলিয়া গ্রামে (মামা বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করার কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর উপাধি ছিল বয়ঃসন্ধির বার্তাবহ। সম্পাদিত পত্রিকা 'সংবাদ সাগর' (১৮৫২) ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (১৮৫৬)। রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী এবং শূরসুন্দরী । পদ্মিনী উপাখ্যানের অংশ – "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়" খুবই বিখ্যাত ছিল। এছাড়া তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালের ১৩ মে মৃত্যুবরণ করেন।

কাব্যগ্রন্থসমূহ

• পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮)	• কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)	• কর্মদেবী (১৮৬২	• শূরসুন্দরী (১৮৬৮)
• নীতি কুসুমাঞ্জলি (১৮৭২)	• ভেক-মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)	• হোমারের কাব্যের অনুবাদ	

☆ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) কলকাতা (খ) ঢাকা (গ) লন্ডন (ঘ) মুর্শিদাবাদ

০২। 'নীলদর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু কী? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) নীলকরদের অত্যাচার (খ) ভাষা আন্দোলন (গ) অসহযোগ আন্দোলন (ঘ) তে-ভাগা আন্দোলন

০৩। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (খ) বিয়ে পাগলা বুড়ো (গ) কিঞ্চিত জলযোগ (ঘ) কল্কি অবতার

০৪। কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) কমলে কামিনী (খ) চক্ষুদান (গ) বিধবা বিবাহ (ঘ) ভদ্রার্জুন

০৫। কোন গ্রন্থটি ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল? [১৬তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস]
(ক) মেঘনাদবধ কাব্য (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) নীলদর্পণ (ঘ) অগ্নিবীণা

উত্তরমালা									
০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	গ



দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা নাম রেখেছিলেন 'গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র'। দরিদ্র পরিবারে জন্ম দীনবন্ধুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখানে কিছুদিন পাঠগ্রহণের পর তাঁর পিতা তাঁকে জমিদারের সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করে দেন। তিনি ডাক বিভাগে চাকরি করতেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রেরণায় কবিতা লেখার মাধ্যমে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। নীলদর্পণ (১৮৬০) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ রচনাও। ১৮৭১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক		গল্প
• নীলদর্পণ (১৮৬০)	• কমলে কামিনী (১৮৭৩)	• যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (১৮৭২)
• নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)	• লীলাবতী (১৮৬৭)	• পোড়া মহেশ্বর (১৮৭২
প্রহসন		
• সধবার একাদশী (১৮৬৬)	• বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)	• জামাই বারিক (১৮৭২)
কাব্যগ্রন্থ		
• সুরধুনী কাব্য (প্রথম ভাগ – ১৮৭১ ও দ্বিতীয় ভাগ – ১৮৭৬)		• দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

নীলদর্পণ (১৮৬০)

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ'। এটি সামাজিক নাটক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম এই গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে। এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হলো বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার দুর্বিষহ নির্যাতনের কাহিনি। তোরাপ চরিত্রটি এই নাটকের অত্যন্ত শক্তিশালী এক চরিত্র। এতে কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর অঞ্চলের নীলকরদের অত্যাচারের বাস্তব কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকের সঙ্গে হ্যারিয়েট স্টো-এর 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' গ্রন্থের তুলনা করেছিলেন। 'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'Nil Durpan, or The Indigo Planting Mirror' নামে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বইটির প্রকাশক জেমস লঙের জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা আদালতেই দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়। এই নাটকের অভিনয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুঁড়ে মারেন।

নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)

এটি অত্যন্ত অপরিণত এক নাট্যরচনা। কাহিনির উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতে না পারায় সমগ্র বিষয়টিই এখানে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত। যার নামে এই নাটকের নামকরণ 'নবীন তপস্বিনী', সেই কামিনীর চরিত্রটি পর্যন্ত নাটকে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। একমাত্র জলধরের কৌতুকরস এই নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

লীলাবতী (১৮৬৭)

'লীলাবতী' একটি সামাজিক নাটক। এর কাহিনি অত্যন্ত জটিল। কলকাতার সম্পন্ন গৃহস্থ হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সন্তানদের দ্বন্দ্ব জটিল জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই কাহিনি। ললিত ও লীলাবতীর প্রণয় কথাই নাটকের মূল উপজীব্য।

কমলে-কামিনী (১৮৭৩)

এই নাটক রচনার অব্যবহিত পূর্বে কর্মসূত্রে দীনবন্ধু কাছাড়-মণিপুর অঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। সেই অঞ্চলের পটভূমিকায় এক কাল্পনিক কাহিনির আধারে কমলে-কামিনী রচিত। এ নাটকের চরিত্রসমূহ– রাজা, সমরকেতু, শ্যামাঙ্ক, শেখর, সুরবালা। এটি তাঁর শেষ রচনা।

প্রহসন

সধবার একাদশী (১৮৬৬)

'সধবার একাদশী' নাটকের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি বর্গের মদ্যপান এবং বেশ্যালয়ে গমনের কারণে সামসময়িক সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈতিক অধঃপতন দেখা গিয়েছিল তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। নাটকটির চরিত্রসমূহ – নিমচাঁদ (প্রধান চরিত্র), অটল বিহারী, জীবনচন্দ্র।

বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)

এটি সমাজের প্রাচীনপন্থিদের ব্যঙ্গ করে রচিত। বিবাহবাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অপরিপক্ব ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করে, সে কাহিনিই এ প্রহসনের বিষয়। চরিত্র – নসিরাম, রত্না, রাজীব, রামমণি।

জামাই বারিক (১৮৭২)

'জামাই বারিক' হাস্যরসাত্মক নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।' উল্লেখযোগ্য চরিত্র – বিজাবল্লভ, অভয়কুমার, কামিনী, বগলা, বিন্দুবাসিনী ইত্যাদি।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'Uncle Tom's Cabin' – এর আদলে এ নাটক রচিত।
(ক) নীলদর্পণ (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) মেঘনাদবধ কাব্য (ঘ) অগ্নিবীণা

০২। রামমোহন রায়ের ছদ্ম নাম কী?
(ক) চণ্ডীচরণ মুন্‌শী (খ) কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য (গ) তারিণীরচণ মিত্র (ঘ) শিবপ্রসাদ রায়

০৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পারিবারিক নাম –
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) ঈশ্বর শর্মা (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৪। লালন শাহের ধর্ম কী ছিল?
(ক) মুসলিম (খ) হিন্দু (গ) খ্রিস্টান (ঘ) অজ্ঞাত

০৫। বাউল গানের বিষয়বস্তু কী?
(ক) মরমীবাদ (খ) মারেফাত (গ) আধ্যাত্মবিষয়ক (ঘ) প্রেম বিষয়ক

০৬। "লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে" -পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
(ক) রামনারায়ণ তর্করত্ন (খ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (গ) লালন শাহ (ঘ) তারিণীরচণ মিত্র

০৭। কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে খাঁটি বাঙালি কবি বলেছেন –
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) রামমোহন রায় (ঘ) মধুসূদন দত্ত

০৮। বেদান্ত গ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮১৪ (খ) ১৮১৫ (গ) ১৮১৬ (ঘ) ১৮১৭

০৯। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন কোনটি?
(ক) বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (খ) জামাই বারিক (গ) কিঞ্চিত জলযোগ (ঘ) কল্কি অবতার

১০। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম কবি কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) রামমোহন রায় (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

১১। কোন গ্রন্থটি রাজা রামমোহন রায়ের রচনা নয়?
(ক) বেদান্তচন্দ্রিকা (খ) বেদান্তগ্রন্থ (গ) বেদান্তসার (ঘ) পথ্যপ্রদান

১২। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩। সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায় রচিত পুস্তক –
(ক) দোলন চাঁপা (খ) পথের পাঁচালী (গ) প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (ঘ) পথে হ্যনা দেয়া

১৪। 'আমার পণ' বিখ্যাত কবিতাটি কার রচনা?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) লালন শাহ (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

১৫। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে কোন বক্তব্যটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য –
(ক) মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট (খ) আধুনিক যুগের লক্ষণক্রান্ত
(গ) নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রগামী (ঘ) দুই যুগের মিলন কারী

১৬। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৭। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কী উপায়' কার রচনা?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) লালন শাহ (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮। আলালী বা হুতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
(ক) সাধু (খ) চলিত (গ) ইংরেজি (ঘ) সংস্কৃত

১৯। 'কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' – এই পঙ্‌ক্তিটি কার লেখা?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

২০। প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম কী?
(ক) হুতুম পেঁচা (খ) নলীনি (গ) টেকচাঁদ ঠাকুর (ঘ) কোনটিই নয়

২১। বাংলা সাহিত্যের কোন গদ্য লেখকের রচনা রীতিকে আলালী ভাষা বলা হয়?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) মধুসূদন দত্ত (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

২২। ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রামমোহন রায় (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২৩। সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য –
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) রামমোহন রায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ কোনটি?
(ক) কলিকাতা কমলালয় (খ) প্রভাবতী সম্ভাষণ (গ) বত্রিশ সিংহাসন (ঘ) গৌড়ীয় ব্যাকরণ

২৫। রাজা রামমোহন রায় কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
(ক) সতীদাহ বিলোপ (খ) নীল বিদ্রোহ (গ) বিধবা বিবাহ (ঘ) কোনটিই নয়

২৬। বিধবা বিবাহ প্রচলনে কার অবদান ছিল?
(ক) রামমোহন রায় (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২৭। নিচের কোন গ্রন্থে প্রথম যতিচিহ্নের সার্থক প্রয়োগ করা হয়?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) বেতালপঞ্চবিংশতি (গ) মরুশিখা (ঘ) মেঘনাদবধ

২৮। 'বেণী সংহার' নাটকটি কার রচনা?
(ক) রামমোহন রায় (খ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

২৯। 'লীলাবতী' গ্রন্থটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত কোন তথ্যটি ঠিক?
(ক) নাটক, দীনবন্ধু মিত্র (খ) কাব্যগ্রন্থ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(গ) উপন্যাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ (ঘ) রূপকথার সম্ভার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

৩০। 'বর্ণ পরিচয়' এর লেখক কে?
(ক) রামনারায়ণ তর্করত্ন (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩১। ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন প্রতিষ্ঠান 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করে?
(ক) প্রেসিডেন্সি কলেজ (খ) সংস্কৃত কলেজ (গ) বিদ্যাসাগর কলেজ (ঘ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৩২। কোন গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগের সূচনা হয়?
(ক) ভ্রান্তিবিলাস (খ) বেতালপঞ্চবিংশতি (গ) প্রভাবতী সম্ভাষণ (ঘ) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

৩৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা কোনটি?
(ক) প্রভাবতী সম্ভাষণ (খ) জীবন চরিত (গ) বেতালপঞ্চবিংশতি (ঘ) সীতার বনবাস

৩৪। নিচের কোনটি উইলিয়াম শেক্সপীয়রের গ্রন্থের অনুবাদ?
(ক) প্রভাবতী সম্ভাষণ (খ) শকুন্তলা (গ) ভ্রান্তিবিলাস (ঘ) সীতার বনবাস

৩৫। বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থ নয় কোনটি?
(ক) শকুন্তলা (খ) সীতার বনবাস (গ) কথামালা (ঘ) ভ্রান্তিবিলাস

৩৬। কলিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি মূলত কোন ভাষায় রচিত?
(ক) বাংলা ভাষায় (খ) হিন্দি ভাষায় (গ) সংস্কৃত ভাষায় (ঘ) ব্রজবুলি ভাষায়

৩৭। "একি শরীরের রূপ, নাকি রূপের শরীর" রাজা দুষ্মন্ত কোন গদ্যাংশে এই উক্তি করেন?
(ক) হৈমন্তী (খ) বিলাসী (গ) শকুন্তলা (ঘ) অর্ধাঙ্গী

৩৮। বিদ্যাসাগর কী জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়?
(ক) সমাজ সংস্কার (খ) বাংলা গদ্যের সংস্কার (গ) বিধবা বিবাহ প্রবর্তন (ঘ) শিশু শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন

৩৯। 'দত্তকুলোদ্ভব কবি' কে?
(ক) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (খ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) অজিত দত্ত

৪০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক কোনটি?
(ক) শকুন্তলা (খ) শর্মিষ্ঠা (গ) ভদ্রার্জুন (ঘ) রাবণবধ

৪১। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির রচয়িতা কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) সমরেশ মজুমদার (গ) হুমায়ূন আহমেদ (ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৪২। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য –
(ক) বিষাদসিন্ধু (খ) মেঘনাদবধ কাব্য (গ) পদ্মাবতী (ঘ) পদুমাবৎ

৪৩। শেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা গদ্যরূপ দিয়েছেন –
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র (ঘ) শরৎচন্দ্র

৪৪। 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচিয়তা কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৫। বিদ্যাসাগরের রম্য রচনা কোনটি?
(ক) অতি অল্প হইল (খ) একেই কি বলে সভ্যতা
(গ) বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ (ঘ) মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়

৪৬। নিম্নের গ্রন্থগুলোর মধ্যে মধুসূদনের রচিত কোনটি?
(ক) রত্নবতী (খ) সীতার বনবাস (গ) মায়াকানন (ঘ) রামচরিত মানস

৪৭। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয় –
(ক) মধুসূদন দত্তের পদ্মাবতী নাটকে (খ) মেঘনাদবধ মহাকাব্যে
(গ) ব্রজাঙ্গনা কাব্যে (ঘ) বীরাঙ্গনা কাব্যে

৪৮। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন –
(ক) অতি অল্প হইল (খ) একেই কি বলে সভ্যতা (গ) ফাঁস কাগজ (ঘ) এর উপায় কী

৪৯। নিচের কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনা নয়?
(ক) কৃষ্ণকুমারী (খ) শর্মিষ্ঠা (গ) পদ্মাবতী (ঘ) অশ্রুমালা

৫০। "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" – 'ভিখারী রাঘব' কে?
(ক) রাবণ (খ) মেঘনাদ (গ) রাম (ঘ) বিভীষণ

৫১। 'দি ক্যাপটিভ লেডি' গ্রন্থের রচিয়তা –
(ক) দীনবন্ধু মিত্র (খ) মাইকেল মধুসূদন (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫২। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট কবিতা-
(ক) বঙ্গবাণী (খ) বঙ্গভাষা (গ) নারী (ঘ) কবর

৫৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' একটি –
(ক) পত্র কাব্য (খ) কাহিনি কাব্য (গ) মহাকাব্য (ঘ) খণ্ড কবিতার সংকলন

৫৪। দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকের অভিনয় দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন?
(ক) সধবার একাদশী (খ) জামাই বারিক (গ) নীলদর্পণ (ঘ) লীলাবতী

৫৫। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি –
(ক) রাজা রাহমোহন রায় (খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) আলাওল

৫৬। বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন –
(ক) মীর মশাররফ (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) মুনীর চৌধুরী

৫৭। 'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?
(ক) প্রহসন (খ) ট্রাজেডি (গ) কমেডি (ঘ) নকশা

৫৮। 'নীলদর্পণ' প্রথম মঞ্চস্থ হয় –
(ক) ঢাকায় (খ) কলকাতায় (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বরিশাল

৫৯। 'নীলদর্পণ' নাটকটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৫৭ সালে (খ) ১৮৫৮ সালে (গ) ১৮৫৯ সালে (ঘ) ১৮৬০ সালে

৬০। নিচের কোন নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র?
(ক) নবীন তপস্বিনী (খ) কমলে কামিনী (গ) বিয়ে পাগলা বুড়ো (ঘ) সবগুলো

৬১। বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ কী নামে প্রকাশিত হয়েছিল?
(ক) প্ল্যান্টিং মিরর ইন্ডিগো (খ) ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর (গ) মিরর প্ল্যান্টিং ইন্ডিগো (ঘ) ব্লুমিরর

৬২। দীনবন্ধু মিত্র সরকার কর্তৃক কোন উপাধি লাভ করেন –
(ক) জনতার বন্ধু (খ) রায়বাহাদুর (গ) প্রজারত্ন (ঘ) সবগুলো

৬৩। 'The Indigo Planting Mirror' কার অনুবাদ গ্রন্থ –
(ক) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৬৪। সামাজিক নাটক কোনটি?
(ক) ডাকঘর (খ) সধবার একাদশী (গ) নূরজাহান (ঘ) রাবণবধ

৬৫। কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্রিটিশ শাসন আমলে ঢাকায় পোস্ট মাস্টার পদে কর্মরত ছিলেন?
(ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৬৬। দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ রচনা কোনটি?
(ক) নীলদর্পণ (খ) সধবার একাদশী (গ) বিয়ে পাগলা বুড়ো (ঘ) কমলে কামিনী

৬৭। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার করেন কোন বাঙ্গালি?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) রামমোহন রায় (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৬৮। 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' কী ধরনের রচনা?
(ক) গল্প (খ) উপন্যাস (গ) কবিতা (ঘ) প্রহসন

৬৯। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহি কবি কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) রামমোহন রায় (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৭০। নিচের কোনটি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের রচিত কাব্য?
(ক) স্মরগরল (খ) পদ্মিনী উপাখ্যান (গ) সবিতা (ঘ) তিন পুরুষ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	✍	০৭	ক	০৮	খ	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	✍	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	খ	৩২	✍	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	✍	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	খ	৪৯	ঘ	৫০	গ
৫১	খ	৫২	খ	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	✍
৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ঘ	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	ঘ	৬৭	গ	৬৮	ক	৬৯	ঘ	৭০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩)☆



নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা নওয়াব। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করেন। শিক্ষা, সমাজল্যাণ ও সেবাব্রতে তিনি যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নারী ঔপন্যাসিক। তিনি ১৮৭৬ সালে 'রূপজালাল' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র- রূপবানু, হুরবানু, গাজী চৌধুরী, নজমুন্নেসা। রূপজালাল ব্যতীত ফয়জুন্নেসা কর্তৃক দু'খানি গ্রন্থ-'সঙ্গীত লহরী' ও 'সঙ্গীত সার' প্রকাশিত হলেও তা এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী নিবাসের নামকরণ করা হয় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রী নিবাস। তিনি ২০০৪ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এ মহীয়সীর জীবনাবসান ঘটে।

☆ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?' – কার লেখা? [৩৩তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গ) কামিনী রায় (ঘ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী



কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৮৩৪ সালের ৩১ মে খুলনার সেনহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তাঁর ছদ্মনাম ছিল রামচন্দ্র দাস, সংক্ষেপে রাম। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' এর লেখক ছিলেন এবং 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'কবিতা কুসুমাবলী' নামক পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৬ সালে যশোর থেকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় দ্বৈভাষিকী নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। সদ্ভাবশতক (১৮৬১), তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এটি ফারসি কবি শেখ সাদী ও হাফিজের কবিতার ভাবানুবাদ। ১৯০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি খুলনায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ		আত্মচরিত রচনা
• সদ্ভাবশতক (১৮৬১)	• মোহভোগ (১৮৭১)	• কৈবল্যতত্ত্ব (১৮৮৩)	• রামের ইতিবৃত্ত (১৮৬৮)

☆ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনিটি কার রচনা? [৩২তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

০২। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এ উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে- [১৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) আদিবাসী মানুষ অরণ্য জনপদে বাস করে (খ) বনের পশু বনে থাকতেই ভালোবাসে

(গ) জীবমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর (ঘ) প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য আদি ও অকৃত্রিম



সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৪ সালের ২৭ জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোট ভাই। তাঁর অমর ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ'। 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনিটি ছয়টি পর্বে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রমথনাথ বসু ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিহারের পাহাড়ি অঞ্চলের কোল উপজাতি এবং তাদের জীবনাচার; তার সান্নিধ্যে লেখকের যাপিত জীবনের দিনলিপির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে এই "পালামৌ" ভ্রমণ সাহিত্যটি। এ গ্রন্থের বিখ্যাত উক্তি 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' দ্বারা বুঝানো হয়েছে জীবমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনি। তিনি ১৮৮৯ সালের ৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					গল্প
• কণ্ঠমালা (১৮৭৭)	মাধবীলতা (১৮৮৪)	• জালপ্রতাপ চাঁদ (১৮৮৩)			• রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭) দামিনী
প্রবন্ধ					ভ্রমণকাহিনি
• যাত্রা (১৮৭৫)	• বৃত্রসংহার	• বৈজিকতত্ত্ব	• সৎকার	• বাল্যবিবাহ	• পালামৌ

☆ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যে 'ভোরের পাখি' বলা হয় কাকে? [১৪তম বিসিএস, ১১তম বিসিএস] **[উত্তর: ঘ]**

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) রাজশেখর বসু (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী

০২। বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ধারা- [১২তম বিসিএস] **[উত্তর: ঘ]**

(ক) নাটক (খ) ছোট গল্প (গ) প্রবন্ধ (ঘ) গীতি কবিতা



বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৮৩৫ সালের ২১ মে কলকাতার নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ভোরের পাখি (রবীন্দ্রনাথ এ উপাধি দেন) ও বাংলার শেলী, ছদ্মনাম নানাপেটা হাদারাম। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতিকবিতার জনক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সার্থক রোমান্টিক কবি হিসেবেও পরিচিত। অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার ফলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরু হিসেবেও তিনি সমাদৃত। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম, সঙ্গীতের উপস্থিতি, মনের আবেগ রোমান্টিকতার সাথে প্রকাশের গুণাবলির জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গীতিকাব্যধারার 'ভোরের পাখি' বলে অভিহিত করেন। এটিই পরবর্তীতে তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম হয়ে যায়। ছাত্রজীবনে সংস্কৃত কলেজে পাঠরত অবস্থায়েই প্রথম কাব্য 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮) রচনা করেন। তাঁর আত্মজৈবনিক কাব্য 'সাধের-আসন'। প্রথম সার্থক গীতিকাব্য 'বঙ্গসুন্দরী'। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যটি ইংরেজি কবি শেলীর 'Adonais' এর অনুকরণে লেখেন বলে তাকে 'বাংলার শেলী' বলা হয়। ১৮৯৪ সালের ২৪ মে কলকাতাতেই মৃত্যুবরণ করে।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮)	• সঙ্গীত শতক (১৮৬২)	• বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)	• নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)
• বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০)	• প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০)	• সারদামঙ্গল (১৮৭৯)	• মায়াদেবী (১৮৮২)
• ধূমকেতু (১৮৮২)	• বাউল বিংশতি (১৮৮৭)	• সাধের আসন (১৮৮৯)	• গোধূলি (১৮৯৯)
সম্পাদিত পত্রিকা			
• পূর্ণিমা	• সাহিত্য সংক্রান্তি	• অবোধবন্ধু	

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

সারদামঙ্গল (১৮৭৯)

বিহারীলাল রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল'। এটি আধুনিক যুগের গীতিধর্মী আখ্যানকাব্য। সারদামঙ্গল সংগীত রচনাটি ৫টি সর্গে গ্রথিত। দেবী সারদার সঙ্গে কবির বিরহমিলনের অশ্রুভরাতুর ও আনন্দময় মুহূর্তগুলি রোমাঞ্চের দ্বারা খুলে দিয়েছে এ কাব্যে। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির বিরহ মিলনের সম্পর্কই এর মূল বক্তব্য।

বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)

'বঙ্গসুন্দরী' তাঁর প্রথম সার্থক গীতিকাব্য। নারী সম্পর্কে রোমান্টিক মনোভাবসম্পন্ন কবি হৃদয়ের পরিচয় এই কাব্যে দেখা যায়। এটি দশটি সর্গে বিন্যস্ত। এ কাব্যের বিখ্যাত উক্তি –

সর্বদাই হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালা ফালা, উহ্! কী জলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।

☆ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) কৃষ্ণকান্তের উইল (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) মৃণালিনী (ঘ) বিষবৃক্ষ

০২। কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) ১৮৬০ (খ) ১৮৬১ (গ) ১৮৬৫ (ঘ) ১৮৬৭

০৩। বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন– [৪০তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৪। 'কিন্তু মনুষ্য কখনো পাষাণ হয় না' – উক্তিটি কোন উপন্যাসের? [৪০তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (খ) শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
(গ) শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'

০৫। 'প্রদীপ নিবিয়া গেল।'–এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (খ) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' (ঘ) রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'

০৬। নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) গণদেবতা (খ) পদ্মানদীর মাঝি (গ) সীতারাম (ঘ) পথের পাঁচালী

০৭। 'কপালকুণ্ডলা' কোন প্রকৃতির রচনা? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) রোমান্সমূলক উপন্যাস (খ) বিয়োগান্তক নাটক (গ) ঐতিহাসিক উপন্যাস (ঘ) সামাজিক উপন্যাস

০৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) কুন্দনন্দিনী (খ) শ্যামাসুন্দরী (গ) বিমলা (ঘ) রোহিণী

০৯। 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' এই প্রবাদটির রচয়িতা কে? [৩২তম বিসিএস]
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

১০। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের লেখক কে? [৩১তম বিসিএস]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) আনন্দমোহন বাগচী

১১। 'কাঁঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক? [৩০তম বিসিএস]
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (গ) কাজী ইমদাদুল হক (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম – [২৯তম বিসিএস]
(ক) দুর্গেশনন্দিনী (খ) কপালকুণ্ডলা (গ) কৃষ্ণকান্তের উইল (ঘ) রজনী

১৩। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন? [২৫তম বিসিএস]
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

১৪। 'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

১৫। রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র? [২৩তম বিসিএস]
(ক) বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন (খ) কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
(গ) দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-গৃহদাহ (ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন

১৬। 'রোহিণী' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়? [১৬তম, ১২তম বিসিএস]
(ক) চরিত্রহীন (খ) গৃহদাহ (গ) কৃষ্ণকান্তের উইল (ঘ) সংশপ্তক

১৭। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' কথাটি কার? [১৬তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) মীর মোশাররফ হোসেন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম- [১৩তম বিসিএস]
(ক) নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী (খ) মধুসূদন ও কুমুদিনী
(গ) গোবিন্দলাল ও রোহিণী (ঘ) সুরেশ ও অচলা

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	গ				



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ়, ১২৪৫), চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা উপন্যাসের জনক এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকও। ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স আশ্রয়ী ঐতিহাসিক আদর্শের অনুসারী ছিলেন এ কারণে তাকে 'বাংলার স্কট' বলা হয়। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্নাতকদের মধ্যে তিনি একজন। পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন খুলনায়। তাঁর পিতা মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তাঁর উপাধি ছিল সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, বাংলার স্কট, রায় বাহাদুর, সি. আই. ই। ছদ্মনাম ছিল- কমলাকান্ত, রামচন্দ্র, দর্পনারায়ন পতিতুন্ড, হরিদাস বৈরাগী। সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস' ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৫ টি উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল (২৬শে চৈত্র, ১৩০০), কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	• কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)	• মৃণালিনী (১৮৬৯)	• বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)	• সীতারাম (১৮৮৭)
• যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)	• চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)	• রাধারাণী (১৮৭৫)	• রজনী (১৮৭৭)	• ইন্দিরা (১৯৭৩)
• কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)	• আনন্দমঠ (১৮৮২)	• রাজসিংহ (১৮৮২)	• দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)	• Rajmohan's Wife

প্রবন্ধগ্রন্থ				
• লোকরহস্য (১৮৭৪)	• মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১৮৭৪)	• বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭)	• কৃষ্ণচরিত (১৮৮৬)	• কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)
• সাম্য (১৮৭৯)	• বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬)	• বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫)	• শ্রীমদ্ভগবদগীতা	• ধর্মতত্ত্ব অনুশীলন (১৮৮৮)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'দুর্গেশনন্দিনী' অর্থ 'দূর্গ প্রধানের কন্যা'। উপন্যাসটি মোঘল ও পাঠানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচিত। প্রধান চরিত্র – দুর্গেশনন্দিনী, বিমলা, আয়েশা, জগৎসিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা প্রমুখ। উড়িষ্যা-অধিকারী পাঠানেরা মান্দারণ অঞ্চলের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলা) জমিদার বাড়ি লুট করেছিল এবং সস্ত্রীক জমিদার ও তাঁর কন্যাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। রাজপুতবীর কুমার জগৎসিংহ তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে পাঠানদের হাতে বন্দি হন। এই গল্পটি বঙ্কিম শুনেছিলেন তাঁর পিতামহের কাছে। এর কয়েকবছর পরই বাংলা সাহিত্যের জয়ঢাক বাজিয়ে জন্ম নেয় 'দুর্গেশনন্দিনী'। উল্লেখ্য, বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস রচনা করেন।

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)

বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'। এটি একটি কাব্যধর্মী উপন্যাসও বটে। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ও মতিবিবি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কপালকুণ্ডলা এক রহস্যময় নারী আর উপন্যাসের মূল কাহিনি সেই রহস্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নবকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয় এবং পরবর্তীতে সমাজ বন্ধনের সাথে দ্বন্দ্বই তাঁর চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। সে নবকুমারকে ভালোবাসে, কাপালিক পরে তাঁর শত্রু হয়ে যায়, কাপালিকের হাত থেকে নবকুমারকে বাঁচালেও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের রহস্যময়তাই পরিলক্ষিত হয়। এ উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন – গিরিশচন্দ্র সেন।

Rajmohan's Wife (১৮৬৪)

'Rajmohan's Wife' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এটি ইংরেজিতে রচিত। ১৮৬৪ সালে 'India Field' নামে একটি সাপ্তাহিকপত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)

'চন্দ্রশেখর' একটি রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে শৈবালিনীর বাল্য প্রণয় এবং সেই প্রেমের করুণ পরিণতি এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, মীর কাশেমের পরাজয় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র- চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী, প্রতাপ (নায়ক), মীর কাশেম, দলনী বেগম প্রমুখ।

রাজসিংহ (১৮৮২)

'রাজসিংহ' একটি রাজনৈতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও রাজপুত্র রাজা রানা সিংহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটাই উপন্যাসের মূল বিষয়। চরিত্র – রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, জেবুন্নেসা, মোবারক। এ উপন্যাসের জবাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'তারাবাঈ' উপন্যাস রচনা করেন।

মৃণালিনী (১৮৬৯)

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস 'মৃণালিনী'। এই উপন্যাসেই প্রথম স্বদেশপ্রেমকে বিষয়বস্তু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু তথা বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস 'মৃণালিনী'। প্রধান চরিত্র- হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, মনোরমা।

ত্রয়ী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় ত্রয়ী উপন্যাস। এদের রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়।

আনন্দমঠ (১৮৮২)

'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে রচিত। এ উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয় স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি। উপন্যাসটিতে মন্বন্তরের ভূমিকা নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে আর সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান হয়ে উঠেছে বাস্তব। এ গ্রন্থের "বন্দে মাতরম' গানের ধ্বনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত প্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়।

সীতারাম (১৮৮৭)

এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তা এই উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস।

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)

প্রথমে 'দেবী চৌধুরানী'র নাম ছিল প্রফুল্ল। তিনি রংপুরের পীরগাছার জমিদার ছিলেন। প্রধান চরিত্র দেবী চৌধুরানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে লড়াই করেন। যেহেতু এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে উস্কে দিয়েছিল তাই উপন্যাসটি ব্রিটিশরা নিষিদ্ধ করেছিল।

সামাজিক উপন্যাস

কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। উপন্যাসে রোহিণী, গোবিন্দ্রলাল ও ভ্রমরের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিধবা নারীর প্রতি পুরুষের প্রেমাসক্তির কুফল এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধবা নারী রোহিণী। রোহিণী সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদী নারী। প্রথমে হরলালকে পাওয়ার জন্য উইল চুরি করে কৃষ্ণকান্তকে প্রতারণা করে কিন্তু পরবর্তীতে সে হরলাল কর্তৃক প্রতারিত হয়। এবার সে কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের প্রেমে পড়ে। উপন্যাসের নায়িকা রোহিণী গোবিন্দলালকে পাবে না জেনে ব্যর্থ যৌবনের হাহাকারে পানিতে ডুবে মরতে চেয়েছে। কিন্তু গোবিন্দলাল-ই তাকে উদ্ধার করে। সে গোবিন্দলালকে ছলে বলে কৌশলে আয়ত্ত্ব করে এবং দুজনে পালিয়ে যায়।

বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)

বঙ্কিমের এই উপন্যাসেও ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী।বিধবা কুন্দনন্দিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে নগেন্দ্রনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হন, কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়েন। নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখী বিষয়টি অনুধাবন করেন। কুন্দ আত্মহত্যা করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। সূর্যমুখী কর্তৃক অপমানিত হয়ে কুন্দ গৃহত্যাগ করেন। তাঁর অদর্শনে নগেন্দ্র অস্থির এবং সূর্যমুখীর প্রতি রুষ্ট হন। তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। এমতাবস্থায় কুন্দ ফিরে এলে সূর্যমুখী নিজের উদ্যোগে স্বামীর সঙ্গে কুন্দের বিবাহ দেন। তারপর নিজে গৃহত্যাগ করেন। নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরে কুন্দর সঙ্গে দেখা না করায় কুন্দ বিষপান করে (প্রকৃতপক্ষে হীরা দাসী কুন্দকে বিষ পান করায়)। শেষে নগেন্দ্রনাথের পায়ে মাথা রেখে কুন্দ ইহলোক ত্যাগ করে।

প্রবন্ধ গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্র তিন ধরনের প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

যেমন- ১. ব্যঙ্গাত্মক ও সরস; ২. জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমালোচনা বিষয়ক এবং ৩. দর্শন ও শাস্ত্রচর্চাবিষয়ক।

কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)

এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রম্য রচনা। এর প্রবন্ধগুলি প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক ডিকুইনসির 'Confession of an English Opium Eater' এর অনুসরণে এটি লেখা। গ্রন্থটি কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্তের জবানবন্দি- এ তিনটি প্রবন্ধের সংকলন। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলি রচিত।

সাম্য (১৮৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি জ্ঞানগর্ভ চিন্তামূলক গদ্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করেছেন যুক্তির ভিত্তিতে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও অর্থনৈতিক প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশিত। গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

☆ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোন গ্রন্থটি মহাকাব্য? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) অবকাশ রঞ্জিনী (খ) বৃত্রসংহার (গ) বিরহ বিলাপ (ঘ) বীরাঙ্গনা কাব্য



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ১৭ এপ্রিল হুগলী জেলার রাজবলহাটের গুলাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মধুসূদনের পরবর্তী কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে তিনি সে সময় সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। বাংলা মহাকাব্যের ধারায় হেমচন্দ্রের বিশেষ দান হচ্ছে স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার। তাঁর ছদ্মনাম রসিক মল্লা। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' তাঁর প্রথম কাব্য। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্যটি শোককাব্য। হেমচন্দ্র রচিত মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ড-১৮৭৫ সালে এবং ২য় খণ্ড-১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। হিন্দু জাতীয়তাবোধ প্রকাশের লক্ষ্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যটি রচিত। তিনি ১৯০৩ সালের ২৪ মে কলকাতার খিদিরপুরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১)	• বীরবাহু (১৮৬৪)	• কবিতাবলী (১৮৭০)	• আশাকানন (১৮৭৬)
• ছায়াময়ী (১৮৮০)	• দশ মহাবিদ্যা (১৮৮২)	চিত্তবিকাশ (১৮৯৮)	

☆ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)☆



সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৮৩৮ সালে যশোরের জগন্নাথপুরে জন্মগ্রহন করেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বাংলার অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার অন্যতম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজি ভাষা এবং দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। কলকাতার ঠাকুরবাড়ি এস্টেটে তিনি কিছুদিন চাকরি করেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও দেহজ প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। 'মহিলা' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ; এতে মাতা, জায়া ও পত্নীরূপে নারীর বন্দনা করা হয়েছে। বিশ্বরহস্য তাঁর একটি বিখ্যাত গদ্য রচনা। তিনি ১৮৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• ষড়ঋতুবর্ণন (১৮৫৬)	• সবিতা সুদর্শন (১৮৭০)	• বর্ষবর্তন (১৮৭২)	• মহিলা (১৮৮০)
নাটক	**গদ্যগ্রন্থ**	**অনুবাদ**	
• হামির (১৮৮১)	• বিশ্বরহস্য (১৮৮১)	• রাজস্থানের ইতিবৃত্ত (১৮৭২)	

☆ কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)☆



কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৪০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যে অবদান ছাড়াও অন্য বিষয়ে, যেমন বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও বাংলা থিয়েটারে তাঁর অপরিমেয় অবদান ছিল। ছদ্মনাম- হুতোম প্যাঁচা। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' তাঁর রচিত রম্য রচনা। এতে নব্য ধনী হওয়া ধনীক শ্রেণির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই রচনায় কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুসৃত ভাষারীতির নাম 'হুতোমী বাংলা'। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৭০ সালের ২৪ জুলাই মাত্র ২৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থ			অনুবাদ গ্রন্থ
• হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২)	• বঙ্গদেশ বিজয় (১৮৬৮)	• শ্রীমদ্ভগবদগীতা (১৯০২)	• মহাভারতের গদ্য অনুবাদ (১৮৬৬)
নাটক			
• বাবুনাটক (১৮৫৪)	• বিক্রমোর্বশী নাটক (১৮৫৭)	• সাবিত্রী-সত্যবান নাটক (১৮৫৮)	• মালতী-মাধব নাটক (১৮৫৯)

☆ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা- [১৫তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) কালীপ্রসন্ন সিংহ (খ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ (গ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (ঘ) এস ওয়াজেদ আলী



কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক, লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পারিব না'। কালীপ্রসন্নের রচনারীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরেজ পণ্ডিত কার্লাইলের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। তাঁর রচনাসমূহ ভাবগাম্ভীর্য, ইতিহাসচেতনা ও গভীর জীবনবোধেপূর্ণ। ইংরেজ সরকার তাকে পান্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৯৭ সালে "রায়বাহাদুর" এবং ১৯০৯ সালে "সিআইই" উপাধি প্রদান করে। বাংলার পণ্ডিতগণ তাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে অভিষিক্ত করেন তিনি ১৯১০ সালের ২৯ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭)	• নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩)	• নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬)	• নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৯৬)
অন্যান্য গ্রন্থ			
• ভ্রান্তিবিনোদ (১৮৮১)	• প্রমোদলহরী (১৮৯৫)		• ভক্তির জয় (১৮৯৫)
• মা না মহাশক্তি (১৯০৫)	• জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫)		• ছায়াদর্শন (১৯০৫)

☆ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)☆



নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার হেয়ার স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ১৯০৪ সালে অবসরে যান। ছাত্রজীবন থেকেই নবীনচন্দ্র কবিতা রচনা শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন অবকাশরঞ্জিনী প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। ১৮৭৫ সালে 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্য প্রকাশিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর ত্রয়ী মহাকাব্য 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'। কাব্য তিনটির নায়ক 'কৃষ্ণ'। ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। তিনি ১৯০৯ সালের ২৩ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					উপন্যাস
• অবকাশ রঞ্জিনী (১৮৭১)	• ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭)	• রঙ্গমতী (১৮৮০)	• অমিতাভ (১৮৯৫)	• অমৃতাভ	• ভানুমতী
মহাকাব্য					আত্মজীবনী
• পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)	• রৈবতক (১৮৮৭)	• কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩)	• প্রভাস (১৮৯৬)		• আমার জীবনী

☆ মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি- [৪৪তম, ৩৬তম বিসিএস]
(ক) মহাকাব্য (খ) ইতিহাস গ্রন্থ (গ) উপন্যাস (ঘ) ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ

০২। মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে– [৩৯তম বিসিএস]
(ক) গাজী মিয়াঁর বস্তানী (খ) আলালের ঘরের দুলাল (গ) হুতোম প্যাঁচার নকশা (ঘ) কলিকাতা কমলালয়

০৩। 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।' –কার উক্তি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) মীর মশাররফ হোসেনের (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (ঘ) কাজী নজরুল ইসলামের

০৪। নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম-মৃত্যু সাল? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ১৮৪৭-১৯১১ (খ) ১৮৫২-১৯১২ (গ) ১৮৫৭-১৯১১ (ঘ) ১৮৪৭-১৯১২

০৫। মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) নটির পূজা (খ) বেহুলা গীতাভিনয় (গ) নবীন তপস্বিনী (ঘ) কৃষ্ণকুমারী

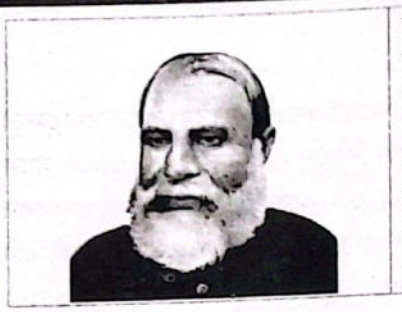
০৬। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিকের নাম কি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) মোতাহের হোসেন (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) ফররুখ আহমদ

০৭। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কোন জাতীয় রচনা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) নাটক (খ) কাব্য (গ) আত্মজৈবনিক উপন্যাস (ঘ) গীতি কবিতার সংকলন

০৮। 'বিষাদ-সিন্ধু' কার রচনা? [২০তম বিসিএস]
(ক) কায়কোবাদ (খ) মীর মশাররফ হোসেন (গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী

০৯। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
(ক) জগৎ মোহিনী (খ) বসন্ত কুমারী (গ) আয়না (ঘ) মোহনী প্রেমপাস

উত্তরমালা																	
০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ক	০৫	খ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	খ



মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্থায়ী নিবাস ও সমাধিসৌধ রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার পদমদীতে। কর্মজীবনের শুরুতে মশাররফ হোসেন পিতার জমিদারি দেখাশুনা করেন। পরে ফরিদপুর নবাব এস্টেটে চাকরি নেন এবং ১৮৮৫ সালে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হন। তাঁর সাহিত্যিক গুরু কাঙাল হরিনাথ। তিনি প্রথম মুসলিম উপন্যাস রচয়িতা এবং প্রথম বাঙ্গালি মুসলিম নাট্যকার। ছদ্মনাম গুলো হলো- গাজী মিয়াঁ, উদাসীন পথিক, গৌরতটবাসী মশা। বিখ্যাত উক্তি- "মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে"। তিনি ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। (মুহম্মদ আবদুল হাই, মাহবুবুল আলম স্যারের বইয়ে মৃত্যু ১৯১২, উইকিপিডিয়ায় ১৯১১ পাওয়া যায়।)

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

- রত্নবতী (১৮৬৯)
- রাজিয়া খাতুন (১৮৯৯)
- বাঁধা খাতা (১৮৯৯)
- গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯)
- উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)
- বিষাদ সিন্ধু (মহরম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭, এজিদ-বধ পর্ব ১৮৯১)
- তহমিনা (১৮৯৭)
- এসলামের জয় (১৯০৮)

নাটক

- বসন্তকুমারী (১৮৭৩)
- জমিদার দর্পণ (১৮৭৩)
- বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯)
- টালাভিনয় (১৮৯৭)
- নিয়তি কি অবনতি (১৮৯৮)

প্রহসন

- এর উপায় কী (১৮৭৫)
- ফাঁস কাগজ (১৮৯৯)
- ভাই ভাই এইতো চাই (১৮৯৯)
- বাঁধা খাতা (১৮৯৯)

প্রবন্ধ

- গো-জীবন (১৮৮৯); এটি রচনার দায়ে তাঁকে মামলায় জড়াতে হয়
- খুতবা

কাব্য

- গোরাই-ব্রিজ (১৮৭৩)
- বিবি খোদেজার বিবাহ
- হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ
- পঞ্চনারী (১৮৯৯)
- মদিনার গৌরব
- বাজীমাৎ (১৯০৮)
- মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭)
- সঙ্গীত লহরী
- প্রেম পারিজাত

আত্মজীবনী

- আমার জীবনী (১৯১০)
- আমার জীবনীর জীবনী বিবি কুলসুম

সম্পাদিত পত্রিকা

- আজীজননেহার (১৮৭৪)
- হিতকরী (১৮৯০)
- হুগলী বোধোদয়

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

বিষাদ সিন্ধু

কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাস মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি গদ্য মহাকাব্যধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে - কারবালার যুদ্ধ ও এর পূর্বাপর ঘটনাবলি। উপন্যাসটি ৩ পর্বে বিভক্ত- মহররম পর্ব (১৮৮৫), উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭), এজিদবধ পর্ব (১৮৯১)। তৃতীয় পর্বের শেষে 'বিষাদ সিন্ধু' রূপকের মধ্য দিয়ে যায়। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো – মোহাম্মদ (সাঃ) এর দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন, মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদ, সীমার (ইমাম হোসেনের হত্যাকারী), জয়নব (ইমাম হাসানের স্ত্রী)।

জমীদার দর্পণ

বাংলা সাহিত্যে কেন্দ্রীয় মুসলমান চরিত্র অবলম্বনে প্রথম নাটক 'জমীদার দর্পণ'। তিন অঙ্কের এই নাটকটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটি তিনি সিরাজগঞ্জে সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে রচনা করেন। জমিদার হায়ওয়ান আলীর বহুতম লাম্পট্যের একটি চিত্র নিয়ে এই নাটকের কাহিনি রচিত হয়েছে। নাট্যকার স্বেচ্ছাচারী ব্যভিচারী জমিদার নিজ পরশ্রীকাতরতার বশে গরিব প্রজাদের সুখের সংসার কীভাবে নষ্ট করে দেয় এবং বাহুবল ও বিত্তবল কাজে লাগিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে সেই প্রজাকেই দোষী সাব্যস্ত করে পথের ভিখারি করে তোলার মর্মবিদারক কাহিনি তুলে ধরেছেন এই নাটকে। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রজাদের নির্যাতনের চিত্র অবলম্বনে নাটকটি লিখেছেন। নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র – আবু মোল্লা, নুরুন্নেহার, ফজু মিয়া, জমিদার হায়ওয়ান আলী, মেরাজ আলী।

রত্নবতী

'রত্নবতী' মীর মশাররফ হোসেন-এর প্রথম গ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি কৌতুকাবহ উপন্যাস। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে। প্রকৃতপক্ষে এটি রূপকথা জাতীয় শিক্ষামূলক একটি দীর্ঘ গল্প। রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রিপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়'-এ বিতর্ক এবং বিতর্কের সমাধানই 'রত্নবতী'র মূলবিষয়। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো– রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্ত।

বসন্তকুমারী

'বসন্তকুমারী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম বাংলা নাটক, যা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটিতে তিনটি অঙ্ক ও এগারটি দৃশ্য; নট-নটীর প্রস্তাবনাসহ তেরটি দৃশ্য এবং মোট আটটি গান এতে সংযোজিত হয়েছে। নাটকটির বিষয়বস্তু হলো– বৃদ্ধ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের যুবতী স্ত্রী রেবতী, সপত্নী-পুত্র নরেন্দ্র সিংহকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর পরিণামে সমগ্র রাজপরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়। নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র – বীরেন্দ্র সিংহ, রেবতী, নরেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যের কোন ঔপন্যাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন?
(ক) রামমোহন রায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মধুসূদন দত্ত

০২। বিহারীলাল চক্রবর্তীকে কে ভোরের পাখি বলেছেন?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) বিদ্যাসাগর (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৩। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস –
(ক) বিষবৃক্ষ (খ) রাজসিংহ (গ) কপালকুণ্ডলা (ঘ) দুর্গেশনন্দিনী

০৪। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের কোন ধরনের রচনা?
(ক) প্রবন্ধ রচনা (খ) কাব্যগ্রন্থ (গ) রম্যরচনা (ঘ) ঐতিহাসিক উপন্যাস

০৫। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চর্চা শুরু কোন পত্রিকার মাধ্যমে –
(ক) বঙ্গদর্শন (খ) সংবাদ প্রভাকর (গ) সবুজপত্র (ঘ) লাঙ্গল

০৬। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র?
(ক) মৃণালিনী (খ) শৈবালিনী (গ) সূর্যমুখী (ঘ) রাধারাণী

০৭। 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যগ্রন্থটি কার রচনা?
(ক) কামিনী রায় (খ) বিহারীলাল চক্রবর্তী (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৮। 'ইন্দিরা' গ্রন্থটি কার রচনা?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) প্যারীচাঁদ মিত্র

০৯। "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" - কে, কাকে বলেছিলেন?
(ক) বিলাসী তার স্বামীকে (খ) আলেয়া সিরাজকে (গ) কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে (ঘ) রোহিণী গোবিন্দলালকে

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?
(ক) আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম (খ) বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ
(গ) মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, ইন্দিরা (ঘ) বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, সীতারাম

১১। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৬২ সালে (খ) ১৮৬৫ সালে (গ) ১৮৬৭ সালে (ঘ) ১৮৬৮ সালে

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) মাধবীকঙ্কণ (গ) পর্বত বাসিনী (ঘ) রাজ তপস্বিনী

১৩। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম কবি কে?
(ক) বিহারীলাল চক্রবর্তী (খ) গোবিন্দচন্দ্র দাস (গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ

১৪। 'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত কোন লেখক?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) মধুসূদন দত্ত (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো –
(ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (খ) ধর্মীয় পুরোহিতদের সুখ দুঃখ
(গ) তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজের ধর্মীয় সংস্কার (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

১৬। 'রূপজালাল' নামে আত্মজীবনী কে লিখেছিলেন?
(ক) নুরুন্নেসা খাতুন (খ) নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী
(গ) বেগম রোকেয়া (ঘ) আবুল ফজল

১৭। বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কাব্য কোনটি?
(ক) বন্ধু বিয়োগ (খ) সারদা মঙ্গল (গ) অন্নদা মঙ্গল (ঘ) কালিকা মঙ্গল

১৮। 'যুগলাঙ্গুরীয়' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) মশাররফ হোসেন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯। 'কাপালিক' চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) বিষবৃক্ষ (গ) দেবী চৌধুরাণী (ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল

২০। 'জেবুন্নেসা' কোন উপন্যাসের নায়িকা?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) রাজসিংহ (গ) মৃণালিনী (ঘ) রজনী

২১। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কাব্যগ্রন্থের রচিয়তা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বিহারীলাল (গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) মধুসূদন দত্ত

২২। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক কে?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (গ) মধুসূদন দত্ত (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩। মহাকাব্য জাতীয় রচনা 'বৃত্রসংহার' এর রচিয়তা কে?
(ক) কায়কোবাদ (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) মধুসূদন দত্ত (ঘ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪। 'হুতোমী বাংলা' কার রচনাকে বলে?
(ক) ঈশ্বর গুপ্ত (খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ (গ) প্যারীচাঁদ মিত্র (ঘ) বিদ্যাসাগর

২৫। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কোন জাতীয় রচনা?
(ক) প্রবন্ধ (খ) চিত্র কর্ম (গ) রম্য রচনা (ঘ) উপন্যাস

২৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ এর ছদ্মনাম কোনটি?
(ক) হুতোম প্যাঁচা (খ) ভানুসিংহ (গ) অবধূত (ঘ) যাযাবর

২৭। "বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতরে পুরিলে?" বাক্যটি কার রচনা?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৮। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা কে?
(ক) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) কালীপ্রসন্ন সিংহ (ঘ) রামরাম বসু

২৯। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও'প্রভাস'– এই ত্রয়ী মহাকাব্য কার রচনা?
(ক) মধুসূদন দত্ত (খ) রঙ্গলাল (গ) নবীনচন্দ্র সেন (ঘ) কাজেম আল কোরায়েশী

৩০। "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?" – উক্তিটি কার?
(ক) বিহারীলাল চক্রবর্তী (খ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩১। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'– এ উক্তিটি কোন গ্রন্থের?
(ক) পালামৌ (খ) যাত্রা (গ) সারদামঙ্গল (ঘ) রূপজালাল

৩২। উনিশ শতকে রচিত 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা কে?
(ক) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) কালী প্রসন্ন ঘোষ (গ) নবীনচন্দ্র সেন (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩৩। 'পারিব না' বিখ্যাত কবিতাটি কার রচনা?
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) কালী প্রসন্ন সিংহ (গ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ (ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী

৩৪। নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস?
(ক) বৌ ঠাকুরাণীর হাট (খ) মৃণালিনী (গ) মালঞ্চ (ঘ) দুইবোন

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' কোন ধরনের সাহিত্য কর্ম?
(ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) কাব্যনাট্য (ঘ) মহাকাব্য

৩৬। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নায়কের নাম কী?
(ক) জগৎসিংহ (খ) চন্দ্রশেখর (গ) নবকুমার (ঘ) প্রতাপ

৩৭। নিচের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস?
(ক) রজনী (খ) আনন্দমঠ (গ) কৃষ্ণকান্তের উইল (ঘ) রাজসিংহ

৩৮। কোনটি সামাজিক উপন্যাস?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) বিষবৃক্ষ (গ) আনন্দমঠ (ঘ) দুর্গেশনন্দিনী

৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র কোন গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন?
(ক) রজনী (খ) বিষবৃক্ষ (গ) সাম্য (ঘ) আনন্দমঠ

৪০। 'বন্দে মাতরম' দেশাত্মবোধক সঙ্গীতটির রচয়িতা কে?
(ক) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) কালীপ্রসন্ন সিংহ

৪১। 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন যুগের গ্রন্থ?
(ক) প্রাচীন যুগ (খ) মধ্য যুগ (গ) মুঘল আমল (ঘ) আধুনিক যুগ

৪২। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
(ক) ইমাম হোসেন (খ) ইমাম হাসান (গ) এজিদ (ঘ) সীমার

৪৩। আধুনিক বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ –
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) মোজাম্মেল হক

৪৪। মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
(ক) জমিদার দর্পণ (খ) বসন্তকুমারী (গ) রত্নবতী (ঘ) বিষাদ সিন্ধু.

৪৫। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা?
(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) কামিনী রায় (গ) কায়কোবাদ (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

৪৬। মীর মশাররফ হোসেন লিখিত নিম্নের রচনাগুলোর মধ্যে কোনটি নাটক?
(ক) জমিদার দর্পণ (খ) রত্নবতী (গ) বিষাদ সিন্ধু (ঘ) উদাসীন পথিকের মনের কথা

৪৭। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার –
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) মোজাম্মেল হক (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) কায়কোবাদ

৪৮। 'বিবি কুলসুম' কার রচনা?
(ক) মোজাম্মেল হক (খ) কাজী ইমদাদুল হক (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) কায়কোবাদ

৪৯। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' কী ধরনের রচনা?
(ক) প্রবন্ধ (খ) কাব্য (গ) আত্মজীবনী (ঘ) নাটক

৫০। মীর মশাররফ হোসেন কোন ধরনের গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন?
(ক) প্রবন্ধগ্রন্থ (খ) ভ্রমণকাহিনী (গ) কাব্যগ্রন্থ (ঘ) সাহিত্যরস সমৃদ্ধ গ্রন্থ

৫১। কোনটি রচনার জন্য মীর মশাররফ হোসেনকে মামলায় জড়াতে হয়?
(ক) বিষাদ সিন্ধু (খ) এসলামের জয় (গ) গো-জীবন (ঘ) আমার জীবনী

৫২। নিচের কোনটি প্রহসন?
(ক) ফাঁস কাগজ (খ) বাঁধা খাতা (গ) এর উপায় কী (ঘ) সবগুলো

৫৩। মীর মোশাররফ হোসেনের 'মোসলেম বীরত্ব' কোন ধরনের গ্রন্থ?
(ক) উপন্যাস (খ) কাব্যগ্রন্থ (গ) প্রবন্ধ (ঘ) নাটক

৫৪। নিচের কোনটি ঐতিহাসিক নাটক?
(ক) সাজাহান (খ) নূরজাহান (গ) তারাবাঈ (ঘ) সবগুলো

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	∅	০৬	গ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	∅	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	∅	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	∅	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	ঘ
৫১	গ	৫২	ঘ	৫৩	খ	৫৪	ঘ												

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম কী? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) বেগম রোকেয়া (খ) কাদম্বরী দেবী (গ) স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘ) নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা



স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫ সালের ২৮ আগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে হানা ক্যাথরিন মুলেনস তার 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রকাশ করে বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক এবং আধুনিক যুগের প্রথম মহিলা কবি। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বোন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ভারতী'। এছাড়া 'বালক' নামে একটি কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'দীপনির্বাণ' প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এটি জাতীয়তাবাদী চেতনায় লেখা। ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ১৯৩২ সালের ৩ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					
• দীপনির্বাণ (১৮৭৬)	• মিবার-রাজ (১৮৭৭)	• ছিন্নমুকুল (১৮৭৯)	• মালতী (১৮৭৯)	• হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৭)	
• বিদ্রোহ (১৮৯০)	• ফুলের মালা (১৮৯৫)	• স্নেহলতা (১৮৯২)	• বিচিত্রা (১৯২০)	• স্বপ্নবাণী (১৯২১)	
নাটক					
• বিবাহ-উৎসব (১৮৯২)	• বসন্ত-উৎসব (১৮৭৯)	• দেবকৌতুক (১৯০৫)	• রাজকন্যা	• দিব্যকমল	• নিবেদিতা
কাব্যগ্রন্থ					
• গাথা (১৯২৭)		• গীতিগুচ্ছ			

☆ কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কবি কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল– [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) পলাশীর যুদ্ধ (খ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (গ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ (ঘ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর



কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালে ঢাকার নবাবগঞ্জের পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম কাজেম আল কোরেশী। তিনি প্রথম মুসলিম সনেট এবং মহাকাব্য রচয়িতা এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি। তাকে মহাকবিও বলা হয়। তিনি সরকারের ডাক বিভাগে কিছুদিন চাকরি করেন এবং ১৯১৯ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি- কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক এই তিনটি উপাধি লাভ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু হয় মাত্র তের বছর বয়সে (বিরহ বিলাপ) গীতিকবিতা দিয়ে। কিন্তু মহাকাব্য রচনাতেই সার্থকতা প্রকাশিত হয়। তিনি হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সেনের সাহিত্যকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতা 'আযান' যা 'কাব্যসমগ্র' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কায়কোবাদ ১৯৫১ সালে ২১ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

কবিতা					
• নীরব রোদন	• উদাসীন প্রেম	• বাংলা আমার	• আযান	• সুখ	• বিস্মৃতি স্মৃতি
কাব্যগ্রন্থ					
• বিরহ বিলাপ (১৮৭০)	• কুসুম কানন (১৮৭৩)	• প্রেম পারিজাত (১৯৭০)	• কাব্যসমগ্র	• অশ্রুমালা (১৮৯৫)	• মহাশ্মশান (১৯০৪)
• প্রেমের বাণী (১৯৭০)	• অমিয় ধারা (১৯২৩)	• মহররম শরীফ (১৯৩৩)	• শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি (১৯২১)		• শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

মহাশ্মশান

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান মহাকবির রচিত প্রথম মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্যটিতে তিনটি খণ্ড, সর্গ সংখ্যা ৬০ টি। এই কাব্যের চরিত্রগুলো হলো- আহমদ শাহ আবদালী, জোহরা বেগম, হিরণবালা, অমরেন্দ্রনাথ, সুজাউদ্দৌলা, আতা খাঁ, রত্নজী, সেলিনা প্রমুখ। এর কাহিনি নেয়া হয়েছে ১৭৬১ সালের পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ থেকে। এ যুদ্ধ ছিল হিন্দুশক্তি মারাঠাদের সঙ্গে মুসলিমশক্তি তথা আহমদ শাহ আবদালীর নেতৃত্বে রোহিলা-অধিপতি নজীবউদ্দৌলার শক্তিপরীক্ষা। মুসলিম পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী, মেহেদী বেগের কন্যা জোহরা বেগম। অন্যদিকে মারাঠাদের পক্ষে ইব্রাহীম কার্দি (জোহরা বেগমের স্বামী)। এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় এবং ইব্রাহীম কার্দী বন্দি হন। আহমদ শাহ আবদালীর কাছে স্বামীর মুক্তি দাবি করে মুক্তির ফরমান নিয়ে জোহরা কারাগারে ইব্রাহীম কার্দিকে মুক্ত করতে গিয়ে দেখে সে মারা গেছে। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলেও কবির দৃষ্টিতে তা ছিল উভয়েরই শক্তিক্ষয় ও ধ্বংস; এজন্যই তিনি একে 'মহাশ্মশান' বলেছেন।

☆ মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতার নাম- [৪৪তম, ৩২তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) সৈয়দ মুজতবা আলী (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) নজিবর রহমান (ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন



মোহাম্মদ নজিবর রহমান ১৮৬০ সালের ১৮ অক্টোবর সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্যকর্মে ব্রতী হন। তাঁর উপাধী সাহিত্যরত্ন। তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি প্রায় ২০টি উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রথম ও জনপ্রিয় উপন্যাস 'আনোয়ারা'। এ উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয়। 'প্রেমের সমাধি' সামাজিক উপন্যাস। 'গরীবের মেয়ে' একটি আত্মজীবনীমূলক সামাজিক উপন্যাস। তিনি ১৯২৩ সালের ১৮ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				গদ্যগ্রন্থ
• আনোয়ারা (১৯১৪)	• দুনিয়া আর চাই না (১৯২৪)	• মেহেরুন্নেছা	• প্রেমের সমাধি	• সাহিত্য প্রসঙ্গ
• পরিণাম (১৯১৮)	• গরীবের মেয়ে (১৯২৩)	• চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি (১৯১৭)		• বিলাতী বর্জন

☆ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)☆



মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ১৮৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরের বাউইগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শান্তিপুরের কবি হিসেবে পরিচিত। বাঙালি-মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। উপাধি- কাব্যকণ্ঠ। 'জোহরা' উপন্যাসে গ্রাম্য মুসলমান সমাজের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে বিয়ে দিতে গিয়ে কন্যার জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তাই এ উপন্যাসের উপজীব্য। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা, 'লহরি' পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। মোজাম্মেল হক ১৯৩৩ সালের ৩০ নভেম্বর শান্তিপুরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১)	• অপূর্ব দর্শন কথা (১৮৮৫)	• প্রেমাহার (১৮৯৮)	• হজরত মুহাম্মদ (১৯০৩)
• জাতীয় ফোয়ারা (১৯১২)	• ইসলাম সঙ্গীত (১৯২৩)	• শান্তিপুরের রাসলীলা	
উপন্যাস		অনুবাদ	
• জোহরা (১৯১৭)	• দরফ গাজি খান (১৯১৭)	• শাহনামা (১৯০৯)	
অন্যান্য রচনা			
• মহর্ষি মনসুর (১৮৯৬)	• ফেরদৌসি চরিত (১৮৯৮)	• তাপস কাহিনী (১৯১৪)	
• হাতেমতাই (১৯১৯)	• টিপু সুলতান (১৯৩১)	• খাজা মইনউদ্দিন চিশতি (১৯১৮)	

☆ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) খেয়া (খ) মানসী (গ) কল্পনা (ঘ) সোনার তরী

০২। 'অভীক' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) নষ্টনীড় (খ) নামঞ্জুর গল্প (গ) রবিবার (ঘ) ল্যাবরেটরি

০৩। রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) করণ কারক (খ) সম্প্রদান কারক (গ) অপাদান কারক (ঘ) অধিকরণ কারক

০৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র- [৪১তম বিসিএস]
(ক) বিনোদিনী (খ) হৈমন্তী (গ) আশালতা (ঘ) চারুলতা

০৫। বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন' (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
(গ) কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'

০৬। 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

০৭। "কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দ্বীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো"-বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত? [৪০তম বিসিএস]
(ক) নৌকাডুবি (খ) চোখের বালি (গ) যোগাযোগ (ঘ) শেষের কবিতা

০৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে– [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বৈকুণ্ঠের খাতা (খ) জামাই বারিক (গ) বিবাহ-বিভ্রাট (ঘ) হিতে বিপরীত

০৯। 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

১০। কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শেষলেখা (খ) শেষপ্রশ্ন (গ) শেষকথা (ঘ) শেষদিন

১১। 'আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি'–রবীন্দ্রনাথের এ গানে 'নিছনি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) অপনোদন অর্থে (খ) পূজা অর্থে (গ) বিলানো অর্থে (ঘ) উপহার অর্থে

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ১৯১০ (খ) ১৯১১ (গ) ১৯১২ (ঘ) ১৯১৩

১৩। নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) বিহারী-বিনোদিনী (খ) নিখিলেশ-বিমলা (গ) মধুসূদন-কুমুদিনী (ঘ) অমিত-লাবণ্য

১৪। 'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা (গ) মানসী (ঘ) বলাকা

১৫। কোনটি রবীন্দ্ররচনার অন্তর্গত নয়? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?" (খ) "অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আত্মদান।"
(গ) "প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে?" (ঘ) "কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে।"

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) খুলনার দক্ষিণ ডিহি (খ) যশোরের কেশবপুর (গ) ছোটনাগপুর মালভূমি (ঘ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে জাতীয় তথ্য বাতায়ন-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে।

১৭। 'ভানুসিংহ ঠাকুর' কার ছদ্মনাম? [৩৪তম বিসিএস, ২৪তম বিসিএস (বাতিল), ১৯তম বিসিএস]
(ক) দীনবন্ধু মিত্র (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

১৮। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি কার লেখা? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) আলাওল (খ) কাজী দীন মুহম্মদ (গ) কাজী মোতাহের হোসেন (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯। 'গীতাঞ্জলির' ইংরেজি অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন — [৩৪তম বিসিএস]
(ক) এজরা পাউন্ড (খ) টি. এস. এলিয়ট (গ) ডবলিউ. বি. ইয়েটস (ঘ) কীটস

২০। 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? [৩১তম বিসিএস]
(ক) ইন্দিরা দেবী (খ) কাদম্বরী দেবী (গ) মৃণালিনী দেবী (ঘ) মৈত্রেয়ী দেবী

২১। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা কোন ছন্দে রচিত? [৩০তম বিসিএস]
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) অক্ষরবৃত্ত (গ) মন্দাক্রান্তা (ঘ) মাত্রাবৃত্ত

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) একরাত্রি (খ) নষ্টনীড় (গ) ক্ষুধিত পাষাণ (ঘ) মধ্যবর্তিনী

২৩। 'শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্পের সংলাপ? [২৭তম বিসিএস]
(ক) একরাত্রি (খ) শুভা (গ) সমাপ্তি (ঘ) পোস্টমাস্টার

২৪। 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'-রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? [২৬তম বিসিএস]
(ক) পূরবী (খ) শেষলেখা (গ) আকাশ প্রদীপ (ঘ) সেজুঁতি

২৫। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-এর রচয়িতা কে? [২৬তম বিসিএস]
(ক) ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) চণ্ডীদাস (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) ভারতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৬। 'মৃন্ময়ী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের নায়িকা? [২৫তম বিসিএস]
(ক) সমাপ্তি (খ) দেনা-পাওনা (গ) পোস্ট-মাস্টার (ঘ) মধ্যবর্তিনী

২৭। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যের কবিতা? [২৫তম বিসিএস]
(ক) বলাকা (খ) সোনারতরী (গ) চিত্রা (ঘ) পুনশ্চ

২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থটি উপন্যাস? [২৪তম বিসিএস]
(ক) শেষের কবিতা (খ) বলাকা (গ) ডাকঘর (ঘ) কালান্তর

২৯। 'সঞ্চয়িতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [২২তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

৩০। রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থটি নাটক? [২২তম বিসিএস]
(ক) চোখের বালি (খ) বলাকা (গ) ঘরে-বাইরে (ঘ) রক্তকরবী

৩১। পদাবলী লিখেছেন– [২২তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ঘ) কায়কোবাদ

৩২। কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? [২১তম বিসিএস]
(ক) চতুরঙ্গ (খ) চতুষ্কোণ (গ) চতুর্দশী (ঘ) চতুষ্পাঠী

৩৩। কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [২০তম বিসিএস]
(ক) শেষ প্রশ্ন (খ) শেষ লেখা (গ) শেষের কবিতা (ঘ) শেষের পরিচয়

৩৪। কোন বইটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নয়? [১৮তম বিসিএস]
(ক) শেষের কবিতা (খ) দোলন-চাঁপা (গ) সোনার তরী (ঘ) মানসী

৩৫। কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ? [১৬তম বিসিএস]
(ক) বিষবৃক্ষ (খ) গণদেবতা (গ) আরণ্যক (ঘ) ঘরে-বাইরে

৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেছিলেন? [১৫তম বিসিএস]
(ক) বিসর্জন (খ) ডাকঘর (গ) বসন্ত (ঘ) অচলায়তন

৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস]
(ক) ভবিষ্যৎ বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময় (খ) বাধা-বিপত্তি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে
(গ) প্রকৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী (ঘ) ভাঙ্গার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয়

৩৮। কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
(ক) ১৯৫১ (খ) ১৯৬১ (গ) ১৯৭১ (ঘ) ১৯৮১

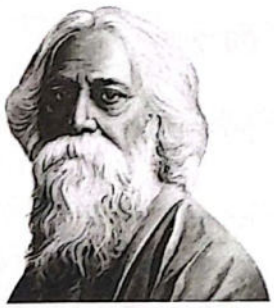
৩৯। 'শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির; লিখে রেখ, একবিন্দু দিলেম শিশির।' এ অংশটুকুর মূল প্রতিপাদ্য- [১৩তম বিসিএস]
(ক) প্রতিদান (খ) প্রত্যুপকার (গ) অকৃতজ্ঞতা (ঘ) অসহিষ্ণুতা

৪০। 'বৈরাগ্য সাধনে– সে আমার নয়।' শূন্যস্থান পূরণ করুন। [১১তম বিসিএস]
(ক) আনন্দ (খ) মুক্তি (গ) বিশ্বাস (ঘ) আশ্বাস

৪১। বাংলায় টি.এস. এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক– [১০তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বিষ্ণু দে (গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

৪২। 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত– [১০তম বিসিএস]
(ক) কবিতার নাম (খ) গল্প সংকলনের নাম (গ) উপন্যাসের নাম (ঘ) কাব্য সংকলনের নাম

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	–	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক
২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ক	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	গ																



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে ৭ মে (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮), কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী; পিতামহ ও পিতামহী যথাক্রমে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং দিগম্বরী দেবী। তিনি পিতা-মাতার চতুর্দশতম সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। ঠাকুর পরিবারের আসল পদবি কুশারী। তিনি পারিবারিকভাবে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষদের বাস ছিল খুলনার রূপসা নদীর তীরে পিঠাভোগ অঞ্চলে। বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর অবস্থান দ্বিতীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদ্যালয়ে যান ১৮৬৮ সালে। ১৮৭৯ সালে ব্যারিস্টারি পড়ালেখার জন্য প্রথম লন্ডন গমন করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়া অসম্পূর্ণ রেখেই দেশে ফিরে আসেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৮৩ সালে ভবতারিণী দেবীকে বিবাহ করেন। বিয়ের পর স্ত্রীর নাম রাখেন মৃণালিনী দেবী। ১৮৮৪ সালে ব্রাহ্ম-সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ১৮৯০ সালে লন্ডনে যান। পিতার জমিদারি দেখাশোনার জন্য বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও নওগাঁর পতিসরে গমন করেন। শিলাইদহে থাকাকালীন 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' এবং 'কথা ও কাহিনী' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা ছবিগুলোকে 'শেষ বিকালের প্রিয়া' বলে অভিহিত করেছেন। চলিত ভাষার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে 'আমার সোনার বাংলা' (গান) ও 'বাংলার মাটি বাংলার জল' (সনেট) রচনা করেন। বাংলায় সম্প্রদান কারকের দরকার নেই এই কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অনেকেই বলেছেন। ১৯০১ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে (শান্তিনিকেতন ১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন) ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন যা ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে জার্মানিতে তিনি বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ১৮৯৮ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৬ সালে ঢাকায় আসেন। তিনি ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

• বৌ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)	• চতুরঙ্গ (১৯১৬)	• ঘরে বাইরে (১৯১৬)	• দুইবোন (১৯৩৩)	• মালঞ্চ (১৯৩৪)
• প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮)	• রাজর্ষি (১৮৮৭)	• নৌকাডুবি (১৯০৬)	• চার অধ্যায় (১৯৩৪)	• করুণা (১৮৭৭)
• চোখের বালি (১৯০৩)	• গোরা (১৯১০)	• যোগাযোগ (১৯২৯)	• শেষের কবিতা (১৯২৯)	

কাব্যগ্রন্থ

• কবি-কাহিনী (১৮৭৮)	• খেয়া (১৯০৬)	• সোনার তরী (১৮৯৪)	• প্রবাহিণী (১৯২৫)	• সেঁজুতি (১৯৩৮)
• বনফুল (১৮৮০)	• নদী (১৮৯৬)	• শ্যামলী (১৯৩৬)	• লেখন (১৯২৭)	• প্রহসিনী (১৯৩৯)
• ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)	• চিত্রা (১৮৯৬)	• রোগশয্যায় (১৯৪০)	• মহুয়া (১৯২৯)	• চৈতালি (১৮৯৬)
• সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২)	• মানসী (১৮৯০)	• গীতাঞ্জলি (১৯১০)	• বনবাণী (১৯৩১)	• নবজাতক (১৯৪০)
• প্রভাত সংগীত (১৮৮৩)	• কণিকা (১৮৯৯)	• স্মরণ (১৯১৪)	• গীতবিতান (১৯৩১)	• সানাই (১৯৪০)
• ছবি ও গান (১৮৮৪)	• কথা (১৯০০)	• উৎসর্গ (১৯১৪	• পরিশেষ (১৯৩২)	• শিশু (১৯০৯)
• শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪)	• কাহিনী (১৯০০)	• গীতিমাল্য (১৯১৪)	• পুনশ্চ (১৯৩২)	• আরোগ্য (১৯৪১)
• কথা ও কাহিনী (১৯০৮)	• কল্পনা (১৯০০)	• গীতালি (১৯১৪)	• বিচিত্রতা (১৯৩৩)	• জন্মদিনে (১৯৪১)
• কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)	• ক্ষণিকা (১৯০০)	• বলাকা (১৯১৬)	• পত্রপুট (১৯৩৬	• শেষ লেখা (১৯৪১
• আকাশ-প্রদীপ (১৯৩৯)	• নৈবেদ্য (১৯০১)	• পূরবী (১৯২৫)	• ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)	

ছোটগল্প

প্রেমের গল্প		সামাজিক গল্প		অতি প্রাকৃত গল্প	প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কিত গল্প
• শেষকথা	• মধ্যবর্তনী	• ছুটি	• মেঘ ও রৌদ্র	• ক্ষুধিত পাষাণ	
• সমাপ্তি	• প্রায়শ্চিত্ত	• হৈমন্তী	• দেনা-পাওনা	• কঙ্কাল	
• নষ্টনীড়	• একরাত্রি	• পণরক্ষা	• পোস্টমাস্টার	• নিশীথে	• শুভা
• শেষের রাত্রি	• দৃষ্টিদান	• কর্মফল	• কাবুলিওয়ালা	• জীবিত ও মৃত	• অতিথি
• মাল্যদান	• ল্যাবরেটরী	• ব্যবধান	• খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	• মণিহারা	• আপদ
• পাত্র ও পাত্রী		• দিদি	• মুসলমানীর গল্প	• গুপ্তধন	

নাটক

রূপক ও সাংকেতিক নাটক		কাব্যনাট্য		প্রহসন/ কৌতুক নাটক	নৃত্যনাট্য
• মুক্তধারা (১৯২৫)	• ডাকঘর (১৯১২)	• নরকবাস	• বিসর্জন (১৮৯০)	• বৈকুণ্ঠের খাতা	• পরিশোধ
• ফাল্গুনী (১৯১৬)	• কালের যাত্রা	• সতী	• বিদায় অভিশাপ	• চিরকুমার সভা	• শ্যামা (১৯৩৯)
• রক্তকরবী (১৯২৬)	• ঋণশোধ	• মালিনী	• প্রকৃতির প্রতিশোধ	• হাস্য কৌতুক	• চণ্ডালিকা (১৯৩৩)
• প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)	• রাজা (১৯১০)	• রুদ্রচণ্ড	• লক্ষ্মীর পরীক্ষা	• ব্যঙ্গ কৌতুক	• চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)
• অচলায়তন (১৯১২)	• গুরু	• রাজা ও রাণী (১৮৮৯)		• গোড়ায় গলদ	• নটীর পূজা (১৯২৬)
• তাসের দেশ (১৯৩৩)	• অরূপরতন				

গীতিনাট্য				সামাজিক নাটক	
• কালমৃগয়া (১৮৮২)	• মায়ারখেলা	• বসন্ত	• বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)	• শোধ বোধ	• বাঁশরি (১৯৩৩)

প্রবন্ধ গ্রন্থ

রাজনৈতিক			সাহিত্য বিষয়ক		আত্মজীবনী	ভাষাতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ
• কালান্তর	• স্বদেশ	• সভ্যতার সংকট	• প্রাচীন সাহিত্য	• আধুনিক সাহিত্য	• জীবনস্মৃতি	• শব্দতত্ত্ব
• রাজাপ্রজা	• পরিচয়	• সমবায় নীতি	• লোকসাহিত্য	• সাহিত্যের পথে	• আমার ছেলেবেলা	• ছন্দ
• আত্মশক্তি	• ইতিহাস	• ভারতবর্ষ	• সাহিত্য	• সাহিত্যের স্বরূপ	• ছিন্নপত্র	• বাংলা ভাষা পরিচয়

শিক্ষা বিষয়ক				
• শিক্ষা	• শিক্ষার হেরফের	• বিশ্বভারতী	• আশ্রমের রূপ ও বিকাশ	• ব্রহ্মচর্যাশ্রম

ভ্রমণকাহিনি		ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক	
• জাপান যাত্রী (১৯১৯)	• য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)	• ধর্ম	• শান্তিনিকেতন
• রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১)	• জাভা যাত্রীর পত্র	• সঞ্চয়	• মানুষের ধর্ম

প্রাপ্ত উপাধি	যিনি/যারা প্রদান করেছেন	প্রাপ্ত উপাধি	যিনি/যারা প্রদান করেছেন
▪ বিশ্বকবি	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	▪ ভারতের মহাকবি	চীনা কবি চি. সি. লিজন
▪ জীবনশিল্পী	অন্নদাশঙ্কর রায়	▪ কবি সার্বভৌম	সংস্কৃত কলেজ
▪ কবিগুরু	ক্ষিতিমোহন সেন	▪ পরম গুরু	পুরীর রাজা
▪ গুরুদেব	মহাত্মাগান্ধী	▪ ভারত ভাস্কর	ত্রিপুরারাজ

রবীন্দ্রনাথ বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'নাইট' বা স্যার উপাধি লাভ করেন ১৯১৫ সালে। পাঞ্জাবের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তিনি 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

ছদ্মনাম				
▪ ভানুসিংহ ঠাকুর	▪ অকপট চন্দ্র	▪ দিকশূন্য ভট্টাচার্য	▪ আন্নকালী পাকড়াশী	▪ শ্রীমতি মধ্যমা
▪ শ্রীমতি কনিষ্ঠা	▪ ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা	▪ বাণীবিনোদ	▪ নবীন কিশোর শর্মণঃ	

উৎসর্গকৃত গ্রন্থ	যাকে উৎসর্গ করেন	উৎসর্গকৃত গ্রন্থ	যাকে উৎসর্গ করেন
▪ বসন্ত (নাটক)	কাজী নজরুল ইসলাম	▪ খেয়া (কাব্যগ্রন্থ)	বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে
▪ তাসের দেশ (নাটক)	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে	▪ পূরবী (কাব্যগ্রন্থ)	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে 'বিজয়া' নামে
▪ কালের যাত্রা (নাটক)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে	▪ বউ ঠাকুরানীর হাট (উপন্যাস)	সৌদামিনী দেবীকে
▪ আকাশ প্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ)	সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে		

সম্পাদিত পত্রিকা				
▪ সাধনা (১৮৯৪)	▪ ভারতী (১৮৯৮)	▪ বঙ্গদর্শন (১৯০১)	▪ ভাণ্ডার (১৯০৫)	▪ তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)

❐ কিছু কাব্য ও তাদের অন্তর্গত কবিতা

কাব্যগ্রন্থ	উল্লেখযোগ্য কবিতা
কড়ি ও কোমল	বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, প্রাণ, পুরাতন, নূতন, উপকথা।
চৈতালি	উৎসর্গ, পরিচয়, খেয়া, বঙ্গমাতা
বলাকা	বলাকা, শাজাহান, সবুজের অভিযান, শঙ্খ, ছবি
সোনার তরী	সোনারতরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, দুই পাখি, হিং টিং ছট, পুরস্কার, বৈষ্ণব কবিতা, যেতে নাহি দেব
কণিকা	অকৃতজ্ঞা, কুটম্বিতা-বিচার, ক্ষুদ্রের দম্ভ, শত্রুতা বিচার
গীতবিতান	হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে, দেশ দেশ, নন্দিত করি
চিত্রা	চিত্রা, ১৪০০ সাল, উর্বশী, স্বর্গ হতে বিদায়
কথা ও কাহিনী	গান্ধারীর আবেদন, নিষ্ফল উপহার, দিন দান, দুই বিঘা জমি
শেষ লেখা	তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, সম্মুখে শান্তি পারাপার, রূপ-নারাণের কূলে
মানসী	ব্যক্ত প্রেম, অনন্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, একাল ও সেকাল, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি
ক্ষণিকা	আষাঢ়, উদাসীন, অকালে, পরামর্শ, ক্ষতিপূরণ, সেকাল, কর্মফল
কল্পনা	বৈশাখ, স্বপ্ন, আশা, জুতা-আবিষ্কার, ভিখারি, বিদায় ও পরিণাম
প্রভাত সংগীত	নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, পুনর্মিলন
পূরবী	সুপ্রভাত, বিজয়ী, কঙ্কাল, বিপাশা
বনবাণী	বৃক্ষবন্দনা, দেবদারু
নৈবেদ্য	ন্যায়দণ্ড

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

কাব্যগ্রন্থ

কবি-কাহিনী

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলো কবি-কাহিনী। কবির বয়স যখন ১৬ বছর তখন থেকেই এটি লেখা শুরু করেন। বনফুল (১৮৮০) কাব্যগ্রন্থটি প্রথম রচিত হলেও কবি-কাহিনীই তাঁর প্রথম মুদ্রিতগ্রন্থ। এর কবিতাগুলো ভারতী পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৮ খ্রি:) সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। চার স্বর্গে বিভক্ত এই নাতিদীর্ঘ কাব্যের নায়ক একজন কবি এবং নায়িকা নলিনী। নলিনীর মৃত্যুর পর নায়ক কবির বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বনফুল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলো বনফুল। তবে এটি তাঁর প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথমে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় এর কবিতাগুলো প্রকাশিত হলেও ১৮৮০ সালে গ্রন্থাকারে বের হয়। এই কাব্য ৮টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যটিতেও বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বলা হয় এটি রবীন্দ্রকাব্য রচনার "সূচনাপর্ব" এর অন্তর্গত প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। তবে ভাষাবিদ সুকুমার সেন বনফুল কে নির্ভেজাল কাব্য না বলে কাব্যোপন্যাস বলেছেন। কাব্যটি মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বিজয়, কমলা, নীরদ, নীরজ এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

মানসী

রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বার্থক কাব্যগ্রন্থ হলো মানসী। এটি তাঁর দুই পর্বের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি ছিল তাঁর প্রথম পরিপক্ব গ্রন্থ যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রকার ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেন। কবির মানস প্রিয়ার নিকট প্রেম নিবেদনের বিচিত্র লীলাই মানসীর প্রধান বিষয়বস্তু। এই কাব্যে মোট ৬৬টি কবিতা রয়েছে।

সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অমর কবিতার সংকলন হলো সঞ্চয়িতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ কাব্যের সংকলনের কাজ করেন। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যের অন্তর্গত বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, সোনার তরী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিদায় অভিশাপ, চিত্রা, চৈতালি এবং আরও বিভিন্ন কাব্যের কবিতা।

গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'গীতাঞ্জলি'। এই কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'। ইংরেজি ভাষায় গদ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংকলনগ্রন্থ। ১৯১২ সালের শেষ দিকে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক ১ম 'Song Offerings' প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালের ১০ নভেম্বর গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। গীতাঞ্জলি/Song Offerings-এ ১৫৭ টি কবিতা/গান স্থান পেয়েছে। 'Song Offerings' গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন খ্যাতনামা আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস্ (উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি/Song Offerings গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। এই অনুবাদ কর্মটির কারণে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভা বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন করে। কাব্যটিতে কবি ঈশ্বরের কাছে নানাভাবে নানামূর্তিতে নিবেদন প্রকাশ করেছেন; নৈবেদ্য কাব্যের 'চিত্ত যেথা ভয়-শূন্য' কবিতায় কবি চিত্তের ঔদার্য, নির্ভিকতা এবং জ্ঞানের যুক্তির কথা বলেছেন।

সোনার তরী

রবীন্দ্র ভাবনার নতুন মাত্রা পেয়েছে 'সোনার তরী' কাব্যে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো পদ্মা পাড়ের শিলাইদহে উপস্থিতকালে রচিত। তাই এই কাব্যে পূর্ব বাংলার নৈসর্গিক চেতনা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও 'সোনার তরী' পর্বে এসে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যোগ হয় জীবন ভাবনা ও নৈসর্গিক চেতনা। এই কাব্যে মোট ৪৩ টি কবিতা রয়েছে। প্রতিটি কবিতায় কবি কোনো এক নিরুদ্দেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাই 'সোনার তরী' কে মহাকালের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মহাকাল কেবল মানুষের কৃতকর্মকেই গ্রহণ করে, ব্যক্তিকে নয়। এই চরম দার্শনিক সত্তার পরিচয় কবি তুলে ধরেছেন তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে।

শেষ লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'শেষ লেখা' এবং এটি মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যে কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শ তাঁকে গ্রাস করতে আসছে। জীবনের অন্তিমে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন 'শেষ লেখা' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় তা তুলে ধরেছেন।

চিত্রা

কবির রূপকথার জগৎ থেকে সাধারণ জীবনের প্রাত্যহিকতায় অবতরণ হলো চিত্রা কাব্য। একগুচ্ছ কবিতায় বাস্তবমুখিতা, আরেকগুচ্ছ কবিতায় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিসার-এই দুই ভিন্নমুখী সুর 'চিত্রা' কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উর্বশী, বিজয়িনী, জীবনদেবতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, ১৪০০ সাল, দুঃসময়, দুই বিঘা জমি, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বহুবিখ্যাত কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত।

উপন্যাস

বউ-ঠাকুরানীর হাট

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস হলো 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'। এটি ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮১-৮২ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়। এটি একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিদি সৌদামিনী দেবীকে 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য রায় ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজা, যার কাছে রাজকর্তব্য সকল সম্পর্কের উর্ধ্বে আর সারদা রঞ্জন ছিলেন উদার মনের মানুষ এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে বিভার সংসারে। এই কাহিনীকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাস।

চোখের বালি

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হলো চোখের বালি। এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯০১-০২ সালে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'বিনোদিনী' নামে প্রকাশিত হয়। বই আকারে 'চোখের বালি' নামে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। এতে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মূলত সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বিরোধকে উপজীব্য করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। এর অন্যতম চরিত্র হলো- মহেন্দ্র, আশালতা, বিহারী, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি। মহেন্দ্র আশালতার স্বামী। আশার সাথে বিনোদিনীর গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হলে দুজন দুজনকে চোখের বালি বলে সম্বোধন করে। ঘটনার ক্রমগতিতে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বন্ধু বিহারী আশার জীবনের কথা চিন্তা করে বারবার তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একসময় বিহারী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তার কিছুদিন পর বিনোদিনীও বাড়ি ছেড়ে চলে যায় অজানার উদ্দেশ্যে।

গোরা

রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসের মধ্যে সর্ববৃহৎ, দ্বন্দ্বমূলক ও জটিল উপন্যাস হলো 'গোরা'। এটি একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপন্যাস। হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুরো ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থটি রচিত। উপন্যাসটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণদয়ালের পালিত পুত্র গৌরিমোহন ওরফে গোরা। কৃষ্ণদয়াল প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি একজন গোড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ী নিঃসন্তান ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত এক আইরিশ নারী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেই মারা যান। নিঃসন্তান আনন্দময়ী ঐ সন্তানকে আপন করে নেয়। তার নাম রাখে গোরা।

নৌকাডুবি

এটি ১৯০৩ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। জটিল পারিবারিক সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে রচিত হয় উপন্যাসটি। এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র রমেশ, হেমামালিনী, কমলা, নলিনাক্ষ ইত্যাদি। উপন্যাসের নায়ক রমেশ। সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে নৌকায় করে শহরে যাওয়ার পথে নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায় এবং স্ত্রীসহ সবাই মারা যায়। নদীর তীরে অন্য একটি সদ্য বিবাহিত নারীকে (কমলা) পড়ে থাকতে দেখে তাকে নিজের স্ত্রী মনে করে ঘরে নিয়ে আসে রমেশ। একই গৃহে কমলা ও রমেশ বসবাস করতে থাকে। কিন্তু কথাবার্তার মাধ্যমে একসময় রমেশ বুঝতে পারে কমলা তাঁর স্ত্রী নয়। নীতির গ্যাড়াকলে পড়ে রমেশ না পারছিল কমলাকে ত্যাগ করতে না পারছিল গ্রহণ করতে।

ঘরে বাইরে

স্বদেশি আন্দোলনকে উপজীব্য করে "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করেন। এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। এটি ১৯১৫ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় একদিকে বাইরে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনা অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনের টানাপোড়েন- রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব এইসব নিয়ে এ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ। বিমলার স্বামী নিখিলেশ এলাকার জমিদার। নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ স্বদেশি আন্দোলনের নেতা। দুই বন্ধু দুই আলাদা চেতনায় বিশ্বাসী। নিখিলেশ প্রগতিশীল, সন্দীপ প্রতিক্রিয়াশীল।

যোগাযোগ

এটি একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। মাসিক বিচিত্রা পত্রিকায় প্রথমে এটি 'তিনপুরুষ' নামে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ এর নাম দেন যোগাযোগ। নায়ক ও নায়িকার ব্যক্তিত্বের বিরোধকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো- কুমুদিনী, মধুসূদন, বিপ্রদাস। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বিপ্রদাস উচ্চবিত্ত হলেও এখন তার বিত্ত বৈভব পতনের দিকে। অন্যদিকে ঘোষাল পরিবারের মধুসূদন নব্য ধনী। এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ নিয়ে এ সামাজিক উপন্যাসটি রচিত হয়। এই উপন্যাসের একটি উক্তি হলো-
"কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দ্বীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।"

শেষের কবিতা

এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত রোমান্টিক কাব্য-উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শেষের কবিতা উপন্যাসটি ১৯৪৬ সালে 'Farewell, My Friend' শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র- অমিত রায়, কেতকী, শোভনলাল, লাবণ্য, অবনীশ দত্ত ইত্যাদি। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমিত রায়। তার বোনের এক বান্ধবী কেতকীর সাথে অমিতের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। একটি দুর্ঘটনায় অমিতের সাথে লাবণ্যের পরিচয় হয়। অন্যদিকে শোভনলাল লাবণ্যকে ভালবাসলেও লাবণ্য তাকে কোনো পাত্তা দেয়নি। অমিত-লাবণ্যের প্রেমের কথা জানতে পেরে শিলং হাজির হয় অমিতের পুরনো প্রেমিকা 'কেতকী'। সে লাবণ্যকে অমিতের দেয়া আংটিটি দেখালে ভেঙে যায় অমিত-লাবণ্যের বিয়ের আয়োজন। অবশেষে লাবণ্য শোভনলালের মাঝেই তার বাস্তবতা খুজে পায় এবং অমিত কেতকীকে নিয়ে শিলং ছেড়ে চলে যায়। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য উক্তি: 'ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী'; 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।'

ছোট গল্প

পোস্টমাস্টার

এটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি গল্পটি শাহজাদপুর কুঠী বাড়ির পোস্ট অফিসের একটি ঘটনা অবলম্বনে শিয়ালদহে বসে লেখেন। এই গল্পের চরিত্র ২টি- পোস্টমাস্টার এবং রতন। গ্রামের নতুন পোস্ট অফিসে কলকাতার একজন পোস্টমাস্টার হিসেবে আসেন। পিতৃমাতৃহীন রতন নামের অনাথ বালিকা পোস্টমাস্টারের কাজকর্ম করার দায়িত্ব পায়। ধীরে ধীরে রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। পোস্টমাস্টারের বদলির আদেশ এলে রতন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে প্রত্যাখাত হয়। পোস্টমাস্টার চলে যাবার সময় একবার ফেরত গিয়ে রতনকে নিয়ে আসতে চাইলেও পরক্ষণেই তার উপলব্ধি জন্মে- যা এ গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একটি অমোঘ সত্য উচ্চারণ করে বলেন, "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী? পৃথিবীতে কে কাহার?"

নাটক

চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান নিয়ে কিছু রূপান্তরসহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন কাব্যনাটকটি। মণিপুর রাজকুলে যখন পুত্র সন্তান না হয়ে কন্যা সন্তান চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতিবিদ্যাও। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময় ভ্রমণ করতে করতে এলেন মণিপুররাজ্যে তখন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের প্রেমে অনুরক্ত হলেও বাহ্যিক সৌন্দর্যের অভাবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে অগ্রাহ্য করেন। এতে অপমানিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রেমের দেবতা মদন এবং যৌবনের দেবতা বসন্তের কাছে প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে রুক্ষ চিত্রাঙ্গদা হয়ে উঠেন অসামান্যা সুন্দরী এবং যথারীতি অর্জুন তার ব্রত ভেঙ্গে সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন।

রক্তকরবী

'রক্তকরবী' একটি রূপক সাংকেতিক নাটক। নাটকটিতে ধনের উপর ধান্যের; শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে। প্রধান চরিত্র – নন্দিনী, কিশোর, রঞ্জন। যক্ষপুরীতে আবদ্ধ শ্রমিকেরা জীবনের সব সুকুমারবৃত্তি ভুলে পরিশ্রম ব্যস্ত। এ নাটকের প্রাণ নন্দিনী যক্ষপুরবাসীকে মুক্তির আলোয় আনতে চায়। তিনি যক্ষপুরীতে যন্ত্রপিষ্ট পুতুল মানুষের মধ্যে প্রাণের আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। জীববিস্তৃত যক্ষপুরীবাসীদের জন্য নন্দিনী বহন করে এনেছে অমৃত সঞ্জীবনী সুধা। সেই নতুন পরিবেশে সবাইকে তিনি মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত বাধা-ভয় ও জরাকে অতিক্রম করে অত্যাচারিত মানুষগুলো একদিন ঠিকই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নন্দিনীর কল্যাণে।

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ – বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩) এবং শেষ প্রবন্ধ – সভ্যতার সঙ্কট। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ সংকলন – কালান্তর (১৯৩৭)। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 'বিশ্বপরিচয়' এবং রম্য রচনা 'পঞ্চভূত'।

কালান্তর

'কালান্তর' রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ১৯৩৭ অব্দ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি; দীর্ঘ তেইশ বছরের রবীন্দ্রচিন্তার বিচিত্র বীজশস্য সঞ্চিত রয়েছে এখানে। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির । এই গ্রন্থে মোট ২৫টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

সভ্যতার সংকট

মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে নিজের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-অভিভাষণ রচনা করেন, তার নাম দিয়েছিলেন সভ্যতার সংকট। জন্মোৎসবে সেটি পাঠ করে শোনান ক্ষিতিমোহন সেন। মানব জাতির ইতিহাসে এই সভ্যতার সংকটে তিনি স্বভাবতই বিচলিত ও ক্রুদ্ধ। এই প্রবন্ধ যখন লিখছেন তখন শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যে ইউরোপ এর জ্ঞান বিজ্ঞান একদিন সমগ্র মানব জাতিকে পথ দেখাবে বলে ভাবা হয়েছিল, সেই ইউরোপ আজ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ডেকে এনেছে ধ্বংসের তাণ্ডব। নিজেদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নখদন্ত বের করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সরাসরি এ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও, ভারতবর্ষের উপরে যে এই সাম্রাজ্যবাদী লালসার ছায়া সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পড়েছে তা যুগদ্রষ্টা কবির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়নি।

☆ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোন চরণটি সঠিক? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা (খ) ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা (গ) ধণ্যে ধান্যে পুষ্প ভরা (ঘ) ধন্যে ধান্য পুষ্পে ভরা
ব্যাখ্যা: সবগুলো উত্তরই ভুল। সঠিক উত্তর- ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

০২। কোনটি নাটক? [২১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (খ) গড্ডলিকা (গ) পল্লীসমাজ (ঘ) সাজাহান

০৩। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম রচয়িতা কে? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (খ) তুলসী লাহিড়ী (গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ঘ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়



দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত। তিনি পঞ্চকবির একজন অর্থাৎ একাধারে কবি, নাট্যকার ও গীতিকার। তিনি বাংলা সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতের প্রবর্তক। আধুনিক গান রচনায় ডি. এল. রায় ছিলেন একজন সার্থক রূপকার। এছাড়াও তিনি বাংলা প্যারোডি গানের পথিকৃৎ। তিনি 'পূর্ণিমা সম্মেলন' (১৯০৫) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্যপুষ্পেভরা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯১৩ সালের ১৭ই মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

ঐতিহাসিক নাটক			প্রহসন নাটক		
• তারাবাঈ (১৯০৩)	• সাজাহান (১৯০৯)	• সোহরাব রুস্তম (১৯০৮)	• একঘরে (১৮৮৯)	• বিরহ (১৮৯৭)	• পুনর্জন্ম (১৯১১)
• নূরজাহান (১৯০৮)	• দুর্গাদাস (১৯০৬)	• রাজা প্রতাপসিংহ (১৯০৫)	• এ্যহস্পর্শ (১৯০১)	• আনন্দ-বিদায় (১৯১২)	
• মেবার পতন (১৯০৮)	• চন্দ্রগুপ্ত (১৯১২)	• সিংহল বিজয় (১৯১৫)	• প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২)	• কল্কি অবতার (১৮৯৫)	
সামাজিক নাটক			পৌরাণিক নাটক		
• পরপারে (১৯১২)	• বঙ্গনারী (১৯১৬)		• পাষাণী (১৯০০)	• সীতা (১৯০৮)	• ভীষ্ম (১৯১৪)
কাব্যগ্রন্থ			গান		
• আর্যগাথা (১৮৮৪)	• ত্রিবেণী (১৯১২)	• হাসির গান (১৯০০)	• ধনধান্য পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।		
• মন্দ্র (১৯০২)	• আলেখ্য (১৯০৭)	• আষাঢ়ে (১৮৯৯)	• বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ।		
• The Lyrics of India (১৮৮৬)			• যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।		

☆ কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৭। 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' -কার রচিত পঙ্‌ক্তি? [৪৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) রাজনীকান্ত সেন (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (গ) কামিনী রায় (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



কামিনী রায় ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন। তাঁর কবিতায় নারীহৃদয়ের অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে উপাধি হলো- জনৈক বঙ্গমহিলা। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তিত্ব। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'। 'অশোক সঙ্গীত' তাঁর সনেট সংগ্রহ। তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। কামিনী রায় ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি – 'সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	• নির্মাল্য (১৮৯১)	• মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)	• পৌরাণিকী (১৮৯৭)
• অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)	• অম্বা (১৯১৫)	• দীপ ও ধূপ (১৯২৯)	• জীবনপথে (১৯৩০)
কবিতা			নাটক
• পরার্থে	• সুখ	• পাছে লোকে কিছু বলে	• সতিমা (১৯১৬)

☆ দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন? [২৫তম, ২২তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) সুকুমার সেন (খ) দীনেশচন্দ্র সেন (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬ সালের ৩ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার বগজুড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোক-সাহিত্য বিশারদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার। উপাধি ছিল- রায় বাহাদুর। তাঁর রচিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সেনের মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের সহকারী ছিলেন চন্দ্রকুমার দে এবং কবি জসীম উদ্‌দীন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে ডি. লিট ডিগ্রি ও ১৯৩১ সালে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। তিনি ১৯৩৯ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার বেহালায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

ইতিহাসগ্রন্থ		সম্পাদনাগ্রন্থ	
• বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)	• বৃহৎবঙ্গ (১৯৩৬)	• মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩)	• পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬)
মৌলিকগ্রন্থ			
• তিন বন্ধু (১৯০৪)	• বেহুলা (১৯০৭)	• রামায়ণী কথা (১৯০৪)	• সতী (১৯০৭)
• ফুল্লরা (১৯০৭)	• সুকথা (১৯১২)	• নীলমানিক (১৯১৮)	• পুরাতনী (১৯৩৯)
ইংরেজি গ্রন্থ			গবেষণাগ্রন্থ
• History of Bengali Language and Literature (১৯১১)		• The Folk Literature of Bengal (১৯২০)	• বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (১৯১৪)

☆ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক কে? [৪২তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শেখ ফজলুল করিম (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

০২। 'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন? [৩৮তম বিসিএস, ৩২তম বিসিএস, ১৭তম, ১৪তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) সমরেশ বসু (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

০৩। নিচের কোনটি ভ্রমণসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) চার ইয়ারী কথা (খ) পালামৌ (গ) দৃষ্টিপাত (ঘ) দেশে বিদেশে

০৪। 'তেল নুন লকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) প্রবোধচন্দ্র সেন (খ) প্রমথনাথ বিশি (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) প্রদ্যুম্ন মিত্র

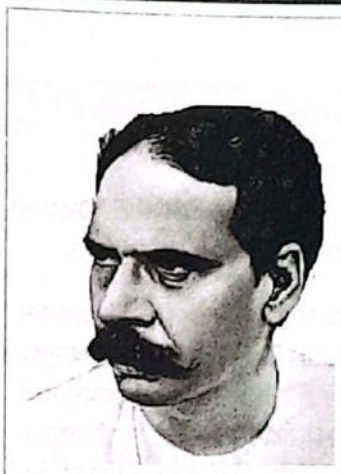
০৫। 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না- [২৭তম বিসিএস]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) সৈয়দ মুজতবা আলী (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) প্রমথনাথ বিশী

০৬। 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে', বলেছেন— [২৪তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

০৭। 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) কাব্য (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধ

০৮। 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত' এই উক্তিটি কার? [১৫তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) মোহম্মদ লুৎফর রহমান (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

উত্তরমালা															
০১	গ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	ঘ



প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী। তিনি ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে চলিতরীতির প্রবর্তক; এছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতি প্রবর্তন করেন। বাংলা সাহিত্যে ইতালিয় সনেটের এবং ফরাসি সনেটরীতি 'ট্রিলজী' কাব্যের প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান কলাকৈবল্যবাদী (কলাকৈবল্যবাদঃ কেবল শিল্পের জন্যই যে শিল্প) লেখক। ছদ্মনাম বীরবল। গদ্য স্টাইলের নাম 'বীরবলী গদ্য'। সম্পাদিত পত্রিকা 'সবুজপত্র (১৯১৪)' এবং 'বিশ্বভারতী'। আত্মজীবনী গ্রন্থ – আত্মকথা (১৯৪৬)। তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরী 'জীবনে জ্যাঠামি ও সাহিত্যে ন্যাকামি' সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার শান্তি নিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• তেল নুন লকড়ী (১৯০৬)	• নানাচর্চা (১৯৩২)	• প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০)	• বীরবলের হালখাতা (১৯১৬)
• আমাদের শিক্ষা (১৯২০)	• নানাকথা (১৯১৯)	• বীরবলের টিপ্পনী (১৯২৪)	• বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৪০)
• দুই ইয়ারির কথা (১৯২১)	• ঘরে বাইরে (১৯৩৬)	• রায়তের কথা (১৯২৬)	• প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান (১৯৫৩)
গল্পগ্রন্থ			কাব্যগ্রন্থ
• চার ইয়ারি কথা (১৯১৬)	• আহুতি (১৯১৯)	• ঘোষালের ত্রিকথা (১৯৩৭)	• সনেট পঞ্চশৎ (১৯১৩)
• নীল লোহিত (১৯৩৯)	• অনুকথা সপ্তক (১৯৩৯)	• সেকালের গল্প (১৯৩৯)	• পদচারণ (১৯১৯)
• ট্র্যাজেডির সূত্রপাত (১৯৪০)	• দুই বা এক (১৯৪০)	• গল্পসংগ্রহ (১৯৪১)	

চলিতরীতির প্রবর্তক

বাংলা ভাষায় চলিত রীতি প্রবর্তন করে বাংলা ভাষাকে একটি নব্য পরিশীলিত রূপদানের কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর। তার অপরিসীম চেষ্টার ফলে চলিত রীতি বাংলা সাহিত্যে স্বকীয় অবস্থান অর্জন করে। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'বীরবলের হালখাতা'। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম চলিত রীতির গ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায়। এ প্রবন্ধগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ – সাহিত্যে খেলা, সাহিত্যে চাবুক, কথার কথা, যৌবনে দাও রাজটীকা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

বই পড়া

'বই পড়া' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' এর অন্তর্গত। এ প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। একটি লাইব্রেরির বার্ষিক সভায় প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। লেখক এই প্রবন্ধে লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ চরণ:

★ সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

★ ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

★ লাইব্রেরি হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; তার কারণ আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল।

☆ মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থের রচয়িতা- [১১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) মুহম্মদ আব্দুল হাই (খ) মোঃ বরকতুল্লাহ (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) মওলানা আকরম খাঁ



মাওলানা আকরম খাঁ ১৮৬৮ সালের ৭ জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৪৭ হতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর 'মোস্তফা-চরিত' একটি সীরাত গ্রন্থ (শেষ নবীর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ)। তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও 'দৈনিক খাদেম' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮১ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। আকরম খাঁ ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট মসজিদে নামাজরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

মৌলিকগ্রন্থ			
• মোস্তফা চরিত (১৯২৩)	• সমস্যা ও সমাধান (১৯৬৫)	• মুক্তি ও ইসলাম	• মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (১৯৬৫)
অনুবাদ			
• তাফসীরুল কোরআন (১-৫ খণ্ড)		• আমপারার বাংলা অনুবাদ।	

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'রতন' চরিত্রটি কোন গল্পের?
(ক) দুঃখিনী (খ) কুমুদিনী (গ) পোস্টমাস্টার (ঘ) নষ্টনীড়

০২। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো –
(ক) ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি (খ) ইতিহাস (গ) জমিদার-প্রজার কাহিনি (ঘ) প্রেম-ভালবাসা

০৩। কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নাটক নয়?
(ক) রাজা (খ) দুইবোন (গ) চিরকুমার সভা (ঘ) তাসের দেশ

০৪। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহাকবি কে?
(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর (খ) মীর মশাররফ (গ) আলাওল (ঘ) কায়কোবাদ

০৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালের যাত্রা' নাটকটি কাকে উৎসর্গ করেন?
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু (খ) লোকান্দ্রনাথ (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

০৬। প্রথম চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেন?
(ক) উপন্যাস ইতিহাস বর্জনে (খ) গদ্য কবিতা রচনায় (গ) সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে (ঘ) চলিত ভাষার ব্যবহারে

০৭। রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে?
(ক) ক্ষণিকা (খ) বলাকা (গ) মানসী (ঘ) পূরবী

০৮। প্রথম চৌধুরী একজন –
(ক) কবি (খ) নাট্যকার (গ) প্রাবন্ধিক (ঘ) ঔপন্যাসিক

০৯। 'শিবমন্দির' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) কায়কোবাদ (গ) স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

১০। 'জমিদার দর্পণ' নাটকের নাট্যকার কে?
(ক) দীনবন্ধু মিত্র (খ) তারাচরণ শিকদার (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) অমৃতলাল বাড়ুজ্যে

১১। 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন –
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) দীনেশচন্দ্র সেন (গ) নজিবর রহমান (ঘ) মোজাম্মেল হক

১২। 'রত্নবতী' উপন্যাসটির প্রকাশ কাল –
(ক) ১৮৬৪ (খ) ১৮৬৫ (গ) ১৮৬৯ (ঘ) ১৮৭১

১৩। কোনটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য নয়?
(ক) চিত্রা (খ) সেঁজুতি (গ) সোনারতরী (ঘ) চক্রবাক

১৪। 'ইব্রাহীম কার্দি' কায়কোবাদের কোন গ্রন্থের চরিত্র?
(ক) মহাশ্মশান (খ) আযান (গ) মহররম শরীফ (ঘ) অমিয় ধারা

১৫। নিচের কোনটি নাটক?
(ক) বেহুলা গীতাভিনয় (খ) বাঁধা খাতা (গ) মোসলেম বীরত্ব (ঘ) রত্নবতী

১৬। আকরম খাঁ 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটি –
(ক) কাব্য গ্রন্থ (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) সীরাত গ্রন্থ

১৭। কোন গ্রন্থটি মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত?
(ক) মানুষের নবী (খ) বিশ্বনবী (গ) সমস্যা ও সমাধান (ঘ) মরু দুলাল

১৮। 'আযান' কবিতাটি কার রচনা?
(ক) কামিনী রায় (খ) কায়কোবাদ (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) নজিবর রহমান

১৯। কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?
(ক) মীর্জা কায়কোবাদ (খ) কাজেম আল কোরেশী (গ) শাহ কাজেম বিন হাই (ঘ) কায়কোবাদ বিন হাই

২০। নিচের কোনটি কায়কোবাদ রচিত মহাকাব্য?
(ক) রক্তাক্ত প্রান্তর (খ) স্পেন বিজয় কাব্য (গ) অশ্রুমালা (ঘ) মহাশ্মশান

২১। নিচের কোনটি মুসলমান রচিত মহাকাব্য?
(ক) রৈবতক (খ) মহাশ্মশান (গ) পলাশীর যুদ্ধ (ঘ) কুরুক্ষেত্র

২২। কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) চম্পাবতী (খ) বিরহ বিলাপ (গ) গঙ্গামণি (ঘ) লাজুকলতা

২৩। কায়কোবাদের রচনা নয় কোনটি?
(ক) মহাশ্মশান (খ) অশ্রুমালা (গ) চিন্তাতরঙ্গিনী (ঘ) বিরহ বিলাপ

২৪। মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য –
(ক) মোজাম্মেল হক (খ) স্বর্ণকুমারী দেবী (গ) কায়কোবাদ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য পানি পথের কোন যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে রচিত?
(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (খ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (গ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (ঘ) কোনটিই নয়

২৬। মোজাম্মেল হক রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) জোহরা (খ) বনলতা (গ) আবদুল্লাহ (ঘ) আনোয়ারা

২৭। 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন –
(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (খ) মোজাম্মেল হক (গ) কায়কোবাদ (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

২৮। 'জীবন স্মৃতি' কার রচনা?
(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) নজিবর রহমান (ঘ) কামিনী রায়

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কোন ভাষাবিদের নাম পাওয়া যায়?
(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) সুকুমার সেন (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) পবিত্র সরকার

৩০। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য –
(ক) চিত্রাঙ্গদা (খ) বিসর্জন (গ) বাল্মীকি প্রতিভা (ঘ) রাজা ও রাণী

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কোন নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেন –
(ক) বসন্ত (খ) রক্তকরবী (গ) বিসর্জন (ঘ) ডাকঘর

৩২। 'নৌকাডুবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি –
(ক) গল্প (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধ

৩৩। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্পকার হলেন –
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) কায়কোবাদ

৩৪। স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
(ক) মালতী (খ) দীপ নির্বাণ (গ) মেবার রাজ (ঘ) ছিন্ন মুকুল

৩৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক কে?
(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী (খ) কামিনী রায় (গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) কুসুমকুমারী দাস

৩৬। গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?
(ক) Song Book (খ) Song Offerings (গ) Song Collection (ঘ) Song

৩৭। "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে।" উক্তিটি কোনটির অন্তর্গত?
(ক) বিলাসী (খ) হৈমন্তী (গ) অর্ধাঙ্গিনী (ঘ) বৈকালী

৩৮। 'খেয়া' একটি –
(ক) নাটক (খ) প্রবন্ধ (গ) গল্পগ্রন্থ (ঘ) কাব্যগ্রন্থ

৩৯। 'বিশ্বভারতী' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) দীনেশচন্দ্র সেন (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

৪০। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কোন বিশ্ব বিজ্ঞানী এর সাথে দর্শন, মানুষ ও বিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা করেছিলেন?
(ক) নিউটন (খ) শ্রডিঞ্জার (গ) আইনস্টাইন (ঘ) ম্যাক্স প্লাংক

৪১। 'গল্পগুচ্ছ'এর লেখক কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) নজিবর রহমান (গ) কায়কোবাদ (ঘ) মোজাম্মেল হক

৪২। যৌতুক প্রথা প্রাধান্য পেয়েছে কোন গল্পে?
(ক) হৈমন্তী (খ) বিলাসী (গ) কোরবানী (ঘ) মহেশ

৪৩। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প নয়?
(ক) ল্যাবরেটরী (খ) মুসলমানীর গল্প (গ) প্রাগৈতিহাসিক (ঘ) অপরিচিতা

৪৪। 'ছিন্নপত্র' রচনাটি কোন শ্রেণির?
(ক) ছোটগল্প (খ) আত্মকথন (গ) নাটক (ঘ) রম্যরচনা

৪৫। 'হিং টিং ছট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে?
(ক) ভানুসিংহের পদাবলি (খ) কবি-কাহিনী (গ) চিত্রাঙ্গদা (ঘ) সোনার তরী

৪৬। কোনটি নাটক?
(ক) ডাকঘর (খ) রজনী (গ) গৃহদাহ (ঘ) তিথিডোর

৪৭। 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থ একটি –
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) ভ্রমণকাহিনি (ঘ) কাব্য

৪৮। ঠাকুর পরিবারের আসল পদবী ছিল –
(ক) কুশারী (খ) মুখোপাধ্যায় (গ) শাস্ত্রী (ঘ) ঘোষ

৪৯। কোন কবি এককভাবে দুইটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন?
(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (খ) কাজী নজরুল (গ) কায়কোবাদ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০। রবীন্দ্রনাথের সময়কাল –
(ক) ১৮৬১ - ১৯৪১ (খ) ১৮৬০-১৯৪১ (গ) ১৮৬০-১৯৬০ (ঘ) ১৮৬১-১৯৪০

৫১। কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক উপন্যাস?
(ক) শেষের কবিতা (খ) গোরা (গ) নৌকাডুবি (ঘ) চোখের বালি

৫২। কোন উপন্যাসটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত নয়?
(ক) শেষের কবিতা (খ) চোখের বালি (গ) বাঁধন-হারা (ঘ) বৌ-ঠাকুরাণীর হাট

৫৩। কোন সালে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়?
(ক) ১৯৬১ (খ) ১৯৮১ (গ) ২০১০ (ঘ) ২০১১

৫৪। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের একটি –
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) কবিতা (ঘ) কোনটিই না

৫৫। রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?
(ক) ১৯১৩ (খ) ১৯১৫ (গ) ১৯১৭ (ঘ) ১৯১৯

৫৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম লিখিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) গীতাঞ্জলি (খ) বলাকা (গ) বনফুল (ঘ) পূরবী

৫৭। 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে' – গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (গ) দীনেশচন্দ্র সেন (ঘ) কায়কোবাদ

৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম ছোটগল্প কোনটি?
(ক) ভিখারিণী (খ) ছুটি (গ) সমাপ্তি (ঘ) অপরিচিতা

৫৯। 'নুরজাহান' নাটকটি রচনা করেছেন -
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) কায়কোবাদ (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬০। সনেট পঞ্চশৎ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
(ক) মোজাম্মেল হক (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) কামিনী রায় (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

৬১। কোনটি নাটক?
(ক) কর্তার ইচ্ছা কর্ম (খ) গড্ডলিকা (গ) পল্লীসমাজ (ঘ) সাজাহান

৬২। 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৯৯ (গ) ১৯৩৫ (ঘ) ১৯১৪

৬৩। 'তারাবাঈ' নাটকটির লেখক কে?
(ক) নজিবর রহমান (খ) মীর মশাররফ হোসেন (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬৪। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়–
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৯১০ (গ) ১৯১৪ (ঘ) ১৯২১

৬৫। নজিবর রহমান রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) রজনী (খ) নববিধান (গ) পদ্মরাগ (ঘ) প্রেমের সমাধি

৬৬। "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে ..... প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" –পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কামিনী রায় (গ) দীনেশচন্দ্র সেন (ঘ) কায়কোবাদ

৬৭। 'History of Bengali Language and Literature' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (খ) স্বর্ণকুমারী দেবী (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

৬৮। "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা" দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতা কে?
(ক) মোজাম্মেল হক (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

৬৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলির প্রতিযোগী হিসেবে ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনা করেন –
(ক) প্রেমাঞ্জলি (খ) শ্রদ্ধাঞ্জলি (গ) রেখাঞ্জলি (ঘ) কোনটিই নয়

৭০। আজাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে?
(ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (খ) কাজী ইমদাদুল হক (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	✍	০৪	ঘ	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	খ	১০	গ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	✍	১৯	খ	২০	ঘ
২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	ক	৩২	✍	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	ঘ	৫০	ক
৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ঘ	৫৪	ক	৫৫	ঘ	৫৬	✍	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	খ
৬১	ঘ	৬২	ঘ	৬৩	ঘ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ঘ	৬৮	✍	৬৯	ক	৭০	ঘ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)☆



আবদুল করিম ১৮৭১ সালের ১১ অক্টোবর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্বেষণকারী এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ২ হাজার, যার প্রায় ১ হাজার পুঁথি বাঙালি মুসলমানের লেখা। ১৯০৯ সালে চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' এবং ১৯২০ সালে নদীয়া সাহিত্য সভা তাঁকে 'সাহিত্য সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৫ সালে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' রচনার মাধ্যমে আরাকানের সাহিত্য ভান্ডার উদঘাটন করেন। গবেষণা কর্মে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৫ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

সম্পাদনাগ্রন্থ		
• মৃগলুব্ধ (দ্বিজ রতিদেব)	• সত্যনারায়ণের পুঁথি (কবিবল্লভ)	• গঙ্গামঙ্গল (দ্বিজ মাধব)
• মৃগলব্ধ সম্বাদ (রামরাজা)	• সারদামঙ্গল (মুক্তারাম সেন)	• জ্ঞানসাগর (আলী রাজা)
• রাধিকার মানভঙ্গ (নরোত্তম ঠাকুর)	• গোরক্ষবিজয় (শেখ ফয়জুল্লাহ)	• পদ্মাবতী (আলাওল)
মৌলিকগ্রন্থ		
• আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য	• ইসলামাবাদ (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস)	

☆ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম? [৩০তম বিসিএস]
(ক) বীরবল (খ) ভিমরুল (গ) অনিলা দেবী (ঘ) যাযাবর

০২। কত খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন? [২৭তম বিসিএস]
(ক) ১৯১৬ (খ) ১৯২৩ (গ) ১৯৩৩ (ঘ) ১৯০৩

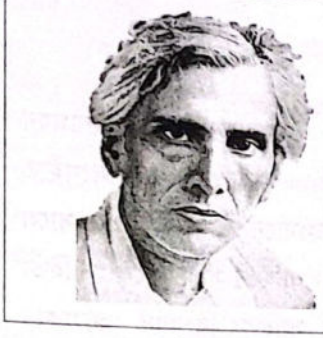
০৩। শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল? [২৪তম বিসিএস]
(ক) পথের দাবী (খ) নিষ্কৃতি (গ) চরিত্রহীন (ঘ) দত্তা

০৪। 'পথের দাবী' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [২২তম বিসিএস]
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) সত্যেন সেন (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

০৫। কোনটি ঠিক? [২২তম বিসিএস]
(ক) গোরা (নাট্যগ্রন্থ) (খ) বিদ্রোহী (কাব্যগ্রন্থ)
(গ) পথের দাবী (উপন্যাস) (ঘ) একাত্তরের দিনগুলি (উপন্যাস)

০৬। 'রাজলক্ষ্মী' চরিত্রের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক- [১১তম বিসিএস]
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) শরৎচন্দ্র (গ) তারাশংকর (ঘ) নজরুল ইসলাম

উত্তরমালা											
০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ	০৬	খ



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর (১৩ ভাদ্র, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ), পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক। পাশাপাশি রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালি সমাজের নারীর বঞ্চনা, নারীর দুঃখ তাঁর উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক। উপাধি- অপরাজেয় কথাশিল্পী এবং অমর কথাশিল্পী। ছদ্মনাম গুলো হলো- অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রীকান্ত শর্মা। 'মন্দির' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। ১৯০৩ সালে 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার; ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। শরৎচন্দ্র ১৯৩৮ সালের ১৬ জুন (২ মাঘ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), কলকাতায় মৃত্যুরবণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				প্রবন্ধ
• বড়দিদি (১৯১৩)	• দেনাপাওনা (১৯২৩)	• বিরাজবৌ (১৯১৪)	• বিন্দুর ছেলে (১৯১৪)	• নারীর মূল্য (১৯২৩)
• দেবদাস (১৯১৭)	• নব-বিধান (১৯২৪)	• মেজদিদি (১৯১৫)	• পল্লী-সমাজ (১৯১৬)	• স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯২৩)
• গৃহদাহ (১৯২০)	• বিপ্রদাস (১৯৩৫)	• অরক্ষণীয়া (১৯১৬)	• পথের দাবী (১৯২৬)	• তরুণের বিদ্রোহ
• পরিণীতা (১৯১৪)	• শুভদা (১৯৩৮)	• কাশীনাথ (১৯১৭)	• শ্রীকান্ত (১৯১৭-১৯৩৩)	• সত্যাশ্রয়ী
• চন্দ্রনাথ (১৯১৬)	• ছবি (১৯২০)	• চরিত্রহীন (১৯১৭)	• পণ্ডিতমশাই (১৯১৪)	
• নিষ্কৃতি (১৯১৭)	• দত্তা (১৯১৮)	• বামুনের মেয়ে (১৯২০)	• বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬)	
• স্বামী (১৯১৮)	• শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)	• শেষের পরিচয় (১৯৩৯)		

ছোটগল্প					নাটক
• মন্দির (১৯০৩)	• রামের সুমতি (১৯১৪)	• দর্পচূর্ণ (১৯১৫)	• আঁধারে আলো (১৯১৫)		• রমা (১৯২০)
• বিলাসী (১৯২০)	• মামলার ফল (১৯২০)	• হরিলক্ষ্মী (১৯২৬)	• একাদশী বৈরাগী		• ষোড়শী (১৯২০)
• অনুরাধা (১৯৩৪)	• অভাগীর স্বর্গ (১৯২৬)	• পরেশ (১৯৩৪)	• মহেশ (১৯২৬)	• সতী (১৯৩৪)	• বিজয়া (১৯৪৩)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

দেবদাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'দেবদাস'। মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। এ উপন্যাসটি নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৯টিরও বেশি সিনেমা নির্মিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বন্ধুকে এক চিঠিতে লিখেন যে, দেবদাস বইটা তিনি সম্পূর্ণ মদ্যপান করে লিখেছেন। প্রধান চরিত্র – দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী।

শ্রীকান্ত

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। তিনি এই উপন্যাসটি মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত করেন। 'শ্রীকান্তের লেখকের নাম মুদ্রিত হয় 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' নামে। উপন্যাসের ৪টি প্রধান চরিত্র – শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের জীবন-অভিজ্ঞতা বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে। সেসব ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর বাহুল্যের মধ্যেও উপন্যাসের মূলসূত্র শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রণয়-কাহিনি শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ চরণ- "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।"

পথের দাবী

প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ বিপ্লবী সব্যসাচী ও তার সাথীদের সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে লিখিত একটি সাহসী উপন্যাস। এটি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং বিপ্লববাদীদের প্রতি সমর্থনের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। প্রধান চরিত্র – সব্যসাচী। উল্লেখযোগ্য চরিত্র – অপূর্ব, ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তার। সব্যসাচীসহ অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও স্বাধীনতা পাওয়ার জেদ কাজ করেছে এ উপন্যাস জুড়ে। এই উপন্যাসের শেষে একটি বক্তব্য ছিল –

"আমি বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কাম্য, আমার একটিমাত্র সাধনা।"

গৃহদাহ

এটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনিকে উপজীব্য করে রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এটি প্রথমে মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহিম ও সুরেশ, এই দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণই এ উপন্যাসের মূল বিষয়। সুরেশ হচ্ছে অচলার স্বামী, মহিমের বন্ধু। সুরেশের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসে প্রথা বহির্ভূত প্রেম ও নারী পুরুষ সম্পর্কের এক ব্যতিক্রম বর্ণনা তুলে ধরেছেন। অচলা মহিমকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল, কিন্তু নানা কারণে সুরেশকেও দূরে ঠেলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিশেষে সুরেশের প্রতি মোহভঙ্গের পর অচলার ভয়ানক একাকিত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে।

☆ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)☆



দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৮৭৭ সালে ঢাকা জেলার সাভারের কর্ণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক ও লোককথার সংগ্রাহক। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা রূপকথাগুলিকে সংগ্রহ করে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উপদেশনুযায়ী রূপকথা, গীতিকার, রসকথা ও ব্রতকথা- এই চারভাগে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গের পল্লি-অঞ্চলের লুপ্তপ্রায় বিপুল কথাসাহিত্যকে 'ঠাকুরমার ঝুলি','ঠাকুরদাদার ঝুলি','দাদামশায়ের থলে','ঠানদিদির থলে' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে স্থায়ী রূপদান করেছেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম বদলে তিনি 'মধুসূদন মজুমদার' নাম ধারণ করেছিলেন। যদিও সে নাম প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ছদ্মনাম ছিল দৃষ্টিহীন। সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক 'সুধা' (১৯০১)। তিনি ১৯৫৭ সালের ৩০ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

শিশুতোষ গ্রন্থ				গবেষণাগ্রন্থ
• ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭)	• ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯০৯)	• ঠানদিদির থলে (১৯০৯)	• দাদা মশায়ের থলে (১৯১৩)	• গীতিকথা
• ফার্স্ট বয় (১৯২৭)	• কিশোরদের মন (১৯৩৩)	• সবুজ লেখা (১৯৩৮)	• চিরদিনের রূপকথা (১৯৪৭)	• রূপকথা

☆ যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)☆



যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৮৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্র অনুসারী কবি ছিলেন। পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'কাজলাদিদি' ও 'অন্ধবধূ' তাঁর এ ধরনের দুটি বিখ্যাত কবিতা। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে 'যমুনা' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 'পূর্বাচল' পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• লেখা (১৯০৬)	• রেখা (১৯১০)	• অপরাজিতা (১৯১৫)	• বন্ধুর দান (১৯১৮)	• জাগরণী (১৯২২)
• নীহারিকা (১৯২৭)	• মহাভারতী (১৯৩৬)	• কাব্যমালঞ্চ	• নাগকেশর	• পথের সাথী
কবিতা				**উপন্যাস**
• কাজলা দিদি	• শিকল	• অন্ধবধূ	• হাট	• পথের সাথী

☆ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) পদ্মমণি (খ) পদ্মাবতী (গ) পদ্মগোখরা (ঘ) পদ্মরাগ

০২। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) প্রবন্ধ (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) আত্মজীবনী

০৩। বেগম রোকেয়ার রচনা কোনটি? [১১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) ভাষা ও সাহিত্য (খ) আয়না (গ) লালসালু (ঘ) অবরোধবাসিনী



বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মিসেস আর এস হোসেন নামে লিখতেন। বেগম রোকেয়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখক। রোকেয়ার পিতা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল হলেও তাঁর বড় দুই ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের ছিলেন বিদ্যানুরাগী। ১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিয়ে হয় সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তদুপরি সমাজসচেতন, কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। বেগম রোকেয়াকে মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত, মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং নারী শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত বলা হয়। বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর অবস্থান-ষষ্ঠ। তাঁর প্রথম রচনা 'নিরীহ বাঙালী' একটি প্রবন্ধ। শেষ রচনা – নারীর অধিকার । নারী শিক্ষামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ – জাগো গো ভগিনী। ১৯০৯ সালে তিনি বিহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। নারী জাগরণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস পালন করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		প্রবন্ধ	
• পদ্মরাগ (১৯২৪)	• Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮)	• মতিচূর	• অবরোধবাসিনী (১৯৩১)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

Sultana's Dream/ সুলতানার স্বপ্ন

ইংরেজিতে 'Sultana's Dream' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি একটি উপন্যাসধর্মী কল্পকাহিনি। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- সুলতানা, ভগিনী সারা। কাহিনিটি যিনি বলছেন তার নাম সুলতানা। তার ধারণা তিনি জেগেই ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখেন তিনি এক আশ্চর্য জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নাম তার নারীস্থান। ভগিনী সারা নামে মহিলা সুলতানাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। এখানে নারীরা সমাজের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি আর পুরুষেরা প্রায় গৃহবন্দি। বেগম রোকেয়া যে সময়ে এই বইটি লিখেছেন, সেই সময়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় এটিকে অত্যন্ত সাহসী ও বিপ্লবী সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ চরণ: "কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে-বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলে কি কেশরী মানব জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে।"

প্রবন্ধ

মতিচূর

'মতিচূর' প্রবন্ধ সংগ্রহের ২টি খণ্ড আছে। ১ম খণ্ড ১৯০৪ সালে ও ২য় খণ্ড ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। মতিচূর (১ম খণ্ডের) প্রবন্ধ 'স্ত্রীজাতির অবনতি' তে রোকেয়া ধর্ম নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মুসলমান নারীদের দুঃখ-দুর্দশা ও সমাজের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি রোকেয়া নারী-পুরুষের সমকক্ষতার যুক্তি দিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় আহ্বান জানিয়েছেন এবং শিক্ষার অভাবকে নারীপশ্চাৎপদতার কারণ বলেছেন।

অবরোধবাসিনী

এটি পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ গ্রন্থ। লেখিকা কতকগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। নারীর পর্দাপ্রথা নামক দাসত্ব থেকে মুক্তি কামনাই 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। তিনি নারী জাগরণের অভিপ্রায় ও নারী মুক্তির বাসনা 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে বিভিন্ন উপমা ও গল্পের অন্তরালে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে নারীদের অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন মোট ৪৭টি অনুগল্পের মধ্যে দিয়ে। তাঁর এই গল্পগুলো মাসিক 'মোহাম্মাদী'র মহিলা পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে তাঁর এই সৃষ্টিকর্মগুলো 'অবরোধবাসিনী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

☆ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'অনল-প্রবাহ' রচনা করেন– [২৯তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (খ) মোজাম্মেল হক
(গ) এয়াকুব আলী চৌধুরী (ঘ) মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী



সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯ ও ২০ শতকে বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম। উপাধি- 'স্বপ্নাতুর কবি'। এছাড়া তুরস্কের সরকার কর্তৃক 'গাজী' উপাধি লাভ করেন। মীর মশাররফ হোসেনের পর মুসলমানদের মধ্যে তিনি বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে তিনিই প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করা সাহিত্যিক। 'অনল প্রবাহ' তাঁর প্রথম রচনা। কাব্যগ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কারণ কাব্যটিতে মুসলমানদের দুরবস্থা এবং ইংরেজ বিরোধী ভাব তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের জন্য ২ বছর কারাভোগ করেন। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রচনা করেন। 'প্রেমাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিযোগী হিসেবে লেখেন। 'স্পেন বিজয় কাব্য' মহাকাব্য জাতীয় রচনা। সম্পাদিত পত্রিকাগুলো হলো – মাসিক নুর (১৯১৯) এবং সাপ্তাহিক সুলতান (১৯২৩)। তিনি ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					
•রায়নন্দিনী (১৯১৮)	•তারাবাঈ (১৯১৬)	•ফিরোজা বেগম (১৯১৮)	•নূরুউদ্দীন (১৯১৯)	•বঙ্গ ও বিহার বিজয়	•জাহানারা (১৯৩১)
কাব্য					
•অনল-প্রবাহ (১৯০০)	•উদ্বোধন (১৯০৭)	•আকাঙ্ক্ষা (১৯০৬)	•উচ্ছ্বাস (১৯০৭)	•নব উদ্দীপনা (১৯০৭)	•মহাশিক্ষা মহাকাব্য

প্রবন্ধ			সঙ্গীত গ্রন্থ	
• স্ত্রীশিক্ষা (১৯০৭)	• আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪)	• মহানগরী কর্ডোভা (১৯০৭)	•প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)	•সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬)
• স্বজাতি প্রেম (১৯০৯)	• তুর্কী নারী জীবন (১৯১৩)	• সুচিন্তা (১৯১৬)	ভ্রমণকাহিনি	
• স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬)			• তুরস্ক ভ্রমণ (১৯১০)	

☆ কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) মোহাম্মদ নজীবর রহমান (খ) কাজী ইমদাদুল হক (গ) শেখ ফজলুল করিম (ঘ) মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ

০২। কাজী ইমদাদুল হক-এর 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য কি? [১৮তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) চাষী জীবনের করুণ চিত্র (খ) কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
(গ) তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র (ঘ) মুসলিম জমিদার শ্রেণীর জীবন কাহিনি



কাজী ইমদাদুল হক ১৮৮২ সালের ৪ নভেম্বর খুলনার পাইকগাছা উপজেলার গোদাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ কাজী ইমদাদুল হক বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'শিক্ষক' (১৯২০) এবং বিখ্যাত উপন্যাস 'আবদুল্লাহ'। এ উপন্যাসে তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। উপন্যাসটির অবশিষ্টাংশ অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির সমাপ্ত করেন। প্রধান চরিত্র – আবদুল্লাহ, সালেহা, আবদুল কাদের, মীর সাহেব, সৈয়দ সাহেব। তিনি ১৯২৬ সালের ২০ মার্চ কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	কাব্যগ্রন্থ		শিশুতোষ	
• আবদুল্লাহ (১৯৩৩)	• আঁখিজল (১৯০০)	• লতিকা (১৯০৩)	• নবীকাহিনী (১৯১৭)	• কামারের কাণ্ড (১৯১৯)

☆ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে আমার এই দেশের মাটি
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি'। -কবিতার এই অংশ বিশেষের রচয়িতা- [১৭তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিকটবর্তী নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক)। বাংলা ভাষার নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও ধ্বনি-সহযোগে নতুন ছন্দ সৃষ্টি তাঁর মৌলিক কীর্তি। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু 'মানবতা ও দেশাত্মবোধ'। তিনি ছিলেন ছন্দের জাদুকর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত) ও ছন্দের রাজা। ছন্দ সম্পর্কিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ছন্দ স্বরসতী'। নবকুমার, কবিরত্ন, অশীতিপর শর্মা, ত্রিবিক্রম বর্মণ প্রভৃতি ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। জনপ্রিয় একটি কবিতার নাম 'মেথর'। 'খাঁটি সোনা' কবিতাটি 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতার বিখ্যাত লাইন– "মধুর চেয়েও আছে মধুর.... খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।" তিনি ১৯২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেন- 'সত্যেন-প্রয়াণ' কবিতা।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• সবিতা (১৯০০)	• হোমশিখা (১৯০৭)	• মণিমঞ্জুষা (১৯১৫)	• বেলা শেষের গান (১৯২৩)
• সন্ধিক্ষণ (১৯০৫)	• কুহু ও কেকা (১৯১২)	• অভ্র-আবীর (১৯১৬)	• বিদায় আরতি (১৯২৪)
• বেণু ও বীণা (১৯০৬)	• তুলির লিখন (১৯১৪)	• হসন্তিকা (১৯১৯)	

অনুবাদ			নাটক
• তীর্থ সলীল (১৯০৮)	• তীর্থ রেণু (১৯১০)	• ফুলের ফসল (১৯১১)	• ধূপের ধোঁয়া (কৌতুক নাটিকা)

☆ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

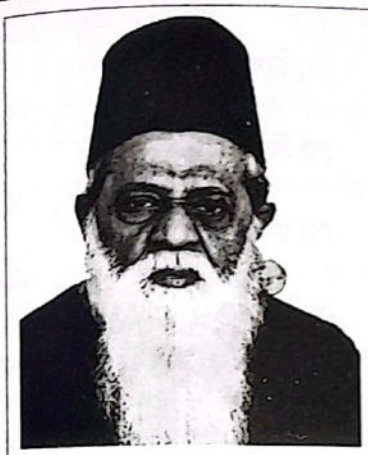
০১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা? [৩৭তম বিসিএস, ২৬তম বিসিএস]
(ক) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
(গ) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঘ) বাংলা সাহিত্যের কথা

০২। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন? [২৪তম বিসিএস, ২১তম বিসিএস]
(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) সুকুমার সেন (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক

০৩। বাংলা একাডেমীর 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) মুহম্মদ এনামুল হক (গ) মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই

০৪। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন প্রধানত- [১২তম বিসিএস]
(ক) ভাষাতত্ত্ববিদ (খ) সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা (গ) ইসলাম প্রচারক (ঘ) সমাজ সংস্কারক

উত্তরমালা							
০১	ঘ	০২	গ	০৩	ক	০৪	ক



মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক। প্রায় ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ১৮টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর উপাধিগুলো হলো- জ্ঞান তাপস, চলিষ্ণু অভিধান/চলমান বিশ্বকোষ ও জ্ঞানানন্দ স্বামী (তিনি নিজেই এ নাম রাখেন)। 'Buddhist Mystic Songs' চর্যাপদ সম্পর্কিত গবেষণাগ্রন্থ। তিনি বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। কয়েকটি শিশুতোষ গ্রন্থ– সেকালের রূপকথা, ছোটদের রসুলুল্লাহ এবং শেষ নবীর সন্ধানে। জাতিসত্তা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র স্মরণীয় উক্তি "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী।" তিনি ১৯৬৭ সালে ফ্রান্স সরকার কর্তৃক 'নাইট অফ দি অর্ডারস অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স'; ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'হেলাল-ই-ইমতিয়াজ'; ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মরণোত্তর 'ডি.লিট' এবং ১৯৮০ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গবেষণা গ্রন্থ			
• সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা (১৯২৬)	• ভাষাতত্ত্ব: ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১)		• বাঙ্গালা ব্যকরণ (১৯৩৫)
• বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯)	• বাংলা সাহিত্যের কথা		
প্রবন্ধ			
• বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭)			• ইকবাল (১৯৪৫)
• Essays on Islam: Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬১)			• আমাদের সমস্যা (১৯৪৯)
সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ			
• পদ্মাবতী (১৯৫০)	• প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২)		• Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)
অনুবাদগ্রন্থ			
• রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম	• শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ		• অমিয় শতক
• দীওয়ানে হাফিজ	• বিদ্যাপতি শতক		• অমর কাব্য
সম্পাদিত পত্রিকা			
• আঙ্গুর (১৯২০) শিশুতোষ পত্রিকা	• দি পিস (১৯২৩)	• বঙ্গভূমি (১৯৩৭)	• তকবীর (১৯৪৭)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথি সম্পাদনা করেছেন –
(ক) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক
(গ) আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
(ঘ) কাজী ইমদাদুল হক

০২। 'ইন্দ্রনাথ' শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র –
(ক) গৃহদাহ (খ) পল্লীসমাজ (গ) পথের দাবী (ঘ) শ্রীকান্ত

০৩। কাজী ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯২৫ (খ) ১৯৩০ (গ) ১৯৩৩ (ঘ) ১৯৪০

০৪। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত কে?
(ক) বেগম সুফিয়া কামাল
(খ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
(গ) জাহানারা ইমাম
(ঘ) রিজিয়া রহমান

০৫। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?
(ক) শ্রীকান্ত (খ) শেষ প্রশ্ন (গ) গৃহদাহ (ঘ) পল্লীসমাজ

০৬। কোনটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নয় –
(ক) পল্লী সমাজ (খ) গৃহদাহ (গ) চরিত্রহীন (ঘ) চার অধ্যায়

০৭। 'পথের দাবী' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি –
(ক) প্রবন্ধ (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) গল্প

০৮। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?
(ক) পথের দাবী (খ) শ্রীকান্ত (গ) চরিত্রহীন (ঘ) দেবদাস

০৯। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করে –
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) বেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় (গ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) বিশ্বভারতী

১০। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প কোনটি?
(ক) সতী (খ) মহেশ (গ) রাজা (ঘ) ছুটি

১১। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন প্রকার সাহিত্য কর্মের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন –
(ক) মহাকাব্য (খ) প্রবন্ধ (গ) ছোটগল্প (ঘ) উপন্যাস

১২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প/সাহিত্যকর্ম কোনটি?
(ক) বড়দিদি (খ) মন্দির (গ) মেজদিদি (ঘ) শ্রীকান্ত

১৩। পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ কোনটি?
(ক) ভারত মহিলা (খ) অবরোধবাসিনী (গ) বাঙ্গালী-চরিত (ঘ) মডেল-ভগিনী

১৪। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের রচয়িতা –
(ক) কাজী ইমদাদুল হক (খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (ঘ) বেগম রোকেয়া

১৫। কোন দুটি গ্রন্থ বেগম রোকেয়ার রচনা?
(ক) অবরোধবাসিনী ও ক্রীতদাসের হাসি (খ) পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী
(গ) দোলন চাঁপা ও মতিচূর (ঘ) খোয়াবনামা ও পদ্মরাগ

১৬। 'বিলাসী' গল্পটি কে লিখেছেন?
(ক) শরৎচন্দ্র (খ) কাজী ইমদাদুল হক (গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (ঘ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ

১৭। বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
(ক) অবরোধবাসিনী (খ) পদ্মরাগ (গ) সুলতানার স্বপ্ন (ঘ) মতিচূর

১৮। 'পদ্মরাগ' রোকেয়ার কোন ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) প্রবন্ধ (গ) কাব্য (ঘ) গল্প

১৯। রোকেয়ার কোন গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা?
(ক) মতিচূর (খ) সুলতানার স্বপ্ন (গ) পদ্মরাগ (ঘ) অবরোধবাসিনী

২০। রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন –
(ক) নারীদের ধর্মীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে (খ) সামাজে ধনী – দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে
(গ) শিশুদের নীতিকথা শিক্ষা দিতে (ঘ) নারীদের কুংস্কারমুক্ত ও শিক্ষিত করতে

২১। 'সুলতানার স্বপ্ন' কোন ধরনের গ্রন্থ?
(ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) কাব্য (ঘ) প্রবন্ধ

২২। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গ্রন্থ –
(ক) নূরনামা (খ) রায়নন্দিনী (গ) দুর্গেশ নন্দিনী (ঘ) কপালকুণ্ডলা

২৩। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কোন গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?
(ক) রায়নন্দিনী (খ) অপূর্ব নৈবদ্য (গ) জেগে উঠে বিদ্রোহী (ঘ) অনল প্রবাহ

২৪। 'স্পেন বিজয়' কাব্যের রচয়িতা কে?
(ক) কাজী ইমদাদুল হক (খ) বেগম রোকেয়া
(গ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (ঘ) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর

২৫। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী জন্মগ্রহণ করেন –
(ক) ১৮৮১ সালে (খ) ১৮৮০ সালে (গ) ১৮৯৯ সালে (ঘ) ১৮৮২ সালে

২৬। নিম্ন তালিকার মধ্যে মহাকাব্য রচনা করেন –
(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (গ) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (ঘ) বেগম রোকেয়া

২৭। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোন ছদ্মনামে কাব্য রচনা করতেন?
(ক) কবিরত্ন (খ) অশীতিপর শর্মা (গ) নবকুমার (ঘ) সবগুলোই

২৮। 'সবিতা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (ঘ) বেগম রোকেয়া

২৯। 'ছন্দের জাদুকর' বলা হয় কাকে?
(ক) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (খ) কাজী ইমদাদুল হক (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩০। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জনপ্রিয় কবিতার নাম কি?
(ক) ধূপের ধোঁয়া (খ) সবিতা (গ) মেথর (ঘ) বেলা শেষের গান

৩১। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র উপাধি কোনটি?
(ক) সাহিত্য বিশারদ (খ) সাহিত্যরত্ন (গ) ভাষাবিজ্ঞানী (ঘ) ক্লাসিক সাহিত্যিক

৩২। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সম্পাদিত পত্রিকার নাম –
(ক) সংবাদ রত্নাবলী (খ) সংবাদপূর্ণ চন্দ্রোদয় (গ) সাহিত্য (ঘ) আঙুর

৩৩। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জীবনকাল কোনটি?
(ক) ১৮৮৫-১৯৬৯ (খ) ১৮৭৫-১৯৬৯ (গ) ১৮৮৫-১৯৬৯ (ঘ) ১৮৯৫-১৯৭০

৩৪। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
(ক) মাগধী প্রাকৃত (খ) অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত (গ) মহাভারতীয় প্রাকৃত (ঘ) গৌড়ীয় প্রাকৃত

৩৫। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র রচিত গ্রন্থ?
(ক) বাংলা ভাষার ইতিহাস (খ) বাঙ্গালা ভাষার পুরাবৃত্ত (গ) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (ঘ) বাঙ্গালা ভাষার কথা

৩৬। বাংলা সাহিত্য গবেষণার জন্য যার নাম দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে –
(ক) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড. এনামুল হক

৩৭। 'চলিষ্ণু অভিধান' কাকে বলা হয়?
(ক) কাজী ইমদাদুল হক (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

৩৮। বাংলা ভাষা অভিধান সম্পাদনের জন্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র বাংলা একাডেমিতে কত সালে যোগদান করেন?
(ক) ১৯৪৯ সালে (খ) ১৯৬০ সালে (গ) ১৯৫০ সালে (ঘ) ১৯৫৮ সালে

৩৯। কে বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও গবেষক ছিলেন?
(ক) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪০। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি কয় খণ্ডে রচিত?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৪১। 'কাজলা দিদি' বিখ্যাত কবিতার কবি কে?
(ক) কাজী ইমদাদুল হক (খ) সত্যেনন্দ্রনাথ দত্ত (গ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (ঘ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৪২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) ছন্দ অনির্বাণ (খ) ছন্দ সরস্বতী (গ) ছন্দ মঞ্জুরি (ঘ) সবগুলো

৪৩। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
(ক) বীরবল (খ) দৃষ্টিহীন (গ) নীলকণ্ঠ (ঘ) ভোরের পাখি

৪৪। নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র রচিত নাটক?
(ক) বড়দিদি (খ) শুভদা (গ) অভিনন্দন (ঘ) রমা

৪৫। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
(ক) বড়দিদি (খ) বিন্দুর ছেলে (গ) রামের সুমতি (ঘ) বৈকুণ্ঠের উইল

৪৬। 'ষোড়শী' শরৎচন্দ্রের কোন জাতীয় রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) গল্প সংকলন (গ) প্রবন্ধ (ঘ) নাটক

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	✍	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ক	২২	✍	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	✍	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	✍	৪০	গ
৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	ঘ								

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আবোল-তাবোল' কার লেখা? [২১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) সত্যজিৎ রায় (খ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(গ) সুকুমার রায় (ঘ) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী



সুকুমার রায় ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে। পিতা শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং মাতা বিধুমুখী দেবী। ছেলেবেলায় সুকুমারের ডাকনাম ছিল তাতা। তাঁর পুত্র খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। সুকুমার রায় ভারতীয় সাহিত্যে 'ননসেন্স ছড়া'র প্রবর্তক। ছদ্মনাম 'উহ্যনাম পণ্ডিত'। তিনি ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকা, 'সন্দেশ', এর প্রকাশক ছিলেন। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কালাজ্বরে (লেইশ্মানিয়াসিস) আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

রচনাসমগ্র			
• আবোল তাবোল (১৯২৩)	• বহুরূপী (১৯৪৪)	• হ-য-ব-র-ল (১৯২৪)	• পাগলা দাশু (১৯৪০)
• ভাষার অত্যাচার (১৯১৫)	• খাই-খাই (১৯৫০)	• অবাক জলপান (নাটিকা)	

☆ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)☆



মোহিতলাল মজুমদার ১৮৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নন্দলাল মজুমদার এবং মাতা হেমমালা দেবী। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের' অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের 'দেহাত্মবাদী কবি' হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর ছদ্মনাম- সত্যসুন্দর দাস। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মোহিতলাল ১৯৫২ সালের ২৬ জুলাই কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• দেবেন্দ্র-মঙ্গল (১৯২২)	• স্বপন-পসারী (১৯২২)	• বিস্মরণী (১৯২৭)	• স্মরগরল (১৯৩৬)
• হেমন্ত-গোধূলি (১৯৪১)	• কাব্য মঞ্জুষা	• ছন্দ চতুর্দশী (১৯৪১) (সনেট সংকলন)	
প্রবন্ধ			
• আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৯৩৬)	• সাহিত্যকথা (১৯৩৮)	• বিচিত্র কথা (১৯৪১)	• সাহিত্য বিতান (১৯৪২)
• বাংলার নবযুগ (১৯৪৫)	• কবি শ্রীমধুসূদন (১৯৪৭)	• সাহিত্য বিচার (১৯৪৭)	• বঙ্কিমবরণ (১৯৪৯)

☆ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোন গ্রন্থটি এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)] [উত্তর: ঘ]

(ক) মোস্তফা চরিত (খ) বিশ্বনবী (গ) নয়াজাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (ঘ) মানব-মুকুট



মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ১৮৮৮ সালে রাজবাড়ী জেলার পাংশার মাগুরাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন। এ সমিতির সম্পাদক হিসেবেও কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কোহিনূর' এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪০ সালের ১৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ			
• ধর্মের কাহিনী (১৯১৪)	• নূরনবী (১৯১৮)	• শান্তিধারা (১৯১৯)	• মানব মুকুট (১৯২২)

☆ ডা. মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মানবজীবন', 'মহৎজীবন', 'উন্নতজীবন'- প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা- [১৭তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) এস ওয়াজেদ আলী (খ) এয়াকুব আলী চৌধুরী (গ) মোঃ লুৎফর রহমান (ঘ) মোঃ ওয়াজেদ আলী



ডা. মোহাম্মাদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ সালে মাগুরা জেলার পারনান্দুয়ালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালি সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সমাজকর্মী এবং চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সহজবোধ্য এবং ভাবগম্ভীর। গভীর জীবনবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, উচ্চ জীবন, সত্য জীবন, মানব জীবন, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার প্রধান গুণ। 'নারীশক্তি' পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন। পথভ্রষ্ট ও সমাজ পরিত্যক্ত নারীদের সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নিজ আবাসস্থলেই গড়ে তোলেন 'নারীতীর্থ' ও 'নারী শিল্প বিদ্যালয়' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলোর সভানেত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং সম্পাদক ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৩৬ সালের ৩১ মার্চ যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• উচ্চ জীবন (১৯১৯)	• মহৎ জীবন (১৯২৬)	• উন্নত জীবন (১৯২৭)	• মানবজীবন (১৯২৭)
• সত্যজীবন (১৯৪০)	• ধর্ম জীবন (১৯৭১)	• মহাজীবন (১৯৭৫)	• যুবকজীবন (১৯৮৫)

উপন্যাস				
• সরলা (১৯১৮)	• পথহারা (১৯১৯)	• রায়হান (১৯১৯)	• প্রীতি উপহার (১৯২৭)	• বাসর-উপহার (১৯৩৬)

শিশুতোষ		
• ছেলেদের মহত্ত্বকথা (১৯২৮)	• ছেলেদের কারবালা (১৯৩১)	• রানী হেলেন (১৯৩৪)

ছোটগল্প						
• পলায়ন	• রানী হেলেন	• অহিংসা	• রাজপথ	• অমাবস্যা	• রোমান্টিক বিয়ে	• ফিরে যাও-ফিরে যাও

কাব্যগ্রন্থ	অনুবাদ		
• প্রকাশ (১৯১৬)	• মুসলমান	• মঙ্গল ভবিষ্যৎ	• দুঃখের রাত্রি

☆ এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোন গ্রন্থটির রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী? [২৪তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে (খ) ভবিষ্যতের বাঙালি (গ) উন্নত জীবন (ঘ) সভ্যতা



এস ওয়াজেদ আলী ১৮৯০ সালের 8 সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বড় তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূলনাম শেখ ওয়াজেদ আলী হলেও তিনি মূলত 'এস ওয়াজেদ আলী' নামেই অধিক পরিচিত। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'গুলিস্তাঁ' এবং ইংরেজি মাসিক 'Bulletin of the Indian Rationalistic Society'। বিখ্যাত প্রবন্ধ - ভবিষ্যতের বাঙালী এবং উপন্যাস- গ্রানাডার শেষ বীর। ওয়াজেদ আলী ১৯৫১ সালের ১০ জুন কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ				
• জীবনের শিল্প (১৯৪১)	• প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩)	• ভবিষ্যতের বাঙালী (১৯৪৩)	• মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ	
গল্প				
• গুলদাস্তা (১৯২৭)	• মাশুকের দরবার (১৯৩০)	• বাদশাহী গল্প (১৯৪৪)	•গল্পের মজলিশ (১৯৪৪)	• ভাঙ্গা বাঁশী
ভ্রমণকাহিনি		**উপন্যাস**	**ইতিহাস গ্রন্থ**	
• পশ্চিম ভারত (১৯৪৮)	• আকবরের রাষ্ট্র সাধনা (১৯৪৯)	• গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)	• মোটরযোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯)	

☆ কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)] [উত্তর: গ]

(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) আবুল হুসেন

(গ) কাজী আবদুল ওদুদ (ঘ) কাজী আনোয়ারুল কাদির



কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল রাজবাড়ী জেলার পাংশার বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন লেখক ও চিন্তাবিদ এবং ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর অন্যতম উদ্যোক্তা ও নেতা। এই সাহিত্য সমাজের পত্রিকা 'শিখা'তে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিভিত্তিক লেখার জন্য তিনি 'মুক্তবুদ্ধির লেখক' হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে 'শিশির কুমার পদক' পদক লাভ করেন। আবদুল ওদুদ ১৯৭০ সালের ১৯ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ				
• শাশ্বত বঙ্গ (১৯৫১)	• সমাজ ও সাহিত্য (১৯৩৪)	• রবীন্দ্রকাব্য পাঠ (১৩৩৪)	• হিন্দু-মুসলমান বিরোধ (১৯৩৬)	• নব পর্যায় (২খণ্ড)
উপন্যাস		**গল্পগ্রন্থ**	**নাটক**	
• নদীবক্ষে (১৯৮১)	• আজাদ (১৯৪৮)	• মীর পরিবার (১৯১৮)	• পথ ও বিপথ (১৯৩৯)	
সম্পাদনা		**গবেষণা গ্রন্থ**		
• ব্যবহারিক শব্দকোষ		• নজরুল প্রতিভা ও কবিগুরু গ্যাটে		

☆ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি ইব্রাহিম খাঁর গ্রন্থ নয়? [১৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) আনোয়ার পাশা (খ) ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (গ) কুচবরণ কন্যা (ঘ) সোনার শিকল



ইব্রাহীম খাঁ ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার বিরামদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। সাহিত্যের সকল শাখায়ই তিনি সফলতার সঙ্গে পদচারণা করেছেন এবং মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পুনর্জাগরণে অন্যতম অবদান রেখেছেন। তিনি হুমায়ূন আহমেদের প্রাক্তন স্ত্রী গুলতেকিন খানের দাদা। উপাধি ছিল 'খান সাহেব ও খান বাহাদুর (ব্রিটিশ আমলে); তিনি এটি প্রত্যাখান করেন এবং সিতারা-ই ইমতিয়াজ (পাকিস্তান আমলে); এটিও প্রত্যাখান করেন। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমি ও ১৯৭৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ইবরাহীম খাঁ ১৯৭৮ সালের ২৯ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক					
• কামালপাশা (১৯২৭)	• আনোয়ার পাশা (১৯৩৯)	• ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫)	• ভিস্তি বাদশা (১৯৫৭)	• কাফেলা	
গল্পগ্রন্থ					
• আলু বোখরা (১৯৬০)	• উস্তাদ (১৯৬৭)	• দাদুর আসর (১৯৭১)	• সোনার শিকল	• মানুষ	
শিশুতোষ					
• জঙ্গী বেগম	• আমাদের মহানবী	• বাবর, সালাহউদ্দিন	• গুলবাগিচা	• নজরুল ইসলাম	• নীল হরিণ
• খবরাখবর	• নবজীবনের ঝাণ্ডা বহিল যারা	• ছেলেদের শাহনামা	• বিচিত্রা	• ওমর ফারুক	• শিয়াল পণ্ডিত
• ব্যাঘ্র মামা	• নিজাম ডাকাত	• দাদুর জাম্বিল	• তুর্কী উপকথা		
অনুবাদ					
• আরব জাতি	• সূর্যি মামার রথে	• বাবরের স্মৃতিকথা	• ইতিকাহিনী	• নূরমহল	• চেঙ্গিস খাঁ
• আইনস্টাইন	• মহীয়ান সুলায়মান	• সিন্দাবাদ জাহাজী	• তুর্কী উপকথা	• ইতিহাসের আগে	• বরফের দেশে
ভ্রমণকাহিনি					
• ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪)		• নয়াচীনে এক চক্কর		• পাকিস্তানের পথে-ঘাটে	
ধর্মবিষয়ক					
• মহানবী মুহম্মদ	• ইসলাম সোপান			• ইসলামের মর্মকথা	
• বাংলায় ছোটদের মিলাদুন্নবী	• মুসলিম জাহানে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা			• হীরক হার	
ইংরেজি রচনা					
• Anecdotes from Islam	• Gleanings in golden fields	• To my students	• A peep into our Rebel Poet		

☆ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)☆



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। চিত্রলেখা (১৯৩০) নামে একটি সিনেমা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া হেমন্তকুমার গুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে দীপক (১৯৩২) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর আত্মজীবনী – তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)। পথের পাঁচালী (১৯২৯) উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য ১৯৫১ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। বিভূতিভূষণ ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• পথের পাঁচালী (১৯২৯)	• অথৈজল (১৯৪৭)	• দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫)	• ইছামতী (১৯৫০)	• আরণ্যক (১৯৩৮)
• অপরাজিত (১৯৩২)	• দুই বাড়ি (১৯৪১)	• অনুবর্তন (১৯৪২)	• দম্পতি (১৯৫২)	• দেবযান (১৯৪৪)
• আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০)	• কেদার রাজা (১৯৪৫)	• অশনি সংকেত	• বিপিণের সংসার (১৯৪১)	
কিশোর উপন্যাস				
• চাঁদের পাহাড় (১৯৩৮)	• আইভ্যানহো (১৯৩৮)		• মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০)	
• মিসমিদের কবচ (১৯৪২)	• হীরা মানিক জ্বলে (১৯৪৬)		• সুন্দরবনে সাত বৎসর (১৯৫২)	
ছোটগল্প				
• মেঘমল্লার (১৯৩১)	• মৌরীফুল (১৯৩২)	• যাত্রাবদল (১৯৩৪)	• জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭)	• উপলখণ্ড (১৯৪৫)
• কিন্নর দল (১৯৩৮)	• বেণীগির ফুলবাড়ি (১৯৪১)	• নবাগত (১৯৪৪)	• তালনবমী (১৯৪৪)	• রূপ হলুদ (১৯৫৭)
• মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭)	• বিধুমাস্টার (১৯৪৫)	• ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫)	• অসাধারণ (১৯৪৬)	• ছায়াছবি (১৯৬০)
ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপি				
• অভিযাত্রিক (১৯৪০)	• স্মৃতির লেখা (১৯৪১)	• তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)	• হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)	

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

পথের পাঁচালী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রামীণ বাংলার দুই ভাইবোন অপু আর দুর্গার বেড়ে ওঠা নিয়েই বিখ্যাত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের ছোটদের জন্য সংস্করণটির নাম আম আঁটির ভেঁপু। পরবর্তীকালে বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসটি অবলম্বনে 'পথের পাঁচালী' শিরোনামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যা বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ও প্রশংসিত হয়। সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খণ্ড ও মোট পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। খণ্ড তিনটি হলো – ক. আম আঁটির ভেঁপু, খ. বল্লালী বলাই, গ. অক্রূর সংবাদ। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হলো — অপু, দুর্গা, হরিহর রায়, ইন্দিরা ঠাকরুন, সর্বজয়া। 'পথের পাঁচালী'র অপু-কাহিনীরই সম্প্রসারণ 'অপরাজিত' উপন্যাস। অপরাজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস।

☆ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি হযরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনী গ্রন্থ? [২২তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) মরুমায়া (খ) মরু ভাস্কর (গ) মরুতীর্থ (ঘ) মরু কুসুম



মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ সালে সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ কারণে লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটান। তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক সেবক, সাপ্তাহিক সওগাত, সাপ্তাহিক খাদেম, ইংরেজি দি মুসলমান ইত্যাদি পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। প্রবন্ধকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রায় দুই শতাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ওয়াজেদ আলী ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থসমূহ			
• মরুভাস্কর (১৯৪১)	• মণিচয়নিকা (১৯৫১)	• মহামানুষ মহসীন (১৯৪০)	• ছোটদের হযরত মোহাম্মদ

☆ আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)☆

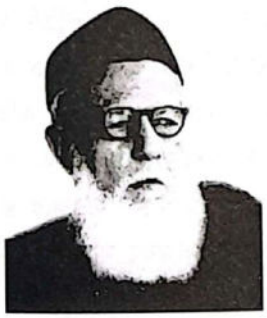


আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৮৯৭ সালের ৩ নভেম্বর ময়মনসিংহের ত্রিশালের ধানিখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এর সভাপতি ছিলেন। তিনিই প্রথম কাজী নজরুল ইসলামকে 'যুগ প্রবর্তক' কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সিতারা-ই-খিদমত (১৯৬১) ও সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৭) উভয় খেতাব বর্জন করেন। 'দৈনিক আজাদ' ও 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৭৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। বিখ্যাত এই লেখক ১৯৭৮ সালের ৪ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ	ইতিহাসগ্রন্থ	শিশুতোষ
• দৃষ্টিকোণ (১৯৬১)	• পলাশী থেকে পাকিস্তান (১৯৬৮)	• কচিপাতা (১৯৩২)
অনুবাদ		
• পোড়ো জমি বা অনাবাদী জমি (১৯৩৮)	• ত্রিস্রোতা (১৯৩৯) • খরস্রোতা	• ইলিয়ড (১৯৬৭)
সম্পাদনা	**আত্মজীবনী**	**ভ্রমণকাহিনি**
• সেকাল ও একালের সেরা গল্প (১৯৬৩)	• অতীত দিনের স্মৃতি (১৯৬৮)	• নতুন চীন নতুন দেশ

☆ কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)☆



কাজী মোতাহার হোসেন ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই কুষ্টিয়ার কুমারখালীর লক্ষ্মীপুর গ্রামে (মামার বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার পাংশা উপজেলার বাগমারা গ্রামে। তিনি একজন বাংলাদেশি পরিসংখ্যানবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা এবং বাংলা একাডেমির একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন এবং ১৯৭৫ সালে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা পান। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে ১৯২৯ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানে একক চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে 'প্রিয় মতিহার' নামে ডাকতেন। 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ সালে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ'; ১৯৬৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ও ১৯৭৯ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• সঞ্চয়ন (১৯৩৭, প্রথম)	• নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫)	• সেই পথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮)	
• ভাই গিরীশচন্দ্র (১৯৮০)	• আনন্দ ও মুসলমান গৃহ		
অনুবাদ			
• সিম্পোজিয়াম (১৯৬৫)	• নিবেদন	• বিরহী	• কুটজমালা
পাঠ্যপুস্তক			
• গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস (১৯৭০)	• আলোক বিজ্ঞান (১৯৭৪)		• তথ্য গণিত

☆ নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আত্মঘাতী বাঙালী' কার রচিত গ্রন্থ? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) অশোক মিত্র (খ) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (গ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (ঘ) অতুল সুর



নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে জন্মগ্রহণ করেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী একজন মননশীল লেখক ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তির্যক প্রকাশভঙ্গির জন্য বিশেষভাবে আলোচিত ছিলেন। ছদ্মনাম: বলাহক নন্দী। তিনি তৎকালীন 'মডার্ন রিভিউ', 'প্রবাসী' এবং 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদনা কর্মে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৯২-এ ইংল্যান্ডের রাণী তাকে 'কমান্ডার অব দি অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' (সিবিই) উপাধিতে ভূষিত করে। নীরদচন্দ্র ১৯৯৯ সালের ১ আগস্ট যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ গ্রন্থ		
• আত্মঘাতী বাঙালী (১৯৮৮)	• বাঙালী জীবনে রমণী (১৯৬৮)	• আমার দেবোত্তর সম্পত্তি
• আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ	• আমার দেশ আমার শতক	
আত্মজীবনী		
• আজি হতে শত বর্ষ আগে		

☆ গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)☆



গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ সালে যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কবি হিসেবেই পরিচিত। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় উর্দুর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। 'কবর' তাঁর বাল্যকালের কবিতা। 'বুলবুলিস্তান' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতা 'জীবন বিনিময়'। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যশোর সংঘ কর্তৃক 'কাব্য সুধাকর' (১৯৫২) এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (১৯৬০) উপাধি লাভ করেন। চিত্রশিল্পী মোস্তফা মনোয়ার (মীনা কার্টুনের স্রষ্টা) তাঁর পুত্র। ১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

জীবনীগ্রন্থ			
• বিশ্বনবী (১৯৪২)	• ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬)	• ইসলাম ও জিহাদ (১৯৪৭)	• আমার চিন্তাধারা (১৯৫২)
কাব্যগ্রন্থ			
• রক্তরাগ (১৯২৪)	• বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)	• বনি আদম (১৯৫৮)	• হাসনাহেনা
• খোশরোজ	• কাব্য কাহিনী	• সাহারা	• তারানা-ই-পাকিস্তান
উপন্যাস			
• রূপের নেশা (১৯২১)	• ভাঙাবুক (১৯২১)		• এক মন এক প্রাণ
অনুবাদ			
• মুকাদ্দাস ই হালি	• শিকওয়া ও জওয়াব এ শিকওয়া	• জয় পরাজয় (এখওয়ানুস সাফা)	• কালাম ই ইকবাল

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত –
(ক) মোহিতলাল মজুমদার (খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) সুকুমার রায়

০২। 'নারীশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক–
(ক) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (খ) সুকুমার রায় (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ

০৩। 'পথহারা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) মোহিতলাল মজুমদার (খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

০৪। কোনটি ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ছোটগল্প?
(ক) ছেলেদের মহত্ত্বকথা (খ) উন্নত জীবন (গ) ফিরে যাও-ফিরে যাও (ঘ) ছেলেদের কারবালা

০৫। ধর্মের কাহিনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (খ) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (গ) প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (ঘ) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

০৬। নিচের কোন গ্রন্থটি এস ওয়াজেদ আলীর একটি ভ্রমণকাহিনি?
(ক) গ্রানাডার শেষ বীর (খ) ভবিষ্যতের বাঙালি (গ) মোটরযোগে রাঁচি সফর (ঘ) সবগুলোই

০৭। 'গ্রানাডার শেষ বীর' এস ওয়াজেদ আলীর কোন জাতীয় রচনা?
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) প্রবন্ধগ্রন্থ (গ) ভ্রমণকাহিনি (ঘ) ঐতিহাসিক উপন্যাস

০৮। 'জীবনের শিল্প' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
(ক) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (খ) এস ওয়াজেদ আলী (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ

০৯। বাংলাদেশের যুক্তিবাদী প্রবন্ধ লেখক হিসেবে পরিচিত কে?
(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (খ) এয়াকুব আলী চৌধুরী (গ) কাজী আবদুল ওদুদ (ঘ) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

১০। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) মোহিতলাল মজুমদার (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (ঘ) সুকুমার রায়

১১। 'আনোয়ার পাশা' নাটকটির রচয়িতা ক?
(ক) সুকুমার রায় (খ) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (গ) ইবরাহীম খাঁ (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার

১২। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) পদশব্দ (খ) আরণ্যক (গ) রজনী (ঘ) অসম বৃক্ষ

১৩। 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক –
(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) সুকুমার রায়

১৪। 'বিধু মাস্টার' গল্পগ্রন্থটির লেখক কে?
(ক) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (খ) মোহিতলাল মজুমদার (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

১৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রচনার জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন?
(ক) পথের পাঁচালী (খ) অপরাজিত (গ) আরণ্যক (ঘ) ইছামতী

১৬। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে অপুর গ্রামের নাম কী?
(ক) নিশ্চিন্দিপুর (খ) নিশ্চিন্তপুর (গ) মুরারিপুর (ঘ) বোলপুর

১৭। 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (খ) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) কাজী আবদুল ওদুদ

১৮। কোন নাটকটি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁনের রচনা?
(ক) সাজাহান (খ) কাফেলা (গ) নীল দর্পণ (ঘ) রক্তাক্ত প্রান্তর

১৯। মুক্তিবুদ্ধির লেখক হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য –
(ক) এস ওয়াজেদ আলী (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার

২০। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালীর' প্রকাশকাল –
(ক) ১৯১৯ (খ) ১৯২৯ (গ) ১৯৩৯ (ঘ) ১৯৪৯

২১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) ইছামতী (খ) ময়ূরকণ্ঠী (গ) ধূপছায়া (ঘ) সংকর সংকীর্তন

২২। 'অপু' ও 'দুর্গা' চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসের
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) পথের পাঁচালী (গ) বোবা কাহিনী (ঘ) নৌকাডুবি

২৩। 'চাঁদের পাহাড়' কার রচনা –
(ক) এস ওয়াজেদ আলী (খ) কাজী আবদুল ওদুদ (গ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

২৪। সুকুমার রায়ের পিতার নাম কী?
(ক) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (খ) সত্যজিৎ রায় (গ) সুবিনয় রায় (ঘ) নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

২৫। বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম কে প্রচুর পরিমাণে আরবি ও ফার্সি শব্দের ব্যবহার করেন?
(ক) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (খ) প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার

২৬। কোনটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনী গ্রন্থ?
(ক) মরুমায়া (খ) মরুভাস্কর (গ) মরুতীর্থ (ঘ) মরুকুসুম

২৭। ইতিহাসগ্রন্থ 'পলাশী থেকে পাকিস্তান' এর রচয়িতা কে?
(ক) কাজী আবদুল ওদুদ (খ) এস ওয়াজেদ আলী (গ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (ঘ) ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

২৮। এয়াকুব আলী চৌধুরী কোন গ্রন্থের লেখক?
(ক) শান্তিধারা (খ) সিরাজাম মুনীরা (গ) অনল প্রবাহ (ঘ) প্রেমের সমাধি

২৯। 'ছন্দ চতুর্দশী' কার সনেট সংকলন?
(ক) কাজী আবদুল ওদুদ (খ) সুকুমার রায় (গ) মোহিতলাল মজুমদার (ঘ) এস ওয়াজেদ আলী

৩০। মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম কী?
(ক) প্রসন্নকুমার দাস (খ) সত্যসুন্দর দাস (গ) শ্যামাপ্রসাদ সেন (ঘ) অপর্ণা চৌধুরী

৩১। 'বিশ্বনবী' কার লেখা?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) কাজী মোতাহার হোসেন

৩২। 'বনি আদম' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) আবুল মনসুর আহমদ (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) গোলাম মোস্তফা

৩৩। 'সঞ্চয়ন' প্রবন্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) গোলাম মোস্তফা (গ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (ঘ) আবুল মনসুর আহমদ

৩৪। 'আজি হতে শত বর্ষ আগে' আত্মজীবনী গ্রন্থটি কার?
(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) অমিয় চক্রবর্তী (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	✍	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	✍	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	✍	২২	খ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ঘ												

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্প্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা–[৪৩তম, ১১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) মুহম্মদ আব্দুল হাই
(খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(গ) আবুল মনসুর আহমদ
(ঘ) আতাউর রহমান



আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ধানিখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামীলীগ এর সহসভাপতি ছিলেন। তিনি যুক্তফ্রন্ট এর নির্বাচনী কর্মসূচী ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা ছিলেন। এছাড়াও খেলাফত, অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সুলতান ও মোহাম্মদী (১৯২৩) পত্রিকার সহকারি সম্পাদক এবং দৈনিক ইত্তেহাদ (১৯৪৬-১৯৪৮) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথা মূলক গ্রন্থ 'আত্মকথা' (১৯৭৮), শিশুতোষ রচনা 'গালিভারের সফরনামা' (১৯৫৯) - Jonathan Swift এর 'Guliver Travels' অবলম্বনে রচিত। 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থটিতে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কাজী নজরুল ইসলাম 'আয়না' গল্পগ্রন্থের ভূমিকা লিখেন। তিনি ছোট গল্পের জন্য ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৭৯ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• পাক বাংলার কালচার	• শেরে-বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২)	• বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা	
• আমাদের স্বাধীনতা	• আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯)		
উপন্যাস			
• সত্যমিথ্যা (১৯৫৩)	• জীবনক্ষুধা (১৯৫৫)	• আবে হায়াত (১৯৬৮)	
গল্পগ্রন্থ			
• ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪)	• আদু ভাই	• আয়না (১৯৫৩)	• আসমানী পর্দা (১৯৬৪)

☆ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) চৈতালী ঘূর্ণি
(খ) রক্তের অক্ষর
(গ) বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি
(ঘ) ১৯৭১

০২। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৪০তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) একটি কালো মেয়ের কথা
(খ) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
(গ) আয়নাবিবির পালা
(ঘ) ইছামতী



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৮ সালের ২৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কথা সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন। তাঁকে শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলা হয়। তাঁর উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস – চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩২) এবং প্রথম গল্প – রসকলি (১৯৩২)। ত্রয়ী উপন্যাস – ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)। স্মৃতিকথা – আমার সাহিত্য জীবন, সর্বশেষ উপন্যাস '১৯৭১'। তিনি এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক দুটি স্বল্পদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেছেন। একটি 'সুতপার তপস্যা' অপরটি 'একটি কালো মেয়ের কথা'। 'একটি কালো মেয়ের কথা' মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র- নাজমা। আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস– কালান্তর (১৯৫৬)। 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসের মূল কাহিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তিনি পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শরৎ স্মৃতি পুরস্কার' ও 'জগত্তারিণী স্মৃতিপদ'; 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'; 'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন। তারাশঙ্কর ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১)	• নীলকণ্ঠ (১৯৩৩)	• পাষাণপুরী (১৯৩৩)	• রাইকমল (১৯৩৫)
• আগুন (১৯৩৮)	• ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯)	• কালিন্দী (১৯৪০)	• গণদেবতা (১৯৪৩)
• মন্বন্তর (১৯৪৪)	• পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)	• কবি (১৯৪৪)	• কান্না (১৯৬২)
• নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৯৫২)	• আরোগ্য নিকেতন (১৯৫৩)	• বিপাশা (১৯৫৯)	• মানুষের মন (১৯৫৯)
• হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)	• অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬)	• কালরাত্রি (১৯৭০)	• শতাব্দীর মৃত্যু (১৯৭১)

আত্মজৈবনিক উপন্যাস				
• উত্তরায়ণ (১৯৫০)	• বিচারক (১৯৫৭)	• সপ্তপদী (১৯৫৮)	• রাধা (১৯৫৯)	• কালান্তর (১৯৫৬)
• ভুবনপুরের হাট (১৯৬৪)	• যোগভ্রষ্ট (১৯৬১)	• মহাশ্বেতা (১৯৬১)	• গন্না বেগম (১৯৬৫)	

ছোটগল্প			
• ছলনাময়ী (১৯৩৭)	• জলসাঘর (১৯৩৮)	• রসকলি (১৯৩৯)	• তিন শূন্য (১৯৪২)
• বেদেনী (১৯৪৩)	• তেরশো পঞ্চাশ (১৯৪৪)	• হারানো সুর (১৯৪৫)	• বিষপাথর (১৯৫৭)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

এটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহার (পালকি বাহক) সম্প্রদায়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'করালী' হলো এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো- বনওয়ারী, পাখি, সুচাঁদ, সুবাসী প্রমুখ। বনওয়ারী পুরনো রীতিনীতিকে আকড়ে ধরে রাখতে চায় কিন্তু করালী যুক্তিবাদী মানুষ। সমাজের কুসংস্কারকে সে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে পুরনো রীতি ভাঙতে চায়। ফলে উপন্যাসের পুরোটা জুড়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে থাকে।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ঘনিষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস হলো 'কবি'। এটি ১৯৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বীরভূম -বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোস্টম, ডোম, বাউরি, গ্রাম্য কবিয়াল ইত্যাদি সমাজজীবনের কাহিনি চিত্রায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে। তবে ডোম সম্প্রদায় এতে প্রাধান্য পেয়েছে। এ উপন্যাসে ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবিরূপে প্রতিষ্ঠার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র – নিতাইচরণ। ডোম সমাজের নিচু বংশে জন্মানো নিতাইচরণ পূর্ব পুরুষদের মতো চোর-ডাকাত না হয়ে কবি হয়ে গ্রামের লোকদের অবাক করে। সবাই বলাবলি শুরু করে 'ডোমের ছেলে পোয়েট'। কবি নিতাইকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ।

☆ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)☆



মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৮৯৮ সালের ২ মার্চ সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক। আধুনিককালের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেই তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'পারস্য প্রতিভা' তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। এর প্রথম খণ্ড ১৯২৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। পারস্য প্রতিভায় ইরানের খ্যাতনামা কবিদের জীবনী ও তাদের সাহিত্যকর্ম, ফার্সি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, সুফিমত ও বেদান্ত দর্শন এবং মানুষের ধর্মে জগৎ ও জীবন, ইহলোক ও পরলোক, জড়প্রকৃতি ও মনোজগৎ, জীবনপ্রবাহ ও আত্মা ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে উপস্থাপিত করে গেছেন। তিনি ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৩ সালে 'নয়া জাতির স্রষ্টা হজরত মোহাম্মদ (স.)' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার' লাভ করেন। বরকতুল্লাহ ১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• পারস্য প্রতিভা	• বিদায় হজ্জ	• মানুষের ধর্ম (১৯৩৪)	• কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত (১৯৫৭)
• নবীগৃহ সংবাদ (১৯৬০)	• নয়া জাতীর স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (স.) (১৯৬৩)		• বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা (১৯৬৯)

☆ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) বিষের বাঁশী (খ) অগ্নি-বীণা (গ) সিন্ধু-হিন্দোল (ঘ) চক্রবাক

০২। কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) ব্যথার দান (খ) দোলনচাঁপা (গ) শিউলি মালা (ঘ) সোনার তরী

০৩। কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়? [৪১তম বিসিএস]
(ক) বিষের বাঁশি (খ) যুগবাণী (গ) ভাঙার গান (ঘ) প্রলয় শিখা

০৪। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ১৯২৩ সন (খ) ১৯২১ সন (গ) ১৯১৯ সন (ঘ) ১৯১৮ সন
ব্যাখ্যা: কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৬ জানুয়ারি ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায়।

০৫। 'বাঁধন হারা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের রচনা? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) ভ্রমণ কাহিনি (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) কবিতা

০৬। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি? [৩৮তম, ২৯তম বিসিএস]
(ক) আগমনী (খ) কোরবানী (গ) প্রলয়োল্লাস (ঘ) বিদ্রোহী

০৭। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় 'কালাপাহাড়'- কে স্বরণ করেছেন কেন? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ব্রাহ্মণ্যযুগে নব মুসলিম ছিলেন বলে (খ) ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে
(গ) প্রাচীন বাংলার বিদ্রোহী ছিলেন বলে (ঘ) প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার-বিদ্বেষী ছিলেন বলে

০৮। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) রিক্তের বেদন (খ) সর্বহারা (গ) আলেয়া (ঘ) কুহেলিকা

০৯। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) পদ্মরাগ (খ) পদ্মগোখরা (গ) পদ্মপুরাণ (ঘ) পদ্মাবতী

১০। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন কাব্যের অন্তর্গত? [৩১তম বিসিএস]
(ক) দোলনচাঁপা (খ) বিষের বাঁশী (গ) সাম্যবাদী (ঘ) অগ্নিবীণা

১১। নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) মাহে নও (খ) সওগাত (গ) ধূমকেতু (ঘ) কালিকলম

১২। 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত? [২৬তম বিসিএস]
(ক) সাম্যবাদী (খ) বিষের বাঁশী (গ) সিন্ধু হিন্দোল (ঘ) নতুন চাঁদ

১৩। কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি? [২৬তম বিসিএস]
(ক) মৃত্যুক্ষুধা (খ) আলেয়া (গ) ঝিলিমিলি (ঘ) মধুমালা

১৪। কাজী নজরুল ইসলাম কোন কবিতা রচনার জন্য কারাবরণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
(ক) বিদ্রোহী (খ) প্রলয়োল্লাস (গ) আনন্দময়ীর আগমনে (ঘ) নারী

১৫। কোন কবিতা রচনার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্য নিষিদ্ধ হয়? [২৫তম বিসিএস]
(ক) বিদ্রোহী (খ) আনন্দময়ীর আগমনে (গ) প্রলয়োল্লাস (ঘ) রক্তাম্বরধারিণী মা

১৬। 'ফণি-মনসা' কাব্যের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) আহসান হাবীব (গ) সিকান্দার আবু জাফর (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

১৭। 'কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা' —এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) বেনজীর আহমেদ
(আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতার অংশ বিশেষ।)

১৮। 'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

১৯। কাজী নজরুল ইসলামের নামের সাথে জড়িত 'ধূমকেতু' কোন ধরনের প্রকাশনা? [২৪তম বিসিএস]
(ক) কবিতা (খ) পত্রিকা (গ) উপন্যাস (ঘ) ছোটগল্প

২০। কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস কোনটি? [২৪তম বিসিএস]
(ক) মৃত্যুক্ষুধা (খ) আলেয়া (গ) ঝিলিমিলি (ঘ) মধুমালা

২১। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত লেখা কোনটি? [২২তম বিসিএস]
(ক) বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (খ) মুক্তি (গ) হেবা (ঘ) বিদ্রোহী

২২। কোন কবিতা রচনার কারণে নজরুল ইসলামের কারাদণ্ড হয়েছিল? [২২তম বিসিএস]
(ক) বিদ্রোহী (খ) আনন্দময়ীর আগমনে (গ) কাণ্ডারী হুঁশিয়ার (ঘ) অগ্রপথিক

২৩। কোনটি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ? [২১তম বিসিএস]
(ক) বিষের বাঁশী (খ) বন্দীর বন্দনা (গ) সন্দ্বীপের চর (ঘ) রূপসী বাংলা

২৪। নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? [২০তম বিসিএস]
(ক) রাজবন্দীর জবানবন্দী (খ) ব্যথার দান (গ) অগ্নিবীণা (ঘ) নবযুগ

২৫। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ কোনটি? [২০তম বিসিএস]
(ক) অগ্নিকোণ (খ) মরুশিখা (গ) মরুসূর্য (ঘ) রাঙাজবা

২৬। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবি নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? [১৯তম বিসিএস]
(ক) অগ্নিবীণা (খ) বিষের বাঁশী (গ) দোলন চাঁপা (ঘ) বাঁধনহারা

২৭। কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'সঞ্চিতা' কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন? [১৬তম বিসিএস]
(ক) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) বীরজাসুন্দরী দেবী (ঘ) মুজাফফর আহমদ

২৮। "বউ কথা কও, বউ কথা কও
কও কথা অভিমানী
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী"-এই কবিতাংশটুকুর কবি কে? [১৪তম বিসিএস]
(ক) বেনজীর আহমেদ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) শামসুর রাহমান

২৯। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত প্রথম কবিতা– [১০তম বিসিএস]
(ক) অগ্রপথিক (খ) বিদ্রোহী (গ) প্রলয়োল্লাস (ঘ) ধূমকেতু

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	-	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	গ		



কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার রানীগঞ্জ থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। তিনি দুখু মিয়া, তারা খ্যাপা, নজর আলী, নুরু, হেঁহে কাজী, ব্যাঙাচি প্রভৃতি ডাকনামে পরিচিত ছিলেন, ছদ্মনাম- ধূমকেতু। বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান তৃতীয়। নজরুল ১০ বছর বয়সে মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন, ১৯১০ সালে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুলে ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন, যা পরবর্তীতে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত লাভ করে। পরের বছর মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ স্কুলে থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীর ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচি যান। সৈনিক থাকা অবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। ১৯২০ সালে সৈনিক জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল আশালতা সেনগুপ্ত (ডাক নাম দুলি)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর কবি নজরুল তাঁর স্ত্রীর নাম পাল্টে রাখেন 'প্রমীলা'। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলো— দৈনিক নবযুগ (১৯২০; যুগ্ম সম্পাদনা), ধূমকেতু (১৯২২) এবং লাঙ্গল (১৯২৫)। তিনি ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক'; ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ পদক'; ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট ডিগ্রি'; ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' ও ১৯৭৭ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৩ মে কবিকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং একই সালে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য কবি ১৯২৬ সালে প্রথম ঢাকায় আসেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য ১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে আদালতের রায়ে তাঁর ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২৩ নভেম্বর ১৯২২ 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয় এবং ঐ দিনই তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয়। 'প্রলয় শিখা' গ্রন্থটি রচনার জন্য তাঁর ৬ মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯৪১ সালে বাকশক্তি রহিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র) ইন্তেকাল বরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		নাটক		
• বাঁধন-হারা (১৯২৭)	• কুহেলিকা (১৯৩১)	• ঝিলিমিলি (১৯৩০)	• ঝড় (১৯৬০)	• পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩)
• মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)		• মধুমালা (১৯৬০)	• আলেয়া (১৯৩১)	• পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে (১৯৬৪)

কাব্যগ্রন্থ					
বিদ্রোহপ্রধান			প্রেমপ্রধান কাব্য		শিশুতোষ কাব্য
• অগ্নিবীণা (১৯২২)	• ফণী-মনসা (১৯২৭)	• সন্ধ্যা (১৯২৯)	• দোলন-চাঁপা (১৯২৩)	• চক্রবাক (১৯২৯)	• ঝিঙেফুল (১৯২৬)
• সাম্যবাদী (১৯২৫)	• প্রলয় শিখা (১৯৩০)	• জিঞ্জির (১৯২৮)	• পুবের হাওয়া (১৯২৬)	• ছায়ানট (১৯২৪)	• সাত ভাই চম্পা
• বিষের বাঁশি (১৯২৪)	• ভাঙ্গার গান (১৯২৪)	• সর্বহারা (১৯২৬)	• সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭)		• সঞ্চিতা (১৯২৮)

জীবনীমূলক কাব্য				অন্যান্য কাব্য	
• চিত্তনামা (১৯২৫)	• নতুন চাঁদ (১৯৪৫)	• ঝড় (১৯৬০)	• মরুভাস্কর (১৯৫০)	• নির্ঝর	• শেষ সওগাত (১৯৫৮)

প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ গ্রন্থ				গল্প গ্রন্থ	
• যুগবাণী (১৯২২)	• দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)	• ধূমকেতু (১৯৬১)	• রুদ্রমঙ্গল ১৯২৭)	• ব্যথার দান (১৯২২)	• রিক্তের বেদন (১৯২৫)
• মন্দির ও মসজিদ	• রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩)			• শিউলি মালা (১৯৩১)	

অনুবাদ এবং বিবিধ		
• দিওয়ানে হাফিজ (অনুবাদ) ১৯৩০	• রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (অনুবাদ) ১৯৫৮	• কাব্যে আমপারা (অনুবাদ) ১৯৩৩
• মক্তব সাহিত্য (মক্তবের পাঠ্যবই) ১৯৩৫	• নজরুল রচনাবলী (ভলিউম ১-৪, বাংলা একাডেমী) ১৯৯৩	

সঙ্গীত গ্রন্থাবলি				
• নজরুল স্বরলিপি (১৯৩১)	• চোখের চাতক (১৯২৯)	• সুর-মুকুর (১৯৩৪)	• সুরলিপি (১৯৩৪)	• সুরসাকী (১৯৩১)
• নজরুল গীতিকা (১৯৩০)	• জুলফিকার (১৯৩২)	• গুলবাগিচা (১৯৩৩)	• গানের মালা (১৯৩৪)	• গীতিশতদল (১৯৩৪)
• রাঙ্গা জবা (শ্যামা সংগীত) ১৯৬৬	• বনগীতি (১৯৩২)	• চন্দ্রবিন্দু (১৯৪৬)	• বুলবুল (১ম খণ্ড-১৯২৮, ২য় খণ্ড-১৯৫২)	

নিষিদ্ধ গ্রন্থ				
• যুগবাণী (১৯২২)	• বিষের বাঁশি (১৯২৪)	• ভাঙার গান (১৯২৪)	• চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)	• প্রলয় শিখা (১৯৩০)

প্রথম রচনাসমূহ			
রচনার ধরন	রচনার নাম	রচনার ধরন	রচনার নাম
✪ কবিতা	মুক্তি (১৯১৯)	✪ নাটক	ঝিলিমিলি (১৯৩০)
✪ কাব্যগ্রন্থ	অগ্নি-বীণা (১৯২২)	✪ গল্প	বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (১৯১৯)
✪ গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান (১৯২২)	✪ প্রবন্ধ	তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯)
✪ প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগবাণী (১৯২২)	✪ নাট্যগ্রন্থ	ঝিলিমিলি (৩টি নাটক একত্রে)
✪ উপন্যাস	বাঁধনহারা (১৯২৭)		

উৎসর্গকৃত কাব্য	যাকে উৎসর্গ করেছেন	উৎসর্গকৃত কাব্য	যাকে উৎসর্গ করেছেন
✪ সঞ্চিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে	✪ চিত্তনামা	বাসন্তী দেবীকে
✪ অগ্নি-বীণা	বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে	✪ সর্বহারা	বিরজা সুন্দরীকে
✪ ভাঙার গান	মেদিনীপুর বাসীকে	✪ ছায়ানট	মুজাফফর আহমেদকে
✪ বিষের বাঁশী	মাসুদা খাতুনকে	✪ বাঁধনহারা (উপন্যাস)	নলিনীকান্তকে

❐ **কিছু কাব্য ও তাদের অন্তর্গত কবিতা**

কাব্যগ্রন্থের নাম	অন্তর্ভুক্ত কবিতা
✪ সাম্যবাদী	সাম্যবাদী, নারী, মানুষ, ঈশ্বর, কুলি মজুর।
✪ সিন্ধু-হিন্দোল	সিন্ধু, অভিমান, দারিদ্র্য।
✪ জিঞ্জির	উমর ফারুক, ভীরু, অগ্রপথিক।
✪ সর্বহারা	কাণ্ডারি হুঁশিয়ার, আমার কৈফিয়ত।
✪ ছায়ানট	বিদায় বেলায়, বিজয়িনী, চৈতি হাওয়া।
✪ সন্ধ্যা	চল্ চল্ চল্, গাহি তাহাদের গান, জীবন বন্দনা।
✪ দোলনচাঁপা	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, অবেলার ডাক, পুবের হাওয়া, বেলা শেষে, চোখের চাতক, পূজারিণী।
✪ অগ্নিবীণা	আগমনী, ধূমকেতু, আনোয়ার, রণভেরী, কামাল পাশা, কোরবানী, খেয়া পারের তরণী, শাত-ইল্-আরব।
✪ শিশুতোষ কবিতা	খুকী ও কাঠবিড়ালি, খাঁদু-দাদু, প্রভাতী, লিচু চোর, ঝুমকো লতায় জোনাকী, ঘুম পাড়ানি গান, মটকু মাইতি বাঁটকুল রায়।
✪ প্রেমমূলক কবিতা	চির জনমের প্রিয়া, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, বেদনা, অভিমান, মরমী, সাজিয়াছি মৃত্যুর ঘর।

❐ **গল্পগ্রন্থ ও তাদের অন্তর্গত গল্প**

নজরুলের তিনটি গল্প গ্রন্থে মোট ১৮ টি গল্প রয়েছে।

গল্প গ্রন্থের নাম	অন্তর্ভুক্ত গল্প
ব্যথার দান	ব্যথার দান, হেনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা, রাজ-বন্দীর চিঠি
রিক্তের বেদন	রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্ম-কাহিনী, মেহের নেগার, সাঁঝের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামী-হারা, দুরন্ত পথিক
শিউলি-মালা	পদ্মগোখরা, জিনের বাদ্‌শা, অগ্নি-গিরি, শিউলি-মালা

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অগ্নিবীণা

কাজী নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা', যেটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপক্ষে আগুনের বীণার মতই। 'অগ্নিবীণা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলি হচ্ছে - 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত্-ইল্-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মহর্‌রম'। গ্রন্থটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

বিদ্রোহী (কবিতা)

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী'। এই কবিতার জন্যই তাঁকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয়। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। কবিতাটি 'অগ্নিবীণা'য় প্রকাশের আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৬ জানুয়ারি ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায়। সে সময় বিজলী পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলো নলিনীকান্ত সরকার। পরবর্তীতে মোসলেম ভারত, প্রবাসী, মধুমতি এবং সাধনা সহ অন্যান্য কিছু পত্রিকাতেও কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাংলা ভাষায় নজরুলই এই ছন্দের প্রবর্তক। সজনীকান্ত দাস তার শনিবারের চিঠি পত্রিকায় এ কবিতার জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে লেখালেখি করতেন।

সাম্যবাদী

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নজরুলের অসাধারণ ও মানবতাবাদী কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, নারী, কুলি-মজুর ইত্যাদি এর উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ গ্রন্থে কতিপয় বিপ্লবাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন নজরুল। এই গ্রন্থে নজরুল সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন।

সঞ্চিতা

সঞ্চিতা নজরুলের অনুমোদনে প্রকাশিত তাঁর কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ। গ্রন্থটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়। উৎসর্গ করেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ৭৮টি কবিতা ও গান এখানে সংকলিত। নজরুলের কবিতার ধারা বোঝার জন্য এ সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জীবিতাবস্থায় নজরুল এগুলোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি বলে অনুমোদন করে গেছেন।

বিষের বাঁশী

'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন কবি নিজেই। ১৯২৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়। সে বছরই সরকার গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করে। এটি নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো বিদ্রোহাত্মক ও জাগরণমূলক। এই গ্রন্থে ২৭ টি কবিতা রয়েছে। বন্দী-বন্দনা, শিকল-পরা গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি, সত্য-মন্ত্র ইত্যাদি এ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা।

সন্ধ্যা

'সন্ধ্যা' কাব্যেগ্রন্থের অন্তর্গত "চল্ চল্ চল্" কবিতাটি 'নতুনের গান' শিরোনামে ১৯২৮ সালে 'শিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতার ২১ লাইন আমাদের রণসংগীত।

উপন্যাস

বাঁধন হারা

'বাঁধন হারা' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। এতে মোট ১৮টি পত্র আছে। করাচিতে থাকাকালীন তিনি 'বাঁধন হারা' উপন্যাস রচনা শুরু করেন। এটি ১৯২১ সালে প্রথম 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রধান চরিত্র– নুরু, মাহবুবা, রাবেয়া ও সাহসিকা প্রমুখ। নুরু মাহবুবা একে অন্যকে পছন্দ করে এবং তাদের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়। এই সময়ে নুরু বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। মনে হয়, নজরুলের জীবনের কাহিনি, এবং উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরু একই মানুষ। মাহবুবা, রাবেয়া ও সাহসিকা, নুরু একে অপরের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখে।

মৃত্যুক্ষুধা

এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাম্যবাদী চেতনার উপন্যাস। উপন্যাসটি নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এটি ত্রিশাল ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ক্ষুধা-পীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। লেখক এতে তুলে ধরেছেন তৎকালীন দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক দুরাবস্থা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ প্রভৃতি। নারী জীবনের দুর্বিষহ অন্ধকার এবং সমাজের বাস্তবচিত্রও উঠে এসেছে এখানে। প্রধান চরিত্র- রুবি, প্যাকেলে, কুর্শি, আনসার, মোয়াজ্জেম, মেজ বৌ প্রমুখ।

কুহেলিকা

এটি নজরুলের সর্বশেষ উপন্যাস যা ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নজরুলের রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে। বিপ্লবী যুবক জাহাঙ্গীর চরিত্র দিয়ে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতির সফল প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাসে। ব্যঙ্গ, হাস্যরস ও প্রাণের স্পর্শের পাশাপাশি মিথ-কথনের প্রয়াস রয়েছে। প্রধান চরিত্র – জাহাঙ্গীর (বিপ্লবী স্বদেশী দলের কর্মী), হারুন (তরুণ কবি), প্রমথ (হিন্দু বিপ্লবী), চম্পা, তাহমিনা (ভুণী), ফিরদৌস বেগম। নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম ও বিয়ের ছায়াপাতও 'কুহেলিকা' উপন্যাসে দেখা যায়। ।

প্রবন্ধ

রাজবন্দীর জবানবন্দী

'ধূমকেতু' পত্রিকাটিতে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার কারণে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে কাজী নজরুল ইসলাম গ্রেফতার হন এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর মামলার শুনানি চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থনে ১৯২৩, ৭ জানুয়ারি মামলার জবাবে কাজী নজরুল ইসলাম যে জবানবন্দী দেন, সেটিই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনাম পায়। জবানবন্দিতে ব্রিটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, ঘৃণা, দ্রোহ মূলত সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের উচ্চারণ। এই রচনায় নজরুল স্পষ্টভাবে অত্যন্ত বলদৃপ্ত ভাষায় ঘোষণা করেন তাকে অহেতুক 'রাজদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি নিজেকে নৈতিকভাবে নিরপরাধ বলে আদালতে ঘোষণা করেন। কারণ তাঁর বিদ্রোহ অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে, রাজার বিরুদ্ধে নয়। তিনি বলেন–

"আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।"

যুগবাণী

এটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তৎকালীন ভারত-সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। নজরুলের ৫টি নিষিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ হয়। 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি নিবন্ধনের সংকলন 'যুগবাণী'। তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে 'যুগবাণী'কে একটি ভয়ংকর বই হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, লেখক বইটির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করছেন।

☆ জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোনটি উপন্যাস নয়? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) শেষের কবিতা (গ) পল্লী-সমাজ (ঘ) কবিতার কথা

০২। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'- কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (গ) সমর সেন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

০৩। ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন কে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) ডব্লিউ বি ইয়েটস (খ) ক্লিনটন বি সিলি (গ) অরুন্ধতী রায় (ঘ) অমিতাভ ঘোষ

০৪। জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন কে? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বিষ্ণু দে (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৫। কোনটি উপন্যাস নয়? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) দিবারাত্রির কাব্য (খ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (গ) কবিতার কথা (ঘ) পথের পাঁচালী

০৬। জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি (খ) কবিতার কথা (গ) ঝরা পালকের কবি (ঘ) দুর্দিনের যাত্রী

০৭। জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোন জেলায়? [১৬তম বিসিএস]
(ক) বরিশাল জেলা (খ) ফরিদপুর জেলা (গ) ঢাকা জেলা (ঘ) রাজশাহী জেলা

০৮। জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ- [১৩তম বিসিএস]
(ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি (খ) নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (গ) একক সন্ধ্যায় বসন্ত (ঘ) অন্ধকারে একা

০৯। রূপসী বাংলার কবি- [১২তম বিসিএস]
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) কালিদাস রায় (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উত্তরমালা																	
০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ



জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালের ধানসিঁড়ি নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা কবি কুসুম কুমারী দাশ। তাঁর ডাক নাম মিলু। তাঁকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, তিমির হননের কবি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি, পরাবাস্তববাদী কবি, প্রকৃতির কবি। তিনি পঞ্চপান্ডব কবিদের একজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময় কবিতা' বলেছেন। তিনি এডগার এলেন পোর 'টু হেলেন' অবলম্বনে 'বনলতা সেন' কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারে ছন্দে রচিত। আব্দুল মান্নান সৈয়দ কবিকে – 'শুদ্ধতম কবি' এবং বুদ্ধদেব বসু 'নির্জনতম কবি' বলেছেন। বিদেশি গবেষক – 'ক্লিনটন বি সিলি' তাঁকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর ছদ্মনাম 'শ্রীং', 'কালপুরুষ' এবং পারিবারিক পদবী 'দাশগুপ্ত'। তিনি দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। জীবনানন্দ ১৯৫২ সালে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার'; ১৯৫৫ সালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' ('অকাদেমি পুরস্কার' ভারতের একটি সাহিত্য সম্মাননা) লাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে তিনি 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' (১৯২৫) কবিতা লিখেছেন। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• ঝরা পালক (১৯২৮)	• বনলতা সেন (১৯৪২)	• ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)	• মহাপৃথিবী (১৯৪৪)
• সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)	• রূপসী বাংলা (১৯৫৭)	• বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)	• শ্রেষ্ঠ কবিতা

উপন্যাস				প্রবন্ধ
• মাল্যবান (১৯৭৩)	• সতীর্থ (১৯৭৪)	• কল্যাণী (১৯৯৯)	• নিরুপম যাত্রা	• কবিতার কথা (১৯৫৫)
• বিভা	• জলপাইহাটি	• বাসমতীর উপাখ্যান	• সফলতা-নিষ্ফলতা	• কেন লিখি

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঝরা পালক(কাব্যগ্রন্থ)

কবি জীবনানন্দ দাশের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'। ১৯২৭ সালে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে তিনি ৩৫টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বনলতা সেন (কাব্যগ্রন্থ)

জীবনানন্দ দাশের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'। ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়নে যেমন বিদিশা, শ্রাবস্তি উঠে এসেছে; তেমনি বেতের ফলের মতো বা পাখির নীড়ের মতো উপমাগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কার্যমণ্ডল। প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বর্তমানকে তন্নতন্ন করে খোঁজা- এসব কিছুর সমাহার ঘটেছে এ কাব্যে। পাখির নীড়ের মতো চোখ, শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা, অন্ধকারের মতো কালো চুল ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে 'বনলতা সেন' কাব্যকে বিশেষ অনবদ্যতা দান করেছেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো– বনলতা সেন, কুড়ি বছর পরে, আমি যদি হতাম, নগ্ন নির্জন হাত, হাওয়ার রাতে, সুরঞ্জনা।

☆ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) (১৮৯৯-১৯৭৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বনফুল' কার ছদ্মনাম? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (ঘ) মোহিতলাল মজুমদার



বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই, বিহারের মণিহারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে জীবন নাটকের পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন এবং অহিংস আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর ছদ্মনাম 'বনফুল' ও 'লীলাবান'। 'অগ্নি' উপন্যাসটি ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেন। বিখ্যাত ছোটগল্প 'নিমগাছ'। ১৯৬২ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং ১৯৬৭ সালে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					
• তৃণখণ্ড (১৯৩৫)	• কিছুক্ষণ (১৯৩৭)	• মৃগয়া (১৯৪০)	• পঞ্চপর্ব (১৯৫৫)	• অগ্নি (১৯৪৬)	• লক্ষ্মীর আগমন (১৯৫৪)
• সে ও আমি (১৯৪২)	• নির্মোক (১৯৪০)	• দ্বৈরথ (১৯৩৭)	• জঙ্গম (১৯৪৩)	• স্থাবর (১৯৫১)	• বৈতরণী তীরে (১৯৩৬)
কাব্যগ্রন্থ					
• ব্যঙ্গ কবিতা (১৯২৯)	• করকমলেষু (১৯৪৯)	• বনফুলের কবিতা (১৯৩৬)	• অঙ্গারপর্ণী (১৯৪০)	• চতুর্দশী (১৯৪০)	
গল্পগ্রন্থ					
• বাহুল্য (১৯৪৩)	• বনফুলের গল্প (১৯৩৬)	• বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪)	• অদৃশ্যলোকে (১৯৪৬)	• সপ্তমী (১৯৬০)	
• তন্বী (১৯৪৯)	• নবমঞ্জরী (১৯৫৪)	• উর্মিমালা (১৯৫৫)	• অনুগামিনী (১৯৪৭)	• দূরবীণ (১৯৬১)	
নাটক					
• রূপান্তর (১৯৩৮)	• মধ্যবিত্ত (১৯৪৩)	• কঞ্চি (১৯৪৫)	• ত্রিনয়ন (১৯৪৬)		
জীবনী নাটক					
• শ্রী মধুসূদন (১৯৩৯)		• বিদ্যাসাগর (১৯৪২)			

☆ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)☆



অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ সালে ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলির শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মা অনিন্দিতা দেবী। পুরো নাম অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬০ সালে 'চলো যাই' গদ্যগ্রন্থের জন্য 'ইউনেস্কো পুরস্কার'; ১৯৬৪ সালে 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৮৬ সালের ১২ জুন পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					
• কবিতাবলী (১৯২৫)	• উপহার (১৯২৭)	• খসড়া (১৯৩৮)	• এক মুঠো (১৯৩৯)	• মাটির দেয়াল (১৯৪২)	• হারানো অর্কিড
• পারাপার (১৯৫৩)	• অভিজ্ঞান বসন্ত	• দূরবাণী	• পালাবদল (১৯৫৫)	• ঘরে ফেরার দিন (১৯৬৪)	• পুষ্পিত ইমেজ

গদ্য রচনা				
• চলো যাই (১৯৬১)	• সাম্প্রতিক (১৯৬৩)	• পুরবাসী	• পথ অন্তহীন	• অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ সংগ্রহ

☆ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)☆



প্রমথনাথ বিশী ১৯০১ সালের ১১ জুন নাটোরে জন্মগ্রহণ করেন। লেখক, শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বিশী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম 'বিষ্ণু শর্মা', 'হাতুড়ি, প্রণাবি', 'নব কমলাকান্ত'। ১৯৬০ সালে কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালের ১০ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			নাটক
• লালকেল্লা (১৯৬৩)	• পদ্মা (১৯৩৬)	• চলনবিল (১৯৫১)	• মৌচাকে ঢিল (১৯৩৮)
• কেরী সাহেবের মুন্সী (১৯৫৮)	• জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার (১৯৩৭)	• বঙ্গভঙ্গ (১৯৮৩)	• ভূতপূর্ব স্বামী (১৯৪৭)

কাব্যগ্রন্থ					
• দেয়ালী (১৯২৩)	• বসন্ত সেনা (১৯২৭)	• যুক্তবেণী (১৯৪৮)	• হংস মিথুন (১৯৫০)	• উত্তর মেঘ (১৯৫৩)	• কিংশুক বহ্নি (১৯৫৯)

☆ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কখনো উপন্যাস লেখেননি- [২৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) বুদ্ধদেব বসু



সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালে ৩০ অক্টোবর কলকাতার হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা, বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক' বলা হয়। তিনি 'ক্লাসিক কবি' হিসেবে পরিচিত। তাঁর ছদ্ম নাম 'বিশ্বকর্মা'। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'পরিচয়' (ত্রৈমাসিক)। তিনি পঞ্চপাণ্ডব ও ত্রিশের দশকের কবিদের একজন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'কুক্কুট' এবং প্রথম কাব্য তন্বী। তিনি ১৯৬০ সালের ২৫ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					
• অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫)	• দশমী (১৯৫৬)	• তন্বী (১৯৩০)	• উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০)	• ক্রন্দসী (১৯৩৭)	• সংবর্ত (১৯৫৩)

প্রবন্ধ গ্রন্থ		অনুবাদগ্রন্থ
• স্বগত (১৯৩৮)	• কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)	• প্রতিধ্বনি (১৯৫৪)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'বিষের বাঁশী' কাজী নজরুলের রচিত একটি –
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) উপন্যাস (গ) কাব্যগ্রন্থ (ঘ) প্রবন্ধ

০২। 'জীবন বন্দনা' নজরুলের কোন কাব্যের কবিতা?
(ক) সন্ধ্যা (খ) বিষের বাঁশী (গ) সাম্যবাদী (ঘ) জিঞ্জীর

০৩। কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমিতে অঙ্কিত হয়েছে –
(ক) নদীয়ার চাঁদ সড়কের জনজীবন (খ) ত্রিশাল গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন
(গ) কুমিল্লার দৌলতপুরের কৃষক জীবন (ঘ) হুগলীর তাজপুরের গ্রামীণ জীবন

০৪। 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' কার রচনা?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) ইমদাদুল হক (গ) মোজাম্মেল হক (ঘ) ফজলুল করিম

০৫। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়েছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'- কার লেখা?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) সৈয়দ শামসুল হক (গ) জসিম উদ্দিন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

০৬। 'ফুড কনফারেন্স' কোন ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) কাব্য (গ) ভ্রমণকাহিনি (ঘ) গল্প গ্রন্থ

০৭। নিচের কোনটি ব্যঙ্গ রচনা –
(ক) আয়না (খ) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (গ) শবনম (ঘ) মৃত্যুক্ষুধা

০৮। রম্যরচনার জন্য খ্যাত লেখক হলেন –
(ক) গোলাম মোস্তফা (খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

০৯। কবি নজরুল ইসলামের কোন কবিতাটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন?
(ক) নতুন চাঁদ (খ) বিদ্রোহী (গ) দারিদ্র্য (ঘ) আনন্দময়ীর আগমনে

১০। নিচের কোনটি নজরুল ইসলাম রচিত?
(ক) গোরা (খ) আনন্দ মঠ (গ) বাঁধন-হারা (ঘ) কবি

১১। কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন –
(ক) সঞ্চিতা (খ) ব্যথার দান (গ) বিষের বাঁশী (ঘ) রাজবন্দীর জবানবন্দী

১২। কোন গ্রন্থটি কাজী নজরুল ইসলাম কাব্যানুবাদ করেছেন?
(ক) শিউলি মালা (খ) চক্রবাক (গ) বিষের বাঁশি (ঘ)রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

১৩। অমিয় চক্রবর্তীর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) উপহার (খ) খসড়া (গ) কবিতাবলী (ঘ) এক যুগে

১৪। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কোনটি?
(ক) বেলা শেষের গান (খ) নিশান্তিকা (গ) হেমন্ত গোধুলী (ঘ) পুবের হাওয়া

১৫। 'ঝিঙে ফুল' কবিতার কবি হচ্ছেন –
(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

১৬। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত প্রথম কাব্য কোনটি?
(ক) দশমী (খ) মাটির দেয়াল (গ) উত্তর ফাল্গুনী (ঘ) তন্বী

১৭। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতা সংখ্যা –
(ক) ১২ (খ) ১৪ (গ) ১৯ (ঘ) ১৭

১৮। নজরুলের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
(ক) মৃত্যুক্ষুধা (খ) বাঁধনহারা (গ) কুহেলিকা (ঘ) ব্যথার দান

১৯। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
(ক) রাজবন্দীর রোজনামচা (খ) দুর্দিনের যাত্রী (গ) দুর্দিনের দিনলিপি (ঘ) জাপান যাত্রী

২০। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'শিশুতোষ' শ্রেণির কবিতা-
(ক) কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' (খ) মরুসূর্য (গ) ঝিঙেফুল (ঘ) নিশান্তিকা

২১। 'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থের রচয়িতা –
(ক) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (খ) আবুল মনসুর আহমদ (গ) কাজী মোতাহার হোসেন (ঘ) গোলাম মোস্তফা

২২। কাজী নজরুল ইসলামকে কোন সালে ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে আনা হয়?
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে (গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৯ সালে

২৩। কোন সালে নজরুল ইসলাম বাকশক্তি রহিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?
(ক) ১৯৪১ (খ) ১৯২৮ (গ) ১৯২৯ (ঘ) ১২৩০

২৪। নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি ঘোষণা করা হয় কোন সনে?
(ক) ৯১৭১ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে (গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৮০ সালে

২৫। 'শিউলিমালা' কে লিখেছেন?
(ক) কাজী নজরুল (খ) অমিয় চক্রবর্তী (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী

২৬। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদিত পত্রিকা নয়?
(ক) লাঙ্গল (খ) দৈনিক নবযুগ (গ) মাহে নও (ঘ) ধূমকেতু

২৭। 'আবে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা–
(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

২৮। ত্রিশাল থানাটি কোন কবির স্মৃতিবিজড়িত স্থান?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

২৯। কোনটি জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ নয়?
(ক) রূপসী বাংলা (খ) বনলতা সেন (গ) সাতটি তারার তিমির (ঘ) সোনালী কাবিন

৩০। নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) অগ্নিবীণা (খ) ফণিমনসা (গ) সর্বহারা (ঘ) ছায়ানট

৩১। নিচের কোনটি কাব্যগ্রন্থ?
(ক) মাল্যবান (খ) কল্যাণী (গ) সতীর্থ (ঘ) মহাপৃথিবী

৩২। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ নয়?
(ক) অগ্নি-বীণা (খ) দোলনচাঁপা (গ) চক্রবাক (ঘ) বলাকা

৩৩। 'সত্যমিথ্যা' ভাবানুবাদ উপন্যাসের লেখক কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

৩৪। 'মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য' নজরুল ইসলামের
(ক) 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার একটি চরণ (খ) 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি চরণ
(গ) 'খেয়াপারের তরুণী'র একটি চরণ (ঘ) 'শাত-ইল্-আরব' কবিতার একটি চরণ

৩৫। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি –
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) গল্প (ঘ) প্রবন্ধ

৩৬। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' কার লেখা?
(ক) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (খ) কাজী মোতাহার হোসেন (গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) গোলাম মোস্তফা

৩৭। ত্রিশের দশকের সবচেয়ে তথাকথিত কোন গণবিচ্ছিন্ন কবি এখনো জনপ্রিয়?
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) কাজী মোতাহার হোসেন (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

৩৮। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায়?
(ক) মোসলেম ভারত (খ) বিজলী (গ) দৈনিক নবযুগ (ঘ) ধূমকেতু

৩৯। নজরুল ইসলামের প্রেমের কাব্য –
(ক) ছায়ানট (খ) সর্বহারা (গ) মৃত্যুক্ষুধা (ঘ) চক্রবাক

৪০। 'বনলতা সেন' কার রচনা?
(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

৪১। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাপার' গানটির রচিয়তা কে?
(ক) অমিয় চক্রবর্তী (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২। কবি জীবনানন্দ দাশের ওপর যে বিদেশি গবেষক গবেষণা করেন তাঁর নাম –
(ক) আলবার্ট হেনরিখ (খ) উইলিয়াম রাদিচি (গ) ক্লিনটন বি সিলি (ঘ) টেড হিউস

৪৩। জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ –
(ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি (খ) ঝরা পালক (গ) রূপসী বাংলা (ঘ) সাতটি তারার তিমির

৪৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম –
(ক) ঢাকায় (খ) কলকাতায় (গ) আসামে (ঘ) বরিশালে

৪৫। কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?
(ক) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৪৬। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য ১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ সালে আদালতের রায়ে নজরুল ইসলামের কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়?
(ক) ২ মাস (খ) ৩ মাস (গ) ৬ মাস (ঘ) ১ বছর

৪৭। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি' কোন কবি একথা বলেছিলেন?
(ক) কাজী মোতাহার হোসেন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জীবনানন্দ দাশ (ঘ) নীরদচন্দ্র চৌধুরী

৪৮। জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা কিসের পরিচায়ক?
(ক) স্বদেশ প্রীতি ও নিসর্গময়তা (খ) জীবনবোধ ও সজীবতা
(গ) অপরাজেয় যৌবনের উদ্দামতা (ঘ) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চেতনা

৪৯। জীবনানন্দ দাশ প্রধানত –
(ক) ছন্দের কবি (খ) ভাবের কবি (গ) প্রকৃতির কবি (ঘ) মানুষের কবি

৫০। 'সংবর্ত' লিখেছেন–
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) প্রমথনাথ বিশী (গ) জীবনান্দ দাশ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫১। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন দুজন কবি?
(ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী (খ) কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ
(গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে

৫২। কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস?
(ক) ছায়ানট (খ) বুলবুল (গ) আলোয়া (ঘ) কুহেলিকা

৫৩। 'কেরী সাহেবের মুন্সি'র লেখক কে?
(ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র (খ) আবুল ফজল (গ) সৈয়দ মুজতবা আলী (ঘ) প্রমথনাথ বিশী

৫৪। নিচের কোনটি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?
(ক) সে ও আমি (খ) অগ্নি (গ) লক্ষ্মীর আগমন (ঘ) সবগুলো

৫৫। 'অগ্নি' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) কাব্যগ্রন্থ (গ) রাজনৈতিক উপন্যাস (ঘ) সামাজিক নাটক

৫৬। বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির' প্রবর্তক কে?
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) আবুল ফজল (গ) অন্নদাশঙ্কর রায় (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

৫৭। 'বাংলাদেশ' কবিতাটি কার লেখা?
(ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (খ) শামসুর রাহমান (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

৫৮। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি যে সালে প্রকাশিত হয় –
(ক) ১৯২০ (খ) ১৯২১ (গ) ১৯২২ (ঘ) ১৯২৩

৫৯। নিচের কোনটি কাব্যধর্মী রচনা?
(ক) পারাপার (খ) পুরবাসী (গ) সাম্প্রতিক (ঘ) চলো যাই

৬০। অমিয় চক্রবর্তীর মৃত্যুস্থান কোথায়?
(ক) ঢাকায় (খ) চট্টগ্রামে (গ) দিল্লিতে (ঘ) শান্তিনিকেতনে

৬১। অমিয় চক্রবর্তী ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন কোন গ্রন্থের জন্য?
(ক) ঘরে ফেরার দিন (খ) চলো যাই (গ) বাংলাদেশ (ঘ) উপহার

৬২। 'ক্ল্যাসিক কবি' হিসেবে পরিচিত –
(ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) আবুল ফজল (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬৩। 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে' পঙ্‌ক্তির স্রষ্টা –
(ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) জসীম উদ্‌দীন (গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) প্রেমেন্দ্র মিত্র

৬৪। ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনা কোনটি?
(ক) নদী ও নারী (খ) নেমেসিস (গ) যদি এমন হতো (ঘ) ফুড কনফারেন্স

৬৫। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) পারস্য বিজয় (খ) পারস্য প্রতিভা (গ) স্পেন বিজয় (ঘ) সপ্তপদী

৬৬। 'বিদায় হজ্জ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (খ) আবুল মনসুর আহমদ
(গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

৬৭। নিচের কে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ছিলেন?
(ক) নীরদচন্দ্র চৌধুরী (খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
(গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) অমিয় চক্রবর্তী

৬৮। কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুদিবস –
(ক) ২৭ আগস্ট (খ) ২৯ আগস্ট (গ) ২৩ আগস্ট (ঘ) ২৫ আগস্ট

৬৯। 'বিচারক' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

৭০। 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থটি কার লেখা?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ঙ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	গ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	গ
২১	খ	২২	ঙ	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	গ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	ঘ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	গ	৪৮	ঙ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	খ	৫২	ঙ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	ক	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	ক	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	গ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	ক	৬৭	ঘ	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	খ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

☆ ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) ভাষার ইতিবৃত্ত (খ) আধুনিক ভাষাতত্ত্ব

(গ) মনীষা মঞ্জুষা (ঘ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান



ড. মুহম্মদ এনামুল হক ১৯০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙালি শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক এনামুল হক কর্মজীবনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। 'মনীষা মঞ্জুষা' তাঁর ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ গ্রন্থ, ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ- 'ব্যাকরণ মঞ্জুরি'এবং ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ'। 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থটি তিনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সহযোগে রচনা করেন। ১৯৫৬ সালে তাঁকে নবগঠিত বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৭৯ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৮৩ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গবেষণাগ্রন্থ		
• মনীষা মঞ্জুষা	• আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	• বঙ্গে সূফী প্রভাব
• বাংলা ভাষার সংস্কার	• পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম	• ব্যাকরণ মঞ্জুরি
• মুসলিম বাঙলা সাহিত্য	• চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ	• বুলগেরিয়া ভ্রমণ

☆ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)☆



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান মাদারীপুর জেলায়। কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর ছদ্মনাম 'নীহারিকা দেবী'এবং সম্পাদিত পত্রিকা 'কল্লোল'। তিনি ১৯৭৫ সালে 'জগত্তারিণী পুরস্কার' লাভ করেন। অমাবস্যা (১৯৩০) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। ১৯৭৬ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• বেদে (১৯২৮)	• কাকজ্যোৎস্না (১৯৩১)	• বিবাহের চেয়ে বড় (১৯৩১)	• প্রাচীর ও প্রান্তর (১৯৩২)	• প্রথম কদমফুল (১৯৬১)
কাব্যগ্রন্থ				
• অমাবস্যা (১৯৩০)		• আমরা (১৯৩৩)	• উত্তরায়ণ (১৯৭৪)	• নীল আকাশ (১৯৪৯)
• আজন্মসুরভী (১৯৫১-৫২)		• পূর্ব-পশ্চিম (১৯৬৯)	• প্রিয়া ও পৃথিবী (১৯৩৬)	
গল্পগ্রন্থ			**জীবনীগ্রন্থ**	
• টুটা-ফুটা (১৯২৮)	• অধিবাস (১৯৩২)	• অকাল বসন্ত (১৯৩২)	• পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ড)	
• চাষাভুষা (১৯৪৭)	• সারেঙ (১৯৪৭)	• হাড়ি মুচি ডোম (১৯৪৮)	• বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (তিন খণ্ড)	
• যতনবিবি (১৯৪৪)	• একরাত্রি (১৯৬১)	• কাঠ খড় কেরোসিন (১৯৪৫)	• উদ্যত খড়্গ (অখণ্ড সংস্করণ)	

☆ আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)☆



আবুল ফজল ১৯০৩ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেঁওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে মুক্ত বুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী বলা হয়। তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ তথা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কর্মজীবনে আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাষ্ট্রপতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৬২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১২ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৩০ সালে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক হন। 'চৌচির' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস এবং 'দুর্দিনের দিনলিপি' মুক্তিযুদ্ধকালীন ডায়েরি। তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ: সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন। ১৯৮৩ সালের ৪ মে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ

• বিচিত্র কথা (১৯৪০)	• সমকালীন চিন্তা (১৯৭০)	• সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫)
• বিদ্রোহী কবি নজরুল (১৯৫১)	• মানবতন্ত্র (১৯৭৯)	• সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র (১৯৬৮)
• সাংবাদিক মুজিবুর রহমান (১৯৬৭)	• রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)	• একুশ মানে মাথা নত না করা
• সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১)	• শুভ বুদ্ধি (১৯৭৪)	• শেখ মুজিব: তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮)

উপন্যাস			নাটক		
• চৌচির (১৯৩৪)	• প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৯৪৬)	• সাহসিকা (১৯৪৬)	• পরিবর্তন	• প্রগতি (১৯৪৮)	• আলোক সভা
• স্বয়ম্বরা (১৯৬৬)	• জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮)	• রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭)	• কায়েদে আজম (১৯৪৬)		• একটি সকাল

আত্মকাহিনি			গল্পগ্রন্থ	
• রেখাচিত্র (১৯৬৬)	• লেখকের রোজনামচা (১৯৬৯)	• দুর্দিনের দিনলিপি (১৯৭২)	• মাটির পৃথিবী (১৯৪০)	• মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮)

ছোটগল্প					অনুবাদ	ভ্রমণকাহিনি
• মা	• রহস্যময়ী	• তিনবার	• বিবর্তন	• জয়	• দর্শনের ইতিহাস	• সফরনামা (১৯৭৫)
• জনক	• চোর	• পরিণাম	• উচ্চ ও তুচ্ছ			

☆ জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। জসীম উদ্‌দীনের রচনা কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
(ক) যাদের দেখেছি (খ) পথে প্রবাসে (গ) কাল নিরবধি (ঘ) ভবিষ্যতের বাঙালী

০২। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের রচনা? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) গাজী মিয়াঁর বস্তানী (খ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (গ) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (ঘ) ঠাকুরবাড়ির আঙিনা

০৩। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের নাটক? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) রাখালী (খ) মাটির কান্না (গ) বেদের মেয়ে (ঘ) বোবা কাহিনী

০৪। কোন কাব্যটি পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) চৈতালী (খ) রাখালী (গ) ফণিমনসা (ঘ) আলো পৃথিবী

০৫। তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি? [৩১তম বিসিএস]
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) ফররুখ আহমদ (গ) আবুল হাসান (ঘ) শহীদ কাদরী

০৬। জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়? [২৫তম বিসিএস]
(ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (খ) ধূমকেতু (গ) কল্লোল (ঘ) কালি ও কলম

০৭। 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা? [২৪তম বিসিএস]
(ক) কাব্য (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধ

০৮। জসীম উদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [২৪তম বিসিএস]
(ক) রাখালী (খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট (গ) নক্সী কাঁথার মাঠ (ঘ) বালুচর

০৯। কবি জসীম উদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
(ক) ১৯০৩–১৯৭৬ (খ) ১৮৮৯–১৯৬৬ (গ) ১৮৯৯–১৯৭৯ (ঘ) ১৯১০–১৯৮৭

উত্তরমালা																	
০১	ক	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	ক



জসীম উদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুল খানা গ্রামে (মাতুলালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে। মোহাম্মাদ জসীম উদ্‌দীন মোল্লা তার পূর্ণ নাম হলেও তিনি জসীম উদ্‌দীন নামেই পরিচিত। তাঁর ছদ্মনাম 'তুজাম্বর আলী' উপাধি- পল্লীকবি। তিনি ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ড. দীনেশ সেনের সহায়তায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লিগীতি সংগ্রাহক পদে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. লিট' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন কিন্তু এ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৬ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৭৮ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। কবি ১৯৭৬ সালে ১৩ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন এবং গোবিন্দপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• রাখালী (১৯২৭)	• নকশী কাঁথার মাঠ (১৯২৯)	• ধানখেত (১৯৩৩)	• সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪)	• সুচয়নী (১৯৬১)
• হাসু (১৯৩৮)	• কাফনের মিছিল (১৯৭৮)	• মাটির কান্না (১৯৫১)	• মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩)	• রূপবতী (১৯৪৬)
• সকিনা (১৯৫৯)	• পদ্মা নদীর দেশে (১৯৬৯)	• জলে লেখন (১৯৬৯)	• দুমুখো চাঁদ পাহাড়ি (১৯৮৭)	• মহরম
• বালুচর (১৯৩০)	• এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬)	• হলুদ বরণী (১৯৬৬)	• ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২)	

ভ্রমণকাহিনি		সঙ্গীত	
• চলে মুসাফির (১৯৫২)	• যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)	• রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫)	• জারি গান (১৯৬৮)
• হলদে পরীর দেশে (১৯৬৭)	• জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫)	• গাঙের পাড় (১৯৬৪)	• মুর্শিদী গান (১৯৭৭)

নাটক			আত্মকথা	
• পদ্মাপার (১৯৫০)	• পল্লীবধূ (১৯৫৬)	• মধুমালা (১৯৫১)	• যাদের দেখেছি (১৯৫২)	• জীবন কথা (১৯৬৪)
• বেদের মেয়ে (১৯৫১)	• আসমান সিংহ (১৯৮৬)		• স্মরণের সরণী বাহি (১৯৭৮)	• স্মৃতিপট (১৯৬৪)
• গ্রামের মায়া (১৯৫৯)	• ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)		• ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (১৯৬১)	

উপন্যাস	
• বোবা কাহিনী (১৯৬৪)	• বউ টুবানির ফুল (১৯৯০)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নকশী কাঁথার মাঠ

একটি বিয়োগান্তক কাহিনিকাব্য বা গীতিকাব্য। কাহিনি নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে। কবি এই কাব্যোপন্যাসটিতে রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ কিশোর কিশোরীর প্রেম কাহিনির উন্মেষ, বিকাশ ও করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে পল্লির প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক অবস্থা ও লোকজীবন তুলে ধরেছেন। এটি ই. এম মিলফোর্ড "The Field of the Embroidered Quilt" নামে ১৯৩৯ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

সোজন বাদিয়ার ঘাট জসীম উদ্‌দীনের একটি কাহিনীকাব্য। কাব্যটি ছয়টি পর্বে বিভক্ত। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র- সোজন (মুসলমান) এবং দুলি (হিন্দু)। ভিন্ন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার প্রেম কাহিনীকে উপজীব্য করে গ্রামীণ পটভূমির আঙ্গিকে রচিত হয়েছে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটি। "সোজন বাদিয়ার ঘাট"-এর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ "জিপ্সি ওয়ার্ফ" (Gipsy Wharf)। UNESCO জসীমউদদীনের "সোজন বাদিয়ার ঘাট"-কে এশীয় সিরিজের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের সম্মাননা দিয়েছে।

রাখালী

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ – রাখালী। ১৯ টি কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৭ সালে পলাশ প্রকাশনী হতে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। জসীম উদ্‌দীনের তরুণ বয়সের লেখা কবিতাগুলো রয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। কবিতাগুলোতে পল্লি জীবনের প্রভাব বেশি রয়েছে। এই কাব্যের কিছু উল্লেখযোগ্য কবিতা – রাখালী, কিশোরী, রাখাল ছেলে, কবর, মা, পল্লি জননী, তরুণ কিশোর, মনই যদি নিবি, বৈদেশী বন্ধু (গান বারমাসি), পাহাড়িয়া, কৃষান-দুলালি, মনা শেখ, শাক তুলুনী, বৈরাগী আর বোস্টমী যায়, জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়, বোশেখ শেষের মাঠ, গহীন গাঙের নায়া, সুজন বন্ধুরে (গান), সিঁদুরে বেসাতি (মেয়েলি গানের সুর)।

কবর (কবিতা)

'কবর' কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'কবর' প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৯২৫ সালে, তখন কবি বি.এ. ক্লাসে পড়তেন। তখনই কবিতাটি মাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কবিতাটিতে ১১৮ টি লাইন রয়েছে। এই কবিতাটি শুধু প্রিয়জনদের জন্য শোক নিয়েই রচিত নয় বরং কবিতাটিতে গাঢ় বেদনা আর ভালবাসার রঙে আঁকা বাংলার পল্লি জীবনের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি ফুঁটে উঠেছে।

বোবা কাহিনী

'পল্লীকবি' জসীম উদ্‌দীনের প্রথম উপন্যাস 'বোবা কাহিনী'। এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ লোকজীবন ভিত্তিক। ভূমিহীন কৃষকদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, মহাজনের শোষণ, ভণ্ড ধার্মিকতা প্রভৃতি এই উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়। 'বোবা কাহিনী' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে – আজাহের, বছির, রহিমদ্দী, গরীবুল্লা প্রভৃতি।

☆ মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের ধর্ম।' – কে বলেছেন? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (গ) প্রথম চৌধুরী (ঘ) কাজী আব্দুল ওদুদ



মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ সালে নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল মজিদ এবং মাতা ফাতেমা খাতুন। তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ "সংস্কৃতি কথা"। এ গ্রন্থের বিখ্যাত লাইন- "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।" ক্লাইভ বেলের Civilization গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত সভ্যতা (১৯৬৫) এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের Conquest of Happiness গ্রন্থের অনুবাদ সুখ (১৯৬৫)। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধগ্রন্থ	অনুবাদগ্রন্থ	
• সংস্কৃতি-কথা (১৯৫৮)	• সভ্যতা (১৯৬৫)	• সুখ (১৯৬৮)

☆ অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২)☆



অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা জেলার জজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সালে 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'; ১৯৭৯ সালে 'জগত্তারিণী'; ১৯৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'আনন্দ পুরস্কার'; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম সম্মাননা' লাভ করেন। 'বিনুর বই' তাঁর আত্মজীবনীমূলক এবং 'সত্যাসত্য' মহাকাব্যিক উপন্যাস। ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০)	• অসমাপিকা (১৯৩০)	• অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩)	• যার যেথা দেশ (১৯৩২)	• কঙ্কাবতী (১৯৩১)
• পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩)	• দুঃখমোচন (১৯৩৬)	• মর্ত্যের স্বর্গ (১৯৪০)	• অপসরণ (১৯৪২)	• না (১৯৫১)
কাব্যগ্রন্থ				
• কামনা পঞ্চবিংশতি (১৯৩৪)	• রাখী (১৯৩২)	• কালের শাসন (১৯৩৩)	• নূতনা রাধা (১৯৪৩)	• জার্নাল
প্রবন্ধ				
• তারুণ্য (১৯৩৭)	• জীবনশিল্পী (১৯৪১)		• ইশারা (১৯৪৩)	• জীয়ন কাঠি (১৯৪৯)
• দেশকালপাত্র (১৯৪৯)	• প্রত্যয় (১৯৫১)		• আধুনিকতা (১৯৫৩	• নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩)
ছোটগল্প				**ভ্রমণকাহিনি**
• প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪)	• রুপের দায়	• গল্প	• যৌবন জ্বালা (১৯৫০)	• পথে প্রবাসে (১৯৩১)
• কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪)	• মনপবন (১৯৪৬)	• হাসন শখী	• দু কান কাটা	• ইউরোপের চিঠি (১৯৪২)

☆ সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) পঞ্চতন্ত্র (খ) কালান্তর (গ) প্রবন্ধ সংগ্রহ (ঘ) শাশ্বত বঙ্গ [উত্তর: ক]

০২। 'চাচা কাহিনীর' লেখক – [২৯তম বিসিএস, ১১তম বিসিএস]
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) সৈয়দ মুজতবা আলী (গ) শওকত ওসমান (ঘ) ফররুখ আহমেদ [উত্তর: খ]



সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক ভিটা মৌলভীবাজার, সিলেট। কাজী নজরুলের পর তিনি সাহিত্যে সর্বাধিক আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেন। বহুভাষাবিদ হিসেবে তাঁর রচনায় বুদ্ধির পাণ্ডিত্য এবং রম্যবোধে পরিপুষ্ট করে তুলেন। তাঁর ছদ্মনাম সত্যপীর, প্রিয়দর্শী, মুসাফির ও ওমর খৈয়াম। ১৯৬১ সালে 'আনন্দ পুরস্কার এবং ২০০৫ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। 'চাচা কাহিনি' তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রতিটি গল্প বার্লিনের পটভূমিতে রচিত। 'রস-গোল্লা' গল্পটি তাঁর 'ধূপছায়া' গ্রন্থের অন্তর্গত। 'দেশে বিদেশে' রচিত প্রথম গ্রন্থ। কলকাতা থেকে কাবুল যাওয়ার ঘটনা দিয়ে ভ্রমণ কাহিনিটি আরম্ভ আর কাবুল ত্যাগের করুণ কাহিনি দিয়ে শেষ। প্রধান চরিত্র – আব্দুর রহমান। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। 'পঞ্চতন্ত্র' তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলন। মুজতবা আলী ১৯৭৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• অবিশ্বাস্য (১৯৫৪)	• শবনম (১৯৬০)	• কত না অশ্রু জলে (১৯৭১)	• শহর-ইয়ার (১৯৬৯)	• তুলনাহীন (১৯৭৪)

রম্যরচনা		ছোটগল্প গ্রন্থ		ভ্রমণকাহিনি	
• পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২)	• ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২)	• চাচা কাহিনী (১৯৫২)	• টুনি মেম (১৯৬৪)	• দেশে বিদেশে (১৯৪৯)	• জলে ডাঙ্গায় (১৯৬০)

অন্যান্য গল্প						
• রাজা উজির	• বেঁচে থাক সর্দি-কাশি	• কর্নেল	• পুনশ্চ	• মা জননী	• স্বয়ংবরা	• রস-গোল্লা (ইংরেজি)
• তীর্থহীনা	• বেল তুলে দু-দু'বার	• রাক্ষসী	• বিধবা বিবাহ	• পাদটীকা	• ধূপছায়া	• ক্যাফে-দে-জেনি

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শবনম

সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রেমের উপন্যাস 'শবনম' নিখাদ প্রেমের আনুকূল্য, ভাবের প্রগাঢ়তা, ভাষার নান্দনিকতা ও পরিশীলন, পাণ্ডিত্যের মুর্ছনা ও স্বার্থকতার প্রাবল্যতায় সমুজ্জ্বল। এটা নিছক প্রেমের পলাশ প্রসূন নয় বরং শবনম নামের একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যার সাথে মজনুন নামক এক বাঙালি যুবকের অন্তর্বেদনা, প্রেমের আলেখ্য। শবনম মানে শিশিরবিন্দু, হিমকণা। ভোরে জমা শিশির বিন্দু সকালের সূর্যের স্পর্শ পেতে না পেতেই হাওয়া হয়ে যায়। এ উপন্যাসেও শবনম শিশির বিন্দুর মতো, উপন্যাস শেষ হতেই হাওয়া। তবে শবনম চরিত্রটির রেশ কাটে না যেন। ভোরের শিশির যেমন কিছু চিহ্ন রেখে যায়, তেমনি শবনম রেখে যায় স্মৃতি, কথা, সৌন্দর্য।

☆ প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)☆



প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিত্র পরিচালক। সাহিত্য জীবনের শুরুতে তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তার সৃষ্ট জনপ্রিয় চরিত্রগুলি হল- ঘনাদা, পরাশর বর্মা, মেজকর্তা এবং মামাবাবু। প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮৮ সালের ৩ মে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• পাঁক (১৯২৬)	• মিছিল (১৯৩৩)	• উপনয়ন (১৯৩৪)	• আগামীকাল (১৯৩৪)	• প্রতিশোধ (১৯৪১)
• কুয়াশা	• যখন বাতাসে নেশা	• হৃদয় দিয়ে গড়া	• পথের দিশা	• মনুদ্বাদশ

কাব্যগ্রন্থ					
• প্রথমা (১৯৩২)	• সম্রাট (১৯৪০)	• ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮)	• হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯)	• সাগর থেকে ফেরা (১৯৬৫)	• কখনো মেঘ

ছোটগল্প				
• পঞ্চশর	• বেনামী বন্দর	• পুতুল ও প্রতিমা	• মৃত্তিকা	• অফুরন্ত
• ধূলি ধূসর	• মহানগর	• জলপায়রা	• নানা রঙে বোনা	• পুন্নাম

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'চলে মুসাফির' ভ্রমণ কাহিনি গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) আবুল ফজল (গ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) প্রমথনাথ বিশী

০২। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
(ক) একটি (খ) দুইটি (গ) বারটি (ঘ) চৌদ্দটি

০৩। আসমানীদের দেখতে কোথায় যেতে হবে?
(ক) জামালপুর (খ) মধুপুর (গ) রসুলপুর (ঘ) আসামপুর

০৪। 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন –
(ক) আবুল ফজল (খ) জসীম উদ্‌দীন (গ) অন্নদাশঙ্কর রায় (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী

০৫। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
(ক) দেশে বিদেশে (খ) কালান্তর (গ) প্রবন্ধ সংগ্রহ (ঘ) শাশ্বত বঙ্গ

০৬। 'রেখাচিত্র' কার রচনা?
(ক) গোলাম মোস্তফা (খ) আবুল ফজল (গ) আবুল মনসুর আহমদ (ঘ) বদরুদ্দীন ওমর

০৭। জসীম উদ্‌দীনের কাব্য কোনটি?
(ক) মা যে জননী কান্দে (খ) ময়নামতীর চর (গ) রস কদম্ব (ঘ) বনতুলসী

০৮। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের নাটক?
(ক) রাখাল (খ) মাটির কান্না (গ) বেদের মেয়ে (ঘ) বোবাকাহিনী

০৯। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক (গ) আবুল ফজল (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

১০। জসীম উদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনি কাব্য কোনটি?
(ক) নকশী কাঁথার মাঠ (খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট (গ) সকিনা (ঘ) রাখালী

১১। 'ইউরোপের চিঠি' কার লেখা?
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) অতুলপ্রসাদ সেন (গ) অন্নদাশঙ্কর রায় (ঘ) প্রেমেন্দ্র মিত্র

১২। জসীম উদ্‌দীন তাঁর বন্ধুকে কোন গাঁয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?
(ক) পল্লী গাঁয়ে (খ) কাজল গাঁয়ে (গ) শ্যামল গাঁয়ে (ঘ) সবুজ গাঁয়ে

১৩। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কোন গ্রন্থটি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সহযোগে রচনা করেন?
(ক) পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (খ) মনীষা মঞ্জুষা
(গ) বঙ্গে স্বূফী প্রভাব (ঘ) আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

১৪। জসীম উদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
(ক) গোপালগঞ্জ (খ) ফরিদপুর (গ) রাজবাড়ী (ঘ) মাদারীপুর

১৫। কোনটি জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণ কাহিনী?
(ক) নক্সী কাঁথার মাঠ (খ) যে দেশে মানুষ বড় (গ) পদ্মরাগ (ঘ) ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়

১৬। 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত' কোন পত্রিকায় লিখতেন?
(ক) কল্লোল (খ) নবযুগ (গ) প্রভাতী (ঘ) প্রবাসী

১৭। 'বেদে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (গ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৮। ছাত্র অবস্থায় রচিত কার কবিতা কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
(ক) প্রমথনাথ বিশী (খ) জসীম উদ্‌দীন (গ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (ঘ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৯। 'শবনম' উপন্যাসটি কার লেখা?
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) আবুল ফজল (গ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী

২০। 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য?
(ক) মহাকাব্য (খ) গীতিকাব্য (গ) পত্রকাব্য (ঘ) নৃত্যনাট্য

২১। নিচের কোনটি জসীম উদ্‌দীনের কাব্য নয়?
(ক) মাটির মায়া (খ) সোজন বাদিয়ার ঘাট (গ) নকশী কাঁথার মাঠ (ঘ) ধানখেত

২২। কবি জসীম উদ্‌দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) রাখালী (খ) বালুচর (গ) এক পয়সার বাঁশী (ঘ) ধানখেত

২৩। 'রেখাচিত্র' আবুল ফজলের কোন ধরনের রচনা –
(ক) ভ্রমণকাহিনি (খ) উপন্যাস (গ) আত্মজীবনীমূলক রচনা (ঘ) চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা

২৪। আবুল ফজলের মুক্তিযুদ্ধকালীন ডায়েরি কোনটি?
(ক) সমকালীন চিন্তা (খ) দুর্দিনের দিনলিপি (গ) কায়দে আজম (ঘ) প্রগতি

২৫। কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা?
(ক) ভাষার ইতিবৃত্ত (খ) মুসলিম বাঙলা সাহিত্য (গ) আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (ঘ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

২৬। 'কবর' কবিতায় কতটি পঙক্তি হয়েছে?
(ক) ১৩টি (খ) ৯৬টি (গ) ১০২টি (ঘ) ১১৮টি

২৭। 'কবর' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) স্বরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত (গ) অক্ষরবৃত্ত (ঘ) ত্রিপদী

২৮। কোন গ্রন্থটি মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত?
(ক) সাহিত্য চর্চা (খ) শাশ্বত বঙ্গ (গ) কালের যাত্রার ধ্বনি (ঘ) সংস্কৃতি-কথা

২৯। দেশিকোত্তম সম্মাননা লাভ করেন কোন কবি?
(ক) অন্নদাশঙ্কর রায় (খ) অতুলপ্রসাদ সেন (গ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী

৩০। জসীম উদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
(ক) সোজন বাদিয়ার ঘাট (খ) বালুচর (গ) নক্সী কাঁথার মাঠ (ঘ) রাখালী

৩১। কোনটি সৈয়দ মুজতবা আলীর রচিত রচনা:
(ক) ইয়োরোপা (খ) বিলাতের পত্র (গ) পথে-প্রবাসে (ঘ) অবিশ্বাস্য

৩২। কাজী নজরুল ইসলামের পর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন –
(ক) আবুল ফজল (খ) জসীমউদ্‌দীন (গ) সৈয়দ মুজতবা আলী (ঘ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী

৩৩। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' একটি –
(ক) রম্য রচনা (খ) কবিতা (গ) ভ্রমণ কাহিনি (ঘ) আত্মজীবনী

৩৪। বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত?
(ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (খ) প্রমথনাথ বিশী (গ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

৩৫। কোনটি সৈয়দ মুজতবা আলীর রচিত গ্রন্থ?
(ক) টুনিমেম (খ) খেলারাম খেলে যা (গ) কবি (ঘ) বরফ গলা নদী

৩৬। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত কবিতা কোনটি?
(ক) কুয়াশা (খ) আগামীকাল (গ) মিছিল (ঘ) কবি

৩৭। পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীনের জন্মগ্রহণ করেন –
(ক) নোয়াখালীতে (খ) ফরিদপুরে (গ) বরিশালে (ঘ) চব্বিশ পরগনায়

৩৮। জসীম উদ্‌দীনের 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) বালুচর (খ) রাখালী (গ) ধানখেত (ঘ) মাটির কান্না

৩৯। 'রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ।' – কে বলেছেন?
(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) প্রথম চৌধুরী (গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (ঘ) কাজী আব্দুল ওদুদ

৪০। 'পথে প্রবাসে' ভ্রমণকাহিনিটির রচয়িতা কে?
(ক) এস ওয়াজেদ আলী (খ) সৈয়দ মুজতবা আলী (গ) অন্নদাশঙ্কর রায় (ঘ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	গ	০৪	✍	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	✍
২১	ক	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	✍	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	গ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)☆

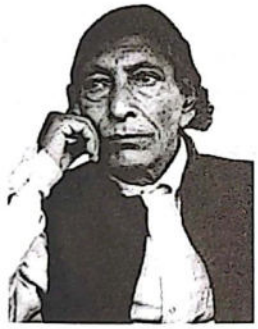


আবদুল কাদির ১৯০৬ সালের ১ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আড়াইসিধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। 'শিখা' পত্রিকার লেখক ও প্রকাশক আবদুল কাদির 'ছান্দসিক কবি' হিসেবে পরিচিত। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'মাহে নও', এছাড়া 'নবযুগ' পত্রিকার বার্তা সম্পাদকও ছিলেন। 'দিলরুবা' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এবং কাব্য সংকলনের নাম 'কাব্যমালঞ্চ'। 'লোকায়ত সাহিত্য' প্রবন্ধটি তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৮৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		প্রবন্ধ		
• দিলরুবা (১৯৩৩)	• উত্তর বসন্ত (১৯৬৭)	• কবি নজরুল (১৯৭০)	• কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬)	• লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫)
গবেষণা গ্রন্থ				
• বাংলা কাব্যের ইতিহাস: মুসলিম সাধনার ধারা' (১৯৪৪)				

☆ বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯)☆



বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাবনার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় পল্লি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিত্রকর। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'জ্ঞানের আলো', 'কিশোর পরাগ' ও 'শিশু বার্ষিকী'। বন্দে আলী মিয়া ১৯৬২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৫ সালে 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার'; ১৯৮৮ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৯০ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। 'ময়নামতির চর' কাব্যের ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৭৯ সালের ২৭ জুন রাজশাহীতে এই লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• ময়নামতির চর (১৯৩২)	• অনুরাগ (১৯৩২)		• স্বপ্নসাধ (১৯৩৬)	• লীলাকমল (১৯৩৭)
• মধুমতির চর	• পদ্মানদীর চর (১৯৫৩)		• দক্ষিণ দিগন্ত (১৯৬৮)	• ধরিত্রী (১৯৭৫)
উপন্যাস				
• বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (১৯৩১)	• শেষ লগ্ন (১৯৪১)	• মনের ময়ূর	• অরণ্য গোধূলি (১৯৪৯)	• জাগ্রত যৌবন
• জীবনের দিনগুলো (১৯৬৬)	• নীড়ভ্রষ্ট (১৯৫৮)	• দিবাস্বপ্ন	• ঝড়ের সংকেত	• ঘূর্ণি হাওয়া
শিশুতোষগ্রন্থ				**নাটক**
• চোর জামাই (১৯২৭)	• মেঘকুমারী (১৯৩২)	• মৃগপরী (১৯৩৭)	• বোকা জামাই (১৯৩৭)	• মসনদ
• কামাল আতার্তুক (১৯৪০)	• ডাইনী বউ (১৯৫৯)	• রূপকথা (১৯৬০)	• কুঁচবরণ কন্যা (১৯৬০)	

☆ হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচিয়তা কে? [৩৮তম বিসিএস, ২০তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) কাজী আবদুল ওদুদ (খ) আবুল ফজল (গ) রশীদ করীম (ঘ) হুমায়ুন কবির



হুমায়ুন করিব ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আহমদ। হুমায়ুন কবির একজন ভারতীয় বাঙালি শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক ও দার্শনিক । তিনি দুই দফায় ভারতের শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'চতুরঙ্গ'। তাঁর 'নদী ও নারী' উপন্যাসে চরের মানুষের জীবন ও নিত্য সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। 'মেঘনার ঢল' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। তিনি ১৯৬৯ সালের ১৮ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			উপন্যাস
• স্বপ্নসাধ (১৯২৮)	• সাথী (১৯৩০)	• অষ্টাদশী (১৯৩৮)	• নদী ও নারী (১৯৪৫)
প্রবন্ধ			
• ধারাবাহিক (১৯৪০)	• শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২)	• বাংলা কাব্য (১৯৪৫)	
• মার্কসবাদ (১৯৫১)	• নয়া ভারতের শিক্ষা (১৯৫৫)	• শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭)	

☆ বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮)☆



বিজন ভট্টাচার্য ১৯০৬ সালের ১৭ জুলাই ফরিদপুর জেলায় (বর্তমান রাজবাড়ি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালি নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা এবং নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত। এই আন্দোলনকে থার্ড থিয়েটার বলা হতো। তাঁর বিখ্যাত নাটক- নবান্ন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কৃষক জীবনের দুঃখ দুর্দশাকে উপজীব্য করে রচিত নবান্ন নাটকটি। তিনি মার্কসবাদী লেখক ছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক				
• আগুন (১৯৪৩)	• জবানবন্দী (১৯৪৩)	• নবান্ন (১৯৪৪)	• মরাচাঁদ (১৯৪৬)	• কলঙ্ক (১৯৪৬)
• অবরোধ (১৯৪৭)	• জননেতা (১৯৫০)	• গোত্রান্তর (১৯৬০)	• মাস্টারমশাই (১৯৬১)	• ছায়াপথ (১৯৬১)
• কৃষ্ণপক্ষ (১৯৬৬)	• আজ বসন্ত (১৯৭০)	• স্বর্ণকুম্ভ (১৯৭০)	• চুল্লি (১৯৭৪)	• হাঁসখালির হাঁস (১৯৭৬)

☆ নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৯০)☆

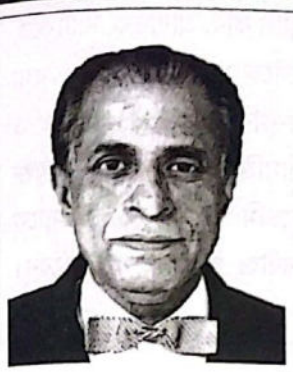
বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'নেমেসিস' কোন জাতীয় রচনা? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) কাব্য (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) গীতি কবিতা

০২। 'নেমেসিস' নাটকে নুরুল মোমেন কোন বিষয়কে তুলে ধরেছেন? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (খ) উনপঞ্চাশের মন্বন্তর (গ) বায়ান্নার ভাষা আন্দোলন (ঘ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ



নুরুল মোমেন ১৯০৬ সালের ২৫ নভেম্বর তৎকালীন যশোর জেলার আলফাডাঙ্গার বুড়োইচ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে একজন অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, রম্য সাহিত্যিক, কলামিস্ট, শিশু সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক। তবে নাট্যকার হিসেবে সমধিক পরিচিত। আধুনিক বাংলা নাটকে অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাঁকে 'নাট্যগুরু' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। তিনি ১৯৬১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ও ১৯৭৮ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'রূপান্তর', একটি কমেডি নাটক, শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস'। নাটকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষকে উপজীব্য করে রচিত। নাটকটিতে চরিত্র রয়েছে একটি। চরিত্রটি হলো- স্কুল মাস্টার সুরজিত নন্দী । 'শতকরা আশি' নাটকটির লক্ষ্য 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ'। তাঁর শিশুতোষ নাটক 'ভাই ভাই সবাই'। তিনি ১৯৯০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক				
• রূপান্তর (১৯৪৭)	• আলো ছায়া (১৯৬২)	• যদি এমন হতো (১৯৬০)	• আইনের অন্তরালে (১৯৬৭)	• ভাই ভাই সবাই (১৯৮২)
• নেমেসিস (১৯৪৮)	• নয়া খান্দান (১৯৬২)	• শতকরা আশি (১৯৬৭)	• যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০)	• এই টুকু এই জীবনটাতে
রম্যগ্রন্থ				
• বহুরূপ (১৯৬১)	• নরসুন্দর (১৯৬১)		• হিংটিং ছট (১৯৭০)	

☆ সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)☆



সত্যেন সেন ১৯০৭ সালের ২৮ মার্চ বিক্রমপুরের সোনারঙ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি বিপ্লবী, সাহিত্যিক এবং শ্রমিক-সংগঠক এবং ১৯৬৮ সালে 'উদীচী' সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৭০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮৬ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বাইবেলের কাহিনি অবলম্বনে তিনিই প্রথম উপন্যাস লেখেন। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসটি জেরুজালেম নগরীর পটভূমিতে লেখা। 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসটি ওল্ড টেস্টামেন্টের 'বুক অব দ্যা প্রফেট' অবলম্বনে রচিত। তিনি ১৯৮১ সালের ৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৯)	• রুদ্ধদ্বার মুক্ত প্রাণ (১৯৬৩)	• পদচিহ্ন (১৯৬৯)	• অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৯)	• মা (১৯৭০)
• পাপের সন্তান (১৯৬৯)	• একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে (১৯৭১)	• আলবেরুনী (১৯৭০)	• সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৭০)	• উত্তরণ (১৯৭০)

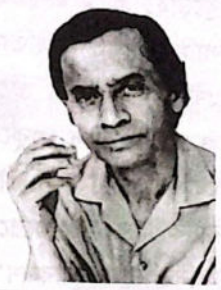
ইতিহাস গ্রন্থ			শিশুতোষ
• গ্রামবাংলার পথে পথে (১৯৬৬)	• আমাদের পৃথিবী (১৯৬৮)	• অভিযাত্রী (১৯৭০)	• পাতাবাহার (১৯৬৮)
• মানবসভ্যতার উষালগ্ন (১৯৭১)	• প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১)		

☆ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলে আখ্যায়িত করেন কে? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) বিষ্ণু দে (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক



বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর তাঁকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা-কবিতা (১৯৩৫), প্রগতি ও চতুরঙ্গ (হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ছাত্রাবস্থায় 'বাসন্তিকা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাট্যের জন্য 'সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৭০ সালে 'পদ্মভূষণ উপাধি' এবং ১৯৭৪ সালে (মরণোত্তর) 'স্বাগত বিদায়' গ্রন্থের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• সাড়া (১৯৩০)	• বাসরঘর (১৯৩৫)	• তিথিডোর (১৯৪৯)	• রুকমি (১৯৭২)	• গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮)
• সানন্দা (১৯৩৩)	• পরিক্রমা (১৯৩৮)	• নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১)	• বিপন্ন বিস্ময় (১৯৬৯)	• পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭)
• লাল মেঘ (১৯৩৪)	• কালো হাওয়া (১৯৪২)	• মৌলিনাথ (১৯৫২)	• রাত ভ'রে বৃষ্টি (১৯৬৭)	• নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০)

কবিতা				
• মর্মবাণী (১৯২৫)	• বন্দীর বন্দনা (১৯৩০)	• পৃথিবীর পথে (১৯৩৩)	• স্বাগত বিদায় (১৯৭১)	• একদিন চিরদিন (১৯৭১)
• কঙ্কাবতী (১৯৩৭)	• দময়ন্তী (১৯৪৩)	• দ্রৌপদীর শাড়ি (১৯৪৮)	• মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬)	

গল্প			
• রজনী হ'ল উতলা (১৯২৬)	• অভিনয় নয় (১৯৩০)	• রেখাচিত্র (১৯৩১)	• হাওয়া বদল (১৯৪৩)
• একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০)	• ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩)	• প্রেমপত্র (১৯৭২)	• অভিনয়

নাটক			
• মায়ামালঞ্চ (১৯৪৪)	• তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬)	• অনুরাধা	• কালসন্ধ্যা
• সংক্রান্তি	• প্রায়শ্চিত্ত	• কলকাতা ইলেক্ট্রা ও সত্যসিদ্ধ (১৯৬৮)	

অনুবাদ গ্রন্থ		স্মৃতিকথা
• কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭)	• বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা (১৯৬০)	• আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩)
• হেল্ডালিনের কবিতা (১৯৫৭)	• রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০)	• আমার যৌবন (১৯৭৬)

ভ্রমণকাহিনি		সম্পাদিত গ্রন্থ	ইংরেজি গ্রন্থ
• জাপান জার্নাল (১৯৬২)	• দেশান্তর (১৯৬৬)	• আধুনিক বাংলা কবিতা	• An acre of Green Grass
• সব পেয়েছির দেশে (১৯৪১)			• Tagore: Portrait of poet

☆ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? [৩২তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসের উপজীব্য- [১৩তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন (খ) জেলে-জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ

(গ) চাষী-জীবনের করুণ চিত্র (ঘ) চরবাসীদের দুঃখী-জীবন



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ১৯ মে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। মানিকের পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল 'প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' আর ডাকনাম 'মানিক'। তিনি ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসবাদী কবি হিসেবে পরিচিত। পেশায় লেখক ছিলেন বলে তাঁকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হতো। সম্পাদিত পত্রিকা 'নবারুণ'। এছাড়া 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'লেখকের কথা' এবং নাটক 'ভিটে মাটি'। প্রথম গল্প 'অতসী মামী' 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চরিত্রসমূহ- যতিন, অতসী। 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'হারানের নাতজামাই' মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর ছোটগল্প। 'ভেজাল' ছোট গল্প পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত। তিনি দীর্ঘদিন মৃগীরোগে ভুগেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• জননী (১৯৩৫)	• চতুষ্কোণ (১৯৪৮)	• সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)	• পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)	• পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
• জীবন্ত (১৯৫০)	• সার্বজনীন (১৯৫২)	• অমৃতস্যা পুত্র (১৯৩৮)	• ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১)	• শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)
• চিহ্ন (১৯৪৭)	• অহিংসা (১৯৪১)	• শহরতলী (১৯৪০,১৯৪১)	• স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১)	• চিন্তামণি
• হরফ (১৯৫৪)	• আরোগ্য (১৯৫৩)	• দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৬)	• পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)	• প্রতিবিম্ব
• ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২)		• হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)		
গল্প				
• সরীসৃপ (১৯৩৯)	• ভেজাল (১৯৪৪)	• হলুদ পোড়া (১৯৪৫)	• প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)	• মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)
• বৌ (১৯৪৩)	• তৈলচিত্রের ভূত	• লাজুকলতা (১৯৫৪)	• সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)	• ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)
• আত্মহত্যার অধিকার		• আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)		• হারানের নাতজামাই (১৯৪৯)
• অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)				• ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জননী

'জননী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস যা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি একজন জননীর বাস্তব জীবন চিত্রের কাহিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের জননী চরিত্রটিকে স্বর্গীয় বা দৈবিক মহিমায় ভাস্বর করেননি, বরং মধ্যবিত্ত জীবনের এক জননীর সুখ দুঃখ বাস্তবতার নিরীখে তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র – শ্যামা, শীতল। সন্তানের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য এক মায়ের নিরন্তর ত্যাগের কাহিনি নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন 'জননী' উপন্যাস।

পদ্মানদীর মাঝি

'পদ্মানদীর মাঝি' ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও একাধিক বিদেশি ভাষায় অনূদিত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৩৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জেলে অধ্যুষিত গ্রামের জীবনযাত্রাই এ উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। পদ্মার তীরবর্তী কেতুপুরের জীবন, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনাচরণ সব কিছুই এ উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কালজয়ী এ উপন্যাসটিতে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় প্রান্তিক শ্রেণি মানুষের অন্ত্যজ রূপ উঠে এসেছে। এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ফ্রয়েডীয় চেতনায় আবিষ্ট হয়ে পাঠকদের এক মনঃসমীক্ষণের নিবিড় বাস্তবতার উপখ্যানকে তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র – কুবের, মালা, কপিলা, হোসেন মিয়া, ধনঞ্জয়, যুগী, আমিনুদ্দি প্রভৃতি। এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য উক্তি: "ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে, এইখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

দিবারাত্রির কাব্য

'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম উপন্যাস; তবে এটি তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি একটি মনঃসমীক্ষামূলক উপন্যাস। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'দিনের কবিতা' দ্বিতীয় ভাগে 'রাতের কবিতা' এবং তৃতীয় ভাগে 'দিবারাত্রির কাব্য'। উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব প্রতিটি ভাগেই উপস্থিত ও তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনি এগিয়ে চলেছে। হেরম্ব তার পূর্ব পরিচিতা সুপ্রিয়ার সংসার দর্শনে আসে পাঁচ বছরের ব্যবধানে এবং একটিমাত্র দিবসে দু'জনের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন, জটিলতা, পারস্পরিক আসক্তি ও আসক্তিহীনতা এবং সর্বোপরি মনোজাগতিক নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উপন্যাসটির সমাপ্তি। প্রধান চরিত্র – হেরম্ব, আনন্দ, সুপ্রিয়া।

পুতুলনাচের ইতিকথা

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্বের সংকট। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রেম, বিরহ, দ্বেষ ও পারস্পরিক সহমর্মিতাকে উপজীব্য করে লেখা এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় পুতুল বলতে এই মানুষগুলোকেই বোঝানো হয়েছে, যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না; পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র – ডাক্তার শশী, নায়িকা কুসুম, কুমুদ, যাদব।

☆ শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। মুসলমান নারী জাগরণের কবি– [২৯তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) ফজিলাতুন্নেছা (খ) ফয়জুন্নেছা (গ) বেগম রোকেয়া (ঘ) শামসুন্নাহার



শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯০৮ সালের ১৯ অক্টোবর ফেনী জেলার গুথুমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবিকা। তাঁকে মুসলিম নারী জাগরণের কবি বলা হয়। শামসুন নাহার কিছুদিন 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'নওরোজ' ও 'আত্মশক্তি' পত্রিকার নারী বিষয়ক অংশের সম্পাদকের কাজ করেন। শামসুন নাহার ১৯৮১ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং ১৯৯৬ সলে 'বেগম রোকেয়া পদক' লাভ করেন। কাজী নজরুল ইসলাম 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ শামসুন নাহারকে উৎসর্গ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্রী হল এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শামসুন নাহার হল' তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। তিনি ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ				
• পূণ্যময়ী (১৯২৫)		• ফুলবাগিচা (১৯৩৫)	• বেগম মহল (১৯৩৬)	• রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭)
• শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯)		• আমার দেখা তুরস্ক (১৯৫৫)	• নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮)	
পাঠ্যপুস্তক				
• সবুজ পাঠ	• কিশোর সাথী	• নতুন তাজমহল পাঠ	• তাজমহল পাঠ	• বিচিত্র পাঠ্য

☆ বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)☆



এই লেখকের জন্ম ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই কলকাতার পটল ডাঙ্গায়। তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এলিয়টের কাব্যের অনুবাদ করেন। মার্কসবাদের অনুসারি বিষ্ণু দে বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাণ্ডবের একজন। শ্যামল রায় ছদ্মনামে 'মহাকাল' ও 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখেছেন। তিনি 'কল্লোল', 'পরিচয়', 'নিরুক্ত' ও 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' বইটির জন্য সাহিত্য পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ'; ১৯৬৫ সালে 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'এবং ১৯৬৫ সালে 'নেহরু স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩)	• উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭)	• পূর্বলেখ (১৯৪১)	• সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪)
• সন্দীপের চর (১৯৪৭)	• তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮)	• আলেখ্য (১৯৫৮)	• অন্বিষ্টা (১৯৫০)
• স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩)	• চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (১৯৭৫)	• চোরাবালি (১৯৩৭)	• আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮১)
প্রবন্ধ			
• রুচি ও প্রগতি	• সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	• রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা সমস্যা	
• সাধারণের রুচি	• এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য	• মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা	
অনুবাদ			**স্মৃতিচারণমূলক**
• এলিয়েটের কবিতা (১৯৫০)	• মাও সে তুং-এর কবিতা (১৯৫৮)	• হে বিদেশী ফুল (১৯৫৬)	• ছড়ানো এই জীবন

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। মার্কসবাদ প্রবন্ধের রচিয়তা কে?
(ক) কাজী আবদুল ওদুদ (খ) আবুল ফজল (গ) রশীদ করীম (ঘ) হুমায়ুন কবির

০২। 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটির প্রকাশক কে?
(ক) প্রমথ চৌধুরী (খ) কৃষ্ণচন্দ্র মুজমদার (গ) বিষ্ণু দে (ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

০৩। 'ময়নামতির চর' কাব্যগ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?
(ক) বিষ্ণু দে (খ) বন্দে আলী মিয়া (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) শামসুন নাহার মাহমুদ

০৪। 'মেঘনায় ঢল' কবিতাটির লেখক –
(ক) আবদুল কাদির (খ) হুমায়ুন কবির (গ) বন্দে আলী মিয়া (ঘ) বিষ্ণু দে

০৫। 'উদীচী' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন –
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) সত্যেন সেন (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

০৬। নিচের কোনটি সত্যেন সেন রচিত উপন্যাস?
(ক) যাত্রা (খ) পিঙ্গল আকাশ (গ) উত্তম পুরুষ (ঘ) পাপের সন্তান

০৭। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র –
(ক) শশী (খ) হেরম্ব (গ) কুবের (ঘ) গণেশ

০৮। নিচের কোনটি বুদ্ধদেব বসু রচিত ভ্রমণ কাহিনি?
(ক) কালের যাত্রা (খ) অভিযাত্রিক (গ) দেশান্তর (ঘ) বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন

০৯। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' কোন জাতীয় রচনা?
(ক) কাব্যগ্রন্থ (খ) গল্পগ্রন্থ (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধগ্রন্থ

১০। 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক কে –
(ক) বিষ্ণু দে (খ) বিজন ভট্টাচার্য (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) হুমায়ুন কবীর

১১। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বন্দে আলী মিয়া (গ) নুরুল মোমেন (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

১২। 'রেখাচিত্র' গল্পগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) সত্যেন সেন (ঘ) বন্দে আলী মিয়া

১৩। 'নেমেসিস' নাটক লিখেছেন –
(ক) হুমায়ুন কবির (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) বিষ্ণু দে (ঘ) নুরুল মোমেন

১৪। 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
(ক) বিষ্ণু দে (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) শামসুন নাহার মাহমুদ (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

১৫। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' একটি –
(ক) কাব্যগ্রন্থ (খ) উপন্যাস (গ) গীতিকাব্য (ঘ) আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ

১৬। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থটি কার রচিত?
(ক) বিষ্ণু দে (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) নুরুল মোমেন (ঘ) সত্যেন সেন

১৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) জননী (খ) ময়ূরকণ্ঠী (গ) রাতের সমুদ্র (ঘ) অরণ্যের সুর

১৮। পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) নুরুল মোমেন (খ) সত্যেন সেন (গ) বিজন ভট্টাচার্য (ঘ) বন্দে আলী মিয়া

১৯। 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?
(ক) নুরুল মোমেন (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) সত্যেন সেন (ঘ) বিজন ভট্টাচার্য

২০। 'পদ্মানদীর মাঝি' কি ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) ভ্রমণকাহিনি (গ) রম্যরচনা (ঘ) নাটক

২১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল –
(ক) ১৯৩৬ সালে (খ) ১৯১৩ সালে (গ) ১৯২৬ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

২২। 'দিবারাত্রির কাব্য' একটি –
(ক) উপন্যাস (খ) কবিতার বই (গ) বাড়ির নাম (ঘ) নাটক

২৩। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটির রচয়িতা কে?
(ক) নুরুল মোমেন (খ) আবদুল কাদির (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) হুমায়ুন কবির

২৪। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক কে?
(ক) আবদুল কাদির (খ) বন্দে আলী মিয়া (গ) হুমায়ুন কবির (ঘ) বিষ্ণু দে

২৫। 'ছান্দসিক কবি' উপাধিটি কার?
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) সত্যেন সেন (গ) শামসুন নাহার মাহমুদ (ঘ) আবদুল কাদির

২৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন মতবাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
(ক) রোমান্টিসিজম (খ) ক্লাসিসিজম (গ) মার্কসিজম (ঘ) পোস্ট মর্ডানিজম

২৭। নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস'কী?
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) প্রবন্ধ (ঘ) গল্পগ্রন্থ

২৮। 'বেগম মহল' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) হুমায়ুন কবির (খ) সত্যেন সেন (গ) নুরুল মোমেন (ঘ) শামসুন নাহার মাহমুদ

২৯। নবনাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন –
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) নুরুল মোমেন (গ) বিজন ভট্টাচার্য (ঘ) সত্যেন সেন

৩০। প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?
(ক) হুমায়ুন কবির (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) বিজন ভট্টাচার্য (ঘ) নুরুল মোমেন

উত্তরমালা																			
০১	ঘ	০২	গ	০৩	খ	০৪	✍	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	গ
১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	✍	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	✍	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সক্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)☆

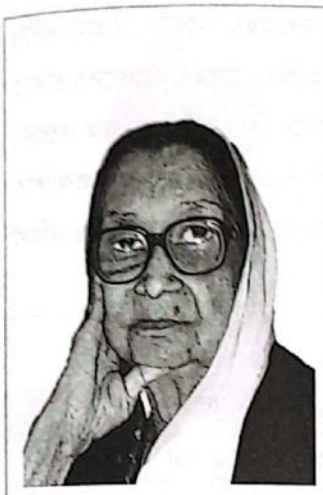


আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৯১১ সালের ১২ মার্চ গাজীপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল পরিচয় ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে। তাঁর ছদ্মনাম 'অল্পদর্শী'। তিনি ১৯৫৮ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৭৯ সালে 'সমকাল সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৮৩ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ ও সংবাদ পত্রিকায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'দৈনিক ছোলতান' পত্রিকার সাব এডিটর হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তার ত্রয়ী উপন্যাস – ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান; সংকর সংকীর্তন ও পদ্মা মেঘনা যমুনা। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরিত্যক্ত স্বামী' (১৯৪৭)। 'অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়' প্রবাদটি তাঁর 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৯৮৮ সালের ২৪ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• পরিত্যক্ত স্বামী (১৯৪৭)	• মুক্তি (১৯৪৮)	• দেয়াল (১৯৮৫)	• পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪)
• সংকর সংকীর্তন (১৯৮০)	• প্রপঞ্চ (১৯৮০)	• ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩)	
প্রবন্ধ			
• বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা (১৯৮৯)		• সোচ্চার উচ্চারণ (১৯৭৭)	• সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস (১৯৭৯)
• লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি (১৯৮৮)		• চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য (১৯৬৪)	
গল্পগ্রন্থ			
• জীবন (১৯৪৮)	• রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৮)		• ল্যাংড়ী (১৯৮৪)

☆ বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)☆



বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। প্রথম জীবনে তিনি স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের নামানুসারে 'সুফিয়া এন হোসেন' নামে লিখতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পরবর্তীতে লেখক কামাল উদ্দীনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুফিয়া কামাল নাম ধারণ করেন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান মহিলা গীতিকবি। তাঁকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবির মর্যাদা দেয়া হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ আর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে শিশুদের সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা' এবং ১৯৬৯ সালে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' (বর্তমানে 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ') প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপাধি 'জননী সাহসিকা'। তিনি 'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' ১৯২৬ সালে 'সওগাত পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। 'সাঁঝের মায়া' তাঁর প্রথম কাব্য যা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম এ কাব্যটির ভূমিকা লিখেন। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'একাত্তরের ডায়েরি' তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্মৃতি কথা। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে একুশে পদক, ১৯৭৭ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক এবং ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)	• মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০)	• মন ও জীবন (১৯৫৭)	• উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪)	• মায়া কাজল (১৯৫১)
• দিওয়ান (১৯৬৬)	• প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৫৮)	• অভিযাত্রিক (১৯৬৯)	• মোর জাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)	
কবিতা				
• সাঁঝের মায়া	• বাসন্তী	• তাহারেই পড়ে মনে	• হে মহান নেতা	• ছোটন ঘুমায়
• আজিকার শিশু	• জন্মেছি এই দেশে	• হেমন্ত	• প্রার্থনা	• ইতল বিতল
গল্পগ্রন্থ	**স্মৃতিকথা**	**শিশুতোষ**		
• কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)	• একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)	• ইতল বিতল (১৯৬৫)	• নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)	
আত্মজীবনী		**ভ্রমণকাহিনি**		
• একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)		• সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)		

☆ নীহাররঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি উপন্যাস? [২৭তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) নতুন চাঁদ (খ) কন্যাকুমারী (গ) গড্ডলিকা (ঘ) নেমেসিস



নীহাররঞ্জন গুপ্ত ১৯১১ সালের ৬ জুন নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় রহস্য কাহিনিকার এবং চিকিৎসক। তিনি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র 'কিরীটি রায়'-এর স্রষ্টা হিসেবে উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ছদ্মনাম 'বানভট্ট'। তিনি শিশুদের উপযোগী সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ সাহিত্য'এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					
• কন্যাকুমারী	• কন্যাকেশবতী	• কালোভ্রমর	• মৃত্যুবাণ	• কালনাগ	• উল্কা
• উত্তরফাল্গুনী	• হাসপাতাল	• কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	• রাতের রজনীগন্ধা	• কিরীটি অমনিবাস	• অপারেশন

☆ অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১)☆



অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিতাস নদীর তীরবর্তী 'মালো' সম্প্রদায়ে বেড়ে উঠেন। শৈশবেই তিনি পিতা মাতাকে হারান। গ্রামের মালোদের চাঁদার টাকায় তাঁর লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ হতো। 'ত্রিপুরা' পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। এছাড়া 'নবযুগ' ও 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বেনামে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			গল্পগ্রন্থ
• তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)	• সাদা হাওয়া (১৯৫৬)	• রাঙামাটি	• এক পয়সায় একটি, দল বেঁধে
প্রবন্ধ			**অনুবাদ**
• এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়	• সাগরতীর্থে	• আম্রতত্ত্ব	• জীবনতৃষ্ণা (১৯৩৪)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তিতাস একটি নদীর নাম

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ তিতাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র, শ্রমজীবী 'মালো' সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার চিত্র ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটি সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ১৯৭৩ সালে এটিকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। প্রধান চরিত্র – কিশোর, অনন্ত, তিলক, বাসন্তী ও বনমালী। এ উপন্যাসে তিতাসও একটি চরিত্র।

☆ সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি কাব্যগ্রন্থ? [২১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) কবিতা (খ) কাব্য পরিক্রমা (গ) কয়েকটি কবিতা (ঘ) বাঙলার কাব্য



সমর সেন ১৯১৬ সালের ১০ অক্টোবর কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। চল্লিশের দশকের এই কবিকে 'নাগরিক কবি' বলা হয়। কার্ল মার্কসের দর্শনে উদ্বুদ্ধ এ কবির কবিতায় নগর-জীবনের চালচিত্র রূপায়িত হয়েছে। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'নাও'; 'কবিতা'; 'Frontier' (প্রগতিশীল পত্রিকা)। শেষদিন পর্যন্ত এই ফ্রন্টিয়ারস এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন। কর্মজীবনে কিছুকাল অধ্যাপনা ছাড়া বাকি জীবন পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন সাংবাদিকতার সঙ্গে। বামপন্থি চিন্তাধারার সমর্থক সমর সেন ১৯৮৭ সালের ২৩ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ					গল্পগ্রন্থ
• কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭)	• গ্রহণ (১৯৪০)	• নানা কথা (১৯৪২)	• খোলা চিঠি (১৯৪৩)	• তিন পুরুষ (১৯৪৪)	• বাবু বৃত্তান্ত

☆ আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)☆



আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে ছিলেন। 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। আহসান হাবীব ১৯৬১ সালে 'ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার' ও 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৭৭ সালে 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক'; ১৯৭৮ সালে 'একুশে পদক'এবং ১৯৯৪ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ – রাত্রিশেষ, এতে ২৮টি কবিতা আছে। সর্বশেষ গ্রন্থ –'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ'। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস– অরণ্য নীলিমা। এ উপন্যাসে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের পারিবারিক সংকটকে তুলে ধরা হয়েছে। 'পূর্বাশার আলো' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে 'সারা দুপুর' কাব্যগ্রন্থ থেকে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ। তিনি ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• রাত্রিশেষ (১৯৪৭)	• ছায়াহরিণ (১৯৬২)	• সারাদুপুর (১৯৬৪)	• আশায় বসতি (১৯৭৪)
• মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬)	• দুই হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০)	• প্রেমের কবিতা (১৯৮১)	• বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)

কবিতা		উপন্যাস
• ধন্যবাদ	• মেলা	• অরণ্য নীলিমা (১৯৬২)
• জোনাকিরা	• মেঘনা পাড়ের ছেলে	• রাণী খালের সাঁকো (১৯৬৫)
• পূর্বাশার আলো	• আমি কোনো আগন্তুক নই	• জাফরানী রং পায়রা

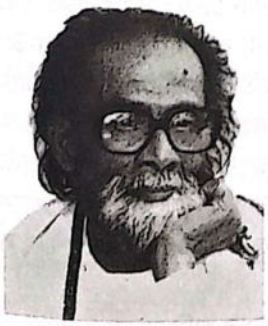
শিশু সাহিত্য			
• জোছনা রাতের গল্প	• পাখিরা ফিরে আসে	• ছুটির দিন দুপুরে	• রত্নদ্বীপ (ট্রেজার আইল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)
• বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	• ছোট মামা দি গ্রেট	• হাজীবা	• প্রবাল দ্বীপে অভিযান (কোরাল আইল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)

☆ শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়? [৩৬তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) চৌরসন্ধি (খ) ক্রীতদাসের হাসি (গ) ভেজাল (ঘ) বনি আদম

০২। শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন? [২৮তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) বনী আদম (খ) জননী (গ) চৌরসন্ধি (ঘ) ক্রীতদাসের হাসি



শওকত ওসমান ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার সাবলসিংহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান সাহিত্যিক ছদ্মনাম শওকত ওসমান। তাঁকে 'অপরাজেয় আত্মার প্রতীক' বলেছেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং 'অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষ' নামে অভিহিত করেছেন হুমায়ুন আজাদ। 'আর্তনাদ' ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস। প্রধান চরিত্র – আলী জাফর। তিনি ১৯৬২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৬ সালে 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৮৩ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৯৭ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' এবং ১৯৯৭ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। শওকত ওসমান ১৯৯৮ সালের ১৪ মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• বনী আদম (১৯৪৩)	• ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২)	• দুই সৈনিক (১৯৭৩)	• জননী (১৯৫৮)	• চৌরসন্ধি (১৯৬৮)
• রাজসাক্ষী (১৯৮৫)	• জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১)	• নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩)	• জলাঙ্গী (১৯৭৬)	• সমাগম (১৯৬৭)
• পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩)	• রাজা উপাখ্যান (১৯৭১)	• রাজপুরুষ (১৯৯২)	• পিতৃপুরুষের পাপ	• আর্তনাদ (১৯৮৫)

নাটক		প্রবন্ধগ্রন্থ
• কাঁকর মণি (১৯৫২)	• আমলার মামলা (১৯৪৯)	• ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪)
• জন্ম জন্মান্তর (১৯৬০)	• পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)	• সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫)
• তস্কর ও লস্কর (১৯৫৩)	• বাগদাদের কবি (১৯৫৩)	• মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)

গল্পগ্রন্থ			
• পিজরাপোল (১৯৫০)	• জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২)	• উপলক্ষ	• জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫)
• সাবেক কাহিনী (১৯৫৩)	• মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬)	• নেত্রপথ (১৯৬৮)	• পুরাতন খঞ্জর (১৯৮৭)
• প্রস্তর ফলক (১৯৬৪)	• ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০)	• উভশৃঙ্গ	• বিগত কালের গল্প

স্মৃতিকথা		
• অনেক কথন (১৯৯১)	• মৌলবাদের আগুন নিয়ে খেলা (১৯৯৬)	• কালরাত্রি খ-চিত্র (১৯৮৬)
• মুজিবনগর (১৯৯৩)	• গুড বাই জাস্টিস মাসুদ (১৯৯৩)	• অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ (১৯৯৪)
• স্বজন সংগ্রাম (১৯৮৬)	• সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধানে (১৯৯৫)	• আর এক ধারাভাষ্য (১৯৯৬)

শিশুতোষ			
• মস্কুইটো ফোন (১৯৫৭)	• ওটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪)	• পঞ্চসঙ্গী (১৯৮৭)	• ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বনী আদম

শওকত ওসমানের লিখিত প্রথম উপন্যাস 'বনী আদম'। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৩ সাল হলেও তা প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে 'দৈনিক আজাদ'এর সাহিত্য সাময়িকীতে। উপন্যাসটি বৃহৎ বাংলার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ত্রিশ দশকের পটভূমিতে লেখা। উপন্যাসে শওকত ওসমান এক নিম্নবর্গীয় মানুষের সংগ্রামী জীবন রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। হারেস হচ্ছে সেই সংগ্রামী এবং অভিশপ্ত বংশধর। তারই জীবন-সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাস।

জননী

শওকত ওসমানের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'জননী' (১৯৫৮) । সন্তানের মঙ্গল কামনায় ও নিরাপত্তার জন্য একজন মা যেকোনো পথ অবলম্বন করতে পারে, এটাই এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। গরিব কৃষক ও গ্রামীণ বৃত্তিজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অনটনের ও নানা সমস্যার চিত্রকে উপজীব্য করে এ-উপন্যাসটি রচিত। 'জননী'তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বৈরিতা, ঈশ্বরদ্রোহিতা এবং ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো – দরিয়াবিবি, আজহার, মোনাদি, ইয়াকুব, চন্দ্রকোটাল প্রমুখ।

ক্রীতদাসের হাসি

ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমানের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি নিরীক্ষাধর্মী ও প্রতীকধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে রচিত এবং ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। আরব্য-উপন্যাসের একটি কল্পিত কাহিনির মাধ্যমে সমকালীন জীবন তথা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে লাঞ্ছিত সমাজের চিত্র উপন্যাসটিতে মনোরমভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদের ক্রীতদাস তাতারী ও বাঁদী মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি এবং তাতারীকে গৃহবন্দি ও অত্যাচার করার মাধ্যমে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বাদশা হারুনের সঙ্গে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের এবং বাঙালির সঙ্গে তাতারীর প্রতীকী মিল পাওয়া যায়। তাতারীর যেমন মন খুলে হাসতে পারত না তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতার অভাবে পূর্ব বাংলার লোকজন তাতারীর মতো প্রাণখোলে হাসতে পারে না। তাতারীর এ হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - খলিফা হারুনর রশীদ, সহধর্মিণী বেগম জুবায়দা, বাঁদী মেহেরজান এবং গোলাম তাতারী।

তাতারীর উক্তি- "দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দা কেনা সম্ভব-! কিন্তু-কিন্তু-ক্রীতদাসের হাসি-না-না-না-না-"

☆ ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) সাত সাগরের মাঝি (খ) পাখির বাসা (গ) হাতেমতাই (ঘ) নৌফেল ও হাতেম

০২। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? [২২তম ও ২৮তম বিসিএস]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) ফররুখ আহমদ (গ) আব্দুল কাদির (ঘ) বন্দে আলী মিয়া

০৩। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- [১৭তম বিসিএস]
(ক) তালিম হোসেন (খ) ফররুখ আহমদ (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) আবুল হোসেন

০৪। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? [১৩তম বিসিএস]
(ক) জিঞ্জির- কাজী নজরুল ইসলাম (খ) সাত সাগরের মাঝি – ফররুখ আহমদ
(গ) দিলরুবা – আবদুল কাদির (ঘ) নূরনামা – আবদুল হাকিম

উত্তরমালা							
০১	ক	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ



ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালে ১০ই জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে পরিচিত। ফররুখ আহমদ ১৯৬০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৬ সালে 'হাতেম তায়ী' কাব্যের জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৬৬ সালে 'পাখির বাসা' কাব্যের জন্য 'ইউনেস্কো পুরস্কার'; ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৮০ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। তিনি 'মোহাম্মদী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'নৌফেল ও হাতেম' তাঁর রচিত কাব্যনাট্য এবং 'হাতেম তায়ী' কাহিনিকাব্য। 'মুহূর্তের কবিতা' কবির লেখা সনেট সংকলন। ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)	• সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২)	• নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)	• নতুন লেখা (১৯৬৯)
• ধোলাই কাব্য (১৯৬৩)	• হাতেম তায়ী (১৯৬৬)	• মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)	• কাফেলা (১৯৮০)
• হাবিদা মরুর কাহিনী (১৯৮১)	• সিন্দাবাদ (১৯৮৩)	• দিলরুবা (১৯৯৪)	

শিশুতোষ গ্রন্থ				
• পাখির বাসা (১৯৬৫)	• হরফের ছড়া (১৯৭০)	• চাঁদের আসর (১৯৭০)	• ছড়ার আসর (১৯৭০)	• ফুলের জলসা (১৯৮৫)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

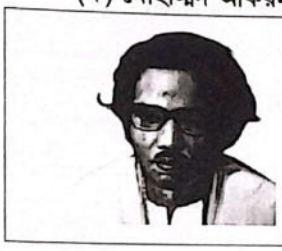
সাত সাগরের মাঝি

'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য কাব্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। বইটি উৎসর্গ করা হয় কবি আল্লামা ইকবালের প্রতি। কাব্যগ্রন্থটিতে ১৯টি কবিতা রয়েছে যার অধিকাংশই রূপক বা প্রতীকী কবিতা। উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো – সিন্দবাদ, দরিয়ায় শেষরাত্রি, আকাশ-নাবিক, স্বর্ণ-ঈগল, ডাহুক, পাঞ্জেরী, সাত সাগরের মাঝি ইত্যাদি। এ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত কবিতা 'পাঞ্জেরী'। 'পাঞ্জেরী' একটি রূপক কবিতা যা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

☆ সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [১৬তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (খ) তফাজ্জল হোসেন (গ) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর



সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ১৯ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক 'সমকাল' (১৯৫৭)। এছাড়াও তিনি সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দৈনিক 'ইত্তেফাক' (১৯৫৩) এবং দৈনিক মিল্লাত (১৯৫৪) পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮৪ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গান – "আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই।" তিনি ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ				
• প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫)	• বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫)	• তিমিরান্তক (১৯৬৫)	• বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)	• বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)
উপন্যাস			**কিশোর উপন্যাস**	
• পূরবী (১৯৪৪)	• মাটি আর অশ্রু (১৯৪২)	• নতুন সকাল (১৯৪৫)	• জয়ের পথে (১৯৪২)	• নবী কাহিনী (জীবনী, ১৯৫১)
নাটক				**গানের সংকলন**
• শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮)	• সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)	• মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)		• মালব কৌশিক (১৯৬৯)
অনুবাদ				
• বারনাড মালামুডের যাদুর কলস (১৯৫৯)	• সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১)	• রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬)		

☆ মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (খ) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান (গ) ধ্বনি বিজ্ঞানের কথা (ঘ) ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

০২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন? [২২তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান (খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
(গ) মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা (ঘ) মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান



মুহম্মদ আব্দুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রধানতম ধ্বনিবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে সর্বোচ্চ সহজ সরলভাবে উদ্ভাসিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' এর প্রথম সম্পাদক। মুহম্মদ আব্দুল হাই ১৯৬১ সালে 'বাংলা একাডেমি' এবং ১৯৯৬ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ৩ জুন মধ্য-দুপুরে ঢাকা শহরে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে তিনি লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা না অপঘাত এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সাহিত্যকর্ম

ভ্রমণকাহিনি	রম্য রচনা
• বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন (১৯৫৮)	• তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা (১৯৬০)
অন্যান্য গ্রন্থ	
• সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৫৪)	• ভাষা ও সাহিত্য (১৯৬০)
• ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪)	• বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৬৮, সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে
• এ ফোনেটিক এন্ড ফোনোলোজিক্যাল স্টাডি অব নেইজালস অ্যান্ড নেইজালাইজেশন ইন বেঙ্গলি (১৯৬০)	

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
(ক) সিকান্দার আবু জাফর (খ) আবু জাফর শামসুদ্দীন (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) শওকত ওসমান

০২। কোনটি প্রতীকধর্মী উপন্যাস?
(ক) দুধভাতে উৎপাত (খ) নিষিদ্ধ লোবান (গ) ক্রীতদাসের হাসি (ঘ) চাঁদের অমাবস্যা

০৩। বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র 'কিরীটি রায়' কার সৃষ্টি?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) শওকত ওসমান (ঘ) নীহাররঞ্জন গুপ্ত

০৪। বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
(ক) গীতিকবি (খ) মহাকবি (গ) ছন্দের কবি (ঘ) পল্লিকবি

০৫। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' কোন ধরনের রচনা?
(ক) গদ্য কাহিনি (খ) নাটক (গ) প্রবন্ধ গ্রন্থ (ঘ) উপন্যাস

০৬। 'মহাকবি আলাওল' নাটকটির রচয়িতা কে?
(ক) শওকত ওসমান (খ) আনিস চৌধুরী (গ) সিকান্দার আবু জাফর (ঘ) ওয়ালীউল্লাহ

০৭। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতা সংগ্রাম চলবেই' কার লেখা গান?
(ক) আহসান হাবীব (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) শওকত ওসমান

০৮। 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন'কোন কবি বলেছেন?
(ক) অদ্বৈত মল্লবর্মণ (খ) সমর সেন (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) আবু জাফর শামসুদ্দীন

০৯। 'বাবু বৃত্তান্ত' কার লেখা আত্মজীবনী?
(ক) শওকত ওসমান (খ) আহসান হাবীব (গ) নীহাররঞ্জন গুপ্ত (ঘ) সমর সেন

১০। 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) আহসান হাবীব (খ) আবু জাফর শামসুদ্দীন (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) সমর সেন

১১। 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' কাব্যগ্রন্থের কবি –
(ক) সিকান্দার আবু জাফর (খ) আহসান হাবীব (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) ফররুখ আহমদ

১২। 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' বইটির লেখক কে?
(ক) আহসান হাবীব (খ) সমর সেন (গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন (ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই

১৩। কবি আহসান হাবীবের কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?
(ক) প্রকৃতি প্রেম (খ) গভীর জীবনবোধ ও আত্মমগ্নতা
(গ) আত্মমগ্নতা ও প্রকৃতি প্রেম (ঘ) বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ

১৪। 'সারা দুপুর' কাব্যটির রচয়িতা কে?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) আহসান হাবীব (গ) সমর সেন (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

১৫। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধ গ্রন্থটি কার?
(ক) সুফিয়া কামাল (খ) মুহম্মদ আবদুল হাই (গ) সমর সেন (ঘ) আহসান হাবীব

১৬। বাংলাদেশে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক কে রচনা করেন?
(ক) আবু জাফর শামসুদ্দীন (খ) সমর সেন (গ) শওকত ওসমান (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

১৭। কবি আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) রাত্রিশেষ (খ) আশায় বসতি (গ) সারা দুপুর (ঘ) ছায়া হরিণ

১৮। 'আশায় বসতি' কাব্যটির রচয়িতা কে?
(ক) সিকান্দার আবু জাফর (খ) ফররুখ আহমদ (গ) আহসান হাবীব (ঘ) শওকত ওসমান

১৯। 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' কার রচনা?
(ক) নীহাররঞ্জন গুপ্ত (খ) আবু জাফর শামসুদ্দীন (গ) সমর সেন (ঘ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ

২০। 'সাঁঝের মায়া' কাব্য কে রচনা করেন?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) বেগম সুফিয়া কামাল (গ) শওকত ওসমান (ঘ) মুহম্মদ আবদুল হাই

২১। শওকত ওসমান রচিত 'জাহান্নম হইতে বিদায়'–গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হলো–
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) মুক্তিযুদ্ধ (গ) তেতাগা আন্দোলন (ঘ) মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় গতি-প্রকৃতি

২২। বাংলাদেশের জনগণের কাছে 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিষিক্ত –
(ক) জাহানারা ইমাম (খ) বেগম রোকেয়া (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) ড. নীলিমা ইব্রাহীম

২৩। 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কে?
(ক) সমর সেন (খ) আহসান হাবীব (গ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ (ঘ) আবু জাফর শামসুদ্দীন

২৪। 'আমলার মামলা' নাটকটি লিখেছেন –
(ক) শওকত ওসমান (খ) আহসান হাবীব (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ

২৫। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?
(ক) কাজেম আলী কোরেশী (খ) আবদুল হাই (গ) আবুল ফজল (ঘ) শেখ আজিজুর রহমান

২৬। 'জাহান্নম হইতে বিদায়' শওকত ওসমানের রচিত একটি?
(ক) ছোটগল্প (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ

২৭। "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়/ বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?" – এ উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
(ক) সুফিয়া কামাল (খ) শওকত ওসমান (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) আহসান হাবীব

২৮। 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি কে লিখেছেন?
(ক) আহসান হাবীব (খ) ফররুখ আহমদ (গ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ (ঘ) শওকত ওসমান

২৯। 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) স্বরবৃত্ত (গ) মাত্রাবৃত্ত (ঘ) মুক্তক

৩০। কোন কবিকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) সমর সেন (গ) আহসান হাবীব (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

৩১। ফররুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) মা যে জননী কান্দে (খ) সন্দ্বীপের চর
(গ) অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবানা (ঘ) মুহূর্তের কবিতা

৩২। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ফররুখ আহমদ স্বাধীনতা পদক পান –
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৮১ সালে (গ) ১৯৭৬ সালে (ঘ) ১৯৮৩ সালে

৩৩। 'সিরাজাম মুনীরা' কোন ভাষায় রচিত গ্রন্থ?
(ক) বাংলা (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) উর্দু

৩৪। নিচের চারটি গ্রন্থের মধ্যে কোনটি কাব্যগ্রন্থ নির্দেশ করে?
(ক) পদ্মানদীর মাঝি (খ) সাত সাগরের মাঝি (গ) তিতাস একটি নদীর নাম (ঘ) কালিন্দী

৩৫। 'অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে / একদিন সে পাহাড় টলবেই' কার রচনা?
(ক) শওকত ওসমান (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) শওকত ওসমান (ঘ) ফররুখ আহমদ

৩৬। ফররুখ আহমদের সনেট সংকলন কোনটি?
(ক) সাত সাগরের মাঝি (খ) হাতেম তায়ী (গ) নৌফেল ও হাতেম (ঘ) মুহূর্তের কবিতা

৩৭। কোনটি রূপকধর্মী কবিতা?
(ক) মুহূর্তের কবিতা (খ) হাতেম তায়ী (গ) পাঞ্জেরী (ঘ) কোনটিই নয়

৩৮। ফররুখ আহমদ কোন কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন?
(ক) হাতেম তায়ী (খ) সাত সাগরের মাঝি (গ) সিরাজাম মুনীরা (ঘ) পাখির বাসা

৩৯। সমকাল পত্রিকার সম্পাদক কে?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) অদ্বৈত মল্লবর্মণ (গ) আহসান হাবীব (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

৪০। 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) নীহাররঞ্জন গুপ্ত (খ) ফররুখ আহমদ (গ) মুহম্মদ আবদুল হাই (ঘ) শওকত ওসমান

উত্তরমালা

০১	খ	০২	✍	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	✍	১৯	খ	২০	খ
২১	খ	২২	গ	২৩	✍	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	✍	৪০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

☆ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) মাওলানা ভাসানী (খ) আবুল ফজল (গ) শহীদুল্লাহ কায়সার (ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

০২। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) শেখ হাসিনা
(গ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ঘ) এ. কে. ফজলুল হক



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদীতীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। 'শেখ মুজিবুর রহমান' নামকরণটি করেন তার নানা শেখ আবদুল মজিদ। ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল 'খোকা'। তিনি ১৯৭৩ সালে বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার' লাভ করেন। এটি বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক পদক। শেখ মুজিব 'জাতির পিতা', 'বঙ্গবন্ধু', 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি', 'বিশ্ব বন্ধু', 'রাজনীতির কবি' উপাধিতে ভূষিত হন। ভাষা আন্দোলন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাসভবন ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। কেবলমাত্র তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান।

গ্রন্থসমূহ			
• অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২)	• কারাগারের রোজনামচা (২০১৭)	• আমার দেখা নয়াচীন (২০২০)	• আমার কিছু কথা (২০২০)

☆ সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিচের কোন সাহিত্যিক আততায়ীর হাতে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) আবুল হাসান (খ) হুমায়ুন কবির (গ) সোমেন চন্দ (ঘ) কল্যাণ মিত্র



সোমেন চন্দ ১৯২০ সালের ২৪ মে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার বালিয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মার্ক্সবাদী আন্দোলনকারী ও সুসাহিত্যিক এবং ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর 'ইঁদুর' গল্প পড়ে হুমায়ূন আহমেদ কথাসাহিত্য রচনার অণুপ্রেরণা পান। এই প্রগতিশীল লেখক ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ আততায়ীর হামলায় ফ্যাসিবাদ সমর্থকদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন।

সাহিত্যকর্ম

গল্পগ্রন্থ			ছোটগল্প			
• বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প	• সংকেত ও অন্যান্য গল্প	• সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ	• ইঁদুর	• স্বপ্ন	• সংকেত	• রায়ট

☆ আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন? [৪৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) দীনেশচন্দ্র সেন (খ) গোপাল হালদার (গ) আহমদ শরীফ (ঘ) সুকুমার সেন

০২। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যুসন কোনটি? [৩১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) ১৯৯৭ (খ) ১৯৯৮ (গ) ১৯৯৯ (ঘ) ২০০০

০৩। 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান'- এর সম্পাদক কে? [২২তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) মুহম্মদ আব্দুল হাই (খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (গ) মুহম্মদ এনামুল হক (ঘ) আহমদ শরীফ



আহমদ শরীফ ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সূচক্রদণ্ডীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, গবেষক ও খ্যাতনামা মনীষী হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অন্যতম অবদান রেখেছেন। ১৯৭৮ সালে 'গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট' এর সভাপতি ছিলেন এবং প্রথাবিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৯ সালে 'দাউদ সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৯১ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৯৩ সালে রবীন্দ্র ভারতী থেকে 'ডি.লিট' লাভ করেন। 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি' প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' এবং 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটির কথা উল্লেখ ছিল। 'মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা' গ্রন্থটি মুহাম্মদ আব্দুল হাই সহযোগে সম্পাদনা করেন। তাঁর মতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো- মানুষ গঠন করা। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। 'লাইলী মজনু' প্রথম প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থ। তিনি ১৯৯৫ সালে উইলের মাধ্যমে মরণোত্তর দেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য দান করেন। ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ		
• ইতিহাসের ধারায় বাঙালি (১৯৬৫)	• সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯)	• বিচিত চিন্তা (১৯৬৮)
• স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০)	• বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি (১৯৮৯)	• যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪)
• বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১৯৭৮)	• কালের দর্পণে স্বদেশ (১৯৮৫)	• প্রত্যয় ও প্রত্যাশা (১৯৭৯)
• ইদানীং আমরা (১৯৮৬)	• মানবতা ও গণমুক্তি (১৯৯০)	• কালিক ভাবনা (১৯৭৪)
• বাঙলা বাঙালী বাঙালীত্ব (১৯৯২)	• সংকট জীবনে ও মননে (১৯৯৪)	• সংস্কৃতি (১৯৯২)
• সময় সমাজ মানুষ (১৯৯৫)	• বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮)	• স্বদেশচিন্তা (১৯৯৭)
সম্পাদিত গ্রন্থ		
• বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান	• মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা (১৯৬১)	• লাইলী মজনু (১৯৫৭)
• মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১)	• কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত চন্দ্রাবতী (১৯৬৭)	• রসুল বিজয় (১৯৬৪)
• সৈয়দ সুলতানের—নবীবংশ ও রসুল চরিত	• একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায় (১৯৮৭)	• আলাওলের —সিকান্দার নামা

☆ ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২)☆



ড. নীলিমা ইব্রাহিম ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর খুলনার বাগেরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত বিখ্যাত ছিলেন শিক্ষাবিদ হিসেবে। 'আমি বীরাঙ্গণা বলছি' তাঁর রচিত একটি বই। এই বই-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতনের শিকার হওয়া সাত জন নারীর করুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'এটি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নির্ভর জীবন্ত ইতিহাস। 'বিশ শতকের মেয়ে' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি ১৯৬৯ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯৬ সালে 'বেগম রোকেয়া পদক'; ২০০০ সালে 'একুশে পদক' এবং ২০১১ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। ড. ইব্রাহিম ২০০২ সালের ১৮ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮)	• একপথ দুইবাঁক (১৯৫৮)	• কেয়াবন সঞ্চারিনী (১৯৬২)	• বহ্নিবলয় (১৯৮৫)

প্রবন্ধ গ্রন্থ		
• শরৎপ্রতিভা (১৯৬০)	• বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১)	• সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৯১)
• বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা (১৯৭২)	• বেগম রোকেয়া (১৯৭৪)	• আমি বীরাঙ্গনা বলছি (১৯৯৬)
• বাঙালী মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭)	• উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪)	

নাটক			
• দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪)	• যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪)	• রোদজ্বালা বিকেল (১৯৭৪)	• সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)

আত্মজীবনী	গল্পগ্রন্থ	ভ্রমণকাহিনি
• বিন্দু বিসর্গ (১৯৯১)	• রমনা পার্কে (১৯৬৪)	• শাহী এলাকার পথে পথে (১৯৬৩)

☆ সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) ☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ১৯৮৫ সালে নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান? [৩৪তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) সিকানদার আবু জাফর



সৈয়দ আল আহসান ১৯২২ সালের ২৬ মার্চ মাগুরা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসানকৃত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ সরকারি ভাষান্তর হিসাবে স্বীকৃত। তিনি ১৯৬৭ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৩ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৮৭ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং ১৯৮৫ সালে 'নাসির উদ্দিন স্বর্ণ পদক' লাভ করেন। তিনি ২০০২ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		
• অনেক আকাশ (১৯৫৯)	• একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪)	• সহসা সচকিত (১৯৬৫)
• উচ্চারণ (১৯৬৮)	• আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৩)	• চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫)
• সমুদ্রেই যাবো (১৯৮৭)	• প্রেম যেখানে সর্বস্ব (১৯৮৭)	• রজনীগন্ধা (১৯৮৮)

প্রবন্ধ	
• যখন কলকাতায় ছিলাম (২০০৪)	• কবিতার কথা (১৯৫৭) • শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য (১৯৮৩)
• সাহিত্যের কথা (১৯৬৪)	• বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সাথে (১৯৫৬)

সম্পাদিত গ্রন্থ	ইসলামি গ্রন্থ	অন্যান্য গ্রন্থ	
• পদ্মাবতী (১৯৬৮)	• মহানবী	• যখন সময় এলো	• রক্তাক্ত বাংলা
• মধুমালতী (১৯৭১)	• আল্লাহ আমার প্রভু	• পাণ্ডুলিপি	• ১৯৭৫ সাল

অনুবাদগ্রন্থ			আত্মজীবনী	শিশুতোষ
• হুইটম্যানের কবিতা	• ইডিপাস	• ইকবালের কবিতা	• আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)	• কখনো আকাশ (১৯৮৫)

☆ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) কবর (খ) বহিপীর (গ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (ঘ) ওরা কদম আলী

০২। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক-শিক্ষকের নাম- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) আবদুল কাদের (খ) খতির মিয়া (গ) আক্কাস আলী (ঘ) আরেফ আলী

০৩। 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে? [২৬তম বিসিএস]
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) শওকত আলী

০৪। কোনটা ঠিক? [২৪তম বিসিএস]
(ক) সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস) (খ) কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
(গ) বহিপীর (নাটক) (ঘ) মহাশ্মশান (নাটক)

উত্তরমালা	০১	খ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	গ



সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমাদুল্লাহ এবং মাতা নাসিম আরা খাতুন। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কথাশিল্পী। বাংলা উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম চেতনা প্রবাহরীতির প্রকাশ ঘটান। তিনি ১৯৬১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৪ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক'; ১৯৬৫ সালে 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প'-এর জন্য 'আদমজী পুরস্কার' এবং ২০০১ সালে শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কা' লাভ করেন। গভীর রাতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে পরলোকগমন করেন। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস		নাটক		গল্পগ্রন্থ
• লালসালু (১৯৪৮)	• চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)	• সুড়ঙ্গ (১৯৬৪)	• তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬)	• নয়নচারা (১৯৫১)
• The Ugly Asian	• কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)	• বহিপীর (১৯৬৫)	• উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)	• দুইতীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)
গল্প				
• সেনাপতি	• জাহাজ	• খুনি	• রক্ত	• দুইতীর
• মালেকা	• স্তন	• মৃত্যুযাত্রা	• পাগড়ি	• একটি তুলসী গাছের কাহিনী

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'। এটি একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এ উপন্যাসে সে সময়কার গ্রাম-বাংলার বাস্তবচিত্র এবং ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মূলত উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ভাগ্যান্বেষী মজিদের ধর্মকে পুঁজি করে লোক ঠকিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধির ঘটনাকে কেন্দ্র করে। মজিদ এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্র হলো – খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আক্কাস। 'লালসালু' এর ইংরেজি অনুবাদ Tree without roots (১৯৬৭), ফরাসি অনুবাদ ল্যা আরবরে সামস মায়েমে (১৯৬১) এবং ফরাসি অনুবাদক লেখক পত্নি অ্যান মেরি।

চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি নিরীক্ষাধর্মী মনঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাস। এটি ফ্রান্সের একটি গ্রামে লেখা হয় এবং ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে –'Night of No Moon'। এ উপন্যাসে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে একজন যুবতী নারীর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই সূত্র নির্ভর করে আরেফ আলী নামের এক স্কুল মাস্টারকে অবলম্বন করে মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতা উল্লেখ প্রসঙ্গে সামন্ত-সমাজ প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র - আরেফ আলী, কাদের, বড় বাড়ির প্রধান মুরুব্বী দাদা সাহেব আলফাজউদ্দিন চৌধুরী।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' (১৯৬৫) গল্পটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত। মানুষের আশ্রয়সন্ধান, আশ্রয় লাভ ও আশ্রয়চ্যুত এবং মঙ্গলস্বপ্ন ও স্বপ্ন বিনষ্টের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে যে ভাবনা চিন্তা, তা-ই এ গল্পে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় অনেক হিন্দু বাঙালিই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারত চলে যান এবং ভারত থেকে অনেক মুসলিমরাও পাড়ি দেন পূর্ব পাকিস্তানে। নিজেদের দেশ ছেড়ে আসা এসব মানুষদের অনেকেই ঠাঁই নেন অপরপক্ষের ফেলে যাওয়া বাড়িঘরে, যেগুলিতে তখনো আদি বাসিন্দাদের সংস্কৃতির ছাপ থেকে গিয়েছিল। এ গল্পটি এমনি একটি বাড়ির গল্প। এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র - মতিন, আমজাদ, কাদের, ইউনুস, হাবিবুল্লা।

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম নাটক 'বহিপীর'। নাটকটি ১৯৬০ সালে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বহিপীর' নাটকটি উনিশ শতকের শেষভাগ বা বিশ শতকের সূচনালগ্নের পটভূমিতে লেখা। গ্রামীণ জীবনে পীর প্রথার নামে ভণ্ডামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় জীবনবর্জিত আচার-আচরণ তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। এর কাহিনি বা ঘটনার সময়কাল মাত্র একদিন। নাটকটির চরিত্র মাত্র ৬টি। প্রধান চরিত্র – বহিপীর, তাহেরা, হাশেম আলি, হাতেম আলি, খোদেজা বেগম, হকিকুল্লাহ (অপ্রধান চরিত্র)।

☆ সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) গঙ্গা (খ) পুতুলনাচের ইতিকথা (গ) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (ঘ) গৃহদাহ

০২। বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) সমরেশ মজুমদার (খ) শওকত ওসমান (গ) সমরেশ বসু (ঘ) আলাউদ্দিন আল আজাদ



সমরেশ বসু ১৯২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর মুন্সিগঞ্জের রাজানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য – ব্রাত্যজীবন, সমাজের বিকৃতরূপ উন্মোচন, মানুষের শাশ্বত বেদনা, গ্লানি, মানুষ হবার দায় এবং সংকল্প। তাঁর ছদ্মনাম 'কালকূট' ও 'ভ্রমর'। সমরেশ বসু 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন। 'উত্তরঙ্গ' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এটি জেলখানায় বসে লেখেন। তাঁর রচিত 'গঙ্গা' উপন্যাসটি জেলে জীবন কেন্দ্রিক। তিনি ১৯৮৮ সালের ১২ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস					গল্পগ্রন্থ
• উত্তরঙ্গ (১৯৫১)	• জগদ্দল (১৯৬৬)	• গঙ্গা	• বিবর	• প্রজাপতি	• মনোমুকুর
• দেখি নাই ফিরে	• সওদাগর	• তিন পুরুষ	• বাঘিনী	• রক্তিম বসন্ত	

☆ মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি- [৩৮তম বিসিএস]
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) প্রবন্ধ (ঘ) অনুবাদ নাটক

০২। মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কবর (খ) চিঠি (গ) রক্তাক্ত প্রান্তর (ঘ) মুখরা রমণী বশীকরণ

০৩। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) কবর (খ) ওরা কদম আলী (গ) জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

০৪। 'কবর' নাটক কার রচনা? [২১তম বিসিএস]
(ক) শহীদুল্লাহ কায়সার (খ) জহির রায়হান (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) সত্যেন সেন

০৫। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের রচয়িতা কে? [১৮তম বিসিএস]
(ক) কবির চৌধুরী (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) মুনতাসীর মামুন

০৬। কোনটি ঐতিহাসিক নাটক? [১৩তম বিসিএস]
(ক) শর্মিষ্ঠা (খ) রাজসিংহ (গ) পলাশীর যুদ্ধ (ঘ) রক্তাক্ত প্রান্তর

০৭। 'কবর' নাটকটির লেখক- [১০তম বিসিএস]
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) নজরুল ইসলাম (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উত্তরমালা													
০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ



মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকার মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী। তিনি বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। মুনীর চৌধুরী ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে বাংলা টাইপরাইটারের জন্য উন্নতমানের কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন, যার নাম মুনীর অপ্‌টিমা। তিনি ১৯৬২ সালে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের জন্য 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৫ সালে 'মীর মানস' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার'; ১৯৬৬ সালে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' (পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বর্জন করেন) এবং ১৯৮০ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর 'মানুষ' নাটকটির মূল উপজীব্য ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এটি একটি একাঙ্কিকা।' নষ্ট ছেলে' রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটক। 'দণ্ডকারণ্য' রূপকাশ্রয়ী নাটক। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সহযোগী আল-বদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে ও সম্ভবত ঐদিনই তাঁকে হত্যা করে।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			
• রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২)	• কবর (১৯৬৬)	• রাজার জন্মদিন (১৯৪৬)	• নষ্ট ছেলে (১৯৫০)
• চিঠি (১৯৬৬)	• দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬)	• পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)	• মানুষ (১৯৪৭)
অনুবাদ নাটক			
• মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)	• রূপার কৌটা (১৯৬৯)	• কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭)	• ওথেলো (অসমাপ্ত)
প্রবন্ধ			
• রণাঙ্গন (১৯৬৬)	• বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)	• তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯)	• ড্রাইডেন ও ডি.এল. রায় (১৯৬৩)	• মীর মানস (১৯৬৫)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

রক্তাক্ত প্রান্তর

'রক্তাক্ত প্রান্তর' মুনীর চৌধুরীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। পানিপথের ৩য় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এ নাটকে যুদ্ধের দামামার চেয়ে মানব মনের আকুলতা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও মনের গহীনে জমে থাকা ভালোবাসার আকুতি প্রকাশ করেছেন ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা। ঐতিহাসিক কাহিনি ও চরিত্রের সন্নিবেশ করে নাট্যকার এ নাটকে ভালোবাসার বিজয় ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। তিন অঙ্কবিশিষ্ট নাটকটির আটটি দৃশ্যের চারটি দৃশ্যই ট্র্যাজেডিতে মোহিত। নাটকটিকে এক অর্থে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি বলা হলেও আরেক অর্থে একে ইতিহাস-আশ্রিত আধুনিক ট্র্যাজেডিও বলা যায়। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬২ সালের এপ্রিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে।

কবর

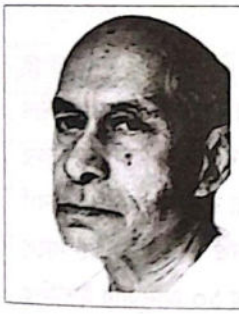
বিখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকটি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রথম প্রতিবাদী নাটক। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে এই একাঙ্ক নাটকটি রচনা শুরু করেন এবং লেখা শেষ করেন ১৯৫৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। নাটকটি সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টায় ফণী চক্রবর্তীর পরিচালনায় রাজবন্দিদের দ্বারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া অগণিত মানুষের লাশ রাতের আঁধারে গুম করে দেয় পাকিস্তান সরকার। লাশ গুমের এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে উপজীব্য করেই লেখা হয় এই নাটক। নাটকে চরিত্র সংখ্যা মোট ছয়টি- নেতা, ইন্সপেক্টর হাফিজ, মুর্দা ফকির, গার্ড, মূর্তি এবং মূর্তি (২)।

☆ রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [২৫তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) শওকত ওসমান (খ) জহির রায়হান (গ) শহীদুল্লাহ কায়সার (ঘ) রশীদ করিম



রশীদ করিম ১৯২৫ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছাড়িয়ে ব্যক্তিই প্রধান হয়ে ওঠে, মানুষই তাঁর প্রিয় অধীত বিষয়। বিশেষ করে নারী চরিত্র চিত্রণে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'উত্তম পুরুষ' ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপটে রচিত। এ উপন্যাসে নগরজীবনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত 'আমার যত গ্লানি' একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। 'আয়শা' তাঁর প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্প এবং 'প্রথম প্রেম' একমাত্র গল্পগ্রন্থ। তিনি ১৯৬১ সালে 'আদমজী পুরস্কার'; ১৯৭২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮৪ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ২০১১ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• উত্তম পুরুষ (১৯৬১)	• আমার যত গ্লানি (১৯৭৩)	• একালের রূপকথা (১৯৮১)	• চিনি না (১৯৯০)
• প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩)	• মায়ের কাছে যাচ্ছি (১৯৮৯)	• প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮)	• বড়ই নিঃসঙ্গ (১৯৮৫)
• শ্যামা (১৯৮৪)	• পদতলে রক্ত (১৯৯০)	• সাধারণ লোকের কাহিনী (১৯৮১)	• লাঞ্চ বক্স (১৯৯৩)
প্রবন্ধ			আত্মজীবনী
• আর এক দৃষ্টিকোণ (১৯৮৯)	• অতীত হয় নূতন পুনরায় (১৯৯২)	• মনের গহনে তোমার মুরতিখানি (১৯৯২)	• জীবন মরণ (১৯৯৯)

☆ আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'জয়গুন' কোন উপন্যাসের চরিত্র? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) জননী (খ) সূর্য-দীঘল বাড়ী (গ) সারেং বৌ (ঘ) হাজার বছর ধরে



আবু ইসহাক ১৯২৬ সালের ১ নভেম্বর শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত। বাংলা একাডেমির 'সমকালীন অভিধান' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। একমাত্র নাটক 'জয়ধ্বনি'। 'সূর্য দীঘল বাড়ি' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' চলচ্চিত্রের নির্মাতা ছিলেন শেখ নিয়ামত আলী ও মসীহউদ্দিন শাকের। 'জোঁক' গল্পটি 'মহাপতঙ্গ' গ্রন্থের অন্তর্গত। তিনি ১৯৬৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ২০০৪ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পদক এবং ১৯৯৭ সালে একুশে পদক লাভ করেন। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			গল্পগ্রন্থ	ছোটগল্প
• সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫)	• পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬)	• জাল (১৯৮৮)	• হারেম (১৯৬২)	• জোঁক
			• মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)	• অভিশাপ

☆ শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা? [২৫তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) কাব্য (ঘ) ছোটগল্প

০২। 'কাশবনের কন্যা' গ্রন্থটির লেখক কে? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)] [উত্তর: খ]

(ক) আবুল কালাম শামসুদ্দিন (খ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (গ) আবুল ফজল (ঘ) জসীম উদ্‌দীন



শামসুদ্দীন আবুল কালাম ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে বরিশাল জেলার নলছিটি উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল কালাম শামসুদ্দীন। ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি শামসুদ্দীন আবুল কালাম নামে পরিচিত। ঐ সময়ে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদকের নাম ছিল আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এজন্য তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করেন। তাঁর রচনায় গ্রামীণ নিম্নবর্গ মানুষের জীবন কাহিনি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদিত পত্রিকা 'মাহেনও'। তিনি ১৯৯৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম ১৯৯৭ সালের ১০ জানুয়ারি ইতালির রোমে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয়। 'কাশবনের কন্যা' ও 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাস দুটিতে জেলে ও বেদেদের জীবন কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। 'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসটি সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত। 'জায়জঙ্গল' উপন্যাসটি সুন্দরবনের জনবিরল বনজঙ্গল ভরা পরিবেশ নিয়ে রচিত।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• আলমনগরের উপকথা (১৯৫৪)	• কাশবনের কন্যা (১৯৫৪)	• দুই মহল (১৯৫৫)	• কাঞ্চনমালা (১৯৬১)
• জীবনকাব্য (১৯৫৬)	• জায়জঙ্গল (১৯৭৮)	• সমুদ্রবাসর (১৯৮৬)	• নবান্ন (১৯৮৭)
• যার সাথে যার (১৯৮৬)	• মনের মতো ঠাই (১৯৮৫)	• কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৮)	
গল্পগ্রন্থ			
• অনেক দিনের আশা (১৯৫২)	• ঢেউ (১৯৫৩)	• পথ জানা নেই (১৯৫৩)	• দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫)
• শাহের বানু (১৯৫৭)	• পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)	• মজা গাঙের গান (১৯৮৭)	

☆ সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? [৩৩তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) হরতাল (খ) পালাবদল (গ) উত্তীর্ণ পঞ্চাশে (ঘ) অন্বিষ্ট স্বদেশ



সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়। তিনি মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি। তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু শোষিত মানুষের জীবন- যন্ত্রণা, অনাচার, বৈষম্যের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কিশোর কবি হিসেবে পরিচিত সুকান্ত ছিলেন নজরুল পরবর্তী তরুণ বিদ্রোহী কবি। তাঁকে 'কিশোর কবি'ও বলা হয়। 'ছাড়পত্র' তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত কবিতা 'আঠারো বছর বয়স'। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'দুর্মর' কবিতাটি 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। 'আকাল' তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের কবিতাগুলোর মূল উৎস পঞ্চাশের মন্বন্তর। প্রতিভাবান এই কবি ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে ম্যালেরিয়া ও পরে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• ছাড়পত্র (১৯৪৭)	• পূর্বাভাস (১৯৫০)	• মিঠেকড়া (১৯৫১)	• অভিযান (১৯৫৩)
• ঘুম নেই (১৯৫৪)	• হরতাল (১৯৬২)	• গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫)	• সূর্যপ্রণাম

কবিতা					
• ছাড়পত্র	• আঠারো বছর বয়স	• রানার	• দুর্মর	• ঠিকানা	• লেনিন
• হে মহাজীবন	• প্রিয়তমাসু	• উদ্যোগ	• গাঁয়ে	• দেশলাই কাঠি	• এক যে ছিল

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত?
(ক) উত্তীর্ণ পঞ্চাশে (খ) পালাবদল (গ) ঘুম নেই (ঘ) অন্বিষ্ট স্বদেশ

০২। 'কাঞ্চনমালা' কোন জাতীয় রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) কাব্য (ঘ) ছোটগল্প

০৩। আহমেদ শরীফের প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ?
(ক) লায়লী-মজনু (খ) সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (গ) যুগ যন্ত্রনা (ঘ) স্বদেশ চিন্তা

০৪। আহমদ শরীফ রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
(ক) সাম্প্রদায়িকতা (খ) বিচিত চিন্তা (গ) লোকায়ত বাংলা (ঘ) বিচিত কথা

০৫। 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' কার লেখা গ্রন্থ –
(ক) ড. নীলিমা ইব্রাহিম (খ) আবু ইসহাক (গ) সমরেশ বসু (ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

০৬। 'প্রেম যেখানে সর্বস্ব' কাব্যগ্রন্থের লেখক কে?
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) নীলিমা ইব্রাহিম (গ) সমরেশ বসু (ঘ) আবু ইসহাক

০৭। 'প্রসন্ন পাষাণ' উপন্যাসটির রচনা করেন –
(ক) সমরেশ বসু (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) রশীদ করীম (ঘ) নীলিমা ইব্রাহিম

০৮। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কোন কবি?
(ক) আবু ইসহাক (খ) সৈয়দ শামসুল হক (গ) আহমদ শরীফ (ঘ) সৈয়দ আলী আহসান

০৯। 'নয়নচারা' কোন শ্রেণির রচনা?
(ক) নাটক (খ) কাব্য (গ) ছোটগল্প (ঘ) উপন্যাস

১০। নিচের কোনটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়?
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) চাঁদের অমাবস্যা (গ) পথের দাবী (ঘ) ঘরে-বাইরে

১১। 'লালসালু' উপন্যাসটির উপজীব্য কী?
(ক) গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা (খ) কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
(গ) হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবন (ঘ) চাষী জীবনের করুণ চিত্র

১২। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' –
(ক) চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস (খ) আধিভৌতিক উপন্যাস (গ) পরাবাস্তববাদী উপন্যাস (ঘ) নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস

১৩। নিচের কোনটি সমরেশ বসুর উপন্যাস?
(ক) উত্তরঙ্গ (খ) জগদ্দল (গ) গঙ্গা (ঘ) সবগুলো

১৪। শেক্সপিয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু'র বঙ্গানুবাদ করেছেন –
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (খ) সৈয়দ আলী আহসান (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) আহমদ শরীফ

১৫। মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি?
(ক) ফিট কলাম (খ) রক্তাক্ত গল্প (গ) রূপার কৌটা (ঘ) পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য

১৬। "এই বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি" পঙ্‌ক্তির রচয়িতা কে?
(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য (খ) শহীদুল্লা কায়সার (গ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (ঘ) ড. আশরাফ সিদ্দিকী

১৭। মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালীন কোন বিখ্যাত নাটকটি লিখেছিলেন?
(ক) সেনাপতি (খ) শঙ্খনীল কারাগার (গ) নূরলদীনের সারাজীবন (ঘ) কবর

১৮। মুনীর চৌধুরী কত তারিখে নিখোঁজ হন?
(ক) ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর (খ) ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর (গ) ১৯৭১ সালে ১০ ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭১ সালে ১২ ডিসেম্বর

১৯। মুনীর চৌধুরী রচিত 'কেউ কিছু বলতে পারে না' একটি –
(ক) অনুবাদ নাটক (খ) গল্প (গ) প্রবন্ধ (ঘ) উপন্যাস

২০। গ্রিক ট্রাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে?
(ক) সোমেন চন্দ্র (খ) সৈয়দ আলী আহসান (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

২১। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'- চরণটির রচয়িতা কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) শামসুর রহমান (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

২২। বাংলায় টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন –
(ক) আবদুল হাই (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) মোস্তফা জব্বার

২৩। মুনীর চৌধুরীর 'মীর মানস' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
(ক) উপন্যাস (খ) স্মৃতিকথা (গ) নাটক (ঘ) প্রবন্ধ

২৪। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর পটভূমি ছিল –
(ক) পলাশী যুদ্ধ (খ) পানিপথের ৩য় যুদ্ধ (গ) কৃষক বিদ্রোহ (ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ

২৫। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম –
(ক) সংগ্রাম (খ) অসমাপ্ত আত্মজীবনী (গ) বাংলাদেশ ও আমি (ঘ) আমার জীবনী

২৬। মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' কার লেখার অনুবাদ?
(ক) William Word worth (খ) Charles Dickens (গ) William Shakespeare (ঘ) W. Somerset Maugham

২৭। সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ –
(ক) পাখির বাসায় (খ) ফুলবানু (গ) একক সন্ধ্যায় বসন্ত (ঘ) বলাকা

২৮। 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
(ক) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) শহীদুল্লা কায়সার (ঘ) জাহানারা ইমাম

২৯। 'জোঁক' গল্পের রচয়িতা –
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (খ) সৈয়দ আলী আহসান (গ) সমরেশ বসু (ঘ) আবু ইসহাক

৩০। 'সূর্য দীঘল বাড়ী' কোন প্রকারের গ্রন্থ?
(ক) রম্যনাটক (খ) সামাজিক উপন্যাস (গ) লোকসাহিত্য (ঘ) জীবন কাহিনি

৩১। আবু ইসহাকের জন্মগ্রহণ –
(ক) মাদারীপুর (খ) গোলাপগঞ্জ (গ) শরীয়তপুর (ঘ) রাজবাড়ী

৩২। নিচের কোনটি মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকা নাটক?
(ক) মানুষ (খ) নষ্ট ছেলে (গ) কবর (ঘ) সবগুলো

৩৩। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' – কার রচনা?
(ক) জহির রায়হান (খ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (গ) আবু ইসহাক (ঘ) মাহবুবুল আলম

৩৪। 'আমার পূর্ব বাংলা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) সমরেশ বসু (গ) সৈয়দ আলী আহসান (ঘ) আহমদ শরীফ

৩৫। 'রমনা পার্কে' গল্পটি – কে রচনা করেছেন?
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) রশীদ করিম (গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (ঘ) ড. নীলিমা ইব্রাহিম

৩৬। 'বিশ শতকের মেয়ে' উপন্যাসটির রচিয়তা কে?
(ক) ড. নীলিমা ইব্রাহিম (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) রশীদ করিম (ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

৩৭। 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থটি কার রচনা?
(ক) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (খ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (গ) শহীদুল্লা কায়সার (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

৩৮। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ইংরেজিতে অনুবাদ করেন –
(ক) জামিলুর রেজা চৌধুরী (খ) ফকরুল আলম (গ) হুমায়ূন আহমেদ (ঘ) রশীদ করীম

৩৯। পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি – কার রচনা?
(ক) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (খ) শামসুর রাহমান (গ) সাঈদ আহমদ (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

৪০। বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত কে?
(ক) সাঈদ আহমদ (খ) আনোয়ার পাশা (গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (ঘ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	✍	০৪	খ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	গ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	খ
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	✍	২০	খ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	✍	৩৫	ঘ	৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	গ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'সংশপ্তক' কার রচনা? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) শহীদুল্লা কায়সার (গ) জহির রায়হান (ঘ) শওকত ওসমান



শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। ১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিচালিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে দৈনিক সংবাদ-এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সম্পাদিত পত্রিকা– দেশপ্রেমিক ও বিশ্বকর্মা। তিনি ১৯৬২ সালে 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' ও ১৯৬৯ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৩ সালে 'একুশে পদ' এবং ১৯৯৮ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগী আল-বদর বাহিনীর ক'জন সদস্য তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফেরেন নি। ধারণা করা হয় যে, অপহরণকারীদের হাতে শহীদুল্লা নিহত হন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• সারেং বৌ (১৯৬২)	• সংশপ্তক (১৯৬৫)	• কৃষ্ণচূড়া মেঘ	• দিগন্তে ফুলের আগুন
• কবে পোহাবে বিভাবরী (অসমাপ্ত)	• সমুদ্র ও তৃষ্ণা	• চন্দ্রভানের কন্যা	• তিমির বলয়
ভ্রমণকাহিনি		স্মৃতিকথা	
• পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)		• রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)	

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

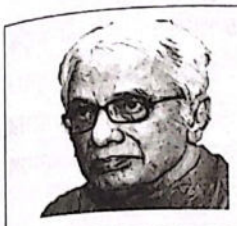
সারেং বৌ

শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস 'সারেং বৌ' (১৯৬২)। উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী গ্রামীণ জনপদের জীবন যাত্রা, সুখ-দুঃখ-দুর্দশা এবং তাদের জীবিকা উপার্জনের উৎস। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গ্রাম, সমুদ্র তাদের জীবিকা সরবরাহ করে থাকে। কদম সারেং আর তার বৌ নবিতুনের জীবনের প্রবাহই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসটিতে সংগ্রামী মানুষের জীবনের দুঃখ, কষ্ট সব ছাপিয়ে দাম্পত্যজীবনে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র – কদম সারেং, নবিতুন, মন্টু প্রমুখ।

সংশপ্তক

রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত এদেশের হিন্দু- মুসলমানের সম্মিলিত জীবন এবং অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে অনুপ্রাণিত সার্থক সৃষ্টি সংশপ্তক (১৯৬৫)। 'সংশপ্তক' অর্থ - যে সৈনিকেরা জীবন মরণ পণ করে যুদ্ধে লড়ে, পালিয়ে আসে না। শহীদুল্লা কায়সার এ ধরনের চেতনাকে ধারণ করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পূর্বকাল অবধি বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন এ উপন্যাসে ধারণ করেছেন। তাই একে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা হয়। বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ শাসনের সায়াহ্ন, পাকিস্তান শাসনের প্রারম্ভিকতা, অসহযোগ আন্দোলন, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবেই উপন্যাসে এসেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র- হুরমতি, ফেলুমিঞা, রামদয়াল, লেকু, আম্বুরি, মালু, রিহানা, আহসান, ইয়াসীন, রমজান, রাবু, সেকান্দর মাস্টার ও জাহেদ প্রমুখ।

☆ ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-২০২০)☆



ড. আশরাফ সিদ্দিকী ১৯২৭ সালের ১ মার্চ টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার নাগবাড়ি গ্রামে (মাতৃতালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালি সাহিত্যিক, লোকগবেষক ও বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক। বাংলার লোকঐতিহ্য নিয়ে তিনি গভীর গবেষণা করেছেন। আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৬৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', ১৯৬৬ সালে 'ইউনেস্কো পুরস্কার' এবং ১৯৮৮ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি ২০২০ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

লোকসাহিত্য			
• লোকসাহিত্য (১৯৬৪)	• কিংবদন্তির বাংলা (১৯৭৫)	• লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮)	• শুভ নববর্ষ (১৯৭৭)
• আবহমান বাংলা (১৯৮৭)	• বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১)	• প্যারিস সুন্দরী (১৯৭৫)	• বাংলার মুখ (১৯৯৯)
উপন্যাস			
• শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০)	• আরশী নগর (১৯৮৮)	• গুণীন (১৯৮৯)	
কাব্যগ্রন্থ			
• সহস্র মুখের ভিড়ে (১৯৯৭)	• উত্তরের তারা	• সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩)	• বিষকন্যা (১৯৫৫)
• বৃক্ষ দাও, ছায়া দাও (১৯৮৪)	• দাঁড়াও পথিক বর (১৯৯০)	• তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০)	
গল্পগ্রন্থ			
• রাবেয়া আপা (১৯৬৫)	• গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১)	• শেষ নালিশ (১৯৯২)	
শিশুতোষ গ্রন্থ			
• রূপকথার রাজ্যে (১৯৯৩)	• বাণিজ্যেতে যাবো আমি	• অসি বাজে ঝনঝন	
• ছড়ার মেলা	• আমার দেশের রূপকাহিনী	• সিংহের মামা ভোম্বল দাস	

☆ আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [২৪তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) হাসান হাফিজুর রহমান (খ) জহির রায়হান (গ) শহীদুল্লা কায়সার (ঘ) আনোয়ার পাশা



আনোয়ার পাশা ১৯২৮ সালের ১৫ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ শাখায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটে ওঠেছে দেশাত্মবোধ, মননশীলতা এবং প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ছিলেন। ১৯৭২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ও ২০২০ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ঢাকার মিরপুরের বধ্যভূমিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী আল বদর বাহিনীর সদস্যদের হাতে শহীদ হন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• নীড় সন্ধানী (১৯৬৮)	• নিষুতি রাতের গাথা (১৯৬৮)	• রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)	
কাব্যগ্রন্থ			**গল্পগ্রন্থ**
• নদী নিঃশেষিত হলে (১৯৬৩)	• সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী (১৯৭৪)	• অন্যান্য কবিতা (১৯৭৪)	• নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

রাইফেল, রোটি, আওরাত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এ উপন্যাসে ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত গণহত্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান চরিত্র – অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন, রানা দা, মধুর ক্যান্টিনের মধুদা। আনোয়ার পাশা তৎকালীন পাকিস্তানপন্থি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আদলে সৃষ্টি করেছেন ড. খালেক ও ড. মালেক চরিত্র। আছে মুসলিম লীগের হরমুজ মিয়া, মোনায়েম খানের আশীর্বাদপুষ্ট ছাবেদ আলী, অবাঙালি হাসমত প্রমুখ। কিন্তু অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহীন, আওয়ামী লীগ নেতা জামাল সাহেব, কমিউনিস্টকর্মী বুলা এই উপন্যাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কথাও আছে এই উপন্যাসে।

☆ জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)☆



জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩ মে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন লেখিকা, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। একাত্তরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাফী ইমাম রুমী দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। বিজয় লাভের পর রুমীর বন্ধুরা জাহানারা ইমামকে সকল মুক্তিযোদ্ধার মা হিসেবে বরণ করে নেন। রুমীর শহীদ হওয়ার সূত্রেই তিনি 'শহীদ জননী'র মযার্দায় ভূষিত হন। 'একাত্তরের দিনগুলি' তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। এতে ১ মার্চ ১৯৭১ হতে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বইটির ইংরেজি রূপ 'Of Blood And Fire'। এই লেখিকা ১৯৯০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯৭ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং ১৯৯৮ সালে 'রোকেয়া পদক' লাভ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সাইনাই হাসপাতালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ		
• বীরশ্রেষ্ঠ (১৯৮৫)	• একাত্তরের দিনগুলি (১৯৮৬)	
শিশু সাহিত্য		
• গজকচ্ছপ (১৯৬৭)	• সাতটি তারার ঝিকিমিকি (১৯৭৩)	• বিদায় দে মা ঘুরে আসি (১৯৮৯)
অনুবাদ গ্রন্থ		
• জাগ্রত ধরিত্রী (১৯৬৮)	• তেপান্তরের ছোট্ট শহর (১৯৭১)	• নদীর তীরে ফুলের মেলা (১৯৬৬)
অন্যান্য গ্রন্থ		
• অন্য জীবন (১৯৮৫)	• জীবন মৃত্যু (১৯৮৮)	• শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি (১৯৮৯)
• নিঃসঙ্গ পাইন (১৯৯০)	• বুকের ভিতরে আগুন (১৯৯০)	• নাটকের অবসান (১৯৯০)
• দুই মেরু (১৯৯০)	• ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস (১৯৯১)	• প্রবাসের দিনগুলি (১৯৯২)
• An Introduction to Bengali Language and Literature (১৯৮৩)- এই গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন।		

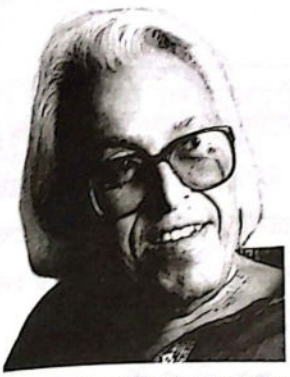
☆ শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) আল মাহমুদ (খ) আব্দুল মান্নান সৈয়দ (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) শামসুর রাহমান

০২। 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'— কার কবিতা? [৩৪তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) শওকত ওসমান (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) শামসুর রাহমান

০৩। কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) নিরন্তন ঘণ্টাধ্বনি (খ) নির্জন স্বাক্ষর (গ) নিরালোকে দিব্যরথ (ঘ) নির্বাণ



শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পাড়াতলী, রায়পুর, নরসিংদী। ডাকনাম- বাচ্চু। ছদ্মনাম- সিন্দাবাদ, লিপিকার, জনান্তিক, মৈনাক, মজলুম আদিব (৭১ এ 'দেশ' পত্রিকায় এ নামে লিখতেন)। উপাধি- আধুনিক কবি, সার্বক্ষণিক কবি, কবিশ্রেষ্ঠ (বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব কর্তৃক)। তিনি সমকালীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিক নগর জীবনের ক্লান্তি, হতাশা, দাবদাহ ইত্যাদি বিষয় ফুটে উঠেছে। সম্পাদিত পত্রিকা - দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, অধুনা (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)। 'উনিশশ উনপঞ্চাশ' তাঁর প্রথম কবিতা। ১৯৪৩ সালে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'। 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' এ কাব্যে ১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের ফলে দেশ ও জনগণের চরম দুরবস্থার প্রতিফলন রয়েছে। 'টেলেমেকাস' কবিতাটি ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দী হলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখেন এবং আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে লিখেন অপর একটি কবিতা 'হাতির শুঁড়'। শামসুর রাহমান ১৯৬৩ সালে 'আদমজি পুরস্কার'; ১৯৬৯ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৯১ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। বিখ্যাত এই কবি ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

• বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২)	• নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮)	• উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২)
• আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪)	• অবিরল জলাভূমি (১৯৮৬)	• প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)
• দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩)	• ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ (১৯৮৫)	• ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাটা (১৯৭৪)
• কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি (১৯৮৩)	• না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন (২০০৬)	• এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫)
• বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭)	• আকাশ আসবে নেমে (১৯৯৪)	• ইকারুসের আকাশ (১৯৮২)
• এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৬)	• আমার কোন তাড়া নেই (১৯৮৪)	• রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)
• হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল (১৯৯৭)	• গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০)	• যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে (১৯৮৪)
• শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭)	• কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে (২০০৪)	• তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃৎস্পন্দন (১৯৯৬)
• প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮)	• হরিণের হাড় (১৯৯৩)	• ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুকছে (২০০৩)
• নিজ বাসভূমে (১৯৭০)	• নায়কের ছায়া (১৯৮৩)	• এসো কোকিল এসো স্বর্ণচাঁপা (১৯৯৫)
• আমি অনাহারী (১৯৭৬)	• বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭)	• বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)
• মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২)	• উজাড় বাগানে (১৯৯৫)	• হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫)

কবিতা

• বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	• আসাদের শার্ট	• গেরিলা	• কখনো আমার মাকে	• অভিশাপ দিচ্ছি
• বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো	• স্বাধীনতা তুমি	• শেষতন্ত্র	• বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়	• ইলেক্ট্রার গান
• একজন শহীদের মা বলছেন	• একটি ফটোগ্রাফ	• তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা		

উপন্যাস

• অক্টোপাস (১৯৮৩)	• অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫)	• এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)	• নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫)

শিশুতোষ রচনা

• এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৪)	• ধান ভানলে কুঁড়ো দেব (১৯৭৭)	• গোলাপ ফোটে খুকির হাতে	• রংধনুর সাঁকো (১৯৯৪)
• লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫)	• আমের কুঁড়ি জামের কুঁড়ি (২০০৪)	• নয়নার জন্য গোলাপ (২০০৫)	

আত্মজীবনী

• স্মৃতির শহর (১৯৭৯)	• কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)

প্রবন্ধগ্রন্থ

• আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬)	• কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২)	• শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ (২০০১)

অনুবাদ কবিতা

• ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৬)	• রবার্ট ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা (১৯৬৮)	• খাজা ফরিদের কবিতা (১৯৬৮)

অনুবাদ নাটক

• হ্যামলেট (১৯৯৫), শেক্সপিয়ার	• হৃদয়ের ঋতু (১৯৭১), টেনেসি উইলিয়ামস	• মার্কোমিলিয়ানস (১৯৬৭), ইউজিন ওনীল

সম্পাদিত গ্রন্থ

• হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৯৩২)	• দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা (১৯৮৮), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

এটি শামসুর রাহমানের প্রথম প্রকাশিত যা প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় বাংলার রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক পটভূমির যে নতুন রূপ পেয়েছিল তাতে সৃষ্টি হয় জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষরণ। সে সময়ের সংকটপূর্ণ অবস্থায় কবি এ কাব্যটি রচনা করেন। সে উত্তাল সময়ের মধ্যবিত্তের অন্তর্জগত-এ কাব্যের মূল উপজীব্য। এ কাব্যে আছে মৃত্যুভারাতুর নির্জনতা, নৈঃসঙ্গ, বিষাদ, স্বপ্নসৌন্দর্য স্পৃহা। এ কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো- 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', রূপালি স্নান, ১৩৫৭-র একটি দিন, পুরোনো তেলচিত্র, পূর্বরাগ, অ্যাপলোর জন্য, মর্মর প্রসাদ শুধু, তিনশো টাকার আমি, মৃন্ময় কবিতা সহ মোট ৩৯ টি কবিতা।

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

এটি সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লিখিত কাব্য। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের ফলে দেশ ও জনগণের চরম অবস্থার প্রতিফলন আছে এ কাব্যগ্রন্থে। ২৩টি কবিতার সমাহারে সংকলিত কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। কবিতাগুলোতে কবির স্বদেশ চেতনার পরিচয়, দুঃসময়ে দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার ও অস্থিরতা এবং পাশ্চাত্য পুরাণের পাশাপাশি তার স্বদেশী পুরাণের মাধ্যমে ব্যক্তি-মানস সন্ধানের প্রয়াস পাওয়া যায়।

আসাদের শার্ট

শহিদ আসাদ স্মরণে শামসুর রাহমান লিখেছিলেন কালজয়ী কবিতা 'আসাদের শার্ট'। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানে একটি মিছিলের সামনে শহিদ আসাদের রক্তাক্ত শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে মানসিকভাবে মারাত্মক আলোড়িত হন শামসুর রাহমান। ১৯৬৯ সালে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন ছাত্রনেতা আসাদ (তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগরে এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন এবং ঢাকা হল যা বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল শাখার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে ছিলেন)। এরপর আসাদের সেই রক্তমাখা শার্ট যেন হয়ে উঠেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। সংঘটিত হয় ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, তারপর মহান মুক্তিযুদ্ধ।

টেলেমেকাস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে শামসুর রাহমান 'টেলেমেকাস' কবিতাটি রচনা করেন। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি 'আমাদের বাঁচার দাবি' নামে উত্থাপন করেন। এ সময়ে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানও (বাংলাদেশ) ছিল শাসকের হাতে বন্দি। গ্রীক বীর টেলেমেকাসের মতো বাংলাদেশের জনতাও অপেক্ষা করতে থাকে তাদের নেতা আসবেন কারাগার ভেঙে, মুক্ত করবেন বাংলার জনগণকে নাগপাশ থেকে। এই ছিল 'টেলেমেকাস' কবিতার বিষয়বস্তু।

অক্টোপাস

এটি শামসুর রাহমানের একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। তিনি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরখ করেছেন মধ্যবিত্ত মানসের অস্থিরতা, চাওয়া-পাওয়া ও আকাঙ্ক্ষা । ইশতিয়াক এ উপন্যাসের নায়ক। সে কল্পনার নায়িকা লোপার প্রেমে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে ইশতিয়াকের মনে হয় লোপা এসে তার আর তার স্ত্রীর মাঝখানে শুয়ে পড়ে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। তার সাথে এরকম আরেকটি ঘটনা হয় যা অদ্ভুত, তিনি একটি অষ্টভুজা লিকলিক করা ভয়াল অক্টোপাস দেখতে শুরু করেন। অক্টোপাস শুধু ইশতিয়াককে নয়, গ্রাস করেছে পুরো ঢাকা শহর এবং সব জনপদকে। যার অষ্টপদ আঁকড়ে ধরেছে উন্নয়নশীল জাতিসত্তাকে। সমগ্র ঢাকা শহরকে অক্টোপাসের জালে বন্দি হতে দেখার মধ্যে শামসুর রাহমানের সমষ্টিলগ্ন সমাজ জীবন-ভাবনার বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বরূপও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বন্দী শিবির থেকে

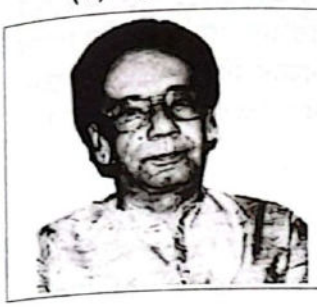
'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। এ কাব্যের মাধ্যমে তিনি সর্বোচ্চ খ্যাতি অর্জন করেন। শামসুর রাহমান 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ৩৮ টি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – বন্দী শিবির থেকে, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি প্রভৃতি।

☆ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রন্থ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) রহু চণ্ডালের হাড় (খ) কৈবর্ত খণ্ড (গ) ফুল বউ (ঘ) অলীক মানুষ

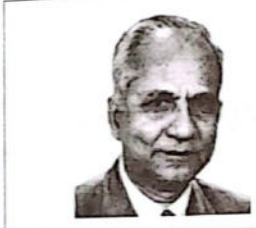


সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৯৩০ সালের ১৪ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত এ সাহিত্যিক আনন্দবাজার পত্রিকায় দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া রাঢ় বাংলার লোকনাট্য "আলকাপের" সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ইবলিশ। তিনি কলকাতায় 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশের রাজত্বের শেষভাগে এক পরিবর্তনীয় সময়ের নিখুঁত স্থির ছবি এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এ উপন্যাসের জন্য ১৯৯০ সালে 'ভুয়ালকা পুরস্কার'; ২০০৯ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডি.লিট' সাহিত্য 'অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• নীলঘরের নটী (১৯৬৬)	• হিজলকন্যা (১৯৬৭)	• মায়ামৃদঙ্গ (১৯৭২)	• উত্তর জাহ্নবী (১৯৭৪)
• নিলয় না জানি (১৯৭৬)	• অলীক মানুষ (১৯৮৮)	• তৃণভূমি	

☆ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন (১৯৩০-১৯৯৮)☆



আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞানকর্মী। আবদুল্লাহ আল-মুতী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি সালে ১৯৭৫ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক কলিঙ্গ পুরস্কার; ১৯৮৫ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। আল-মুতী শরফুদ্দিন বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বিজ্ঞান বিশ্বকোষ-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন এবং 'মুকুল' নামে ছোটদের ম্যাগাজিনের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ			
• এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে (১৯৫৫)	• অবাক পৃথিবী (১৯৫৫)	• তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪)	• সোনার এই দেশ (১৯৮৩)
• রহস্যের শেষ নেই (১৯৬৯)	• বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫)	• জানা-অজানার দেশে (১৯৭৬)	• আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯)
• সাগরের রহস্যপুরী (১৯৭৬)	• মেঘ বৃষ্টি রোদ (১৯৮১)	• ফুলের জন্য ভালোবাসা (১৯৮২)	
অনুবাদ			
• সেকালের জীবজন্তু (১৯৫৮)	• মহাবীর পরমাণু (১৯৫৭)	• তাপ (১৯৫৮)	• আলো (১৯৬১)
• আকাশের সঙ্গে মিতালী (১৯৫৬)		• রহস্যটা জানতে হবে (১৯৫৮)	

☆ সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)☆



সাঈদ আহমদ ১৯৩১ সালের ১ জানুয়ারি পুরাতন ঢাকার ইসলামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বাংলা নাটকে আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তক বলে বিবেচনা করা হয়। 'নট আই' নাটকটি ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে অবস্থানকালে রচনা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোকে রচিত 'শেষ নবাব' তাঁর শেষ নাটক। কালবেলা (১৯৬২), মাইলপোস্ট (১৯৬৫), এক দিন প্রতিদিন (১৯৭৪), শেষ নবাব (১৯৮৮) ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক। তাঁর কয়েকটি নাটক ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। তিনি ১৯৭৫ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার 'লিজিও দো অনার' লাভ করেন। সাঈদ আহমদ ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			
• কালবেলা (ইংরেজি- দি থিং)	• কালবেলা (১৯৬২)	• তৃষ্ণায় (ইংরেজি- সারভাইভাল)	• মাইলপোস্ট (১৯৬৪)
• প্রতিদিন একদিন (১৯৭৫)	• শেষ নবাব (১৯৮৭)	• তৃষ্ণায় (১৯৬৯)	• নট আই (ইংরেজি)

☆ বদরুদ্দীন উমর (১৯৩১-)☆



বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অধ্যাপক ও বামপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশি মার্কসবাদী–লেনিনবাদী এই লেখক ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'সংস্কৃতি' নামে একটি রাজনৈতিক সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শনে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৬১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.পি.ই ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে। বদরুদ্দীন উমর ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয় তারই হাত ধরে। তিনি ১৯৭২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন এবং সাথে সাথেই প্রত্যাখ্যান করেন।

সাহিত্যকর্ম

গবেষণা ও প্রবন্ধ গ্রন্থ		
• সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬)	• বাঙলাদেশের অভ্যুদয় (২০০৬)	• আমার পিতা (২০০৫)
• যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ (১৯৭৪)	• সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৮)	• সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭)
• কার দিন বদল হলো (২০১০)	• একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের পথে (২০০০)	• বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব (১৯৯০)
• আমাদের ভাষার লড়াই (১৯৮১)	• পূর্ববাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০)	• বাঙলাদেশে মার্কসবাদ (১৯৮১)
সম্পাদনাগ্রন্থ		
• পার্বত্য চট্টগ্রাম: নিপীড়ন ও সংগ্রাম (১৯৯৭)	• ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল (১৯৮৪)	• নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে (২০০৩)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'সারেং বৌ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) আনোয়ার পাশা (খ) শহীদুল্লা কায়সার (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম

০২। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রামাণ্য ও মৌলিক গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী (খ) হাসান হাফিজুর রহমান (গ) বদরুদ্দীন উমর (ঘ) জহির রায়হান

০৩। গেরিলা কবিতার লেখক কে?
(ক) আল মাহমুদ (খ) শামসুর রাহমান (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) আব্দুল মান্নান সৈয়দ

০৪। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা প্রথম উপন্যাসের লেখক কে?
(ক) আনোয়ার পাশা (খ) জাহানারা ইমাম (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) শহীদুল্লা কায়সার

০৫। কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়?
(ক) রৌদ্র করোটিতে (খ) নিজ বাসভূমে (গ) বন্দী শিবির থেকে (ঘ) বন্দীর বন্দনা

০৬। শহীদ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার পেশায় কি ছিলেন?
(ক) প্রকৌশলী (খ) রাজনীতিবিদ (গ) আমলা (ঘ) সাংবাদিক

০৭। 'সংশপ্তক', 'সারেং বৌ' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
(ক) প্রবন্ধ (খ) রম্য রচনা (গ) উপন্যাস (ঘ) নাটক

০৮। জাহানারা ইমাম রচিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ কোনটি?
(ক) একাত্তরের দিনগুলি (খ) একাত্তরের স্মৃতি (গ) আমার একাত্তর (ঘ) স্মৃতির শহর

০৯। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস –
(ক) একদা এক রাজ্যে (খ) জন্ম যদি তব বঙ্গ (গ) রাইফেল রোটি আওরাত (ঘ) কি চাহ শঙ্খচিল

১০। কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?
(ক) গোলাপ ফোটে খুকির হাতে (খ) হরফের ছড়া (গ) জয়ের পথে (ঘ) পশারিনী

১১। শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী –
(ক) কালের ধুলোয় লেখা (খ) নিজ বাসভূমি (গ) বন্দী শিবির থেকে (ঘ) হৃদয় আমার পৃথিবীর আলো

১২। 'একাত্তরের দিনগুলি' কে লিখেছেন?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) শহীদুল্লা কায়সার (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) আলতাব ইমাম

১৩। 'গলির ধারের ছেলেটি' গল্পগ্রন্থটি কার?
(ক) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) আনোয়ার পাশা (ঘ) ড. আশরাফ সিদ্দিকী

১৪। শামসুর রাহমানের গদ্য গ্রন্থ –
(ক) বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (খ) প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (গ) স্মৃতির শহর (ঘ) বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়

১৫। জাহানারা ইমাম কত সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন?
(ক) ১৯৯৭ সালে (খ) ১৯৯৮ সালে (গ) ১৯৯৯ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

১৬। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্য কোনটি?
(ক) বন্দী শিবির থেকে (খ) পাতালে হাসপাতালে (গ) যখন উদ্যত সঙ্গীন (ঘ) একদা এক রাজ্যে

১৭। শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) রাখালী (খ) রৌদ্র করোটিতে (গ) সাঁঝের মায়া (ঘ) ছায়াহরিণ

১৮। 'মৈনাক' কার ছদ্মনাম –
(ক) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (খ) আনোয়ার পাশা (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৯। 'সংস্কৃতির সংকট' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন –
(ক) বদরুদ্দীন উমর (খ) ফয়েজ আহমদ (গ) ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (ঘ) রাবেয়া খাতুন

২০। "তোমাকে পাবার জন্যে হে স্বাধীনতা" – এ পঙ্‌ক্তিটি কার?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (গ) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (ঘ) আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন

২১। বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী কলিঙ্গ পুরস্কার পান?
(ক) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (খ) সাঈদ আহমদ (গ) আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন (ঘ) কুদরত-ই-খুদা

২২। 'অক্টোপাস' উপন্যাস কার রচনা?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) জাহানারা ইমাম (গ) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (ঘ) সাঈদ আহমদ

২৩। 'Of Blood and Fire' গ্রন্থটি কার?
(ক) জাহানারা ইমাম (খ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (গ) আনোয়ার পাশা (ঘ) শহীদুল্লা কায়সার

২৪। শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ের নাম –
(ক) আশার বসতি (খ) লোক লোকান্তর (গ) প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (ঘ) ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ

২৫। 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কার লেখা?
(ক) সাঈদ আহমদ (খ) আনোয়ার পাশা (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) শামসুর রাহমান

২৬। 'পূর্ববাঙালার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) রাবেয়া খাতুন (খ) জহির রায়হান (গ) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (ঘ) বদরুদ্দীন উমর

২৭। 'এলাটিং বেলাটিং' কার লেখা বই?
(ক) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (খ) শহীদুল্লা কায়সার (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) আনোয়ার পাশা

২৮। 'কালবেলা' নাটকটির লেখক কে?
(ক) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (খ) আনোয়ার পাশা (গ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম (ঘ) সাঈদ আহমদ

২৯। সাঈদ আহমেদের কোন নাটকটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোকে রচিত?
(ক) কালবেলা (খ) মাইলপোস্ট (গ) শেষ নবাব (ঘ) প্রতিদিন একদিন

৩০। 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে' এর লেখক কে –
(ক) সাঈদ আহমদ (খ) ড. আশরাফ সিদ্দিকী (গ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (ঘ) আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন

৩১। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কার রচনা?
(ক) আনোয়ার পাশা (খ) শামসুর রাহমান (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম

৩২। আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন রচিত বই –
(ক) আজব প্রাণী আজব গাছ (খ) সাগরের রহস্যপুরী (গ) জলে-ডাঙ্গায় (ঘ) বাঘের ঘরে

৩৩। 'ইবলিশ' ছদ্মনামটি কার?
(ক) সাঈদ আহমদ (খ) শামসুর রাহমান (গ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (ঘ) আনোয়ার পাশা

৩৪। 'ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস' গ্রন্থটি কার?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (গ) আনোয়ার পাশা (ঘ) জাহানারা ইমাম

৩৫। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গ্রন্থ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) রহু চণ্ডালের হাড় (খ) কৈবর্ত খণ্ড (গ) ফুল বউ (ঘ) তৃণভূমি

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	ক	০৯	✍	১০	ক
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক
২১	গ	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	✍	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ										

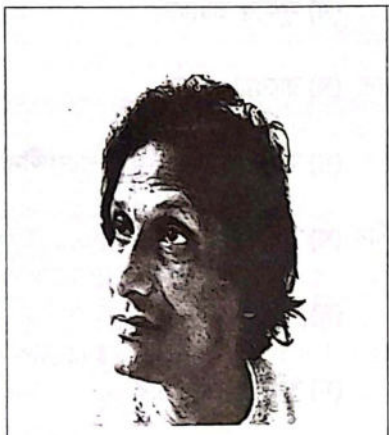
[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'
(খ) 'ক্ষুধা ও আশা'
(গ) 'কর্ণফুলি'
(ঘ) 'ধানকন্যা'



ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ সালের ৬ মে নরসিংদী জেলার রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গাজী আব্দুস সোবহান ও মাতা আমেনা বেগম। পঞ্চাশের দশকের কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ পরিচিত সৃষ্টিশীল ও সব্যসাচী লেখক হিসেবে। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' মানচিত্র কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখিত প্রবন্ধ 'ফেরারী ডায়েরী' ও নাটক 'নরকে লাল গোলাপ'। তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাস 'কর্ণফুলী' উপজাতীয়দের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এছাড়া তিনি এরশাদ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৫ সালে 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের জন্য 'ইউনেস্কো পুরস্কার'; ১৯৭৭ সালে 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে সুভাষ দত্ত নির্মিত 'বসুন্ধরা' চলচ্চিত্রের জন্য 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' এবং ১৯৮৬ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। আলাউদ্দিন আল আজাদ ২০০৯ সালের ৩ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০)	• পুরানা পল্টন (১৯৯২)	• কর্ণফুলী (১৯৬২)	• অপর যোদ্ধারা (১৯৯২)
• স্বাগতম ভালোবাসা (১৯৯০)	• জ্যোৎস্নার অজানা জীবন (১৯৮৬)	• খসড়া কাগজ (১৯৮৬)	• ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪)
• শ্যামল ছায়ার সংবাদ (১৯৮৬)	• যেখানে দাঁড়িয়ে আছি (১৯৮৬)	• শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথমদিন (১৯৬২)	

কাব্যগ্রন্থ				
• মানচিত্র (১৯৬১)	• সাজঘর (১৯৯০)	• চোখ (১৯৯৬)	• সূর্য জ্বালার সোপান (১৯৬৫)	• লেলিহান পাণ্ডুলিপি (১৯৭৫)
• এ্যাসেস এন্ড স্পার্কস (১৯৮৪)	• ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২)		• আমি যখন আসবো (১৯৮৪)	• নিখোঁজ সনেট গুচ্ছ (১৯৮৩)

নাটক			
• ধন্যবাদ (১৯৫১)	• হে সুন্দর জাহান্নাম (১৯৮৮)	• জোয়ার থেকে বলছি (১৯৭৪)	• ইহুদীর মেয়ে
• মায়াবী প্রহর (১৯৬৩)	• নরকে লাল গোলাপ (১৯৭২)	• হিজল কাঠের নৌকা (১৯৭৬	• নিঃশব্দ যাত্রা (১৯৭২)
• মরক্কোর জাদুকর (১৯৫১)	• মেঠো ফুলের ঠিকানা (১৯৭৫)		• রঙিন মুদ্রারাক্ষস

ছোট গল্প				
• জেগে আছি (১৯৫০)	• ধান কন্যা (১৯৫১)	• সমতল	• অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮)	• কবি
• উজান তরঙ্গে (১৯৬২)	• জমাখরচ	• পরী	• জীবন জামিন (১৯৮৮)	• বৃষ্টি
• যখন সৈকত (১৯৬৭)	• মৃগনাভি (১৯৫৩)	• বাঘিনী	• আমার রক্ত স্বপ্ন আমার (১৯৭৫)	

প্রবন্ধ			
• শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮)	• ফেরারী ডায়রী	• রবীন্দ্র ক্লাসিক আবিষ্কার	• নজরুল গবেষণা: ধারা ও প্রকৃতি

কবিতা						
• স্মৃতিস্তম্ভ	• হাড়	• কৃষকের গান	• জনান্তিক	• এপিটাফ	• অনুষ্ঠান	• স্বাধীনতা

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র

তেইশ নম্বর তৈলচিত্র একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এটি আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রথম উপন্যাসটি যা ১৯৬০ সালে 'পদক্ষেপ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রশিল্পী জাহেদের 'মাদার আর্থ' শিরোনামের একটি চিত্র করাচিতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারপ্রাপ্ত সেই ছবিটা আঁকার পেছনের গল্পই উপন্যাসের মূল কাহিনি। উপন্যাসের ব্যাপ্তি চারদিন। জাহেদ ছাড়াও উপন্যাসে আরো অনেক শিল্পীর কথা উল্লেখ আছে। যেমন-রায়হান, ভদ আহমেদ প্রমুখ। এছাড়া উপন্যাসের কাহিনিতে পাওয়া যায় বিশিষ্ট শিল্পী মুজতবাকে। নানা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডিয় যৌনতত্ত্ব, দর্শন, আত্মদ্বন্দ্ব, মূল্যবোধ ইত্যাদির চিত্র গল্পের আড়ালে ফুটে উঠেছে।

☆ শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের কবি কে? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) রফিক আজাদ (খ) শঙ্খ ঘোষ (গ) শক্তি চট্টোপাধ্যায় (ঘ) শামসুর রহমান



শঙ্খ ঘোষ ১৯৩২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বর্তমান চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্খ ঘোষের আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। ছদ্মনাম- 'কুন্তক' ও 'শুভময়'। পৈতৃক বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়ায়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বারবার তাঁকে কলম ধরতে দেখা গেছে। 'মাটি' নামের একটি কবিতায় নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৭৭ সালে 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থটির জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার'; ১৯৮৯ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার'; ১৯৯৯ সালে 'রক্তকল্যাণ' অনুবাদের জন্য 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' এবং ২০১১ সালে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন। শঙ্খ ঘোষ ২০২১ সালের ২১ শে এপ্রিল করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• দিনগুলি রাতগুলি (১৯৫৬)	• বাবরের প্রার্থনা (১৯৭৬)	• মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (১৯৮৪)	• গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (১৯৯৪)
প্রবন্ধগ্রন্থ			
• শব্দ আর সাহিত্য (১৯৮২)	• এ আমির আবরণ (১৯৮০)	• উর্বশীর হাসি (১৯৮১)	• এখন সব অলীক (১৯৯৪)
গবেষণা গ্রন্থ			
• ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ			

☆ হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) হাসান হাফিজুর রহমান (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) গাজীউল হক

০২। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) শওকত ওসমান (খ) জহির রায়হান (গ) আব্দুল গণি হাজারী (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

০৩। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন? [১৬তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) হাসান হাফিজুর রহমান (খ) বেগম সুফিয়া কামাল (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) আবুল বরকত



হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ জুন জামালপুরে (মাতুলালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখেন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন। সমাজতান্ত্রিক ভাবনা তাঁর কবিতার মূল সুর। তাঁকে বিষয়ভিত্তিক কবি বলা হয়। প্রথম রচনা ছোটগল্প 'অশ্রুভেজা পথ চলাতে' যা সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে ২২ জন লেখকের রচনা রয়েছে। এটি মূলত কবিতা সংকলন যা ১৯৫৩ সালের মার্চে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি সর্বপ্রথম এ সংকলনে প্রকাশিত হয়। 'অমর একুশে' বহুল খ্যাত কবিতা। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিমুখ প্রান্তর'। তিনি ১৯৬৭ সালে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৭১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮২ সালে 'নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদক'; ১৯৮৪ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' এবং ২০০২ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৫২ সালে সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর একাধারে সওগাত (১৯৫৩), ইত্তেহাদ (১৯৫৫-৫৪) ও দৈনিক পাকিস্তান (১৯৬৫) এ সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলায় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি নিযুক্ত হন। হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল রাশিয়ার মস্কো সেন্ট্রাল ক্লিনিকাল হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩)	• আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫)	• আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮)	• অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮)
• মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০)	• যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২)	• প্রতিবিম্ব (১৯৭৬)	• শোকার্ত তরবারী (১৯৮২)
• ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী (১৯৮৩)			
প্রবন্ধ			
• আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫)	• মূল্যবোধের জন্য (১৯৭০)	• সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩)	• আলোকিত গহবর (১৯৭৭)
উপন্যাস	**গল্পগ্রন্থ**	**অনুবাদ**	**ভ্রমণকাহিনি**
• গোয়েন্দা মাহি	• আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)	• হোমার	• সীমান্ত শিবিরে
সম্পাদিত গ্রন্থ			
• বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র (১৯৮২-৮৩)		• একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩)	

☆ ফয়েজ আহমদ (১৯৩২-২০১২)☆



ফয়েজ আহমদ ১৯৩২ সালের ২ মে মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' হিসেবে অধিক পরিচিত। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা– 'হুল্লোড়' (১৯৫০) এবং 'স্বরাজ' (১৯৭১)। তিনি ১৯৭৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯১ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। ফয়েজ আহমদ ২০১২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ				
• মধ্যরাতের অশ্বারোহী (১৯৮২)			• সত্যবাবু মারা গেছেন (১৯৮৪)	
শিশুতোষগ্রন্থ				
• হাতে খড়ি (১৯৫৪)	• জোনাকি (১৯৫৬)	• বিন্দু (১৯৮৪)	• রুদ্র ঢাকা (১৯৯০)	• হারিয়ে যাওয়া (১৯৮৮)
• জুড়ি নেই (১৯৮৮)	• টিউটিউ (১৯৯৭)	• পুতলী (১৯৬৪)	• বাজনা কিসের (১৯৯০)	

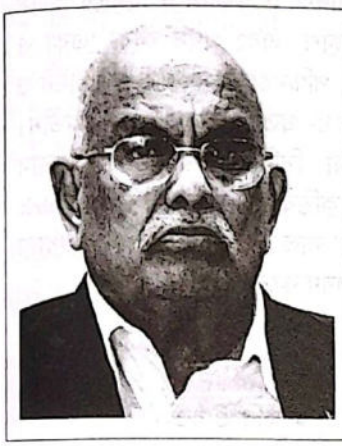
☆ আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (১৯৩৪-)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'- গানটি কে রচনা করেন? [৪৪তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) জহির রায়হান (গ) আবদুল গাফফার চৌধুরী (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

০২। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।' – এ গানের প্রথম সুরকার কে? [৩৪তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী (খ) আসাদ চৌধুরী (গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) আব্দুল লতিফ

০৩। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি'র রচয়িতা কে? [১৯তম বিসিএস, ১০তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) শামসুর রাহমান (খ) আলতাফ মাহমুদ (গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী



আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর বরিশাল জেলার উলানিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কথা সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, কলাম লেখক প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত। ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এর রচয়িতা। এ গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ, বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ। প্রথম উপন্যাস 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কৃষ্ণপক্ষ'। 'কৃষ্ণপক্ষ' গ্রন্থের 'বৃত্ত' গল্পটি স্টিমার কোম্পানির কুলিদের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন কাহিনি নিয়ে 'পলাশী থেকে ধানমণ্ডি' (২০০৭) নামক নাটক রচিত হয় ও পরবর্তীতে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর উপর আরেকটি চলচ্চিত্র 'দ্যা পোয়েট অব পলিটিক্স' প্রযোজনা করেন। তাঁর লেখা জনপ্রিয় কলাম 'একুশ শতকের বটতলায়'। তিনি ১৯৬৭ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' ১৯৬৩ সালে 'ইউনেস্কো পুরস্কার' ১৯৮৩ সালে 'একুশে পদক' এবং ২০০৯ সালে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। স্বাধীন বাংলার প্রথম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক জয় বাংলা' এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী ২০২২ সালে ১৯ মে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০)	• নাম না জানা ভোর (১৯৬২)	• নীল যমুনা (১৯৬৪)	• শেষ রজনীর চাঁদ (১৯৬৭)
গল্পগ্রন্থ		**শিশুতোষ গ্রন্থ**	**সম্পাদিত গ্রন্থ**
• কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯)	• সম্রাটের ছবি (১৯৫৯) • সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০)	• ডানপিটে শওকত (১৯৫৩)	• বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)

☆ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি'-এর রচয়িতা কে? [৩৬তম বিসিএস, ২৭তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) সিকানদার আবু জাফর (খ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) আহসান হাবীব



আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় সচিব হলেও তিনি কবি হিসেবে অধিক পরিচিত। তিনি লোকজ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে ছড়ার আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাতনরী হার' এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ'। 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যটি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। কাব্যটিতে মোট ৩৯টি কবিতা রয়েছে। 'কোন এক মাকে' কবিতাটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। ১৯৭৯ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮৫ সালে 'একুশে পদক' প্রাপ্ত এই কবি ২০০১ সালের ১৯ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১)	• কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০)	• কমলের চোখ (১৯৭৪)	• সাতনরী হার (১৯৫৫)
• সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২)	• আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১)	• প্রেমের কবিতা (১৯৮২)	• আমার সময় (১৯৮৭)
• আমার সকল কথা (১৯৯৩)	• মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ (২০০২)	• বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩)	
কবিতা			
• কোন এক মাকে	• আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি	• মাগো ওরা বলে	

☆ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত' (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম'

(গ) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'যাও পাখি' (ঘ) অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়'



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতকের শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি এবং একজন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' এবং প্রথম কাব্য 'একা ও কয়েকজন'। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে দেশ ভাগের পরিস্থিতি, উদ্বাস্ত জীবন, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র- প্রতাপ, হীরাত মণ্ডল, অতীন। শিশুসাহিত্যে তিনি 'কাকাবাবু-সন্তু' নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। ছদ্মনাম 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক', 'নীল উপাধ্যায়'। সম্পাদিত পত্রিকা- 'কৃত্তিবাস'। তিনি ১৯৭২ ও ১৯৮৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' এবং ১৯৮৫ সালে 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' লাভ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর হৃদযন্ত্রজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• আত্মপ্রকাশ (১৯৬৬)	• প্রথম আলো	• অরণ্যের দিনরাত্রি	• রূপটান	• কবি ও নর্তকী
• ভালোবাসা প্রেম নয়	• পূর্ব-পশ্চিম	• বেঁচে থাকার নেশা	• সেই সময়	
কাব্যগ্রন্থ		**গল্পগ্রন্থ**		**ভ্রমণ কাহিনি**
• একা ও কয়েকজন (১৯৫৮)		• আলোকলতার মূল	• শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী	• পায়ের তলায় সর্ষে
কবিতা				
• কেউ কথা রাখেনি	• আমার স্বপ্ন	• সেই মুহূর্তে নীরা	• অন্যদেশের কবিতা	• আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি
নাটক				
• প্রাণের প্রহরী	• মালঞ্চমালা	• রাজা রাণী	• রাজসভায় মাধবী	• স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী

☆ জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) আমজাদ হোসেন (খ) আলমগীর (গ) জহির রায়হান (ঘ) সুভাষ দত্ত



জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার সোনাগাজি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ'। 'জহির রায়হান' নাম দেন কমরেড মনি সিং। ডাকনাম-জাফর। তাঁর বড় ভাই শহীদুল্লা কায়সার। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র –'কখনো আসেনি'। 'কয়েকটি মৃত্যু' উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। 'সঙ্গম' চলচ্চিত্রটি পাকিস্তানের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র। ব্যক্তিগত জীবনে দু'বার বিয়ে করেন; ১৯৬১ সালে সুমিতা দেবীকে এবং ১৯৬৬ সালে সুচন্দাকে, দুজনেই ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। সম্পাদিত পত্রিকা – প্রবাহ (বাংলা মাসিক), এক্সপ্রেস (ইংরেজি সাপ্তাহিক)। ১৯৬৪ সালে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের জন্য 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার; ১৯৬৫ সালে 'কাঁচের দেয়াল' চলচ্চিত্রের জন্য 'নিগার পুরস্কার'; ১৯৭১ সালে মরণোত্তর 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৭৭ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' এবং ১৯৯২ সালে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বড় ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)	• আর কত দিন (১৯৭০)	• হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)	• আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯)
• বরফ গলা নদী (১৯৬৯)	• তৃষ্ণা (১৯৬২)	• একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৭০)	• কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭৫)

গল্পগ্রন্থ			প্রামাণ্যচিত্র		
• সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)	• একুশের গল্প	• সোনার হরিণ	• A State is born	• Let there be light	• Stop Genocide

চলচ্চিত্র			
• কখনো আসেনি (১৯৬১)	• সোনার কাজল (১৯৬২)	• আনোয়ারা (১৯৬৭)	• বাহানা (১৯৬৫)
• জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)	• কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩)	• সঙ্গম (১৯৬৪)	• বেহুলা (১৯৬৬)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

আরেক ফাল্গুন

জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' যা বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৫ সালে শহিদ দিবস পালনের প্রস্তুতি 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের মূল পটভূমি। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, ছাত্র-জনতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি উপন্যাসটির মূলবিষয়। কাহিনির স্থিতিকাল মাত্র তিন দিন দুই রাত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র -মুনিম (নায়ক), আসাদ, রসুল, সালমা, ডলি প্রভৃতি।

শেষ বিকেলের মেয়ে

এ উপন্যাসটি জহির রায়হানের প্রথম প্রকাশিত একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান। এটি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ উপন্যাসে ষাটের দশকের পূর্ববঙ্গে কেরানি তথা মধ্যবিত্ত জীবন সংগ্রামের অধুনা রূপটি বর্ণিত হয়েছে। লেখক ভালোবাসা এবং বাস্তবতা নিয়ে মানব-মানবীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর চমৎকার বর্ণনা তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র -কাসেদ, নাহার, জাহানারা, শিউলি এবং সালমা। নাহার চরিত্রটির মাধ্যমেই লেখক নারীদের মাঝে থাকা অদম্য সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

হাজার বছর ধরে

'হাজার বছর ধরে' জহির রায়হানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, সংস্কার-সংকীর্ণতা, প্রেম-ভালোবাসা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার গল্পই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসে একটি দীঘিকে কেন্দ্র করে মন্টু ও টুনির প্রেম বিকশিত হয়। আবার গল্পের শুরুতেই বহুবিবাহের মহাসড়ক খুলে দেয় শিকদার, অন্যদিকে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় ছমিরন বিবির কবর- পরীর দিঘির পাড়ে। উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নির্যাতনের এক স্থায়ী চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র– মন্তু, টুনি, মকবুল। এছাড়াও রয়েছে– আমেনা, ফাতেমা, আম্বিয়া, ফকিরের মা, আবুল, আয়শা, জমিলা, হালিমা, গনু মোল্লা। উপন্যাসটি অবলম্বনে তাঁর স্ত্রী সুচন্দা ২০০৫ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

একুশের গল্প

জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'একুশের গল্প' ছোটগল্প রচনা করেন। এই গল্পে লেখক এঁকেছেন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত এক প্রাণবন্ত, উদ্দাম, হৃদয়বান সহপাঠীর ছবি, যে শহিদ হয় ভাষা-আন্দোলনে। তপু ও রেণু এ গল্পের অন্যতম দুটি চরিত্র। এছাড়াও রাহাত, নাজিম, সানু এ গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তপু মেডিকেল কলেজের ছাত্র। কলেজে ভর্তির বছর খানেক পরে সে রেনুকে বিয়ে করে। ভাষা আন্দোলনে তপু পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়। পুলিশ লাশ গুম করে। তপুর বাঁ পায়ের গোড়ালি ছোট ছিল আর গুলি লেগেছিল কপালের মাঝখানে, চারবছর পরে ওর বন্ধু মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের সংগৃহীত কঙ্কাল দেখে তপুর কঙ্কাল শনাক্ত করে।

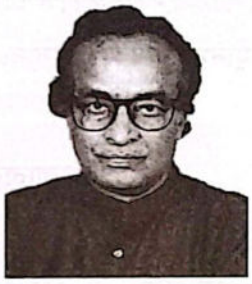
জীবন থেকে নেয়া

জহির রায়হান এর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নির্মিত 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটি ১৯৭০ সালের এপ্রিলে মুক্তি পায়। সামাজিক এই চলচ্চিত্রে তৎকালীন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিতে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি পরিবেশিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই চলচ্চিত্রের কাহিনি গড়ে উঠেছে বাংলার অতি সাধারণ এক পরিবারকে কেন্দ্র করে। আনিস ও ফারুক একই পরিবারের দুই ভাই এবং তাদের বড় বোন রওশন জামিল এবং বোনের স্বামী খান আতাউর রহমান। তার স্বামী অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। সংসারের সব ক্ষমতা রওশন জামিলেরই হস্তগত। এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেই তিনি তার স্বামীসহ নিজের দুই ভাইদের উপর একরকম স্বৈরশাসন চালিয়ে থাকেন। তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদেরই মূলত রূপক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ চরিত্রটিতে।

বরফ গলা নদী

'বরফ গলা নদী' তাঁর বৃহত্তম উপন্যাস। উপন্যাসটি একটি বাস্তবধর্মী ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ, বেদনা, পাওয়া-না পাওয়াগুলোকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে। দরিদ্র কেরানি হাসমত আলি ও সালেহা বিবির পাঁচ সন্তান; মাহমুদ, মরিয়ম, হাসিনা, খোকন ও দুলু এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মরিয়ম টিউশনি করে সংসারে অবদান রাখার চেষ্টা করে। ওর বড় ভাই মাহমুদ সাংবাদিকতার চাকরিতে টিকে থাকার চেষ্টায় নিজের মনের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। বাবা হাসমত আলী সামান্য কেরানির চাকরি করেন। ১৯৬৯ সালের একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রা কেমন ছিল সেই ব্যাপারে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে উপন্যাসটি থেকে।

☆ মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)☆



মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ ১৯৩৫ সালের ১৮ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হাবিবপুর থানার আইহো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা ও ভাষাসৈনিক। 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' ও 'কী চাহ শঙ্খচিল' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক; 'বিবাহ' ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক। শাহনামার কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'পুত্র আমার পুত্র' নাটকটি। বিখ্যাত কিশোর গল্প-সোহরাব রোস্তম। ১৯৭৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯৭ সালে 'একুশে পদক' এবং আলাওল সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাট্যকার ২০১৯ সালের ২ জুন ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			
• স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা (১৯৭১)	• হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার (১৯৭৭)	• পুত্র আমার পুত্র	• বর্ণচোরা
• বকুলপুরের স্বাধীনতা (১৯৮৬)	• সাত ঘাটের কানাকড়ি (১৯৯১)	• প্রেম বিবাহ সুটকেশ	• ক্ষত বিক্ষত
• কী চাহ শঙ্খচিল (১৯৮৫)	• স্পার্টকাস বিষয়ক জটিলতা	• আমাদের শহর	• রাক্ষুসী
চিত্রনাট্য		**উপন্যাস**	
• জোহরা	• লাল সবুজের পালা	• এক যে জোড়া, এক যে মধুমতি	
• বিপরীত স্রোত	• বিরাজ বৌ	• সজল তোমার ঠিকানা	

☆ রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১)☆



রাবেয়া খাতুন ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিক্রমপুরে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামে। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতাও করেছেন। এ ছাড়া বাংলা একাডেমির কাউন্সিল মেম্বার ছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'নিরাশ্রয়া' যদিও এটি অপ্রকাশিত। 'ফেরারী সূর্য' ও 'মেঘের পরে মেঘ' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। 'অনন্ত অন্বেষা' উপন্যাসে হাওয়াই উড়োজাহাজের পেশাজীবী মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'মধুমতী', 'মেঘের পরে মেঘ' ও 'কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি' উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তিনি ১৯৭৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯৩ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৯৫ সালে 'নাসিরউদ্দিন স্বর্ণ পদক' এবং ২০১৭ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। রাবেয়া খাতুন ২০২১ সালের ৩ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• মেঘের পরে মেঘ	• অনন্ত অন্বেষা (১৯৬৭)	• রাজারবাগ শালিমারবাগ (১৯৬৯)	• ঘাতক রাত্রি (১৯৯৯)
• সাহেব বাজার (১৯৬৯)	• ফেরারী সূর্য (১৯৭৫)	• বায়ান্ন গলির এক গলি (১৯৮৪)	• হানিফের ঘোড়া
• মোহর আলী (১৯৮৫	• হৃদয়ের কাছের বিষয় (১৯৯৯)	• প্রিয় গুলশানা (১৯৯৭)	• মধুমতী (১৯৬৩)
• রঙিন কাঁচের জানালা	• বসন্ত ভীলা (১৯৯৯)	• কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি	• রাইমা
• মহাপ্রলয়ের পর (২০০৬)		• ই-ভরা বাদর মাহ ভাদর (১৯৮৮)	

গল্পগ্রন্থ		ভ্রমণকাহিনি	
• মধ্যরাতে সাতমাইল (১৯৬৬)	• আমার এগারটি গল্প	• কুমারী মাটির দেশ (১৯৯৪)	• টেমস থেকে নায়েগ্রা (১৯৯৩)

কিশোরসাহিত্য			
• দুঃসাহসিক অভিযান (১৯৬৭)	• সুমন ও মিঠুর গল্প (১৯৭৮)	• একাত্তরের নিশান (১৯৯২)	• সোনা হলুদ পিরামিডের খোঁজে (১৯৯৭)

স্মৃতিকথা		
• স্বপ্নের শহর ঢাকা (১৯৯৪)	• একাত্তরের নয় মাস (১৯৯৬)	• জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৬)

☆ সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। সবচেয়ে কম বয়সে কোন লেখক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) শওকত আলী (খ) সেলিনা হোসেন (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

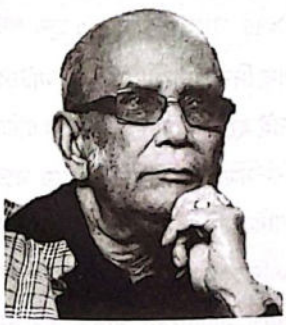
০২। 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি কে? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) অসীম সাহা (খ) অরুণ বসু (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৩। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক – [৩৬তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) সুবচন নির্বাসনে (খ) রক্তাক্ত প্রান্তর

(গ) নূরলদীনের সারা জীবন (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়



সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। 'দেয়ালের দেশ' তাঁর প্রথম উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস– নীল দংশন, নিষিদ্ধ লোবান, দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, অন্তর্গত, এক যুবকের ছায়াপথ। 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাস অবলম্বনে নাসির উদ্দিন ইউসুফ 'গেরিলা' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে (২৯ বছর বয়সে) বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৬৯ সালে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৮৩ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৮৪ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৯০ সালে 'নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক'; ২০০০ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' লাভ করেন। শামসুল হক ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যনাট্য			
• পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬)	• গণনায়ক (১৯৭৬)	• নূরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২)	• এখানে এখন (১৯৮৮)
• বাংলার মাটি বাংলার জল	• যুদ্ধ ও যোদ্ধা	• নারীগণ	• ঈর্ষা
উপন্যাস			
• দ্বিতীয় দিনের কাহিনী (১৯৮৪)	• দেয়ালের দেশ (১৯৫৬)	• বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯)	• অনুপম দিন (১৯৬২)
• খেলারাম খেলে যা (১৯৯১)	• সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)	• নিষিদ্ধ লোবান (১৯৯০)	• ত্রাহি (১৯৮৯)
• এক মহিলার ছবি (১৯৫৯)	• মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬)	• ইহা মানুষ (১৯৯১)	
কাব্যগ্রন্থ			
• একদা এক রাজ্যে (১৯৬১)	• বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৭০)		• অপর পুরুষ (১৯৭৮)
• পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০)	• বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯)		• তোরাপের ভাই (১৯৯০)
• অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯)	• কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০)		• শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০)
• আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০)	• ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর (২০০৯)		• নাভিমূলে ভস্মাধার
ছোট গল্প			**আত্মজীবনী**
• প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২)	• শীত বিকেল (১৯৫৯)	• রক্তগোলাপ (১৯৬৪)	• প্রণীত জীবন।
• জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)	• আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭)	• তাস (১৯৫৪)	
প্রবন্ধ			
• হৃৎ কলমের টানে (১ম খণ্ড ১৯৯১, ২য় খণ্ড ১৯৯৫)			

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

নূরলদীনের সারাজীবন

সৈয়দ শামসুল হকের দ্বিতীয় কাব্যনাট্য 'নূরলদীনের সারাজীবন'। নাটকটি ১৭৮৩ সালে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের নেতা নূরলদীনের সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে ইতিহাসের সঙ্গে লেখক অপরিসীম কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে বাঙালি জীবনের শোষক ও শোষিতের ইতিহাস রচনা করেছেন। রংপুরের একজন প্রান্তিক কৃষক নূরলদীন রংপুর অঞ্চলের অত্যাচারিত কৃষকদের একজন প্রতিনিধি হয়ে অত্যাচারী নীলকর, জমিদার এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ডাক দেয় – "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?" চাষা, জালুয়া, তেলি, সুতার, কামার, কুমারসহ সর্বশ্রেণির মানুষ যেন নূরলদীনের ডাকে জেগে ওঠে। দিনাজপুর, কুচবিহারসহ রংপুরের চারদিক থেকে হাজার হাজার জনতা আসতে থাকে নূরলদীনের আশ্রয়ে; নূরলদীনের সঙ্গে যোগ দিতে। নূরলদীন হয়ে ওঠেন রংপুর অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতা।

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য। ১৯৭৫ সালের ১মে-১৩ জুন পর্যন্ত লন্ডনের হ্যাম্পস্টেডে তিনি নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিককার ঘটনাবলি। নাটকের চরিত্র হিসেবে রয়েছে মাতবর, পীর সাহেব, মাতবরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণ দল ও মুক্তিযোদ্ধারা। মাতবরই হচ্ছেন নাটকের প্রধান চরিত্র। তিনি যে পাকিস্তানপন্থি রাজাকার সেটা গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শুরুতে আন্দাজ করতে পারে না। এমনই এক সময়ে মাতবরের মেয়ে ঘরের বাইরে এসে জানায়, তার বাবা মূলত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর। জোর করে গত রাতে তাকেও মাতবর পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে মাতবরের মেয়ে অপমানে-লজ্জায় বিষপানে আত্মহত্যা করে। ঘটনা এগোতে থাকে। এদিকে মাতবরের কানে বারবার পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে। এই আওয়াজ আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের পদধ্বনি। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মাতবরের পাইক একসময় মাতবরকে হত্যা করে।

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক কোনটি?
(ক) স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা (খ) একদিন প্রতিদিন (গ) নরকে লাল গোলাপ (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

০২। জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পটভূমিকা –
(ক) ৭১ –এর মুক্তিযুদ্ধ (খ) বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
(গ) একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন (ঘ) এর কোনোটিই নয়

০৩। 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) জহির রায়হান

০৪। আলাউদ্দিন আল আজাদ কোন গ্রন্থের রচয়িতা?
(ক) আর্তনাদ (খ) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (গ) নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (ঘ) চিলেকোঠার সেপাই

০৫। 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' কোন ধরনের রচনা?
(ক) কাব্য (খ) উপন্যাস (গ) ছোটগল্প (ঘ) নাটক

০৬। উপজাতীয় জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস কোনটি?
(ক) কর্ণফুলী (খ) যাপিত জীবন (গ) খোয়াবনামা (ঘ) সংশপ্তক

০৭। 'ক্ষুধা ও আশা' কোন জাতীয় গ্রন্থ –
(ক) নাটক (খ) উপন্যাস (গ) কাব্যগ্রন্থ (ঘ) প্রবন্ধ

০৮। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Let there be light' এর পরিচালক কে?
(ক) রাবেয়া খাতুন (খ) জহির রায়হান (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

০৯। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম –
(ক) চেনাকণ্ঠ (খ) নীল লোহিত (গ) কালকূট (ঘ) কালপেঁচা

১০। বাঙ্গালির চেতনার উজ্জীবন মূলক নাটক –
(ক) একেই কি বলে সভ্যতা (খ) রক্তাক্ত প্রান্তর (গ) নূরলদীনের সারা জীবন (ঘ) শর্মিষ্ঠা

১১। তাঁর 'খেলারাম খেলে যা' উপন্যাসকে বলা হয়-
(ক) পিন-আপ নভেল (খ) পয়েন্ট-আপ নভেল (গ) পিন-অফ নভেল (ঘ) পিন-অন নভেল

১২। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কী ধরণের গ্রন্থ?
(ক) বায়ান্নর প্রবন্ধাবলি (খ) কবিতা সংকলন (গ) রচনাবলী (ঘ) দলিলপত্র

১৩। জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন –
(ক) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (খ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গ) জহির রায়হান (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

১৪। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা 'ফেরারী ডায়েরী' কার রচনা?
(ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (খ) আলাউদ্দিন আল আজাদ (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) ফয়েজ আহমদ

১৫। শহীদ মিনার সম্পর্কে লেখা কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কার লেখা?
(ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ (খ) রাবেয়া খাতুন (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) ফয়েজ আহমদ

১৬। নিচের কোনটি মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের রচনা নয়?
(ক) কী চাহ শঙ্খচিল (খ) সাত ঘাটের কানাকড়ি (গ) নেমেসিস (ঘ) স্পার্টকাস বিষয়ক জটিলতা

১৭। 'বায়ান্ন গলির এক গলি' কার রচনা?
(ক) জহির রায়হান (খ) বদরুদ্দীন উমর (গ) রাবেয়া খাতুন (ঘ) ফয়েজ আহমদ

১৮। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' কে সম্পদনা করেন?
(ক) বদরুদ্দীন উমর (খ) রাবেয়া খাতুন (গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ

১৯। 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) আল মাহমুদ (খ) ড. আনিসুজ্জামান (গ) হাসান আজিজুল হক (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

২০। রাবেয়া খাতুন বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান –
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে (গ) ১৯৭৪ সালে (ঘ) ১৯৭৫ সালে

২১। 'আরো দুটি মৃত্যু' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (খ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (গ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

২২। নিচের কোনটি কাব্যগন্থ?
(ক) নিষিদ্ধ লোবান (খ) পরানের গহীন ভিতর (গ) খেলারাম খেলে যা (ঘ) সীমানা ছাড়িয়ে

২৩। 'মাগো ওরা বলে' কবিতাটি কার লেখা?
(ক) রাবেয়া খাতুন (খ) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (গ) জহির রায়হান (ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

২৪। সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) ওঙ্কার (খ) নিষিদ্ধ লোবান (গ) চিলেকোঠার সেপাই (ঘ) উপমহাদেশ

২৫। 'বিমুখ প্রান্তর' কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন –
(ক) জহির রায়হান (খ) হাসান হাফিজুর রহমান (গ) বদরুদ্দীন উমর (ঘ) ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ

২৬। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) মানুষের মানচিত্র (খ) নির্বাসিত নায়ক (গ) নারিন্দা লেন (ঘ) সাতনরী হার

২৭। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস –
(ক) একা ও কয়েকজন (খ) যুগলবন্দী (গ) আত্মপ্রকাশ (ঘ) অরণ্যের দিনরাত্রি

২৮। 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' হিসেবে পরিচিত কে?
(ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (খ) ফয়েজ আহমদ (গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

২৯। 'মায়াবী প্রহর' নাটকটি কার রচনা?
(ক) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (খ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (গ) আলাউদ্দিন আল আজাদ (ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

৩০। 'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?
(ক) রাবেয়া খাতুন (খ) ফয়েজ আহমদ (গ) বদরুদ্দীন উমর (ঘ) জহির রায়হান

৩১। সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত –
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) আল মাহমুদ (গ) শওকত আলী (ঘ) রাজিয়া খান

৩২। "জাগো বাহে কুন্ঠে সবাই" এই অবিস্মরণীয় আহবান উচ্চারণ করে কোন চরিত্রটি?
(ক) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'নাটকের তোরাপ
(খ) সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের কদম আলী
(গ) মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' নাটকের কদম আলী
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' নাটকের দাদা ঠাকুর

৩৩। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের প্রেক্ষাপট –
(ক) মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি (খ) মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট (গ) মুক্তিযুদ্ধের শেষ (ঘ) দেশ গড়া

৩৪। 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' একটি –
(ক) উপন্যাস (খ) কাব্যগ্রন্থ (গ) নাটক (ঘ) গল্পগ্রন্থ

৩৫। 'অগ্নি ও জলের কবিতা' কাব্যের কবি কে?
(ক) অসীম সাহা (খ) অরুণ বসু (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঙ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	খ	১০	গ
১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঙ	১৫	ক	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	ঙ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ঘ										

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)☆



আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ সালের ১১ মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন লেখক, শিক্ষাবিদ, কবি ও গীতিকার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৭৫ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৮৭ সালে 'একুশে পদক' এবং ১৯৮৯ সালে 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক' লাভ করেন। মোস্তফা কামাল ১৯৮৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		
• আপন যৌবন বৈরী (১৯৭৪)	• যেহেতু জন্মান্ধ (১৯৮৪)	• আক্রান্ত গজল (১৯৮৮)
গবেষণা ও প্রবন্ধ		
• শিল্পীর রূপান্তর (১৯৭৫)	• দি বেঙ্গলি প্রেস অ্যান্ড লিটারারি রাইটিং (১৯৭৭)	• কথা ও কবিতা (১৯৮১)

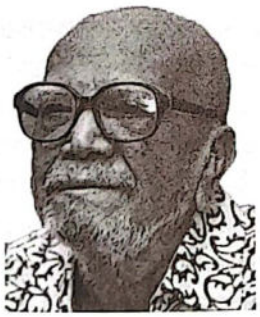
গান			
• এই পৃথিবীর পান্থশালায়	• অনেক বৃষ্টি ঝরে	• তোমার কাজল কেশ	• অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে সেদিন
• তুমি যে আমার কবিতা	• আমি সাগরের নীল	• নদীর মাঝি বলে	• এই বাংলার হিজল তমালে

☆ আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে? [১৫তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) হাসান হাফিজুর রহমান (খ) আল-মাহমুদ (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) শক্তি চট্টোপাধ্যায়



আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ'। পেশা জীবনে অবসরে যান শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে। সম্পাদিত পত্রিকা জাসদ প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক গণকণ্ঠ'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর'এবং প্রথম উপন্যাস 'ডাহুকী'। শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন'। 'নোলক' কবিতাটি 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'তিতাস' কবিতাটি 'লোক লোকান্তর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'উপমহাদেশ' যার উল্লেখযোগ্য চরিত্র- হাদী মীর, নন্দিনী, সোমা, হামিদা। তিনি নিউমোনিয়াসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। আল মাহমুদ ২০১৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• লোক লোকান্তর (১৯৬৩)	• মিথ্যেবাদী রাখাল (১৯৯৩)	• সোনালী কাবিন (১৯৭৩)	• প্রেমের কবিতা
• মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬)	• অদৃষ্টবাদীদের রান্না বান্না (১৯৮০)	• দ্বিতীয় ভাঙ্গন (২০০০)	• হৃদয়পুর (১৯৯৫)
• বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪)	• এক চক্ষু হরিণ (১৯৮৯)	• আরব্য রজনীর রাজহাঁস	• কালের কলস (১৯৬৬)
• পাখির কাছে ফুলের কাছে (১৯৮০)	• দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭)	• তুমিই তৃষ্ণা, তুমিই পিপাসা	

উপন্যাস				
• কাবিলের বোন (২০০১)	• নিশিন্দা নারী (১৯৯৫)	• উপমহাদেশ (১৯৯৩)	• পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪)	• পুত্র (২০০০)
• চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০)	• আগুনের মেয়ে (১৯৯৫)	• কবি ও কোলাহল (১৯৯৩)	• যেভাবে বেড়ে ওঠা (১৯৯৭)	• ডাহুকী (১৯৯২)

গল্পগ্রন্থ			
• পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)	• সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩)	• গন্ধবণিক (১৯৮৬)	• ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)

☆ রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস] [উত্তর: খ]

(ক) দিলারা হাশেম (খ) রাজিয়া খান (গ) রিজিয়া রহমান (ঘ) সেলিনা হোসেন



রাজিয়া খান ১৯৩৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম রাজিয়া খান আমিন। তাঁর পিতা তমিজউদ্দিন খান এবং মাতা রাবেয়া রাহাত খান। তমিজউদ্দিন খান অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, আইন সভার সদস্য এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার ছিলেন। ১৯৪৭ এর দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে রচিত 'বটতলার উপন্যাস' একটি সার্থক ট্র্যাজিক উপন্যাস। এর প্রধান চরিত্র – মঈন, সুমিতা। একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক সার্থক উপন্যাস 'অনুকল্প' । এর প্রধান চরিত্র – আরশাদ, রেণু। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস 'দ্রৌপদী'। তিনি ১৯৭৫ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। রাজিয়া খান ২০১১ সালের ২৮ ডিসেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• বটতলার উপন্যাস (১৯৫৮)	• অনুকল্প (১৯৫৯)	• প্রতিচিত্র (১৯৭৬)	• চিত্রকাব্য (১৯৮০)
• হে মহাজীবন (১৯৮৩)	• দ্রৌপদী (১৯৯৩)	• পাদবিক (১৯৯৮)	

☆ শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) অক্টোপাস (খ) কালো বরফ (গ) ক্রীতদাসের হাসি (ঘ) নাঢ়াই



শওকত আলী ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বাঙালি কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষক। তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গল্প ও উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' এবং শেষ উপন্যাস 'মাদারডাঙ্গার কথা'। 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত উপন্যাস। 'যাত্রা' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। 'দক্ষিণায়নের দিন', 'কুলায় কালস্রোত' এবং 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস। ত্রয়ী উপন্যাসগুলোর নায়িকা রোকেয়া আহমেদ রাখী। 'উন্মুল বাসনা' প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। 'নাঢ়াই' উপন্যাসটি তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত। তিনি ১৯৬৮ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৯ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' এবং ১৯৯০ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। শওকত আলী ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• হিসাব নিকাশ (২০০১)	• যাত্রা (১৯৭৬)	• কাহিনী ও কথোপকথন (২০০৭)	• পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৩)
• দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫)	• সম্বল (১৯৮৬)	• পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬)	• উত্তরের খেপ (১৯৯২)
• গন্তব্যে অতঃপর (১৯৮৭)	• ওয়ারিশ (১৯৮৯)	• বাসর ও মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০)	• দলিল (২০০১)
• কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬)	• ত্রিপদী (২০০১)	• ছবির উপরে ছাপ (২০০২)	• নাঢ়াই (২০০৩)
• মাদারডাঙ্গার কথা (২০১১)	• দুই রকম (২০০৫)	• প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪)	• অপেক্ষা (১৯৮৪)
গল্পগ্রন্থ		**শিশুতোষ গ্রন্থ**	
• উন্মুল বাসনা (১৯৬৮)	• লেলিহান সাধ (১৯৭৮)	• ভিতরে গড়বে তিন মূর্তি (১৯৯৪)	• টুনকু নামে হাতি (১৯৭৯)
• বাবা আপনে যান (১৯৯৪)	• দিনগুজরান (২০০৬)	• তিন বন্ধু ও প্রাচীন রাজবাড়ি (১৯৯৪)	• নীল পাহাড়ের গান (১৯৭
• শুন হে লখিন্দর (১৯৮৮)			

☆ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর



মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৩৬ সালের ১৫ আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কবি, গীতিকার, সাহিত্যিক ও ভাষা বিজ্ঞানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তাঁর 'শহীদ স্মরণে' বিখ্যাত কবিতাটি 'প্রতনু প্রত্যাশা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌তি- "কবিতায় আর কি লিখব?/ যখন বুকের রক্তে লিখেছি/একটি নাম বাংলাদেশ"। তিনি ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুরবণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• দুর্লভ দিন (১৯৬১)	• শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮)	• বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮)	• প্রতনু প্রত্যাশা (১৯৭৩)
• ভালবাসার হাতে (১৯৭৬)	• ভূমিহীন কৃষিজীবী ইচ্ছে তার (১৯৮৪)	• তৃতীয় তরঙ্গে (১৯৮৪)	• কোলাহলের পরে (১৯৯০)
• ধীর প্রবাহে (১৯৯২)	• ভাষাময় প্রজাপতি (১৯৯৭)		

গান	
• আমারও দেশেরও মাটিরও গন্ধে, ভরে আছে সারা মন.....	• হেসে খেলে জীবনটা যদি চলে যায়.....
• তুমি কি দেখেছো কভু জীবনের পরাজয়	• অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান...
• প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্যের আগে.....	• প্রেমের নাম বেদনা.....

☆ ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)☆



ড. আনিসুজ্জামান ১৯৩৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ ও লেখক। এছাড়া জাতীয় অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। ভাষা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও নজরুল ইনস্টিটিউট ও বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আনিসুজ্জামান ১৯৭০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৫ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৮৬ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার'; ২০০৫ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডি. লিট. ডিগ্রি'; ২০১৪ সালে 'পদ্মভূষণ পদক' এবং ২০১৫ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। শিল্পকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'যামিনী' এবং বাংলা মাসিকপত্র 'কালি ও কলম'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২০ সালের ১৪ মে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

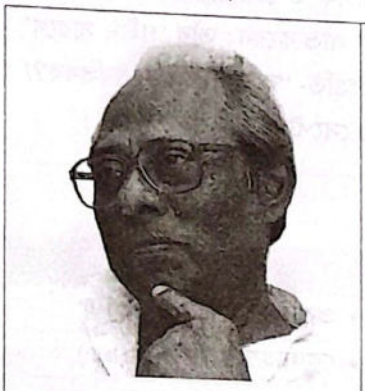
গবেষণা ও প্রবন্ধ		
• মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪)	• Cultural Pluralism (১৯৯৩)	• স্বরূপের সন্ধানে (১৯৭৬)
• Creativity, Reality and Identity (১৯৯৩)	• পুরোনো বাংলা গদ্য (১৯৮৪)	• আমার চোখে (১৯৯৯)
• আঠারো শতকের বাংলা চিঠি (১৯৮৩)	• আমার একাত্তর (১৯৯৭)	• পূর্বগামী (২০০১)
• মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৯৬৯)	• মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর (১৯৯৮)	• কাল নিরবধি (২০০৩)

অনুবাদ গ্রন্থ
• আদর্শ স্বামী (১৯৮২); অস্কার ওয়াইল্ডের An Ideal Husband এর বাংলা নাট্যরূপ।
• পুরনো পালা (১৯৮৮); আলেক্সেই আরবুঝুভের An Old-World Comedy -র বাংলা নাট্যরূপ।

☆ হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'আগুন পাখি'– উপন্যাসটির রচয়িতা কে? [৪০তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) রাহাত খান (খ) হাসান আজিজুল হক (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) ইমদাদুল হক মিলন

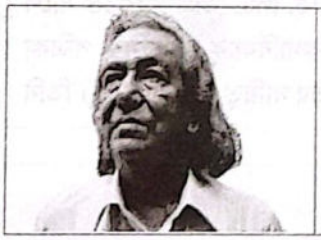


হাসান আজিজুল হক ১৯৩৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত। জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের কথা তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধানতম অনুষঙ্গ। রাঢ়বঙ্গ তাঁর অনেক গল্পের পটভূমি। 'আগুন পাখি' উপন্যাসটি দেশ বিভাগের পটভূমিতে লেখা যার প্রধান চরিত্র – লেখাপড়া না জানা গাঁয়ের এক মেয়ে। শ্রেষ্ঠ গল্প- 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। 'নামহীন গোত্রহীন' মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন। 'একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা' মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা। 'অপ্রকাশের ভার' তাঁর আত্মজীবনী। তিনি 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। হাসান আজিজুল হক ১৯৬৭ সালে 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার', ১৯৭০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার', ১৯৯৯ সালে 'একুশে পদক', ২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক 'ডি-লিট ডিগ্রি' এবং ২০১৯ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ২০২১ সালের ১৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• বৃত্তায়ন (১৯৯১)	• আগুনপাখি (২০০৬)	• শিউলি (২০০৬)	• সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩)	• শামুক (২০১৫)
গল্পগ্রন্থ				**সম্পাদিত গ্রন্থ**
• মা মেয়ের সংসার (১৯৯৭)	• আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭)	• জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩)		• অসীমান্তিক (১৯৯৮)
• নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫)	• আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৮)	• রোদে যাবো (১৯৯৫)		
• পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১)	• সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪)			
প্রবন্ধ				**নাটক**
• কথাসাহিত্যের কথকতা (১৯৮১)	• চালচিত্রের খুঁটিনাটি (১৯৮৬)	• অপ্রকাশের ভার (১৯৮৮)		• চন্দর কোথায় (জর্জ শেহাদের নাটকের ভাষান্তর)
• একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা (২০০৫)	• কথা লেখা কথা (২০০৩)	• অতলের আধি (১৯৯৮)		
• কে বাঁচে কে বাঁচায় (২০০৯)	• ছড়ানো ছিটানো (২০০৮)	• চিন্তন-কণা (২০১৩)		

☆ বিপ্রদাশ বড়ুয়া (১৯৪০-)☆



বিপ্রদাশ বড়ুয়া ১৯৪০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ইছামতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অরুণ কুমার বড়ুয়া এবং মাতা সুষমা বড়ুয়া। তিনি শিশু একাডেমি তে কর্মরত ছিলেন এবং সহকারী পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১৪ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				নাটক
• অশ্রু ও আগুনের নদী (২০০৬)	• ইয়াসমিন (১৯৮৯)	• মুক্তিযোদ্ধারা (১৯৯১)		• কুমড়োলতা ও পাখি (১৯৯৭)
• ভয় ভালোবাসা নির্বাসন (১৯৮৮)	• সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (১৯৯৯)	• অচেনা (১৯৭৫)		
শিশুতোষ উপন্যাস		**জীবনীগ্রন্থ**		
• রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য	• আরব্য রজনী	• পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন (১৯৯৭)		
• তাঁতি ও ঘোড়ার ডিম	• অজগর রাজা	• বিদ্যাসাগর (১৯৮৮)		
ছোটগল্প				
• যুদ্ধজয়ের গল্প	• গাঙচিল	• সাদা কফিন	• নদীর নাম গণতন্ত্র	• সূর্য লুঠের গান

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। শওকত আলীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) দলিল (খ) যাত্রা (গ) অপেক্ষা (ঘ) দক্ষিণায়নের দিন

০২। 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কোন শ্রেণির রচনা?
(ক) ইতিহাস (খ) কাব্য (গ) উপন্যাস (ঘ) রূপকথা

০৩। নিচের কোনটি শওকত আলী রচিত উপন্যাস?
(ক) প্রদোষে প্রাকৃতজন (খ) পিঙ্গল আকাশ (গ) যাত্রা (ঘ) সবগুলো

০৪। ২০১৪ সালে ভারত সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন কে?
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) আল মাহমুদ (গ) ড. আনিসুজ্জামান (ঘ) রাজিয়া খান

০৫। হাসান আজিজুল হকের কোন গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন?
(ক) রোদে যাবো (খ) আমরা অপেক্ষা করছি (গ) মা মেয়ের সংসার (ঘ) নামহীন গোত্রহীন

০৬। রাজিয়া খানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) বটতলার উপন্যাস (খ) দ্রৌপদী (গ) পাদতিক (ঘ) চিত্রকাব্য

০৭। আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) ক্ষণিকা (খ) নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (গ) পাখির কাছে ফুলের কাছে (ঘ) উপদ্রুত উপকূল

০৮। 'পানকৌড়ির রক্ত' গল্পগ্রন্থের লেখক কে?
(ক) ড. আনিসুজ্জামান (খ) শওকত আলী (গ) আল মাহমুদ (ঘ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

০৯। 'মুক্তিযোদ্ধারা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) বিপ্রদাশ বড়ুয়া (খ) মহাদেব সাহা (গ) ড. আনিসুজ্জামান (ঘ) শওকত আলী

১০। 'নোলক' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) সোনালী কাবিন (খ) রূপসী বাংলা (গ) লোক লোকান্তর (ঘ) নক্সী কাঁথার মাঠ

১১। 'লোক লোকান্তর' কাব্য গ্রন্থটির লেখক কে?
(ক) মহাদেব সাহা (খ) বিপ্রদাশ বড়ুয়া (গ) আল মাহমুদ (ঘ) ড. আনিসুজ্জামান

১২। 'প্রতনু প্রত্যাশা' কাব্যগ্রন্থটি কার?
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) আল মাহমুদ (গ) শওকত আলী (ঘ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

১৩। 'পূর্বরাত্রি পূর্বদিন' কার লেখা উপন্যাস?
(ক) রাজিয়া খান (খ) হাসান আজিজুল হক (গ) শওকত আলী (ঘ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

১৪। 'কালের কলস' – কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) আল মাহমুদ (খ) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (গ) রাজিয়া খান (ঘ) রফিক আজাদ

১৫। 'কুলায় কালাস্রোত' কার লেখা?
(ক) মহাদেব সাহা (খ) ড. আনিসুজ্জামান (গ) বিপ্রদাশ বড়ুয়া (ঘ) শওকত আলী

১৬। 'স্বরূপের সন্ধানে' প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা –
(ক) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (খ) হাসান আজিজুল হক (গ) মহাদেব সাহা (ঘ) ড. আনিসুজ্জামান

১৭। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' – কার লেখা গল্প?
(ক) আল মাহমুদ (খ) সৈয়দ শামসুল হক (গ) শওকত আলী (ঘ) হাসান আজিজুল হক

১৮। 'সাবিত্রী উপাখ্যান' উপন্যাসের রচয়িতার নাম –
(ক) মহাদেব সাহা (খ) হাসান আজিজুল হক (গ) বিপ্রদাশ বড়ুয়া (ঘ) ড. আনিসুজ্জামান

১৯। 'ওয়ারিশ' উপন্যাসটির লেখক হচ্ছেন –
(ক) আল মাহমুদ (খ) রাজিয়া খান (গ) শওকত আলী (ঘ) বিপ্রদাশ বড়ুয়া

২০। কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?
(ক) বখতিয়ারের ঘোড়া (খ) সোনালী কাবিন (গ) হেমলকের পেয়ালা (ঘ) কালের কলস

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	✍	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	ক	১০	✍
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	✍	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	গ	২০	গ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

☆ মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'খোকা' ও 'রঞ্জু' মাহমুদুল হক-এর কোন উপন্যাসের চরিত্র? [৪৪তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) কালো বরফ (খ) খেলাঘর (গ) অনুর পাঠশালা (ঘ) জীবন আমার বোন

০২। 'কালো বরফ' উপন্যাসটির বিষয়—[৪০তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) তেভাগা আন্দোলন (খ) ভাষা আন্দোলন (গ) মুক্তিযুদ্ধ (ঘ) দেশভাগ



মাহমুদুল হক ১৯৪১ সালের ১৬ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে জন্মগ্রহণ করেন। 'জীবন আমার বোন' তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। জাহিদুল কবির খোকা নামের এক আপাত নির্লিপ্ত ও জীবন-পলাতক মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মাহমুদুল হক উপন্যাসটি লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস 'খেলাঘর'। 'খেলাঘর' উপন্যাস অবলম্বনে মোরশেদুল ইসলাম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন। মাহমুদুল হক ২০০৮ সালের ২১ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• অনুর পাঠশালা (১৯৬৭)	• নিরাপদ তন্দ্রা (১৯৬৮)	• অশরীরী (১৯৭৯)	• কালো বরফ (১৯৭৭)
• মাটির জাহাজ (১৯৭৭)	• জীবন আমার বোন (১৯৭২)	• পাতালপুরী (১৯৮১)	• খেলাঘর (১৯৮৮)
গল্পগ্রন্থ			শিশুতোষ গ্রন্থ
• প্রতিদিন একটি রুমাল (১৯৯৪)	• মাহমুদুল হকের নির্বাচিত গল্প (১৯৯৯)	• মানুষ মানুষ খেলা (২০০৯)	• চিক্কোর কাবুক (১৯৭৯)

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

কালো বরফ

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লিখিত উপন্যাস 'কালো বরফ'। উপন্যাসে দেশভাগের পটভূমি ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে আর উঠে এসেছে শেকড় হারাবার বেদনায় বিমর্ষ কিছু চরিত্র। শৈশব - কৈশোর তাড়িত আব্দুল খালেক (শৈশবে যাকে আদর করে 'পোকা' ডাকা হতো) নামে এক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সত্তা উন্মোচিত হয়েছে এ উপন্যাসে। আব্দুল খালেক মফস্বলের একজন কলেজ শিক্ষক। সে বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ মানুষ, যে নিজেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, বলা যায় খানিকটা পিছিয়ে পড়া দলের মানুষ। এই দলছুট মানুষ আবদুল খালেকের শৈশব - কৈশোর ও বর্তমান এবং উভয়ের সমন্বয়ে চিত্রায়িত কতকগুলো স্মৃতি - বিস্মৃতির দৃশ্যপটই 'কালো বরফ'।

☆ আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮)☆



আবদুল্লাহ আল মামুন ১৯৪২ সালের ১৩ জুলাই জামালপুর জেলার আমড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে নাট্যরচয়িতা, নির্দেশক, নাট্যাভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক এবং নাট্যসংগঠন 'থিয়েটার' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযোজক হিসেবে তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'শপথ'। 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'এখনও ক্রীতদাস' নাটকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নিম্নবর্ণের মানুষের অসহায় জীবন যাপন ফুটে উঠেছে, এর কেন্দ্রীয় চরিত্র পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা 'বাক্কা মিয়া'। তিনি 'কোকিলারা' একক চরিত্রনির্ভর নাটকটি ফেরদৌসী মজুমদারকে উৎসর্গ করেন। আবদুল্লাহ আল মামুন ১৯৭৮ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০০১ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন এবং ২০০৮ সালের ২১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			উপন্যাস
• অরক্ষিত মতিঝিল (১৯৮০)	• এখনও দুঃসময় (১৯৭৫)	• সেনাপতি (১৯৮০)	• তাহাদের যৌবনকাল (১৯৯১)
• মেরাজ ফকিরের মা (১৯৯৭)	• সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪)	• দূরপাল্লা (১৯৮৮)	• আহ্ দেবদাস (১৯৮৯)
• আয়নায় বন্ধুর মুখ (১৯৮৩)	• এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪)	• কুরসী (১৯৯১)	• খলনায়ক (১৯৯৭)
• আমাদের সন্তানেরা (১৯৮৮)	• তৃতীয় পুরুষ (১৯৮৮)	• কোকিলারা (১৯৯০)	• হায় পার্বতী (১৯৯১)
• ক্রসরোডে ক্রসফায়ার (১৯৮১)	• উজান পবন (১৯৯১)	• একা (১৯৯৫)	• মানব তোমার সারা জীবন (১৯৮৮)
• শাহজাদীর কালো নেকাব (১৯৮৪)	• এবার ধরা দাও (১৯৭৭)	• স্পর্ধা (১৯৯৬)	

☆ রফিক আজাদ (১৯৪২-২০১৬)☆



রফিক আজাদ ১৯৪২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার গুণী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রফিক আজাদ ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে চিহ্নিত। তিনি ১৯৭১ সালে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনীর হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমির মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' এর সম্পাদক ছিলেন। 'অসম্ভবের পায়ে' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রফিক আজাদ ১৯৮১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১৩ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি ২০১৬ সালের ১২ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		
• অসম্ভবের পায়ে (১৯৭২)	• হাতুড়ির নিচে জীবন (১৯৮৫)	• কারো অশ্রুপাত (১৯৯৩)
• অঙ্গীকারের কবিতা (১৯৮৩)	• সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে (১৯৭৪)	• সশস্ত্র সুন্দর (১৯৮২)
• অপর অরণ্য (১৯৮৯)	• পরিকীর্ণ পানশালায় আমার স্বদেশ (১৯৮৫)	• চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (১৯৯৭)

কবিতা				আত্মজীবনী
• ভাত দে হারামজাদা	• প্রতীক্ষা	• যদি ভালোবাসা পাই	• তুমি বিশ বছর আগে ও পরে	• কোন খেদ নেই
• নগর ধ্বংসের আগে	• বৃষ্টি	• যাও, পত্রদূত	• নত হও, কুর্নিশ করো	

☆ শহীদ কাদ্‌রী (১৯৪২-২০১৬)☆



শহীদ কাদ্‌রী ১৯৪২ সালের ১৪ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাগরিক জীবন সম্পর্কিত শব্দ চয়নের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় নাগরিকতা ও আধুনিকতাবোধের সূচনা করেছিলেন। দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ববোধ এবং প্রকৃতি ও নগর জীবনের অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার ভাষা, ভঙ্গি ও বক্তব্যকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছে। তিনি ১৯৭৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১১ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। শহীদ কাদ্‌রী ২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		সংকলনগ্রন্থ
• কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই (১৯৭৮)	• তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা (১৯৭৪)	• শহীদ কাদ্‌রীর কবিতা
• আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও (২০০৯)	• উত্তরাধিকার (১৯৬৭)	• তোমার জন্যে

☆ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) ভূমিপুত্র (খ) মাটির জাহাজ (গ) কাঁটাতারে প্রজাপতি (ঘ) চিলেকোঠার সেপাই

০২। 'মিলির হাতে স্টেনগান'-গল্পটি কার লেখা? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খ) শহীদুল জহির (গ) শওকত ওসমান (ঘ) শওকত আলী

০৩। 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা– [২৩তম বিসিএস]
(ক) শওকত ওসমান (খ) জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) হাসান আজিজুল হক

০৪। 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন? [২০তম বিসিএস]
(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) বিনয় ঘোষ (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) রাধারমণ মিত্র

উত্তরমালা	০১	ঘ	০২	ক	০৩	গ	০৪	গ



আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধার গোহাটি গ্রামে (মামাবাড়ি) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বগুড়া। পিতা বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মাতা বেগম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতা মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু'। এতে মোট ২২টি প্রবন্ধ রয়েছে।'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্প। তিনি ১৯৮৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৮৭ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৯৬ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' এবং ১৯৯৮ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় (ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে) মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গল্পগ্রন্থ			উপন্যাস
• অন্য ঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬)	• দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫)	• খোঁয়ারি (১৯৮২)	• চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭)
• জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল (১৯৯৭)	• দোজখের ওম (১৯৮৯)		• খোয়াবনামা (১৯৯৬)
ছোটগল্প			**মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প**
• পায়ের নিচে জল	• যুগল বন্দী	• স্বপ্নের জাল	• পিতৃবিয়োগ	• মিলির হাতে স্টেনগান
• নিরুদ্দেশ যাত্রা	• কান্না	• ফোঁড়া	• যোগাযোগ	• জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল
• কীটনাশকের কীর্তি	• দুধভাত	• উৎসব	• প্রতিশোধ	• অপঘাত
• তারা বিবির মরদ পোলা	• ফেরারী	• দখল	• অসুখ-বিসুখ	• রেইনকোট

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

চিলেকোঠার সেপাই

এটি ছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম উপন্যাস। এটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস। ১৯৮৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র – ওসমান,হাড্ডি খিজির,আনোয়ার। এ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৬৯ সালের গণঅভুত্থান। উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর মনোবিশ্লেষণ। উনসত্তর সালের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি ছিল শ্রমজীবী জনসাধারণ, সেই শ্রমজীবী জনসাধারণ কীভাবে আন্দোলন-পরবর্তী সময়টিতে প্রতারিত এবং বঞ্চিত হলো, বামপন্থীদের দোদুল্যমানতা আর ভাঙনের ফলে, জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে ধারণ করতে না পারার ফলে অজস্র রক্তপাতের পরও রাজনীতির ময়দান থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ ঘটলো, আওয়ামী লীগ প্রধান শক্তি হয়ে উঠলো, উপন্যাসটির উপজীব্য সেই ঐতিহাসিক সময়টুকুই।

খোয়াবনামা

খোয়াবনামা বাংলাদেশি কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই উপন্যাসটি মূলত বঙ্গভঙ্গ (১৯৪৭)-এর কিয়ৎকাল পূর্ব এবং পরবর্তী সময়কাল নিয়ে রচিত। এর কাহিনি বিস্তৃতি লাভ করেছে বগুড়া জেলার কাৎলাহার বিল ও এর আশেপাশের গ্রামের মানুষকে ঘিরে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বিষয়ক বিভিন্ন শ্রুতিকথা, সামন্ত সমাজব্যবস্থা, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, মুসলিম লীগের রাজনীতি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সংকট প্রভৃতি এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র–তমিজ, কুলসুম, কেরামত, ফুলজান, আবদুল কাদের, বৈকুন্ঠ, শরাফত মণ্ডল, বরকতুল্লা মুনসী প্রমুখ।

☆ আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। অশোক সৈয়দ কার ছদ্মনাম? [৩১তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) আবদুল মান্নান সৈয়দ (খ) সৈয়দ আজিজুল হক (গ) আবু সয়ীদ আইয়ুব (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক



আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৪৩ সালের ৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ এ. এম. বদরুদ্দোজা এবং মাতা কাজী আনোয়ারা মজিদ। পরাবাস্তব এর কবি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পোয়েট ইন রেসিডেন্স' ছিলেন। ছদ্মনাম 'অশোক সৈয়দ'। তিনি ১৯৮১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯১ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার'; ২০০১ সালে 'নজরুল পদক' এবং ২০০৩ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			নাটক
• পরিপ্রেক্ষিতের দাস-দাসী (১৯৭৪)	• কলকাতা (১৯৮০)	• অ-তে অজগর (১৯৮২)	• চাকা (১৯৮৫), কাব্যনাট্য
• পোড়ামাটির কাজ (১৯৮২)	• ক্ষুধা প্রেম আগুন (১৯৯৪)	• হে সংসার হে লতা	• কবি ও অন্যেরা (১৯৯৬)
কাব্যগ্রন্থ			প্রবন্ধ
• জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭)	• জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯)		• বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা
• সকল প্রশংসা তার (১৯৯৩)	• ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪)		• করতলে মহাদেশ
• পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮৪)	• পার্ক স্ট্রিটে এক রাত্রি (১৯৮৩)		• আমার বিশ্বাস
• মাছ সিরিজ (১৯৮৪)	• কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২)		• ছন্দ
ছোটগল্প		স্মৃতিকথা	গবেষণা গ্রন্থ
• সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮)	• তিন পরী (১৯৯৭)	• ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়	• কালান্তরের যাত্রী
• চলো যাই পরোক্ষে (১৯৭৩)	• নেকড়ে হায়েনা	• স্মৃতির নোটবুক (২০০০)	
• মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭)		• প্রণীত জীবন	

☆ আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)☆



আহমদ ছফা ১৯৪৩ সালের ৩০ জুন চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালে 'লেখক শিবির পুরস্কার' পান, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন; বাংলা একাডেমি কর্তৃক 'সাদাত আলী আখন্দ পুরস্কার' পান, এটিও প্রত্যাখ্যান করেন; ২০০২ সালে মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। 'উত্থানপর্ব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে কলকাতা থেকে 'দাবানল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত 'প্রতিরোধ' পত্রিকাটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা। 'ওঙ্কার' উপন্যাসটি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত যার প্রধান চরিত্র-আবু নসর মোক্তার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা 'গাভী বৃত্তান্ত'। 'একজন আলী কেনানের উত্থান পতন' আইয়ুব খান থেকে বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর 'জাগ্রত বাংলাদেশ' স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গ্রন্থ। 'যদ্যপি আমার গুরু' তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ যেটি জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক প্রসঙ্গে লিখিত। ২০০১ সালের ২৮ জুলাই অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে নেয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা শেষে মিরপুরের বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাঁর দাফন হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			অনুবাদ
• সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭)	• ওঙ্কার (১৯৭৫)	• একজন আলী কেনানের উত্থান পতন (১৯৮৮)	• তানিয়া (১৯৬৭)
• অলাতচক্র (১৯৯৩)	• মরণ বিলাস (১৯৮৯)	• পুষ্প, বৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৯৬)	• সংশয়ী রচনা (১৯৮২)
• গাভী বৃত্তান্ত (১৯৯৫)	• উদ্ধার (১৯৭৫)	• অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬)	• ফাউস্ট (১৯৮৬)
প্রবন্ধ			গল্পগ্রন্থ
• সেইসব লেখা (২০০৮)	• বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭২)	• যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৮)	• নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯)
• রাজনীতির লেখা (১৯৯৩)	• বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৮১)	• শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৯)	• দুঃখের দিনে দোহা (১৯৭৫)
• জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১)	• সঙ্কটের নানা চেহারা (১৯৯৬)	• সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৯৮০)	
কাব্যগ্রন্থ			
• জল্লাদ সময় (১৯৭৫)	• দুঃখের দিনের দোহা (১৯৭৫)		• লেনিন ঘুমোবে এবার (১৯৯৯)
• আহিতাগ্নি (২০০১)	• একটি প্রবীণ বটের কাছে প্রার্থনা (১৯৭৭)		
শিশুতোষ গ্রন্থ	কিশোরগল্প		ইতিহাস গ্রন্থ
• গো-হাকিম (১৯৭৭)	• দোলা আমার কনকচাঁপা (১৯৬৮)		• সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৯৭৯)

☆ মহাদেব সাহা (১৯৪৪-)☆



মহাদেব সাহা ১৯৪৪ সালের ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত এবং রোমান্টিক গীতিকবিতার জন্য জনপ্রিয়। মহাদেব সাহা দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে লেখা 'আনন্দের মৃত্যু নেই'। তিনি ১৯৮৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ১৯৯৫ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' এবং ২০০১ সালে 'একুশে পদ' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			প্রবন্ধ
• এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২)	• মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩)	• চাই বিষ অমরতা (১৯৭৫)	• আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪)
• তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২)	• ধুলোমাটির মানুষ (১৯৮২)	• ফুল কই, শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪)	• গরিমাহীন গদ্য (২০০৯)
• লাজুক লিরিক (১৯৮৪)	• অক্ষরে বোনা স্বপ্ন (২০০৯)	• মাটির মলাট (২০১১)	• ভাবনার ভিন্নতা (২০১১)
শিশুসাহিত্য			
• টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর			

☆ নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'হুলিয়া' কবিতা কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]

(ক) আবুল হাসান (খ) আবুল হোসেন (গ) মহাদেব সাহা (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ



নির্মলেন্দু গুণ ১৯৪৫ সালের ২১ জুন নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টার কাশবন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম 'নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী' এবং ডাক নাম 'রতন' (রত্ন)। আর প্রিয়জনেরা ডাকে 'রতু' নামে। তাঁকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'-এ ১৯৬৮-৬৯ এর রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে 'হুলিয়া'। হুলিয়া শব্দের অর্থ - শারীরিক বর্ণনা। 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' কাব্যের বিখ্যাত কবিতা আগ্নেয়াস্ত্র, কোমল বিদ্রোহ ইত্যাদি। 'ও বন্ধু আমার' কাব্যের বিখ্যাত কবিতা – স্মরণ। তাঁর প্রথম কবিতা – নতুন কাণ্ডারী। 'ইসক্রা' একটি রাজনৈতিক কাব্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় কাশবন বিদ্যানিকেতন, নেত্রকোণা। ১৯৮২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ২০০১ সালে 'একুশে পদক' এবং ২০১৬ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			ভ্রমণকাহিনি
• প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০)	• না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২)	• কবিতা, অমীমাংসিত রমণী (১৯৭৩)	• ভ্রমি দেশে দেশে
• ইসক্রা (১৯৮৪)	• শান্তির ডিক্রি (১৯৮৪)	• বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮)	• গীনসবার্গের সঙ্গে
• চাষাভুষার কাব্য (১৯৮১)	• অচল পদাবলী (১৯৮২)	• দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩)	• ভলগার তীরে
• আনন্দ কুসুম (১৯৭৬)	• নিশিকাব্য (২০০৬)	• দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪)	• আমেরিকায় জুয়া খেলার স্মৃতি
• প্রথম দিনের সূর্য (১৯৮৪)	• নেই কেন সেই পাখি (১৯৮৫)	• নিরঞ্জনের পৃথিবী (১৯৮৬)	
• চিরকালের বাঁশি (১৯৮৬)	• দুঃখ করো না, বাঁচো (১৯৮৭)	• পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ (১৯৯৫)	**ছড়ার বই**
• শিয়রে বাংলাদেশ (১৯৯৮)	• মুঠোফোনের কাব্য (২০০৩)	• মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা (১৯৮৪)	• সোনার কুঠার (১৯৮৭)
উপন্যাস	**গল্পগ্রন্থ**	**আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ**	**অনুবাদগ্রন্থ**
• আত্মকথা ১৯৭১ (২০০৮)	• আপন দলের মানুষ (১৯৭৬)	• আমার ছেলেবেলা	• রক্ত আর ফুলগুলি (১৯৮৩)
• কালো মেলা (১৯৮২)	• অন্তর্জাল (২০০৫)	• বাবা যখন ছোট্ট ছিলেন (১৯৯৭)	• রাজনৈতিক কবিতা (১৯৮৬)

☆ শেখ হাসিনা (১৯৪৭-)☆



শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং মাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উপাধি— 'স্টেট ম্যান', 'স্টার অব দি ইস্ট', 'মাদার অব হিউম্যানিটি' ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে 'মাদার তেরেসা পদক'; ২০১৪ সালে 'ট্রি অব পিস'; ২০১১ ও ২০১৩ সালে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড'; ২০১৫ সালে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ'; ২০১৬ সালে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ'; ২০১৬ সালে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন'; ২০১৯ সালে 'ভ্যাকসিন হিরো' ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ			
• সাদা কালো	• সামরিক বনাম গণতন্ত্র	• বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম	• শেখ মুজিব আমার পিতা
• বিপন্ন গণতন্ত্র	• সবুজ মাঠ পেরিয়ে	• আমাদের ছোট রাসেল সোনা	• ওরা টোকাই কেন
• THE QUEST FOR VISION 2021		• PEOPLE AND DEMOCRACY	

☆ হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

০২। 'অলৌকিক ইস্টিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) হেলাল হাফিজ (গ) আসাদ চৌধুরী (ঘ) রফিক আজাদ



হুমায়ুদ আজাদ ১৯৪৭ সালে ২৮ এপ্রিল বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম নাম ছিল হুমায়ুন কবীর। ১৯৮৮ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর নাম পরিবর্তনের মাধ্যম তিনি বর্তমান নাম ধারণ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অলৌকিক ইস্টিমার'। 'আব্বুকে মনে পড়ে' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র— রাশেদ, মমতাজ, মৃদু। তিনি ১৯৮৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১২ সালে মরণোত্তর) 'একুশে পদক' লাভ করেন। হুমায়ুদ আজাদ ২০০৪ সালের ১২ আগস্ট জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		ভাষাতত্ত্ব
• অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩)	• সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫)	• বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪)
• জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০)	• আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে (১৯৯০)	• বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র (১৯৮৩)
• পেরোনোর কিছু নেই (২০০৪)	• কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮)	• তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (১৯৮৮)
• যতোই গভীরে যাই মধু, যতোই ওপরে যাই নীল (১৯৮৭)		

উপন্যাস		
• ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪)	• সব কিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫)	• মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ (১৯৯৬)
• কবি অথবা দণ্ডিত অপুরুষ (১৯৯৯)	• রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮)	• ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ (২০০১)
• শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা (২০০২)	• একটি খুনের স্বপ্ন (২০০৪)	• পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৪)

কিশোর রচনা		প্রবন্ধ/সমালোচনা	
• লাল নীল দীপাবলি (১৯৭৬)	• অন্ধকারে গন্ধরাজ (২০০৩)	• নারী (১৯৯২)	• মাতাল তরণী (১৯৯২)
• আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯)	• বুকপকেটে জোনাকিপোকা (১৯৯৩)	• দ্বিতীয় লিঙ্গ (১৯৯৯)	• রবীন্দ্রপ্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা
• ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না (১৯৮৫)		• শামসুর রাহমান, নিঃসঙ্গ শেরপা (১৯৮৩)	
• কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী (১৯৮৭)		• শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮৮)	

☆ সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-)☆



সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন রাজশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। তিনি 'কথা সাহিত্যিক' হিসেবে পরিচিত। তাঁর উপন্যাসে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংকটের সামগ্রিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জলোচ্ছ্বাস'-এ দক্ষিণ গ্রাম বাংলার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন আকস্মিক প্রাকৃতিক আঘাতে বিপর্যস্ত হওয়ার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। প্রথম গল্পগ্রন্থ- 'উৎস থেকে নিরন্তর'। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস- 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' এবং 'যুদ্ধ'। 'যাপিত জীবন' উপন্যাস দেশ বিভাগ ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসে দক্ষিণ পূর্ববাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনজীবনের আত্মসংগ্রামের কথা ফুটে উঠেছে। 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস - 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি'। 'কাঠ কয়লার ছবি' উপন্যাসে চা বাগানের শ্রমিকদের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। সম্পাদিত পত্রিকা- 'ধান শালিকের দেশ'। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন। বর্তমানে বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৮০ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ২০০৯ সালে 'একুশে পদক'; ১৯৬৯ সালে 'এনামুল হক স্বর্ণপদক'; ২০১৮ সালে 'স্বাধীনতা পদক' এবং ২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্মানসূচক 'ডি-লিট ডিগ্রি' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস			
• জলোচ্ছাস (১৯৭২)	• হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬)	• ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২)	• যাপিত জীবন (১৯৮১)
• অপেক্ষা (২০০৭)	• পদশব্দ (১৯৮২)	• নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩)	• গেরিলা ও বীরাঙ্গনা (২০১৪)
• চাঁদবেনে (১৯৮৪)	• খুন ও ভালোবাসা (১৯৯০)	• নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭)	• যুদ্ধ (১৯৯৮)
• দীপান্বিতা (১৯৯৭)	• কাঠ কয়লার ছবি (২০০১)	• কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২)	• কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯)
• গায়ত্রী সন্ধ্যা (১৯৯৪)	• পূর্ণছবির মগ্নতা (২০০৮)	• ঘুমকাতুরে ঈশ্বর (২০০৪)	• মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯)
• পোকা মাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬)			

গল্পগ্রন্থ			
• উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯)	• খোল করতাল (১৯৮২)	• পরজন্ম (১৯৮৬)	• মানুষটি (১৯৯৩)
• মতিজানের মেয়েরা (১৯৯৫)	• একালের পান্তাবুড়ি (২০০২)	• অনূঢ়া পূর্ণিমা (২০০৮)	• নারীর রূপকথা (২০০৯)

প্রবন্ধ		
• স্বদেশে পরবাসী (১৯৮৫)	• উনসত্তরের গণ-আন্দোলন (১৯৮৫)	• একাত্তরের ঢাকা (১৯৮৯)
• নির্ভয় করো হে (১৯৯৮)	• মুক্ত করো ভয় (২০০০)	• ঘরগেরস্থির রাজনীতি (২০০৮)
• নিজেরে করো জয় (২০০৮)	• প্রিয় মুখের রেখা (২০১০)	• পথ চলাতেই আনন্দ (২০১৪)

☆ আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)☆



আবুল হাসান ১৯৪৭ সালের ৪ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় (মাতুতালয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পিরোজপুরের নাজিরপুর। তিনি একজন আধুনিক কবি যিনি ষাটের দশকের কবি হিসেবে চিহ্নিত। প্রকৃত নাম আবুল হোসেন মিয়া। তিনি ১৯৭৫ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৮২ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। আবুল হাসান ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ			
• পৃথক পালঙ্ক (১৯৭৫)	• রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭২)	• আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি	• যে তুমি হরণ করো (১৯৭৪)
কাব্যনাট্য		গল্প	
• ওরা কয়েকজন (১৯৮৮)		• আবুল হাসান গল্প- সংগ্রহ (১৯৯০)	

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম উপন্যাস -
(ক) খোয়াবনামা (খ) অন্য ঘরে অন্য স্বর (গ) সূর্য সবুজ রক্ত (ঘ) চিলেকোঠার সেপাই

০২। 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) আবদুল্লাহ আল মামুন (খ) হুমায়ুন আজাদ (গ) আকতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৩। 'ক্ষুধা প্রেম আগুন' উপন্যাসটির রচয়িতা –
(ক) নির্মলেন্দু গুণ (খ) আহমদ ছফা (গ) আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঘ) রফিক আজাদ

০৪। আহমদ ছফা কোন গ্রন্থটি লিখেছেন?
(ক) আত্মজা ও একটি করবী গাছ (খ) দক্ষিণায়নের দিন
(গ) যদ্যপি আমার গুরু (ঘ) রেখাচিত্র

০৫। 'দোযখের ওম' গল্পগ্রন্থটি কার রচনা?
(ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খ) নির্মলেন্দু গুণ (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) আবদুল মান্নান সৈয়দ

০৬। কোনটি উপন্যাস?
(ক) ছাড়পত্র (খ) আমার অবিশ্বাস (গ) নেমেসিস (ঘ) খোয়াবনামা

০৭। 'লাল নীল দীপাবলি' কার রচনা?
(ক) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (খ) নির্মলেন্দু গুণ (গ) আহমদ ছফা (ঘ) হুমায়ুন আজাদ

০৮। বাংলা সাহিত্যে 'পরাবাস্তব' কবি হিসেবে পরিচিতি?
(ক) শহীদ কাদ্‌রী (খ) আবদুল মান্নান সৈয়দ (গ) নির্মলেন্দু গুণ (ঘ) মাহমুদুল হক

০৯। নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) সংশপ্তক – নির্মলেন্দু গুণ (খ) সত্যের মত বদমাস – শহীদ কাদ্‌রী
(গ) গাভী বৃত্তান্ত – আহমদ ছফা (ঘ) হাঙ্গর নদী গ্রেনেড – রফিক আজাদ

১০। 'চাষাভুষার কাব্য' কার রচনা?
(ক) নির্মলেন্দু গুণ (খ) মাহমুদুল হক (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) আহমদ ছফা

১১। কোনটি নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থ?
(ক) বাংলার মাটি বাংলার জল (খ) তবক দেওয়া পান (গ) চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (ঘ) রৌদ্রে প্রতিধ্বনি

১২। 'জাগ্রত বাংলাদেশ' প্রবন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) শহীদ কাদ্‌রী (খ) আহমদ ছফা (গ) আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঘ) মাহমুদুল হক

১৩। 'মুজিব-লেলিন-ইন্দিরা' কাব্যগ্রন্থের লেখক –
(ক) রফিক আজাদ (খ) মাহমুদুল হক (গ) নির্মলেন্দু গুণ (ঘ) হুমায়ুন আজাদ

১৪। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'রেইনকোট' গল্পটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?
(ক) ভাষা আন্দোলন (খ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ (গ) ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ

১৫। 'আততায়ীদের সাথে কথোকপকথন' কার লেখা?
(ক) রফিক আজাদ (খ) শহীদ কাদ্‌রী (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) মাহমুদুল হক

১৬। হুমায়ুন আজাদ রচিত শিশু-কিশোরদের গ্রন্থ কোনটি?
(ক) ফুল পাখি সৌরভ (খ) ঘুম ভাঙ্গানো নদী (গ) কতো নদী সরোবর (ঘ) অচিন যাদুকর

১৭। 'সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু' প্রবন্ধটি কার?
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) নির্মলেন্দু গুণ (গ) আহমদ ছফা (ঘ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

১৮। নিচের কোনটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস?
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) মিলির হাতে স্টেনগান (গ) দোজখের ওম (ঘ) খোঁয়ারি

১৯। 'ওরা টোকাই কেন' গ্রন্থটির রচয়িতা –
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) আহমদ ছফা (গ) শেখ হাসিনা (ঘ) শহীদ কাদ্‌রী

২০। 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটির লেখক –
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (গ) মাহমুদুল হক (ঘ) আহমদ ছফা

২১। 'সবুজ মাঠ পেরিয়ে' বইটি কার রচনা?
(ক) শেখ হাসিনা (খ) হুমায়ুন আজাদ (গ) নির্মলেন্দু গুণ (ঘ) আবদুল মান্নান সৈয়দ

২২। 'তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা' কাব্যগ্রন্থের কবি কে?
(ক) নির্মলেন্দু গুণ (খ) শহীদ কাদ্‌রী (গ) রফিক আজাদ (ঘ) মাহমুদুল হক

২৩। 'ভাত দে হারামজাদা তা না হলে মানচিত্র খাব' বিখ্যাত উক্তিটি কার?
(ক) মাহমুদুল হক (খ) আবদুল্লাহ আল মামুন (গ) শহীদ কাদ্‌রী (ঘ) রফিক আজাদ

২৪। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পের প্রধান দিক –
(ক) রোমান্টিকতা (খ) এন্টি-রোমান্টিকতা (গ) মার্কসবাদ (ঘ) কোনটিই নয়

২৫। 'দুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' কার রচিত গ্রন্থ?
(ক) আহমদ ছফা (খ) হুমায়ুন আজাদ (গ) রফিক আজাদ (ঘ) মাহমুদুল হক

২৬। 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটি কে লিখেছেন?
(ক) আবদুল্লাহ আল মামুন (খ) আহমদ ছফা (গ) আবদুল মান্নান সৈয়দ (ঘ) হুমায়ুন আজাদ

২৭। মাহমুদুল হকের কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক?
(ক) মাটির জাহাজ (খ) অশরীরী (গ) খেলাঘর (ঘ) পাতালপুরী

২৮। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস কোনটি?
(ক) সংশপ্তক (খ) অনেক সূর্যের আশা (গ) কাঁটাতারে প্রজাপতি (ঘ) সূর্য সবুজ রক্ত

২৯। মহাদেব সাহার কোন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?
(ক) অক্ষরে বোনা স্বপ্ন (খ) ধুলোমাটির মানুষ (গ) আনন্দের মৃত্যু নেই (ঘ) তোমার পায়ের শব্দ

৩০। আবদুল্লাহ আল মামুনের একক চরিত্রনির্ভর নাটক কোনটি?
(ক) এখনও দুঃসময় (খ) কোকিলারা (গ) দূরপাল্লা (ঘ) সুবচন নির্বাসনে

৩১। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) সারেং বৌ (খ) হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (গ) মাটি আর অশ্রু (ঘ) ক্রীতদাসের হাসি

৩২। সেলিনা হোসেনের গল্প কোনটি?
(ক) সীমানা (খ) মানুষটি (গ) জাহাজী (ঘ) আসন্ন

৩৩। সেলিনা হোসেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন –
(ক) ১৯৮০ সালে (খ) ১৯৮১ সালে (গ) ১৯৮২ সালে (ঘ) ১৯৮৩ সালে

৩৪। নিচের কোনটি সেলিনা হোসেনের প্রবন্ধ?
(ক) একাত্তরের ডায়রি (খ) একাত্তরের দিনগুলি (গ) একাত্তরের ঢাকা (ঘ) একাত্তরের কাহিনি

৩৫। 'আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) দাউদ হায়দার (খ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (গ) মামুনুর রশীদ (ঘ) আবুল হাসান

৩৬। 'রাজা যায় রাজা আসে'– কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা –
(ক) আবুল হাসান (খ) ইমদাদুল হক মিলন (গ) মামুনুর রশীদ (ঘ) হেলাল হাফিজ

৩৭। সেলিনা হোসেনের গল্পগ্রন্থ কোনটি?
(ক) দোযখের ওম (খ) ময়ূরীর মুখ (গ) কালো মাফলার (ঘ) খোল করতাল

৩৮। 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) আনিসুল হক (খ) ইমদাদুল হক মিলন (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) দাউদ হায়দার

৩৯। সেলিনা হোসেন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৯৪৫ (খ) ১৯৪৬ (গ) ১৯৪৭ (ঘ) ১৯৪৮

৪০। 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
(ক) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (খ) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) দাউদ হায়দার

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	গ	০৪	✍	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	✍	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	✍	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	✍	৪০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সম্প্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।

☆ হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' কার রচনা? [৩৯তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) আমজাদ হোসেন (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) শওকত ওসমান (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০২। 'দেয়াল' রচনাটি কার? [৩৪তম বিসিএস] [উত্তর: ক]
(ক) হুমায়ূন আহমেদ (খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) সেলিনা হোসেন

০৩। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [২০তম বিসিএস] [উত্তর: খ]
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) আগুনের পরশমণি (গ) একাত্তরের দিনগুলি (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়



হুমায়ূন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক নাম 'কাজল' এবং পিতৃপ্রদত্ত নাম 'শামসুর রহমান'। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে সংলাপ প্রধান নতুন শৈলীর জনক। 'তুই রাজাকার' হুমায়ূন আহমেদের 'বহুব্রীহি' নাটকের সংলাপ। হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি চরিত্র– হিমু, মিসির আলী, বাকের ভাই, রূপা, শুভ্র। 'দেবী' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে 'মিসির আলী', 'কোথাও কেউ নেই' উপন্যাসের মাধ্যমে 'বাকের ভাই' এবং ময়ূরাক্ষী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে হিমু চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে তিনি আধুনিক বাংলা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর পথিকৃৎ। নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবেও তিনি সমাদৃত। 'ঘেটুপুত্র কমলা' তাঁর সর্বশেষ চলচ্চিত্র। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯৩ সালে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার'; ১৯৮১ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯৪ সালে 'একুশে পদ' লাভ করেন। জনপ্রিয় এই কথা সাহিত্যিক ২০১২ সালের ১৯ জুলাই কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের বেলেভ্যু হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে গাজীপুরের নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• দেয়াল (২০১৩)	• শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩)	• নিশীথিনী (১৯৮৬)	• দারুচিনি দ্বীপ (১৯৯১)	• হিমু (১৯৯৩)
• বহুব্রীহি (১৯৯০)	• এইসব দিনরাত্রি (১৯৯০)	• ময়ূরাক্ষী (১৯৯০)	• দূরে কোথায় (১৯৯৭)	• অয়োময় (১৯৯০)
• দুই দুয়ারী (১৯৯১)	• কোথাও কেউ নেই (১৯৯২)	• কৃষ্ণপক্ষ (১৯৯২)	• নক্ষত্রের রাত (২০০৩)	• অমানুষ (২০০৯)
• কবি (১৯৯৬)	• তেতুল বনে জোছনা (২০০১)	• মহাপুরুষ (১৯৯৬)	• কে কথা কয় (২০০৬)	• এপিটাফ (২০০৪)
• শুভ্র (২০০০)	• শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৪)	• কুটু মিয়া (২০০১)	• নন্দিত নরকে (১৯৭২)	• অপরাহ্ণ (২০০৮)
• রজনী (২০০৩)	• লীলাবতী (২০০৫)	• দিঘির জলে কার ছায়া গো (২০০৯)		

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস			
• সৌরভ (১৯৮৪)	• আগুনের পরশমণি (১৯৮৬)	• সূর্যের দিন (১৯৮৬)	• অনিল বাগচীর একদিন (১৯৯২)
• শ্যামল ছায়া (২০০৩)	• জোছনা ও জননীর গল্প (২০০৪)	• নির্বাসন (২০০৯)	• একাত্তর এবং আমার বাবা (২০১৪)

ছোট গল্প		আত্মজীবনী	
• শীত ও অন্যান্য গল্প (১৯৮৮)	• জলকন্যা (১৯৯৬)	• নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ (২০১২)	• বলপয়েন্ট (২০০৯)
• আনন্দ বেদনার কাব্য (২০০৮)	• নিশিকাব্য (১৯৯২)	• আমার ছেলেবেলা (১৯৯১)	• রঙপেন্সিল (২০১১)
• এলেবেলে (১৯৯০)	• ছায়াসঙ্গী (২০০৯)	• ফাউন্টেনপেন (২০১১)	• কাঠপেন্সিল (২০০৯)

চলচ্চিত্র			
• শঙ্খনীল কারাগার (১৯৯২)	• আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)	• শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৯)	• দুই দুয়ারী (২০০০)
• চন্দ্রকথা (২০০৩)	• শ্যামল ছায়া (২০০৪)	• নয় নম্বর বিপদ সংকেত (২০০৬)	• নন্দিত নরকে (২০০৬)
• নিরন্তর (২০০৬)	• দূরত্ব (২০০৬)	• দারুচিনি দ্বীপ (২০০৭)	• সাজঘর (২০০৭)
• আমার আছে জল (২০০৮)	• প্রিয়তমেষু (২০০৯)	• ঘেটু পুত্র কমলা (২০১২)	

টিভি নাটক				
• কোথাও কেউ নেই	• আজ রবিবার	• বহুব্রীহি	• নক্ষত্রের রাত	• উড়ে যায় বকপক্ষী
• হিমু	• এইসব দিনরাত্রি	• অয়োময়	• অপরাহ্ণ	• কালা কইতর

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের কাহিনি সংক্ষেপ

নন্দিত নরকে

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। তবে তাঁর প্রথম লিখিত উপন্যাস ছিল 'শঙ্খনীল কারাগার'। ১৯৭০ সালে লিখিত এই উপন্যাস দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মুখপাত্র' নামের একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের সামাজিক সংগ্রাম ফুটে উঠেছে। রাবেয়াকে ঘিরেই পুরো গল্পের পটভূমি। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী রাবেয়ার প্রতি হারুনের রয়েছে দুর্বলতা আর শিলুকে নিয়ে আছে খোকার মনে চাপাপড়া আবেগের ঘটা, যা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরো গল্পটি জুড়েই আছে একটি পরিবারের দুঃখ ও কষ্টের বিষাদময় বর্ণনা।

শঙ্খনীল কারাগার

'শঙ্খনীল কারাগার' হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রথম উপন্যাস হলেও প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। উপন্যাসের কথক 'খোকা'। সে একটি কলেজের শিক্ষক। তারা ছয় ভাইবোন- রাবেয়া, খোকা, রুনু, ঝুনু, মন্টু আর নীনু। সবার বড় বোন রাবেয়া। রাবেয়া খোকার মায়ের আগের পক্ষের মেয়ে। আবিদ হোসেন নামে এক ধনী ব্যক্তির সাথে খোকার মা শিরিন সুলতানার বিয়ে হয়েছিল। সেই পরিবারে জন্মায় রাবেয়া। আবিদ হোসেনের সাথে কোনো এক অজানা কারণে খোকার মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তখন তাদের বাড়ির চিলেকোঠায় আশ্রিত চাকরি সন্ধানরত বিএ পাস আজহার হোসেনকে বিয়ে করেন তিনি। মধ্যবিত্ত এই পরিবারের জীবনধারা নিয়েই উপন্যাসটি রচিত।

দেয়াল

'দেয়াল' হুমায়ূন আহমেদের সর্বশেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে একুশের বইমেলায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই এই উপন্যাস নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় এবং তা আদালত পর্যন্তও গড়ায়। উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে মেজর জিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত কালসীমায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি গল্পের মত করে লিখে গেছেন। এখানে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সমসাময়িকভাবে নিজেকেও উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল- অবন্তি , শফিক, সরফরাজ খান, ইসাবেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, চা বিক্রেতা কাদের বাঙালি।

☆ হেলাল হাফিজ (১৯৪৮-)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর



হেলাল হাফিজ ১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোরশেদ আলী তালুকদার এবং মাতা কোকিলা বেগম। তিনি বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি। হেলাল হাফিজ দৈনিক 'পূর্বদেশ' ও দৈনিক 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ	কবিতা	
• যে জলে আগুন জ্বলে (১৯৮৬)	• অশ্লীল সভ্যতা	• একটি পতাকা পেলে
• বেদনাকে বলেছি কেঁদোনা (২০১৯)	• নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়	• কবি ও কবিতা
• কবিতা ৭১ (২০১২)	• ক্যাকটাস	• কবুতর

☆ মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-)☆



মামুনুর রশীদ ১৯৪৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন দর্শক নন্দিত নাট্যকার ও অভিনেতা এবং 'আরণ্যক' নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা। 'ওরা কদম আলী' তাঁর প্রথম নাটক। এ নাটকে গরিব-মেহনতি মানুষের প্রতিবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র – বোবা কদম আলী, নায়েব আলী বেপারী, তাজু সরদার। তিনি ১৯৮২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ১৯৯০ সালে 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			
• ওরা কদম আলী (১৯৭৬)	• ওরা আছে বলেই (১৯৮১)	• ইবলিশ (১৯৮৩)	• এখানে নোঙর (১৯৮৪)
• গিনিপিগ (১৯৮৫)	• অববাহিকা (১৯৮৬)	• মানুষ (১৯৯১)	• পাথর (১৯৯৩)
• লেবেদেফ (১৯৯৫)	• এখানেই নোঙ্গর (১৯৮১)	• ইতি তোমার আমি (১৯৯৯)	• অলসপুর (২০১৪)

☆ সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)☆

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'কিত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়- [৪২তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন
(খ) স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রকৃতির রূপ
(গ) লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি
(ঘ) দেশবিভাগজনিত জীবন যন্ত্রণা

০২। বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার'-এর প্রবর্তক কে? [৩৭তম বিসিএস] [উত্তর: গ]

(ক) মমতাজউদদীন আহমদ
(খ) আব্দুল্লাহ আল মামুন
(গ) সেলিম আল দীন
(ঘ) রামেন্দ্র মজুমদার

০৩। কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের? [২৬তম বিসিএস] [উত্তর: ক]

(ক) মুনতাসির ফ্যান্টাসী (খ) বহুব্রীহি (গ) কবর (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়



সেলিম আল দীন ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট ফেনীর সোনাগাজী থানার সেনেরখীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম মঈনউদ্দিন আহমদ। উপাধি- 'নাট্যাচার্য'। তিনি নাট্য নির্দেশক 'নাসিরউদ্দিদন ইউসুফ' এর সাথে 'ঢাকা থিয়েটার' এবং 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার' (১৯৮১-৮২) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রচনাসমূহকে 'কথানাট্য' নাম দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় 'থিয়েটার স্ট্যাডিজ' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। 'নিগ্রো সাহিত্য' তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। 'বাসন' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। তাঁর রচিত 'চাকা' একটি কথানাট্য। 'কিত্তনখোলা' স্থানীয় এক মেলাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক। নাটকটির বিষয়বস্তু লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি। 'মুনতাসির ফ্যান্টাসি' নাটকে আশির দশকে স্বৈরশাসনের কবলে পড়ে দেশের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ১৯৮৪ সালে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার'; ১৯৯৪ সালে 'শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার'; ১৯৯৪ সালে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' এবং ২০০৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। সেলিম আল দীন ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাহিত্যকর্ম

নাটক			প্রবন্ধ
• কিত্তনখোলা (১৯৮৬)	• বনপাংশুল	• বাসন (১৯৮৫)	• বাংলাদেশের নাটকে সমকালীন জীবন
• কেরামতমঙ্গল (১৯৮৮)	• ধাবমান	• হরগজ (১৯৯২)	• গ্রাম থিয়েটার ও বৃক্ষমূল
• হাত হদাই (১৯৯৭)	• শকুন্তলা	• নিমজ্জন (২০০২)	• গ্রাম থিয়েটারের পথে পথে
• স্বর্ণবোয়াল (২০০৭)	• পুত্র	• প্রাচ্য (২০০০)	• ফেস্টুনে লেখা স্মৃতি
• জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন (১৯৭৫)		• চাকা (১৯৯১)	• এক সহোদরা
• যৈবতী কন্যার মন (১৯৯৩)		• মুনতাসির ফ্যান্টাসী (১৯৮৫)	• শশীদল

কবিতা					উপন্যাস
• চোখ ও শিল্পক	• কিত্তনখোলার মেলা	• মেঘেদের সংসার	• রবীন্দ্রনাথের পক্ষে	• কবি ও তিমি	• মৃত উপাখ্যান
গল্প					আত্মকথন
• রেডিয়াম থেকে বিদায়		• আহত বিহগ	• লেসার রশ্মি নয়		• ভাঙ্গা প্রেম অশেষ বিশেষ

☆ দাউদ হায়দার (১৯৫২-)☆



দাউদ হায়দার ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনার দোহারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন আধুনিক কবি যিনি সত্তর দশকের কবি হিসাবে চিহ্নিত। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দেশ থেকে নির্বাসনের পর বর্তমানে তিনি জার্মানিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তাঁকে 'নির্বাসিত কবি' বলা হয়। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

সাহিত্যকর্ম

গ্রন্থসমূহ			
• বানিশম্যান্ট (১৯৭৯)	• সংগস অব ডেস্পায়ার (১৯৯২)		• আমি পুড়েছি জ্বালা ও আগুনে (১৯৮২)
• জন্মই আমার আজন্ম পাপ	• যে দেশে সবাই অন্ধ	• অবসিডিয়ান	• এই শাওনে এই পরবাসে (১৯৮২)

☆ মুহম্মদ জাফর ইকবাল (১৯৫২-)☆



মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেটে (পিতার কর্মস্থল) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পূর্বনাম ছিল বাবুল। তিনি একজন কথাসাহিত্যিক, বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক, কলাম লেখক, পদার্থবিদ, শিক্ষাবিদ ও আন্দোলনকর্মী। জাফর ইকবাল ২০০৪ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার'; ২০০৪ সালে 'ইউরো শিশুসাহিত্য পদক'; ২০১৩ সালে 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্র এর শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার এর জন্য 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' এবং 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার' (আজীবন সম্মাননা) লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি		কিশোর সাহিত্য		
• কপোট্রনিক সুখ দুঃখ (১৯৭৬)	• ফিনিক্স (২০০৩)	• হাতকাটা রবিন (১৯৭৬)	• আমি তপু (২০০৫)	• গাব্বু (২০১৩)
• নিঃসঙ্গ গ্রহচারী (১৯৯৪)	• বেজি (২০০২)	• কাজলের দিনরাত্রি (২০০২)	• তিন্নি ও বন্যা (১৯৯৮)	• রাশা (২০১০)
• মহাকাশে মহাত্রাস (১৯৭৭)	• সেরিনা (২০১৫)	• আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪)	• ঘাস ফড়িং (২০০৮)	• ইস্টিশন (২০১৩)
• নয় নয় শূন্য তিন (১৯৯৬)	• মেতসিস (১৯৯৯)	• দুষ্টু ছেলের দল (১৯৮৬)	• সাইক্লোন (২০১৮)	• নাট বল্টু (২০০৮)
• অবনীল (২০০৪)	• নায়ীরা (২০০৫)	• বৃষ্টির ঠিকানা (২০০৭)	• দীপু নাম্বার টু (১৯৮৪)	
• গ্লিনা (২০২০)	• নিয়ান (২০১৯)	• বড় হবে ঝিলমিল (২০১৮)		

উপন্যাস			জীবনীগ্রন্থ
• আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭)	• বিবর্ণ তুষার (১৯৯৩)	• কাঁচসমুদ্র (১৯৯৯)	• সঙ্গী সাথী পশু পাখি (১৯৯৩)
• দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় প্রহর (১৯৯৪)	• সবুজ ভেলভেট (২০০৩)	• ক্যাম্প (২০০৪)	• আধ ডজন স্কুল (১৯৯৬)
• মহব্বত আলীর একদিন (২০০৬)	• প্রজেক্ট আকাশলীন (২০২০)	• হটলাইন (২০১৯)	• রঙিন চশমা (২০০৭)

ছোট গল্প			
• একজন দুর্বল মানুষ (১৯৯২)	• ছেলেমানুষী (১৯৯৩)	• নুরুল ও তার নোটবই (১৯৯৬)	• মধ্যরাত্রিতে তিন দুর্ভাগা তরুণ (২০০৪)

☆ ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫-)☆



ইমদাদুল হক মিলন ১৯৫৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুরের লৌহজং-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে অধিক পরিচিত। বর্তমানে 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রথম উপন্যাস 'যাবজ্জীবন' ১৯৭৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'এ ছাপা হয়। প্রথম গল্প 'বন্ধু' ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত। 'পরাধীনতা' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসে লেখকের জার্মানিতে প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। 'কালো ঘোড়া' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। ইমদাদুল হক ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং ২০১৯ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				
• দুঃখ কষ্ট (১৯৮২)	• প্রিয় নারী জাতী (১৯৮৪)	• ভূমিপুত্র (১৯৮৫)	• মেয়েটি এখন কোথায় যাবে	
• রূপনগর (১৯৮৮)	• রাজাকারতন্ত্র (১৯৮৯)	• যুবরাজ (১৯৯৭)	• কোন কাননের ফুল (১৯৯০)	
• কালো ঘোড়া (১৯৯১)	• প্রিয়দর্শিনী (১৯৯১)	• নূরজাহান (১৯৯৫)	• কেমন আছ সবুজপাতা	
• নদী উপাখ্যান	• খুঁজে বেড়াই তারে	• পরবাস (১৯৮৭)	• ভালবাসা ভাল নয় (১৯৮৯)	
• ও রাধা ও কৃষ্ণ	• কোথায় সে জন	• রেশমি আঁচল	• আছ তুমি হৃদয় জুড়ে	
গল্পগ্রন্থ				
• নিরন্নের কাল (১৯৭৯)	• হে প্রেম (১৯৮৩)	• মর্মবেদনা	• আলতা	• আহারী
• প্রেম নদী	• ফুলের বাগানে সাপ	• তাহারা	• বারো রকম মানুষ	

☆ রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১)☆

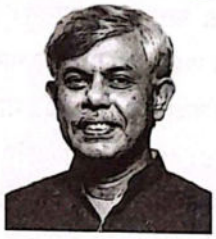


রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বাগেরহাটের মংলার মিঠেখালি গ্রাম। তিনি সত্তর দশকের একজন তরুণ কবি যিনি 'প্রতিবাদী রোমান্টিক' কবি হিসেবে খ্যাত। তাঁর জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম "বাতাসে লাশের গন্ধ"। রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা 'যুগ্ম সম্পাদক' ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৮১ সালে বহুল আলোচিত নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বিয়ে করেন। ১৯৮৮ সালে তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। তিনি ১৯৯১ সালের ২১ জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ		কবিতা	
• ছোবল (১৯৮৬)	• ফিরে চাই স্বর্ণ গ্রাম (১৯৮১)	• মনে পড়ে সুদূরের মাস্তুল	• ইশতেহার
• গল্প (১৯৮৭)	• মৌলিক মুখোশ (১৯৯০)	• এক গ্লাস অন্ধকার হাতে	• অভিমানের খেয়া
• উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯)	• মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬)	• চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়	• বাতাসে লাশের গন্ধ
• দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮)		• তুমি বরং কুকুর পোষো	• দূরে আছো দূরে
ছোটগল্প	**উপন্যাস**	**নাটক**	
• সোনালি শিশির	• মনুষ্য জীবন	• বিষ বিরিক্ষের বীজ	
গান			
• ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো।			

☆ আনিসুল হক (১৯৬৫-)☆



আনিসুল হক ১৯৬৫ সালের ৪ মার্চ নীলফামারীতে জন্মগ্রহণ করেন। আনিসুল হক বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় কবি, লেখক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। বর্তমানে দৈনিক 'প্রথম আলো'র সহযোগী সম্পাদক এবং 'কিশোর আলো'র সম্পাদক পদে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আজাদ ও তার মায়ের জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে রচিত 'মা' তাঁর একটি বাস্তব ঘটনাভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটি 'Freedom's Mother' নামে ইংরেজিতে ও 'La Madre' নামে স্প্যানিশ ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। তিনি ২০১২ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' লাভ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস				কবিতা	
• বেকারত্বের দিনগুলিতে প্রেম	• বীর প্রতীকের খোঁজে	• খেয়া	• মা (২০০৩)	• তোমাকে ভাবনা করি	
• আমার একটা দুঃখ আছে	• সেঁজুতি তোমার জন্য	• ৫১ বর্তী	• হৃদিতা	• জলরংপদ্য (২০০২)	
• বিক্ষোভের দিনগুলির প্রেম	• বারোটা বাজার আগে	• জিম্মি	• নিধুয়া পাথার	• খোলা চিঠি সুন্দরের কাছে (১৯৮৯)	
• আবার তোরা কিপ্টা হ	• ফাল্গুন রাতের আঁধারে	• ফাঁদ	• আয়েশামঙ্গল	• আমি আছি আমার অনলে (১৯৯১)	
নাটক					
• নাল পিরান	• প্রত্যাবর্তন	• সাঁকো	• প্রতি চুনিয়া	• চড়ুইভাতি	• করিমন বেওয়া

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'মানুষের মানচিত্র' কবিতাটির রচয়িতা কে?
(ক) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) আবুল হাসান (গ) হেলাল হাফিজ (ঘ) মামুনুর রশীদ

০২। 'নন্দিত নরকে' কার লেখা উপন্যাস?
(ক) মামুনুর রশীদ (খ) হুমায়ুন আজাদ (গ) হুমায়ুন আহমেদ (ঘ) হেলাল হাফিজ

০৩। 'অপরাহ্ণ' নাটকটির রচয়িতা কে?
(ক) আনিসুল হক (খ) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (গ) হুমায়ূন আহমেদ (ঘ) ইমদাদুল হক মিলন

০৪। 'অনীল বাগচীর একদিন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) হুমায়ূন আহমেদ (খ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (গ) সেলিম আল দীন (ঘ) মামুনুর রশীদ

০৫। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে মূলত কি হিসেবে পরিচিতি?
(ক) ঔপন্যাসিক (খ) কথাসাহিত্যিক (গ) নাট্যকার (ঘ) কবি

০৬। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) আনিসুল হক (খ) ইমদাদুল হক মিলন (গ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ঘ) দাউদ হায়দার

০৭। হুমায়ূন আহমেদ কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা?
(ক) নন্দিত নরকে (খ) তেঁতুল বনে জোৎস্না (গ) জোছনা ও জননীর গল্প (ঘ) শঙ্খনীল কারাগার

০৮। 'ওরা কদম আলী' নাটকটি কে লিখেছেন?
(ক) সেলিম আল দীন (খ) মামুনুর রশীদ (গ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ঘ) দাউদ হায়দার

০৯। হুমায়ূন আহমেদের কোন বইটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নয়?
(ক) কোথাও কেউ নেই (খ) সূর্যের দিন (গ) শ্যামল ছায়া (ঘ) একাত্তর এবং আমার বাবা

১০। নন্দিত ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ এর 'রাজনৈতিক উপন্যাস' –
(ক) নন্দিত নরকে (খ) শঙ্খনীল কারাগার (গ) এইসব দিনরাত্রি' (ঘ) দেয়াল

১১। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ' গ্রন্থের রচয়িতা –
(ক) আনিসুল হক (খ) ইমদাদুল হক মিলন (গ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ঘ) সেলিনা হোসেন

১২। 'নাট্যাচার্য' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?
(ক) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (খ) মামুনুর রশীদ (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) সেলিম আল দীন

১৩। 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকটির লেখক –
(ক) আবুল হাসান (খ) সেলিম আল দীন (গ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ঘ) হুমায়ূন আহমেদ

১৪। নিচের কোনটি ইমদাদুল হক মিলনের রচিত উপন্যাস?
(ক) ও রাধা ও কৃষ্ণ (খ) রাজাকারতন্ত্র (গ) নূরজাহান (ঘ) সবগুলোই

১৫। কোনটি সেলিম আল দীন রচিত নাটক?
(ক) বনপাংশুল (খ) এখানে এখন (গ) এখনও ক্রীতদাস (ঘ) খোলা দুয়ার

১৬। 'মর্মবেদনা' গল্প গ্রন্থটির রচয়িতা –
(ক) ইমদাদুল হক মিলন (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) হুমায়ুন আজাদ (ঘ) জাফর ইকবাল

১৭। 'কিত্তনখোলা' নাটকটির রচয়িতা কে?
(ক) হেলাল হাফিজ (খ) মামুনুর রশীদ (গ) আবুল হাসান (ঘ) সেলিম আল দীন

১৮। নিচের কোনটি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা কবিতা –
(ক) মহা পৃথিবী (খ) দুই বিঘা জমি (গ) বঙ্গবাণী (ঘ) ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম

১৯। কোনটি হুমায়ূন আহমেদের রচিত গ্রন্থ?
(ক) আনন্দ বেদনার কাব্য (খ) নদী ও মানুষের কবিতা (গ) দিবারাত্রির কাব্য (ঘ) পুঁই ডালিমের কাব্য

২০। রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'সোনালি শিশির' কোন ধরনের রচনা?
(ক) কবিতা (খ) প্রবন্ধ (গ) ছোট গল্প (ঘ) নাটক

২১। 'এলেবেলে' বইটি কার লেখা?
(ক) হেলাল হাফিজ (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) আবুল হাসান

২২। "জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন" – স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি পুনরুত্থানে রচিত 'বাতাশে লাশের গন্ধ' কবিতার বহুল উচ্চারিত এই পঙ্‌ক্তির বিক্ষুব্ধ কবির নাম –
(ক) আবুল হাসান (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২৩। 'আমি ভাল আছি তুমি' – কাব্যটি কে রচনা করেছেন?
(ক) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) হেলাল হাফিজ (গ) দাউদ হায়দার (ঘ) আনিসুল হক

২৪। সেলিম আল দীন রচিত 'চাকা' একটি –
(ক) উপন্যাস (খ) কবিতা (গ) ছোটগল্প (ঘ) কথানাট্য

২৫। 'দীপু নাম্বার টু' শিশুসাহিত্যের রচয়িতা কে?
(ক) আনিসুল হক (খ) ইমদাদুল হক মিলন (গ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ঘ) সেলিনা হোসেন

২৬। 'মা' উপন্যাসের লেখক কে?
(ক) আবুল হাসান (খ) আনিসুল হক (গ) মামুনুর রশীদ (ঘ) মুহম্মদ জাফর ইকবাল

২৭। নিচের কোনটি নাটক?
(ক) বহুব্রীহি (খ) শ্রাবণ মেঘের দিন (গ) নিশীথিনী (ঘ) নন্দিত নরকে

২৮। সেলিম আল দীনের নাটক –
(ক) স্বপ্নমঙ্গল (খ) রুদ্রমঙ্গল (গ) কেরামতমঙ্গল (ঘ) মনসামঙ্গল

২৯। 'দিঘির জলে কার ছায়া গো' এটি একটি –
(ক) কবিতার বই (খ) উপন্যাস (গ) নাটক (ঘ) কোনোটিই নয়

৩০। 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' – পঙ্‌ক্তিটি কার?
(ক) দাউদ হায়দার (খ) রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) হেলাল হাফিজ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	✍	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ক	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	✍	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	✍	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

বিখ্যাত পত্রিকা এবং সম্পাদক

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। নিম্নের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) সবুজপত্র (খ) শনিবারের চিঠি (গ) কল্লোল (ঘ) ধূমকেতু

০২। নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা? [৪৪তম বিসিএস]
(ক) শনিবারের চিঠি (খ) বঙ্গদর্শন (গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) সংবাদ প্রভাকর

০৩। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) 'শনিবারের চিঠি' (খ) রবিবারের ডাক (গ) বিজলি (ঘ) বঙ্গদর্শন

০৪। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত? [৪১তম বিসিএস]
(ক) ঢাকার পল্টন (খ) নওগাঁর পতিসর (গ) কুষ্টিয়ার কুমারখালী (ঘ) ময়মনসিংহের ত্রিশাল

০৫। 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সিকান্দার আবু জাফর

০৬। 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [৩৮তম বিসিএস, ৩০তম বিসিএস]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) শাহাদাৎ হোসেন (গ) সঞ্জয় ভট্টাচার্য (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

০৭। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) দীনেশরঞ্জন দাশ (গ) সজনীকান্ত দাস (ঘ) প্রেমেন্দ্র মিত্র

০৮। হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) অবকাশ রঞ্জিকা (খ) বিবিধার্য সংগ্রহ (গ) কাব্য প্রকাশ (ঘ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

০৯। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ১৯০৯ (খ) ১৯১০ (গ) ১৯১৪ (ঘ) ১৯২১

১০। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন – [৩৫তম বিসিএস]
(ক) জন ক্লার্ক মার্শম্যান (খ) জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) ডেভিড হেয়ার

১১। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস, ২৬তম বিসিএস]
(ক) অক্ষয়কুমার দত্ত (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী

১২। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা 'কল্লোল' কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) ১৯২৩ সালে (খ) ১৯২৪ সালে (গ) ১৯২৫ সালে (ঘ) ১৯২৭ সালে

১৩। বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি? [২৯তম বিসিএস]
(ক) কল্লোল (খ) সবুজপত্র (গ) বঙ্গদর্শন (ঘ) কালিকলম

১৪। বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) দিগ্‌দর্শন (খ) সংবাদ প্রভাকর (গ) তত্ত্ববোধিনী (ঘ) বঙ্গদর্শন

১৫। সাপ্তাহিক 'সুধাকর'-এর সম্পাদক কে? [২৭তম বিসিএস]
(ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (খ) মুন্সি মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ (গ) শেখ আব্দুর রহিম (ঘ) মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ

১৬। মাসিক 'মোহাম্মদী' কোন সালে প্রকাশিত হয়? [২৭তম বিসিএস]
(ক) ১৯২৬ (খ) ১৯২৭ (গ) ১৯২৮ (ঘ) ১৯২৯

১৭। কোন পত্রিকাটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়? [২৭তম বিসিএস]
(ক) কালিকলম (খ) প্রগতি (গ) কল্লোল (ঘ) সবুজপত্র

১৮। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকাটি? [২৭তম বিসিএস]
(ক) অরণি (খ) পরিচয় (গ) নবশক্তি (ঘ) ক্রান্তি

১৯। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [২২তম বিসিএস, ১৬তম বিসিএস]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) আবুল কালাম শামসুদ্দীন (গ) খান মুহাম্মদ মঈনুউদ্দীন (ঘ) মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন

২০। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়- [১৭তম বিসিএস]
(ক) ১৮৪১ সালে (খ) ১৮৪২ সালে (গ) ১৮৫০ সালে (ঘ) ১৮৪৩ সালে

২১। 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- [১৬তম বিসিএস, ১৫তম বিসিএস]
(ক) বিনয় ঘোষ (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) মোহাম্মদ আকরম খাঁ (ঘ) তফাজ্জল হোসেন

২২। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়? [১৫তম বিসিএস]
(ক) ১৮৬৫ (খ) ১৮৭২ (গ) ১৮৭৫ (ঘ) ১৮৮১

২৩। 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- [১৩তম বিসিএস]
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) মোজাম্মেল হক (গ) রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (ঘ) মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ক	০৪	গ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ
২১	খ	২২	খ	২৩	খ														

ক্র. নং	সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
১	বেঙ্গল গেজেট (ইংরেজি)	১৭৮০	জেম্‌স অগাস্টাস হিকি
২	দিগ্‌দর্শন (মাসিক, বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র)	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
৩	সমাচার দর্পণ (বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)		
৪	বাঙ্গাল গেজেট		গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৫	ব্রাহ্মণসেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
৬	সম্বাদ কৌমুদী		রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	মীরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
৮	সমাচার চন্দ্রিকা		ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯	বঙ্গদূত	১৮২৯	নীলমণি হালদার
১০	সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১১	সংবাদ প্রভাকর (বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা)	১৮৩৯	
১২	জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৩	সমাচার সভারাজেন্দ্র		শেখ আলীমুল্লাহ
১৪	সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৫	তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
১৬	পাষণ্ড পীড়ন (সাপ্তাহিক)	১৮৪৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৭	এডুকেশন গেজেট		রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮	সংবাদ সাধুরঞ্জন	১৮৪৭	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৯	রংপুর বার্তাবহ (বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)		গুরুচরণ শর্মা রায়
২০	সংবাদ রসসাগর	১৮৫০	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২১	সর্বশুভকরী পত্রিকা		ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২২	বিবিধার্থ সংগ্রহ	১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
২৩	মাসিক পত্রিকা	১৮৫৪	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
২৪	সাপ্তাহিক বার্তাবহ	১৮৫৬	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫	ঢাকা নিউজ	১৮৫৬	আলেকজান্ডার ফর্বেস
২৬	ঢাকা প্রকাশ (ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা)	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
২৭	গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	১৮৬৩	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার
২৮	বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৯	জ্ঞানাঙ্কুর (মাসিক)		শ্রীকৃষ্ণ দাস
৩০	আজিজুন্নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন

ক্র. নং	সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
৩১	ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩২	বালক	১৮৮৫	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
৩৩	সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
৩৪	হিতকরী	১৮৯০	মীর মশাররফ হোসেন
৩৫	ইসলাম প্রচারক	১৮৯১	মোঃ রেয়াজ উদ্দিন
৩৬	সাধনা		রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭	মিহির	১৮৯২	শেখ আবদুর রহিম
৩৮	হাফেজ	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
৩৯	কোহিনূর	১৮৯৮	মোঃ রওশন আলী, এয়াকুব আলী চৌধুরী
৪০	প্রচারক	১৮৯৯	মধুমিকা
৪১	লহরী	১৯০০	মোজাম্মেল হক
৪২	প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৪৩	নবনূর	১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলী
৪৪	মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক)	১৯০৮	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৪৫	দৈনিক খাদেম	১৯১০	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৪৬	সন্দেশ (কিশোর পত্রিকা)	১৯১৩	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
৪৭	ভারতবর্ষ	১৯১৩	জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৪৮	সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
৪৯	আল এসলাম	১৯১৫	মাওলানা আকরম খাঁ
৫০	সওগাত (মাসিক)	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
৫১	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা		ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
৫২	মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
৫৩	নবযুগ		কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদ
৫৪	আঙুর (কিশোর পত্রিকা)		ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৫৫	ধূমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
৫৬	মোহাম্মদী (দৈনিক)		মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৫৭	কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাশ
৫৮	সাম্যবাদী		মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী
৫৯	শনিবারের চিঠি	১৯২৪	যোগানন্দ দাস ও সজনীকান্ত দাস
৬০	লাঙ্গল	১৯২৫	কাজী নজরুল ইসলাম
৬১	কালি ও কলম	১৯২৬	মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬২	প্রগতি	১৯২৭	বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত
৬৩	শিখা		আবুল হুসেন
৬৪	মোহাম্মদী (মাসিক)		মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৬৫	সওগাত (সাপ্তাহিক)	১৯২৮	মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন
৬৬	পরিচয়	১৯৩১	বিষ্ণু দে
৬৭	পূর্বাশা	১৯৩২	সঞ্জয় ভট্টাচার্য
৬৮	কবিতা	১৯৩৫	বুদ্ধদেব বসু
৬৯	দৈনিক আজাদ		মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৭০	চতুরঙ্গ	১৯৩৯	হুমায়ুন কবির

ক্র. নং	সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
৭১	ক্রান্তি	১৯৪০	রণেশ দাশগুপ্ত, সঙ্কর সেনগুপ্ত
৭২	বেগম (সাপ্তাহিক)	১৯৪৭	নূরজাহান বেগম
৭৩	সাহিত্যপত্র	১৯৪৮	বিষ্ণু দে
৭৪	মাহে নও	১৯৪৯	আবদুল কাদির
৭৫	ইত্তেফাক	১৯৫৩	তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
৭৬	সমকাল (পাটনা থেকে প্রকাশিত এবং বেশ প্রভাবশালী হয়েছিল)	১৯৫৪	সিকান্দার আবু জাফর
৭৭	সাহিত্য পত্রিকা	১৯৫৭	মোহাম্মদ আবদুল হাই
৭৮	স্বাক্ষর	১৯৬৩	রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল হক
৭৯	কণ্ঠস্বর	১৯৬৫	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
৮০	স্বদেশ	১৯৬৯	আহমদ ছফা
৮১	সাম্যবাদী		খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন
৮২	মুসলিম জগৎ		
৮৩	নারীশক্তি		ডা. লুৎফর রহমান
৮৪	গুলিস্তা		এস. ওয়াজেদ আলী
৮৫	থিয়েটার		রামেন্দু মজুমদার
৮৬	সাহিত্যিকী		বাংলা বিভাগ, রা. বি.
৮৭	সাপ্তাহিক মুসলিম জগৎ		আবুল কালাম শামসুদ্দীন
৮৮	মাসিক ভারতী		স্বর্ণকুমারী দেবী
৮৯	বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)		মোহিতলাল মজুমদার
৯০	সন্দেশ		সুকুমার রায়
৯১	অমর একুশে		হাসান হাফিজুর রহমান
৯২	উত্তরাধিকার (মাসিক)		বাংলা একাডেমি
৯৩	লেখা (মাসিক)		
৯৪	বাংলা একাডেমি পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)		
৯৫	বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা (ষান্মাসিক)		
৯৬	The Bangla Academy Journal		

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
(ক) সংবাদ (খ) ঢাকা প্রকাশ (গ) আজকের কাগজ (ঘ) ধান শালিকের দেশ

০২। শনিবারের চিঠি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯১২ (খ) ১৯২৪ (গ) ১৯৩৩ (ঘ) ১৯৪৫

০৩। বঙ্গদর্শন পত্রিকার নবপর্যায়ের সম্পাদক –
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) মোহিতলাল মজুমদার (গ) সুকুমার রায় (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

০৪। বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা-
(ক) আজাদ (খ) সওগাত (গ) রংপুর বার্তাবহ (ঘ) ধূমকেতু

০৫। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্রের নাম কী?
(ক) সওগাত (খ) সমাচার দর্পণ (গ) বেঙ্গল গেজেট (ঘ) ধূমকেতু

০৬। 'বঙ্গদূত' পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮২৯ (খ) ১৮৩৩ (গ) ১৮৩৯ (ঘ) ১৭৮০

০৭। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রকাশ কাল –
(ক) ১৮০০ সালে (খ) ১৮১৮ সালে (গ) ১৮৩৫ সালে (ঘ) ১৮৫০ সালে

০৮। ধূমকেতু পত্রিকাটির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল-
(ক) ১৯১২ সালের মার্চ মাসে (খ) ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে (গ) ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে (ঘ) ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে

০৯। কবিতা পত্রিকার সম্পাদক –
(ক) বিষ্ণু দে (খ) নজরুল ইসলাম (গ) বুদ্ধদেব বসু (ঘ) হুমায়ুন কবির

১০। মাসিক 'সওগাত' পত্রিকা ইংরেজি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯১৫ সালে (খ) ১৯১৮ সালে (গ) ১৯৩০ সালে (ঘ) ১৯৪৮ সালে

১১। সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা ইংরেজি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৪৮ সালে (গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৫৫ সালে

১২। 'সমকাল' পত্রিকা প্রকাশিত হয় –
(ক) করাচি থেকে (খ) কলকাতা থেকে (গ) ঢাকা (ঘ) পাটনা থেকে

১৩। কোন সাময়িক পত্রটি বেশি প্রভাবশালী হয়েছিল?
(ক) দিলরুবা (খ) উত্তরণ (গ) সমকাল (ঘ) পরিক্রমা

১৪। কোহিনূর পত্রিকার সম্পাদক কে –
(ক) এস ওয়াজেদ আলী (খ) আবদুল হাই (গ) মাহবুব-উল আলম (ঘ) এয়াকুব আলী চৌধুরী

১৫। কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজাফ্ফর আহমদ একত্রে সম্পাদনা করেছিলেন?
(ক) আজাদ (খ) সওগাত (গ) নবযুগ (ঘ) ধূমকেতু

১৬। ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মানিক মিয়া হলেও প্রকৃত নাম –
(ক) আনোয়ার হোসেন (খ) মঈনুল হোসেন (গ) তোফাজ্জল হোসেন (ঘ) সিরাজউদ্দিন হোসেন

১৭। কিশোর পত্রিকা 'সন্দেশ' এর সম্পাদক –
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) জাফর ইকবাল (গ) শাহাদাত হোসেন (ঘ) উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

১৮। মাসিক সওগাত পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯১৫ (খ) ১৯১৮ (গ) ১৯৩০ (ঘ) ১৯৪৮

১৯। নিচের কোনটি বাংলা একাডেমির মাসিক পত্রিকা?
(ক) লেখা (খ) কথা (গ) নবশক্তি (ঘ) সাহিত্যিকী

২০। নবযুগ পত্রিকাটির প্রকাশকাল –
(ক) ১৯১৮ (খ) ১৯২০ (গ) ১৯২৩ (ঘ) ১৯৪৩

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	খ	০৩	✍	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	✍	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনাসমগ্র

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) হুলিয়া (খ) তোমাকে অভিবাদন প্রিয়া (গ) সোনালি কাবিন (ঘ) স্মৃতিস্তম্ভ

০২। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র বিখ্যাত গানটির সুরকার কে? [৪০তম বিসিএস]
(ক) সুবীর সাহা (খ) সুধীন দাস (গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) আলতাফ মামুন

০৩। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।' – এ গানের প্রথম সুরকার কে? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী (খ) আসাদ চৌধুরী (গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) আব্দুল লতিফ

০৪। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৩২তম বিসিএস, ২৮তম বিসিএস]
(ক) অগ্নিসাক্ষী (খ) চিলেকোঠার সেপাই (গ) আরেক ফাল্গুন (ঘ) অনেক সূর্যের আশা

উত্তরমালা	০১	ঘ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	গ

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস

ক্রমিক নং	উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
১	আরেক ফাল্গুন (১৯৬৮, এটি ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস)	জহির রায়হান
২	একুশে ফেব্রুয়ারী	
৩	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
৪	নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
৫	যাপিত জীবন	

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্প

ক্রমিক নং	গল্প	লেখক	ক্রমিক নং	গল্প	লেখক
১	দৃষ্টি	আনিসুজ্জামান	৮	পলিমাটি	সিরাজুল ইসলাম
২	একুশের গল্প	জহির রায়হান	৯	দীপান্বিতা	সেলিনা হোসেন
৩	সূর্যগ্রহণ		১০	আরো একজন	সৈয়দ শামসুল হক
৪	কয়েকটি সংলাপ		১১	সম্রাট	
৫	মৌন নয়	শওকত ওসমান	১২	শহীদ মিনার	রাজিয়া খান
৬	অবেলায় পুনর্বার	শওকত আলী	১৩	প্রথম বধ্যভূমি	রাবেয়া খাতুন
৭	এমনি করেই গড়ে উঠবে	শহীদুল্লা কায়সার			

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক

ক্রমিক নং	নাটক	নাট্যকার
১	কবর (ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক)	মুনীর চৌধুরী
২	বিবাহ	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা

ক্রমিক নং	কবিতা	কবি
১	কোন এক মাকে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
২	চিঠি	
৩	স্মৃতিস্তম্ভ (শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায়)	আলাউদ্দীন আল আজাদ
৪	আমাকে কি মাল্য দেবে দাও	নির্মলেন্দু গুণ
৫	কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি (ভাষা আন্দোলন/২১শে ফেব্রুয়ারি ভিত্তিক প্রথম কবিতা)	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
৬	বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
৭	অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থ

ক্রমিক নং	গ্রন্থ	লেখক
১	একুশের দলিল	এম আর আকতার মুকুল
২	ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা	
৩	ভাষা আন্দোলন	হুমায়ুন আজাদ
৪	শহীদ মিনার	রফিকুল ইসলাম
৫	বাংলা ভাষা আন্দোলন	

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গান

ক্রমিক নং	গান	লেখক
১	ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না (প্রথম গান)	ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজিউল হক
২	আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আব্দুল গাফফার চৌধরী; প্রথম সুরকার – আব্দুল লতিফ; বর্তমান সুরকার – আলতাফ মাহমুদ
৩	ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়	আব্দুল লতিফ
৪	একুশে ফেব্রুয়ারি	কবির সুমন
৫	সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজল এ খোদা, সুরকার ও শিল্পী – আব্দুল জব্বার

* ভাষা আন্দোলনভিত্তিক পুস্তিকা: পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। তমদ্দুন মজলিশ কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
* ভাষা আন্দোলনভিত্তিক পত্রিকা: সাপ্তাহিক সৈনিক। সম্পাদক- শাহেদ আলী
* ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র: ১. জীবন থেকে নেয়া (জহির রায়হান); ২. ফাগুন হাওয়া (তৌকির আহমেদ)

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন' কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৫৮ (গ) ১৯৬৮ (ঘ) ১৯৭১

০২। 'একুশের দলিল' গবেষণা গ্রন্থটির লেখক কে?
(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) এম আর আকতার মুকুল (গ) রফিকুল ইসলাম (ঘ) জহির রায়হান

০৩। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা কোনটি?
(ক) বায়ান্নর দিনগুলো (খ) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (গ) একুশে ফেব্রুয়ারি (ঘ) একুশ মানে মাথা নত না করা

০৪। 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটির গীতিকার কে?
(ক) আব্দুল জব্বার (খ) ফজল এ খোদা (গ) আব্দুল গাফফার চৌধুরী (ঘ) গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

০৫। 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটির রচয়িতা কে?
(ক) আব্দুল লতিফ (খ) নজরুল ইসলাম বাবু (গ) আলতাফ মাহমুদ (ঘ) গোবিন্দ হালদার

০৬। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গল্প 'পলিমাটি'র রচয়িতা কে?
(ক) শওকত আলী (খ) সিরাজুল ইসলাম (গ) রাজিয়া খান (ঘ) রাবেয়া খাতুন

০৭। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি?
(ক) বিবাহ (খ) নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (গ) আর্তনাদ (ঘ) যাপিত জীবন

০৮। 'কবর' নাটকটি কোন পটভূমিতে রচিত?
(ক) মুক্তিযুদ্ধ (খ) দেশ বিভাগ (গ) ভাষা আন্দোলন (ঘ) তেভাগা আন্দোলন

০৯। একুশের উপর সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন –
(ক) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (খ) গোবিন্দ হালদার (গ) আল মাহমুদ (ঘ) মাহবুব উল আলম চৌধুরী

১০। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গবেষণা গ্রন্থ 'শহীদ মিনার' এর রচয়িতা –
(ক) এম আর আকতার মুকুল (খ) হুমায়ুন আজাদ (গ) রফিকুল ইসলাম (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরমালা																			
০১	গ	০২	খ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনাসমগ্র

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) 'কাঁদো নদী কাঁদো' (খ) 'নেকড়ে অরণ্য' (গ) 'রাঙা প্রভাত' (ঘ) 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'

০২। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নভেল কোনটি? [৪২তম বিসিএস]
(ক) ক্রীতদাসের হাসি (খ) প্রদোষে প্রাকৃতজন (গ) কান্নাপর্ব (ঘ) জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

০৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
(ক) ছেঁড়াতার (খ) চাকা (গ) বাকী ইতিহাস (ঘ) কী চাহ হে শঙ্খচিল

০৪। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন? [৪১তম বিসিএস]
(ক) স্যার এ.এফ. রহমান (খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার (গ) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (ঘ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
বিঃদ্রঃ প্রশ্নটি বাংলাদেশ বিষয়াবলির। কিন্তু ৪১তম বিসিএস-এ বাংলা সাহিত্য অংশে এসেছে।

০৫। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) নেকড়ে অরণ্য (খ) বন্দী শিবির থেকে (গ) নিষিদ্ধ লোবান (ঘ) প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

০৬। 'জীবনঢুলী' কি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) একটি উপন্যাসের নাম (খ) একটি কাব্যগ্রন্থের নাম (গ) একটি আত্মজীবনীর নাম (ঘ) একটি চলচ্চিত্রের নাম

০৭। 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) আলমগীর কবির (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) তারেক মাসুদ (ঘ) শেখ নিয়ামত আলী

০৮। 'Making of a Nation Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) কামাল হোসেন (খ) এস. এ. করিম (গ) নুরুল ইসলাম (ঘ) আনিসুর রহমান

০৯। দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম (The Blood Telegram) গ্রন্থটির লেখক - [৩৫তম বিসিএস]
(ক) রিচার্ড সেশন (খ) মার্কাস ফ্রান্ডা (গ) গ্যারি জে ব্যাস (ঘ) পল ওয়ালেচ

১০। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৩৪তম বিসিএস]
(ক) ক্রীতদাসের হাসি (খ) মাটি আর অশ্রু (গ) হাঙর নদী গ্রেনেড (ঘ) সারেং বউ

১১। মুক্তিযুদ্ধনির্ভর রচনা কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) এইসব দিন রাত্রি (খ) নূরলদীনের সারা জীবন (গ) একাত্তরের দিনগুলি (ঘ) সৎ মানুষের খোঁজে

১২। 'একাত্তরের চিঠি'– কোন জাতীয় রচনা? [২৯তম বিসিএস]
(ক) মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ (খ) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন (ঘ) ভিন্নধর্মী ডায়েরি

১৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [২৮তম বিসিএস]
(ক) শঙ্খনীল কারাগার (খ) কাঁটাতারে প্রজাপতি (গ) জাহান্নম হইতে বিদায় (ঘ) আর্তনাদ

১৪। 'দ্য লিবারেশন অফ বাংলাদেশ' গ্রন্থের রচয়িতা – [১৯তম বিসিএস]
(ক) রফিকুল ইসলাম (খ) মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং
(গ) রশীদ করিম (ঘ) কর্নেল সিদ্দিক মালিক

১৫। 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' এর গীতিকার কে? [১৬তম বিসিএস]
(ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ (খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
(গ) ড. মনিরুজ্জামান (ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	ঘ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ										

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	রাইফেল, রোটি, আওরাত (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস)	আনোয়ার পাশা	২১	ফেরারি সূর্য	রাবেয়া খাতুন
			২২	একাত্তরের নিশান	
২	জননী সাহসিনী ১৯৭১	আনিসুল হক	২৩	খাঁচায়	রশীদ হায়দার
৩	বীর প্রতীকের খোঁজে		২৪	যাত্রা	শওকত আলী
৪	মা		২৫	জাহান্নম হইতে বিদায়	শওকত ওসমান
৫	দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দীন	২৬	দুই সৈনিক	
৬	অবেলার সময়	আমজাদ হোসেন	২৭	নেকড়ে অরণ্য	
৭	উত্তরকাল		২৮	একাত্তরের পথের ধারে	শাহরিয়ার কবির
৮	উপমহাদেশ	আল মাহমুদ	২৯	একাত্তরের যীশু	
৯	অলাতচক্র	আহমদ ছফা	৩০	জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা	শহীদুল জহির

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস					
ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১০	কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন	৩১	তালাশ	শাহীন আখতার
১১	ঘেরাও		৩২	যুদ্ধ	সেলিনা হোসেন
১২	দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম	গ্যারি জে ব্যাস (মার্কিন)	৩৩	হাঙর নদী গ্রেনেড	
১৩	বুকের ভিতর আগুন	জাহানারা ইমাম	৩৪	নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
১৪	এ গোল্ডেন এজ	তাহমিমা আনাম	৩৫	নীল দংশন	
১৫	Making of a Nation Bangladesh	নুরুল ইসলাম	৩৬	দ্বিতীয় দিনের কাহিনী	
			৩৭	১৯৭১	হুমায়ূন আহমেদ
১৬	আকাশ বাড়িয়ে দাও	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	৩৮	অনীল বাগচীর একদিন	
১৭	আমার বন্ধু রাশেদ (কিশোর উপন্যাস)		৩৯	আগুনের পরশমণি	
১৮	কাচ সমুদ্র		৪০	জোছনা ও জননীর গল্প	
১৯	ক্যাম্প		৪১	শ্যামল ছায়া	
২০	আমার যত গ্লানি	রশীদ করিম	৪২	সৌরভ	

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক					
ক্র. নং	নাটক	নাট্যকার	ক্র. নং	নাটক	নাট্যকার
১	আয়নায় বন্ধুর মুখ	আবদুল্লাহ আল মামুন	১০	বকুলপুরের স্বাধীনতা	মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
২	সুবচন নির্বাসনে		১১	ফলাফল নিম্নচাপ	
৩	চারদিকে যুদ্ধ		১২	সমতট	মামুনুর রশীদ
৪	এখন দুঃসময়		১৩	কিংশুক যে মরুতে	মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ
৫	নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ	১৪	ফেরী আসছে	রণেশ দাশগুপ্ত
৬	পঙ্কজ বিভাস	জিয়া হায়দার	১৫	প্রতিদিন একদিন	সাঈদ আহমদ
৭	যে অরণ্যে আলো নেই	নীলিমা ইব্রাহীম	১৬	তরঙ্গভঙ্গ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
৮	কী চাহ শঙ্খচিল	মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	১৭	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
৯	বর্ণচোরা				

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প					
ক্র. নং	গল্প	গল্পকার	ক্র. নং	গল্প	গল্পকার
১	রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৮	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
২	মিলির হাতে স্টেনগান		৯	ভিটেমাটি	সেলিনা হোসেন
৩	অপঘাত		১০	কথোপকথন: তরুণ দম্পতি	সৈয়দ শামসুল হক
৪	কালো মাফলার	মাহমুদুল হক	১১	নামহীন গোত্রহীন	হাসান আজিজুল হক
৫	এ কোন ঠিকানা	রশীদ হায়দার	১২	ঘরগেরস্থি	
৬	মুক্তিযুদ্ধের গল্প	রাবেয়া খাতুন	১৩	কেউ আসেনি	
৭	কোথায় আমার ভালোবাসা	শওকত আলী	১৪	ফেরা	

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

ক্র. নং	চলচ্চিত্র	চলচ্চিত্রকার	ক্র. নং	চলচ্চিত্র	চলচ্চিত্রকার
১	ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	২২	আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা
২	আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	২৩	গেরিলা	নাসির উদ্দীন ইউসুফ
৩	শ্লোগান	কবীর আনোয়ার	২৪	একাত্তরের যীশু	
৪	সিপাহী	কাজী হায়াৎ	২৫	জয় বাংলা	ফখরুল আলম
৫	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	২৬	রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী
৬	এখনো অনেক রাত		২৭	শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক
৭	অস্তিত্বে আমার দেশ	খিজির হায়াত খান	২৮	পিতা	মাসুদ আখন্দ
৮	অনুক্রোশ	গোলাম মোস্তফা শিমুল	২৯	যুদ্ধশিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত
৯	ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	৩০	আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম
১০	সংগ্রাম		৩১	খেলাঘর	
১১	হাঙ্গর নদী গ্রেনেড		৩২	আগামী	
১২	মেঘের পরে মেঘ		৩৩	অনিল বাগচীর একদিন	
১৩	ধ্রুবতারা		৩৪	স্পার্টাকাস'৭১	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
১৪	জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান	৩৫	মেহেরজান	রুবাইয়াত হোসেন
১৫	মেঘমল্লার	জাহিদুর রহিম অঞ্জন	৩৬	কলমীলতা	শহীদুল হক খান
১৬	নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	৩৭	আত্মদান	শাহজাহান চৌধুরী
১৭	রাবেয়া		৩৮	অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত
১৮	জীবনঢুলী		৩৯	মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশীদ
১৯	মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	৪০	আমরা তোমাদের ভুলব না	
২০	মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	৪১	আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
২১	জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	৪২	শ্যামল ছায়া	

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

ক্র. নং	প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	ক্র. নং	প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক
১	Liberation Fighters	আলমগীর কবির	৮	১৯৭১	তানভীর মোকাম্মেল
২	Long March Towards Golden Bangla		৯	মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
৩	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে		১০	Innocent Millions	বাবুল চৌধুরী
৪	Stop Genocide	জহির রায়হান	১১	প্রিয়ভাষিণী	মাহবুব আলম
৫	Let there be light		১২	দুঃসময়ের বন্ধু	শাহরিয়ার কবির
৬	A State is Born		১৩	আমি স্বাধীনতা এনেছি	সাগর লোহানী
৭	স্মৃতি একাত্তর	তানভীর মোকাম্মেল			

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

ক্র. নং	কবিতা	কবি	ক্র. নং	কবিতা	কবি
১	সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিনসবার্গ (মার্কিন)	৭	স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান
২	মুক্তিযুদ্ধ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	৮	বন্দী শিবির থেকে	
৩	মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে কেমন	আহসান হাবীব	৯	তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	
৪	স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	নির্মলেন্দু গুণ	১০	তুমি বলেছিলে	
			১১	বাংলা ছাড়ো	সিকান্দার আবু জাফর
৫	শহীদ স্মরণে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১২	আজকের বাংলাদেশ	সুফিয়া কামাল
৬	বাতাসে লাশের গন্ধ	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৩	অন্তর্গত	সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখক	ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখক
১	আমার একাত্তর	আনিসুজ্জামান	৯	আত্মকথা ১৯৭১	নির্মলেন্দু গুণ
২	স্মৃতিতে একাত্তর	আবদুর রউফ চৌধুরী	১০	মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে	পান্না কায়সার
৩	১৯৭১: ভেতরে বাইরে	এ কে খন্দকার	১১	বাংলাদেশের জন্ম	রাও ফরমান আলী খান
৪	একাত্তরের বর্ণমালা	এম. আর. আখতার মুকুল	১২	১৯৭১: স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর	শওকত ওসমান
৫	আমি বিজয় দেখেছি		১৩	একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
৬	একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম	১৪	একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা	হাসান আজিজুল হক
৭	একাত্তরের গেরিলা	জহিরুল ইসলাম	১৫	মুক্তিযুদ্ধের দিন দিনান্ত	ড. সা'দত হুসাইন
৮	একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন			

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ

ক্র. নং	প্রবন্ধ	প্রবন্ধকার	ক্র. নং	প্রবন্ধ	প্রবন্ধকার
১	মুক্তিযুদ্ধের পাঁচালি	আবুল হাসনাত	৬	The Liberation of Bangaladesh	মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং
২	ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ	৭	একাত্তরের বিজয় গাঁথা	রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম
৩	বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম	৮	বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ	রামেন্দু মজুমদার
৪	আমি বীরাঙ্গনা বলছি	ড. নীলিমা ইব্রাহীম	৯	একাত্তরের যুদ্ধ শিশু	সাজিদ হোসেন
৫	A Search for Identity	মেজর আব্দুল জলিল			

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

ক্র. নং	সংগীত	গীতিকার	ক্র. নং	সংগীত	গীতিকার
১	তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	১০	মাগো ভাবনা কেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
২	সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আবদুল লতিফ	১১	শোন একটি মুজিবরের থেকে...	
৩	অত্যাচারের পাষাণ জ্বালিয়ে দাও	আল মুজাহিদী	১২	জন্ম আমার ধন্য হল	নয়ীম গহর
৪	কারার ঐ লৌহকপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	১৩	নোঙ্গর তোল তোল	
৫	এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান	১৪	সব কটা জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু
৬	জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	১৫	আমি এক বাংলার মুক্তি সেনা...	নেওয়াজিস হোসেন
৭	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে...	গোবিন্দ হালদার	১৬	আমি শুনেছি আমার মায়ের কান্না	ফজল-এ-খোদা
৮	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে		১৭	বিচারপতি তোমার বিচার	সলিল চৌধুরী
৯	পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে		১৮	জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক নয়?
(ক) বর্ণচোরা (খ) নরকে লাল গোলাপ (গ) ইবলিশ (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

০২। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা কোনটি?
(ক) কবর (খ) লালসালু (গ) পদ্মা নদীর মাঝি (ঘ) হাঙর নদী গ্রেনেড

০৩। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক?
(ক) কবর (খ) নরকে লাল গোলাপ (গ) বন্দি শিবির থেকে (ঘ) সবগুলো

০৪। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' কার লেখা?
(ক) শওকত ওসমান (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ঘ) আনোয়ার পাশা

০৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস কোনটি?
(ক) নেকড়ে অরণ্য (খ) পিঙ্গল আকাশ (গ) পলাশী ব্যারাক (ঘ) দোজেখের ওম

০৬। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) আগুনের পরশমণি (গ) একাত্তরের দিনগুলো (ঘ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

০৭। 'জনতার সংগ্রাম চলবেই' গানটির গীতিকার –
(ক) সিকান্দার আবু জাফর (খ) সলিল চৌধুরী (গ) ফজল-এ-খোদা (ঘ) গোবিন্দ হালদার

০৮। 'A search for Identity' গ্রন্থটির রচয়িতা–
(ক) মেজর আব্দুল জলিল (খ) ড. নীলিমা ইব্রাহীম (গ) আলাউদ্দিন আল আজাদ (ঘ) মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং

০৯। মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের জীবনবৃত্তান্ত জিয়া হায়দারের কোন নাটকে প্রস্ফুটিত হয়েছে?
(ক) শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (খ) পঙ্কজ বিভাস (গ) সাদা গোলাপে আগুন (ঘ) মুক্তি মুক্তি

১০। মার্কিন কোন কবি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি রচনা করেছিলেন?
(ক) ওয়াল্ট হুইটম্যান (খ) অ্যালেন গিনসবার্গ (গ) উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম (ঘ) রবার্ট ফ্রস্ট

১১। "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে..." গানটির গীতিকার কে?
(ক) খান আতাউর রহমান (খ) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (গ) নঈম গহর (ঘ) গোবিন্দ হালদার

১২। 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে'গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) সৈয়দ শামসুল হক (খ) হুমায়ূন আহমেদ (গ) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম (ঘ) সেলিনা বেগম

১৩। 'একাত্তরের ডায়েরী' কার রচনা?
(ক) সেলিনা হোসেন (খ) সুফিয়া কামাল (গ) জাহানারা ইমাম (ঘ) আয়েশা ফয়েজ

১৪। 'একাত্তরের যীশু' গল্পের রচয়িতা কে?
(ক) শাহরিয়ার কবির (খ) সেলিম আল দীন (গ) মামুনুর রশীদ (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

১৫। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা 'মুক্তিযুদ্ধের দিন দিনান্ত' গ্রন্থটির লেখক –
(ক) সেলিনা হোসেন (খ) জাহানারা ইমাম (গ) আবদুর রউফ চৌধুরী (ঘ) ড. সা'দত হুসাইন

১৬। 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের রচয়িতা –
(ক) নজরুল ইসলাম বাবু (খ) আবদুল লতিফ (গ) গোবিন্দ হালদার (ঘ) গাজী মাজহারুল আনোয়ার

১৭। কোনটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র?
(ক) ধীরে বহে মেঘনা (খ) কলমিলতা (গ) আবার তোরা মানুষ হ (ঘ) হুলিয়া

১৮। 'A State is Born' প্রামাণ্যচিত্রটির পরিচালক –
(ক) জহির রায়হান (খ) শহীদুল্লাহ কায়সার (গ) তারেক মাসুদ (ঘ) চাষী নজরুল ইসলাম

১৯। নিচের কোন চলচ্চিত্রটি খান আতাউর রহমান পরিচালনা করেন?
(ক) জীবনঢুলী (খ) ওরা ১১ জন (গ) শ্লোগান (ঘ) আবার তোরা মানুষ হ

২০। কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয়?
(ক) কাঁদো নদী কাঁদো (খ) দুই সৈনিক (গ) রাইফেল রোটি আওরাত (ঘ) নেকড়ে অরণ্য

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	✍	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	✍	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'নীল লোহিত' কোন লেখকের ছদ্মনাম? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) অরুণ মিত্র (খ) সমরেশ বসু (গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (ঘ) সমরেশ মজুমদার

০২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস] [উত্তর: ঘ]
(ক) পণ্ডিত (খ) বিদ্যাসাগর (গ) শাস্ত্রজ্ঞ (ঘ) মহামহোপাধ্যায়

০৩। চারণকবি হিসেবে বিখ্যাত কে? [৪১তম বিসিএস] [উত্তর: গ]
(ক) আলাওল (খ) চন্দ্রাবতী (গ) মুকুন্দদাস (ঘ) মুক্তারাম চক্রবর্তী

❑ যাদের উপাধি ও ছদ্মনাম দুটোই রয়েছে –

ক্র. নং	প্রকৃত নাম	উপাধি	ছদ্মনাম
১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	বাংলা সাহিত্যের জেনাস, যুগসন্ধিক্ষণের কবি, গুপ্ত কবি	ভ্রমণকারী বন্ধু
২	ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বিদ্যাসাগর, গদ্যের জনক, বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য, সহচরস্য, কস্যচিৎ তত্ত্বন্বেষণ
৩	কাজী নজরুল ইসলাম	জাতীয় কবি, বিদ্রোহী কবি	ধূমকেতু, ব্যাঙাচি
৪	কাজেম আল কোরায়েশী	কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন	কায়কোবাদ
৫	প্যারীচাঁদ মিত্র	ডিফেন্স অফ বেঙ্গল	টেকচাঁদ ঠাকুর
৬	প্রমথ চৌধুরী	চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক	বীরবল
৭	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, বাংলার স্কট	কমলাকান্ত, হরিদাস বৈরাগী
৮	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	আধুনিক বাংলা কবিতার জনক, বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক, দত্তকুলোদ্ভব কবি, প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা, প্রথম সার্থক নাট্যকার, প্রথম সনেট রচয়িতা	A Native, Timoty Pen poem
৯	মীর মশাররফ হোসেন	প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার	গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক, গৌড়তটবাসী
১০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বকবি, কবিগুরু, ভারত ভাস্কর, গুরুদেব, ভারতের মহাকবি, জীবনশিল্পী, বজ্রপ্রভাত, পরমগুরু, কবি সার্বভৌম	ভানুসিংহ ঠাকুর, অকপট চন্দ্র, নবীন কিশোর শর্মন, ভূতনাথ বাবু, শ্রীমতি মধ্যমা, শ্রীমতি কনিষ্ঠা
১১	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অপরাজেয় কথাশিল্পী	অনিলাদেবী, অনুরামা দেবী
১২	শামসুর রাহমান	নাগরিক কবি	মৈনাক, মজলুম আদিব, সিন্দাবাদ

❑ যাদের শুধু উপাধি রয়েছে –

ক্র. নং	প্রকৃত নাম	উপাধি	ক্র. নং	প্রকৃত নাম	উপাধি
১	আব্দুল করিম	সাহিত্য বিশারদ	২১	মালাধর বসু	গুণরাজ খান
২	আব্দুল কাদির	ছান্দসিক কবি	২২	মুকুন্দদাস	চারণ কবি
৩	আলাওল	মহাকবি	২৩	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	কবিকঙ্কন, দুঃখ বর্ণনার কবি
৪	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	পল্লীনিষ্ঠ কবি	২৪	হর প্রসাদ শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায়
৫	গোবিন্দ দাস	স্বভাব কবি	২৫	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুরের কবি
৬	গোলাম মোস্তফা	কাব্য সুধাকর	২৬	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দুঃখবাদী কবি
৭	জসীম উদ্‌দীন	পল্লীকবি	২৭	রামনারায়ণ	তর্করত্ন
৮	জাহানারা ইমাম	শহীদ জননী	২৮	রোকনুজ্জামান খান	দাদাভাই

ক্র. নং	প্রকৃত নাম	উপাধি	ক্র. নং	প্রকৃত নাম	উপাধি
৯	জীবনানন্দ দাশ	ধূসরতার কবি, প্রকৃতির কবি, তিমির হননের কবি, শুদ্ধতম কবি, চিত্ররূপময় কবি, রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি, পরাবাস্তববাদী কবি	২৯	শামসুন নাহার	মুসলিম নারী জাগরণের কবি
১০	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	ভাষাতত্ত্ববিদ, ভাষা বিজ্ঞানী, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত	৩০	শেখ ফজলুল করিম	সাহিত্য বিশারদ, কাব্য রত্নাকর
১১	নজিবর রহমান	সাহিত্যরত্ন	৩১	শ্রীকর নন্দী	কবিন্দ্র পরমেশ্বর
১২	নির্মলেন্দু গুণ	কবিদের কবি	৩২	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	ছন্দের যাদুকর, নবকুমার
১৩	নূরন্নেছা খাতুন	সাহিত্য সরস্বতী, বিদ্যাবিনোদিনী	৩৩	সমর সেন	আধুনিক যুগের নাগরিক কবি
১৪	ফররুখ আহমদ	মুসলিম রেনেসাঁর কবি	৩৪	সুকান্ত ভট্টাচার্য	কিশোর কবি
১৫	বাহরাম খান	দৌলত উজীর	৩৫	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	ক্লাসিক কবি
১৬	বিদ্যাপতি	কবি কন্ঠহার, মৈথিলি কোকিল, নবকবি শেখর, অভিনব জয়দেব, পদাবলীর কবি	৩৬	সুফিয়া কামাল	জননী সাহসিকা, শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি
১৭	বিষ্ণু দে	মার্কসবাদী কবি	৩৭	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	পদাতিকের কবি
১৮	বিহারীলাল চক্রবর্তী	ভোরের পাখি, গীতি কবিতার জনক	৩৮	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	স্বপ্নাতুর কবি
১৯	বেগম রোকেয়া	নারী জাগরণের অগ্রদূত	৩৯	হাসন রাজা	মরমী কবি
২০	ভারতচন্দ্র	রায় গুণাকর, প্রথম নাগরিক কবি	৪০	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার মিল্টন

❑ যাদের শুধু ছদ্মনাম রয়েছে –

ক্র. নং	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম	ক্র. নং	প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম
১	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নীহারিকা দেবী	১২	বিমল ঘোষ	মৌমাছি
২	অনন্ত বড়ু	বড়ু চণ্ডীদাস	১৩	সৈয়দ মুজতবা আলী	সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, মুসাফির
৩	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	অশোক সৈয়দ	১৪	মহাশ্বেতা দেবী	সুমিত্রা দেবী
৪	কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম পেঁচা	১৫	মোহিত লাল মজুমদার	সত্য সুন্দর, কৃত্তিবাস ওঝা
৫	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ	১৬	রাজশেখর বসু	পরশুরাম
৬	ডঃ মনিরুজ্জামান	হায়াৎ মামুদ	১৭	শেখ আজিজুর রহমান	শওকত ওসমান
৭	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র (মধুসূদন মজুমদার)	দৃষ্টিহীন	১৮	সমরেশ বসু	কালকূট, ভ্রমর
৮	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ	১৯	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নীললোহিত, সনাতন পাঠক, নীল উপাধ্যায়
৯	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বানভট্ট	২০	স্বামী কালিকানন্দ	অবধূত
১০	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	বনফুল, লীলাবান	২১	অজিতকুমার দত্ত	রৈবতক
১১	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	যাযাবর			

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। 'তিমির হননের কবি' কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) জীবনানন্দ দাশ (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

০২। 'বাংলার স্কট' বলা হয় কাকে?
(ক) শরৎচন্দ্রকে (খ) বঙ্কিমচন্দ্রকে (গ) রবীন্দ্রনাথকে (ঘ) কাজী নজরুলকে

০৩। বাংলাদেশের কোন কবিকে নাগরিক কবি বলা হয়?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) রফিক আজাদ (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) আহসান হাবীব

০৪। কোন লেখক ব্যক্তিগত রচনাগুলো 'রৈবতক' ছদ্মনামে লিখতেন?
(ক) অজিত দত্ত (খ) রামরাম বসু (গ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) নবীনচন্দ্র সেন

০৫। লীলাবান কার ছদ্মনাম ছিল?
(ক) অরুণ মিত্র (খ) সমরেশ বসু (গ) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ঘ) সমরেশ মজুমদার

০৬। 'মরমী কবি' বলা হয় কাকে?
(ক) সুলতানা মিয়াজী (খ) হাসন রাজা (গ) আলাওল (ঘ) আলাউদ্দিন খাঁ

০৭। 'সুনন্দ' কার ছদ্মনাম ছিল?
(ক) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (খ) মোজাম্মেল হক (গ) রাজশেখর বসু (ঘ) বিমল ঘোষ

০৮। মৌমাছি কার ছদ্মনাম ছিল?
(ক) বিমল ঘোষ (খ) রামরাম বসু (গ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) নবীনচন্দ্র সেন

০৯। মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম কোনটি?
(ক) কায়কোবাদ (খ) যাযাবর (গ) গাজী মিয়া (ঘ) দৌলত উজির

১০। 'বাংলার মিল্টন' হিসেবে খ্যাত –
(ক) সমর সেন (খ) বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (গ) ভারতচন্দ্র (ঘ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	ঘ

সাহিত্যিকদের বিখ্যাত উক্তি

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' - পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) বিদ্যাপতি (খ) গোবিন্দদাস (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

০২। "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) 'অনন্ত প্রেম' (খ) 'উপহার' (গ) 'ব্যক্ত প্রেম' (ঘ) 'শেষ উপহার'

০৩। "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে" - কে এই দামাল ছেলে? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) কামাল পাশা (গ) চিত্তরঞ্জন দাস (ঘ) সুভাষ বসু

০৪। "প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে।"— গানটির গীতিকার কে? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) শাহ আবদুল করিম (খ) রাধারমন (গ) শেখ ওয়াহিদ (ঘ) কুদ্দুস বয়াতি

০৫। গাড়ি চলে না, চলে না, চলে নারে – গানের গীতিকার কে? [৩১তম বিসিএস]
(ক) সঞ্জীব চৌধুরী (খ) বাপ্পা মজুমদার (গ) শাহ আবদুল করিম (ঘ) দাশরথি রায়

০৬। 'মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর'- এই পংক্তিটি কার রচনা? [১৬তম বিসিএস]
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) শেখ ফজলল করিম (ঘ) শামসুর রহমান

০৭। 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন।
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন।' - চরণ দুটি কার লেখা? [১৫তম বিসিএস]
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) গোলাম মোস্তফা (ঘ) শেখ ফজলল করিম

০৮। 'মোদের গরব, মোদের আশা/আ-মরি বাংলা ভাষা' রচিয়তা- [১২তম বিসিএস]
(ক) রামনিধি গুপ্ত (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) অতুল প্রসাদ সেন (ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

উত্তরমালা															
০১	গ	০২	ক	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর –

উক্তি	উৎস	উক্তি	উৎস
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম যে কখনো করে না বঞ্চনা।	রূপ নারাণের কূলে (শেষ লেখা)	মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।	বীরপুরুষ
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।	কৃষ্ণকলি (ক্ষণিকা)	আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী? বলো, কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।	নিরুদ্দেশ যাত্রা
আমি এ কথা, এ ব্যাথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।	(প্রেম) গীতবিতান	আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।	দুই বিঘা জমি
বিপদে মোরে রক্ষা করো; এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়।	গীতাঞ্জলি	এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে ... রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।	
মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।	প্রাণ (কড়ি ও কোমল)	দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই, তাই দেব দেবতারে।	সোনার তরী
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে-	নববর্ষা (বিচিত্র প্রবন্ধ)	শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়	সমাপ্তি
		কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ জ্বলার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।	যোগাযোগ
আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পাশিল প্রাণের পর-	নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (প্রভাত সংগীত)	মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।	সভ্যতার সংকট
সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্তজমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।	–	এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান	চিত্তদরঞ্জন দাসকে নিয়ে
যে আছে মাটির কাছাকাছি সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।	ঐকতান	আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে।	১৪০০ সাল (চিত্রা)
দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার	গান্ধারীর আবেদন	ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা... আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।	সবুজের অভিযান
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া- পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর	বাঁশি	ফিরিয়া ফল কী, পৃথিবীতে কে কাহার?	পোস্টমাস্টার
নমো নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী 'বঙ্গভূমি'	দুই বিঘা জমি	উদয়ের পথে শুনি কার বাণী; ভয় নাই, ওরে ভয় নাই..	পূরবী
সময় কোথা সময় নষ্ট করবার।	হঠাৎ দেখা	তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ	শাজাহান
একখানি ছোট খেত, আমি একেলা...	সোনার তরী	ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।	গীতবিতান
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।	বলাকা	তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি	শেষ লেখা
অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে।	গীতাঞ্জলি	মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না।	–
কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।	জীবিত ও মৃত	বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।	নৈবেদ্য
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান....	শেষের কবিতা	আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুরি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে।	আমি
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায় হে বন্ধু বিদায়।		কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।	কাবুলিওয়ালা
তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।	অনন্ত প্রেম (মানসী)	কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারি রথ নিত্যই উধাও।	বিদায়
রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।	হঠাৎ দেখা (শ্যামলী)	তখন কাঁদি চেখের জলে দুটি নয়ন ভরে- তোমায় কেন দিই নি আমার /সকল শূন্য করে।	কৃপণ
হে দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-	নৈবেদ্য	মানুষের প্রতি কী আর বিশ্বাস রাখা যাবে না?	–
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে	প্রশ্ন (পরিশেষ)	কী গভীর দুঃখ মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।	–
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান--	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির; লিখে রেখ, একফোঁটা দিলেম শিশির।	কণিকা

❑ কাজী নজরুল ইসলাম –

উক্তি	উৎস	উক্তি	উৎস
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!	কাণ্ডারী হুঁশিয়ার	বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।	নারী
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?		কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী; প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।	
গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।	সাম্যবাদী	দেখিনু সেদিন রেলে, কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!	কুলি মজুর
ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে।	কামাল পাশা	হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছো খ্রীষ্টের সম্মান।	দারিদ্র্য
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে- মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে।	দোলনচাঁপা	গাহি তাহাদের গান- ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান।	জীবন বন্দনা
যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে, অস্তপারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে।	অভিশাপ	কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা দাঁড়ি মুখে সারি গান লা শরিক আল্লাহ	খেয়াপারের তরণী
হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে, আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ তলে এসে।	বিজয়িনী	নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ। মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ।	
সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার, তুমি কোন দিন কারো করোনি বিচার।	মা	গাহি সাম্যের গান- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।	মানুষ
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন।	বিদ্রোহী	বিশ্ব পাপস্থান অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান।	পাপ
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য।		সাহেব কহেন, চমৎকার! সে চমৎকার। মোসাহেব বলেন, চমৎকার সে হতেই হবে যে...	তোষামোদ
বল বীর, বল উন্নত মম শির!		তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি। আমার এ রূপ –সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।	কবি রাণী

❑ অন্যান্য সাহিত্যিক –

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা...	আ মরি বাংলা ভাষা	অতুল প্রসাদ সেন
যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।	জয় মুজিবুর রহমান	অন্নদাশঙ্কর রায়
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...	–	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।	বঙ্গবাণী	আবদুল হাকিম
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়।		
যেই দেশে যেই কাব্য কহে নরগণ। সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।		
মাগো, ওরা বলে, সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে, গল্প শুনতে দেবেনা।	কোন এক মা'কে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা	কোন এক মা'কে	
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি। তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল	আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো!	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল-আজাদ
ফুল ফুল তুলতুল গা ভেজা শিশিরে, বুলবুল মুশগুল কার গান গাহিরে।	শরতে	আহসান হাবীব
আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।	নোলক	আল মাহমুদ
আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।	বড় কে	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা।	মানুষ কে	
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।	স্বদেশ	
লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।	শাস্ত্র পাঠ	
এ জগতে সুন্দর, যাহা হয় / গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়।	রূপ ও গুণ	
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/ এ জীবন মন সকলি দাও তার মত সুখ কোথাও আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।	সুখ	কামিনী রায়
করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।	পাছে লোকে কিছু বলে	
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।	পরার্থে	
আহা, কি মধুর ওই আযানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর..... নাচিল ধমনী।	আযান	কায়কোবাদ
আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।	আদর্শ ছেলে	কুসুমকুমারী দাস
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?		কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ? উদ্যম-বিহনে-কার-পুরে-মনোরথ?		
যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি আশুগৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি।	মিতব্যয়িতা	
চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কীসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।	সমব্যথী	
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।	–	গোবিন্দ হালদার
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।	কিশোর- কবিতা	গোলাম মোস্তফা
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।	–	চণ্ডীদাস

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালী রেখার মাঝে, আঁকা ছিল ছবি সোনার বাঙলা নানা ফসলের সাজে।	–	জসীম উদ্‌দীন
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়েছে/বালুর চরে, কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া/গাঁয়ের ঘরে।	বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়েছে	
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল; আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।	পল্লীজননী	
তুমি যাবে ভাই? যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়? গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়?	নিমন্ত্রণ	
রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও.....	রাখাল ছেলে	
যে মোরে করিল পথের বিবাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।	প্রতিদান	
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়ে বেড়াই যে মোরে করেছে পর।		
সে মোরে দিয়েছে বিষ ভরা বান, আমি দেই তারে বুক ভরা গান।		
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।	বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	জীবনানন্দ দাশ
আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায় হয়ত মানুষ নয় হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।	আবার আসিব ফিরে	
সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি।	আকাশলীনা	
কে হায় হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।	হায় চিল	
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।	বনলতা সেন	
আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।	কুড়ি বছর পর	
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।	বনলতা সেন	
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।	বনলতা সেন	
সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।	কবিতার কথা	
মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।	শ্রেষ্ঠ কবিতা	
শোনা-গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে।	আট বছর আগের একদিন	
তোমার যেখানে সাধ চলে যাও-আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব।	তোমার যেখানে সাধ	
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু; অনলে পুড়িয়া গেল।	–	জ্ঞানদাস
রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।	–	
এই খেদ মোর মনে ভালোবেসে মিটল না আশ-কুলাল না এ জীবনে। হায়, জীবন এতো ছোট ক্যানে? এ ভুবনে?	কবি (উপন্যাস)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে? কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?		
যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা।	–	নির্মলেন্দু গুণ
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। ..... গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।	স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো	
হৃদয়ের মত মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র আমি জমা দিইনি।	না প্রেমিক না বিপ্লবী	

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।		নিধুবাবু
ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালিই পড়ে।	–	প্রমথ চৌধুরী
সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।	–	
আমি বাঙ্গালী জাতির বিদূষক মাত্র।		
সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা।		
সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে।		
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে; সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।	পাঞ্জেরী	ফররুখ আহমদ
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?	পাঞ্জেরি	
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান, আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।	আমাদের গ্রাম	বন্দে আলী মিয়া
প্রদীপ নিবিয়া গেল!	কপালকুণ্ডলা	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?		
পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?		
অপার সমুদ্রে চলাচল অনেকটা ঈশ্বর সাপেক্ষ, ফলে তা পণ্ডিতের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, নাবিকতো নিতান্তই মূর্খ।		
আমি অবিশ্বাসী নহি।		
বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতরে পুরিলে?	কমলাকান্তের দপ্তর	
না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগিবে না।		বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।		
শিক্ষা লাভ করা সব নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য।		
সর্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন।	বঙ্গসুন্দরী	বিহারীলাল চক্রবর্তী
আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।	দৃষ্টিপাত	বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার/ যাযাবর
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।	জন্মেছি এই দেশে	বেগম সুফিয়া কামাল
জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।		
ঘুম হতে জেগে বৈশাখী ঝড়ে কুড়ায়েছি ঝরা আম।	পল্লী স্মৃতি	
হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?	তাহারেই পড়ে মনে	
কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী।		
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন? মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করেনি যে অর্ঘ্য বিরচন?		
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ	–	ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে	অন্নদামঙ্গল কাব্য	
পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।	প্রভাত (কবিতা)	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি.....।	আমার পণ (কবিতা)	
লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।	–	

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তাহার চোখ ঝলসাইয়া যায়। চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ।	পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে মানুষের খুশির উপর।	পুতুল নাচের ইতিকথা	
প্রতিভা হলো দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা।		
এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে, রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নিচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।	কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন। তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি।	বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে।	–	
উর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল মনে ধনে; করিওনা ঘৃণা তব নীচ শির জনে।	রসাল ও স্বর্ণলতিকা	
ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি।	বঙ্গভাষা	
আমি কি ডরাই, সখী, ভিখারী রাঘবে? [এখানে রাঘব মানে রাম]	মেঘনাদবধ	
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?	বঙ্গভূমির প্রতি	
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?	কপোতাক্ষ নদ	
সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে! সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।	কপোতাক্ষ নদ	
মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে।	–	মীর মশাররফ হোসেন
ষোল নয় আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ।	–	মুনীর চৌধুরী
মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়।	রক্তাক্ত প্রান্তর	
মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ। জানোয়ার চাটে জানোয়ারের রক্ত।		
ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের ধর্ম।	সংস্কৃতির কথা	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
রুচিবান লোক দশের একজন নয়, দশ পেরিয়ে একাদশ।		
কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি/ একটি নাম, বাংলাদেশ।		
এই ভাষারই চরণ ধ্বনি মাটির বুকে জাগায় আশা।	বাংলা ভাষা	
আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।		মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ.....।	কাজলা দিদি	যতীন্দ্রমোহন বাগচী
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়।	স্বাধীনতা (পদ্মিনী উপাখ্যান)	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়
বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই।	স্বাধীনতার সুখ	রজনীকান্ত সেন

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
ভাত দে হারামজাদা, তা না হ'লে মানচিত্র খাবো।	–	রফিক আজাদ
নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?	স্বদেশী ভাষা	রামনিধি গুপ্ত
আমি কবি নই - শব্দ শ্রমিক।		রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
যে মাঠ থেকে এসেছিল স্বাধীনতার ডাক, সেই মাঠে আজ বসে নেশার হাট।		
জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন।	বাতাসে লাশের গন্ধ	
আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই।		
আমার ঘরের চাবি পরের হাতে...	–	লালন শাহ
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।	বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট / উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।	আসাদের শার্ট	
এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।	তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা	
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা ..... আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়।		
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদবুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর। একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং	ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।	স্বাধীনতা তুমি	
সুন্দর হে, দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন।	–	শেখ ফজলল করিম
বাঁচতে হলে লাঙ্গল ধর রে; আবার এসে গাঁয়।	গাঁয়ের ডাক	
কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর.....	স্বর্গ-নরক	
বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে.....	–	শাহ আবদুল করিম
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম.....	–	
গাড়ি চলে না, চলে না, চলে নারে....	–	
কোন মেস্তরি নাও বানাইছে.....	–	
পরানের বান্ধবরে-বুড়ি হইলাম তোর কারণে...	–	শেখ ওয়াহিদ
কোন বা পথে নিতাইগঞ্জ যাই.....	–	
জোটে যদি মোটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি দুটি যদি জোটে, ফুল কিনে নেও হে অনুরাগী।	ফুলের ফসল	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা।	মানুষ জাতি	
কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কুকুরে কামড়ানো কি রে, মানুষের শোভা পায়?	উত্তম ও অধম	
মধুর চেয়েও আছে মধুর.... খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।	খাঁটি সোনা	
আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন।	–	সমর সেন

উক্তি	উৎস	রচয়িতা
কত গ্রাম কত পথ যায় সরে সরে, শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে।	রানার	সুকান্ত ভট্টাচার্য
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি – নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার।	ছাড়পত্র	
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান.....		
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে /করে যাব আশীর্বাদ/তারপর হব ইতিহাস।		
অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।		
সাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে, পুড়ে মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।	দুর্মর	
হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে		
ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে, জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে।	রানার	
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।	মহাপৃথিবী	
তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ, তুমি ফিরে এসেছ তোমার মানচিত্রের ভেতরে যার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তেরো শো নদীর ধারা।	তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ	সৈয়দ শামসুল হক
আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।	আমার পরিচয়	
বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না।		সৈয়দ মুজতবা আলী
বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে, মাঝিরে কন, বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?	ষোল আনাই মিছে	সুকুমার রায়
ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত।	–	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা....	–	
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।	–	স্বামী বিবেকানন্দ
সময়ের অনেক গভীরে ডুব দিয়ে আমি আমার স্বদেশকে দেখেছি।		সৈয়দ আলী আহসান
তেত্রিশ বছর কাটলো কেউ কথা রাখেনি।	কেউ কথা রাখেনি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি নিখিলেস তুই দেখে যা।	আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি	
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রের মত; সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ।	–	হাসান হাফিজুর রহমান
শোন মা আমিনা, রেখে দেরে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল.....	মেঘনার ঢল	হুমায়ুন কবির
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।	জীবন সঙ্গীত	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে কেন?		হুমায়ূন আহমেদ
জন্ম বড়ো বাজে ব্যাপার, মৃত্যুর চেয়েও করুন।	শঙ্খনীল কারাগার	
এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।	নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়	হেলাল হাফিজ
নিউটন বোমা বোঝ, মানুষ বোঝ না।	অশ্লীল সভ্যতা	
কথা ছিলো একটি পতাকা পেলে পাতা কুড়োনির মেয়ে শীতের সকালে ওম নেবে জাতীয় সংগীত শুনে পাতার মর্মরে।	একটি পতাকা পেলে	

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। "জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে / মরি যেন এই দেশে।" কবিতাংশটুকুর রচয়িতা কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) সুফিয়া কামাল (গ) জসীম উদ্‌দীন (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

০২। "বাঁশরি আমার হারিয়ে গেছে বালুর চরে, কেমনে ফিরিব গোধন লইয়া গাঁয়ের ঘরে।" এটি কোন কবির রচনা?
(ক) গোবিন্দ চন্দ্র দাস (খ) ইদ্রিস আলী (গ) নজরুল ইসলাম (ঘ) জসীম উদ্‌দীন

০৩। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" পঙ্‌ক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্য থেকে নেয়া?
(ক) চিত্র (খ) কড়ি ও কোমল (গ) সন্ধ্যাসঙ্গীত (ঘ) শেষ লেখা

০৪। "ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত" – এই স্মরণীয় চরণটি লিখেছেন –
(ক) সিকান্দার আবু জাফর (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

০৫। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"– কার উক্তি?
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) মীর মোশাররফ (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৬। "অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে ও বঙ্গে" কার উক্তি?
(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) রামরাম বসু (ঘ) ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত

০৭। "দেখিনু সেদিন রেলে, কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!" রচয়িতা কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) আহসান হাবিব (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) সুফিয়া কামাল

০৮। "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।" কোন কবির লেখা?
(ক) কামিনী রায় (খ) সুফিয়া কামাল (গ) কুসুমকুমারী দাস (ঘ) স্বর্ণকুমারী দেবী

০৯। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" উক্তিটির রচয়িতা কে?
(ক) রামমোহন রায় (খ) চণ্ডীদাস (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ

১০। "মধুর চেয়েও আছে মধুর সে আমার এই দেশের মাটি
আমার দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।" উক্তিটির রচয়িতা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মোঃ মনিরুজ্জামান (গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

উত্তরমালা																			
০১	খ	০২	∅	০৩	খ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	∅	০৮	গ	০৯	ঘ	১০	গ

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]

সাহিত্যিক, সাহিত্যকর্ম ও সৃষ্ট চরিত্র

❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর –

কাব্যনাট্য		উপন্যাস	
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
চিত্রাঙ্গদা	চিত্রঙ্গদা, অর্জুন	চোখের বালি	মহেন্দ্র, বিহারী, আশালতা, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী
বিদায় অভিশাপ	দেবযানী, কচ	গোরা	গোরা, বিনয়, সুচরিতা, পানুবাবু, আনন্দময়ী, ললিতা
সতী	অমাবাঈ	ঘরে বাইরে	বিমলা, সন্দীপ, নিখিলেশ, মেজরাণী
বিসর্জন	রঘুপতি, জয়সিংহ, অর্পণা, গুণবতী, গোবিন্দ মাণিক্য	যোগাযোগ	মধুসূদন, কুমুদিনী, বিপ্রদাস
মালতী	মালতী, ক্ষোংকর	নৌকাডুবি	রমেশ, কমলা, নলিক্ষ, হেমালিনি
রক্তকরবী	নন্দিনী, রঞ্জন, রাজা, কিশোর	দুই বোন	শর্মিলা, ঊর্মিমালা, শশাঙ্ক, নীরদ
অচলায়তন	পঞ্চক	শেষের কবিতা	অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল, কেতকী
ডাকঘর	অমল, সুধা, মাধবদত্ত, ঠাকুরদা	মালঞ্চ	নীরজা, আদিত্য, সরলা
প্রায়শ্চিত্ত	ধনঞ্জয়, বৈরাগী, সুরমা, বিভা, উদয়াদিত্য	চার অধ্যায়	অতীন, এলা, ইন্দ্রনাথ
রাজা ও রানী	বিক্রমদেব, সুমিত্রা	করুণা	মহেন্দ্র, মোহিনী, রজনী
		রাজর্ষি	গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি, হাসি, তাতা, জয়সিংহ

ছোটগল্প			
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
পোস্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার, রতন (কেন্দ্রীয় রচিত্র)	শাস্তি	ছিদাম, চন্দরা, রাধা
কাবুলীওয়ালা	মিনি, রহমত, খুকী	ছুটি	ফটিক, মাখন, বিশ্বেশ্বর
হৈমন্তী	হৈমন্তী, অপু, গৌরীশংকর, বনমালী	অপরিচিতা	কল্যাণী
জীবিত ও মৃত	কাদম্বিনী	আপদ	নীলকণ্ঠ
সমাপ্তি	মৃন্ময়ী	সুভা	সুভা
মেঘ ও রৌদ্র	শশি ভূষণ, গিরিবালা	স্ত্রীর পত্র	মৃণাল
নষ্টনীড়	চারুলতা, অমল, ভূপতি	ল্যাবরেটরি	নন্দকিশোর, সোহিনী, নীলা, রেবতী

❑ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় –

উপন্যাস			
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
বড়দিদি	সুরেন্দ্রনাথ, মাধবী, প্রমিলা, ব্রজরাজ	পল্লী সমাজ	রমা, রমেশ, বেণী ঘোষাল, বিশ্বেশ্বরী, গোবিন্দ গাঙ্গুলী
দত্তা	বিজয়া, নরেন, বিলাস-বিহারী	দেনাপাওনা	নির্মল, ষোড়শী
শ্রীকান্ত	ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া	পথের দাবী	সব্যসাচী, অপূর্ব, ভারতী, সুমিত্রা
চরিত্রহীন	সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, উপেন, দিবাকর	শেষ প্রশ্ন	কমল, অজিত, শিবনাথ, মনোরমা
গৃহদাহ	মহিম, সুরেশ, অচলা, মৃণাল	দেবদাস	দেবদাস, চুনিলাল, পার্বতী, চন্দ্রমুখী
পরিণীতা	শেখর, ললিতা	শেষের পরিচয়	সবিতা, রমণী বাবু

ছোটগল্প			
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
রামের সুমতি	রাম, তারায়নী	মহেশ	গফুর, আমিনা, তর্করত্ন, শিববাবু
মামলার ফল	গয়ারাম, জ্যাঠাইমা	পণ্ডিত মশাই	বৃন্দাবন, কুসুম
বিন্দুর ছেলে	বিন্দু	অরক্ষণীয়া	জ্ঞানদা, দুর্গামণি
বিলাসী	বিলাসী, ন্যাড়া, মৃত্যুঞ্জয়		

❑ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় –

উপন্যাস			
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
দুর্গেশনন্দিনী	তিলোত্তমা, আয়েশা, জগৎসিংহ, কাতলুখা, বিমলা, ওসমান	আনন্দমঠ	কল্যাণী, মহেন্দ্র
কপালকুণ্ডলা	নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী	বিষবৃক্ষ	নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী, হীরা
কৃষ্ণকান্তের উইল	গোবিন্দলাল, হরলাল, কৃষ্ণকান্ত, রোহিণী, ভ্রমর, নিশাকর	রজনী	রজনী, শচীন্দ্র অমরনাথ, লবঙ্গলতা

❑ মানিক বন্দোপাধ্যায় –

উপন্যাস		ছোটগল্প	
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
জননী	শ্যামা, শীতল	সরীসৃপ	চারু, পরী, বনমালী
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, মালতি	প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পাঁচী, পেহলাদ
পদ্মা নদীর মাঝি	কুবের, মালা, কপিলা, হোসেন মিয়া, রাসু, গণেশ	অতসী মামী	যতিন, অতসী
পুতুল নাচের ইতিকথা	শশী, কুসুম, মতি, কুমুদ	পাশফেল	নীরেন, বিমল, বকুল
সহরতলী	যশোদা, সুধীর, জগৎ	আত্মহত্যার অধিকার	নীলমণি
ইতি কথার পরের কথা	শুভ	সমুদ্রের স্বাদ	নীলা
আরোগ্য	কেশব	কুষ্ঠ রোগীর বউ	মহেশ্বতা, যতীন
চিহ্ন	গণেশ, ওসমান, হেমন্ত, সীমা, রসুল, আবুল		

❑ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় –

উপন্যাস		ছোটগল্প	
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
কবি	নিতাই, ঠাকুরঝি, বসন্ত	বেদেনী	রাধিকা, কিস্টো
দুই পুরুষ	টাটুবিহারী	জলসাগর	মহিম, বিষ্ণুস্তর রায়
হাঁসুলি বাকের উপকথা	বনমালী, করালী	রায়বাড়ী	কালী বাগদী, রাবনেশ্বর
নাগিনী কন্যার কাহিনী	শবলা, পিঙ্গলা	জটায়ু	জটাপাগলা
কালিন্দী	অহীন্দ্র, বিমল, ইন্দ্রনাথ	ঘাসের ফুল	বিনোদ
ধাত্রী দেবতা	রজনী, সুনীল, অহীন্দ	মানুষের মন	নরেশ, পরেশ
রজনী	শিবনাথ, গৌরী	তারিণী মাঝি	সখী

❑ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় –

উপন্যাস			
গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র	গ্রন্থ	সৃষ্ট চরিত্র
পথের পাঁচালী	অপু, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন	আদর্শ হিন্দু হোটেল	হাজারী ঠাকুর, পদ্যবিম্ব, কুসুম, বেচু চক্রবর্তী
আরণ্যক	মঞ্জি, ভানুমতি, কুন্তা, সত্যচরণ	অনুবর্তন	যদু মাস্টার
দেবজান	যতীন, পুষ্প, আশা	অপরাজিত	লীলা, পাটেশ্বরী
ইছামতী	ভবানী, বাঁড়ুয্যে, তিলু, বিলু, নিলু, গয়া মেম	বিপিনের সংসার	হিরন্ময়ী

❑ অন্যান্য সাহিত্যিকদের কাব্যে সৃষ্ট চরিত্র –

রচয়িতা	কাব্য	সৃষ্ট চরিত্র
রামাই পণ্ডিত	শূন্য পুরাণ	নিরঞ্জন
বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, মুরারী শীল
ভারতচন্দ্র	অন্নদামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিতা, মানসিংহ
দৌলত কাজী	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	মহিষী ময়নামতি, রাজা লোর
আলাওল	পদ্মাবতী	পদ্মাবতী, রত্নসেন, নাগমতি
কানা হরিদত্ত	মনসামঙ্গল (মঙ্গলকাব্য)	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর
দৌলত উজির (বাহরাম খাঁ)	লাইলী মজনু	লাইলী, কয়েস (মজনু)
শাহ্ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ জোলেখা	ইউসুফ, জোলেখা
মধুসূদন দত্ত	মেঘনাদবধ কাব্য	রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, বীরবাহু, রাম, লক্ষণ, সীতা
	তিলোত্তমাসম্ভব	তিলোত্তমা, সুন্দ, উপসুন্দ
কায়কোবাদ	মহাশ্মশান (মহাকাব্য)	জোহরা, ইব্রাহিম, হিরণ বালা, আতা খাঁ, রত্নজি, সুজাউদ্দৌলা
জসীম উদ্‌দীন	সোজন বাদিয়ার ঘাট (কাব্যনাট্য)	সোজন, দুলি
	নক্সী কাঁথার মাঠ (কাব্যনাট্য)	রূপাই, সাজু
দ্বিজ কানাই	মহুয়া (গীতিকা)	মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেদে, সুজন
মনসুর বয়াতি	দেওয়ান ও মদিনা	আলাল, দুলাল, মদিনা

❑ অন্যান্য সাহিত্যিকদের 'প্রহসন'এ সৃষ্ট চরিত্র –

রচয়িতা	প্রহসনের নাম	সৃষ্ট চরিত্র
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা	নবকুমার, কালী, শিবু, চৈতন্য, বলাই
দীনবন্ধু মিত্র	সধবার একাদশী	নিমচাঁদ, অটলবিহারী, কাঞ্চন, কুমুদিনী
অমৃতলাল বসু	বিবাহ বিভ্রাট	নন্দলাল, কারফরমার
প্যারীচাঁদ মিত্র	মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়	বাবু, লাল বাবু
মীর মশাররফ হোসেন	এর উপায় কী	রাধাকান্ত, মুক্তকেশী, নয়নতারা

❑ অন্যান্য সাহিত্যিকদের নাটকে সৃষ্ট চরিত্র –

রচয়িতা	নাটক	সৃষ্ট চরিত্র
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ	নবীন মাধব, তোরাপ, গোলকবসু, রাইচরণ
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী	কৃষ্ণকুমারী, বিলাসবতী, ভীমসিংহ, মদনিকা, তপস্বিনী
	শর্মিষ্ঠা	শর্মিষ্ঠা, জগৎ সিংহ, আইল্যাদেবী, বনদাস, সত্যদাস
মীর মশাররফ হোসেন	জমীদার দর্পণ	আবু মোল্লা, নুরুন্নেহার, ফজু, আমিরন, সেরাজ আলী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা	সিরাজ, মীর জাফর, ঘষেটি বেগম, গোলাম হোসেন, আলেয়া, মোহন লাল
জসীম উদ্‌দীন	মধুমালা	মধুমালা, মদনকুমার
	বেদের মেয়ে	গয়াবাইদা, চম্পাবতী
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর	জোহরা, ইব্রাহিম কার্দি, হিরণ বালা, আতা খাঁ, দিলীপ, সুজাউদ্দৌলা, নজীবউদ্দৌলা, জরিনা
	কবর	নেতা, হাফিজ, মূর্দা ফকির
নুরুল মোমেন	রূপান্তর	রশিদ, রিজিয়া
	নেমেসিস	সুরজিৎ নন্দী
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	বহিপীর	হাতেম আলী, তাহেরা, হাশেম আলী
	তরঙ্গভঙ্গ	আমেনা, আব্দুস সাত্তার
	সুড়ঙ্গ	রাবেয়া

❑ অন্যান্য সাহিত্যিকদের উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্র –

রচয়িতা	উপন্যাস	সৃষ্ট চরিত্র
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল	ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, বাবুরাম, বরদা বাবু, মতিলাল, রামলাল
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতুম প্যাঁচার নকশা	দনুবানু
মীর মশাররফ হোসেন	বিষাদ সিন্ধু	এজিদ, জাএদা, জয়নব, হোসেন, মায়মুনা
	উদাসীন পথিকের মনের কথা	মীর মোয়াজ্জেম, মীর সাহেব আলী, শাহ গোলাম প্যারী, ভৈরব বাবু, টি. আই. কেনী
	গাজী মিয়ার বস্তানী	ফয়জুন্নেসা, সোনাবিবি, মনিবিবি, ভোলানাথ
কাজী আবদুল ওদুদ	নদীবক্ষে	লালু, মতি
কাজী নজরুল ইসলাম	মৃত্যুক্ষুধা	আনসার, মেজ-বৌ, প্যাকালে
কাজী ইমদাদুল হক	আব্দুল্লাহ	আব্দুল্লাহ, আব্দুল কাদের, সৈয়দ সাহেব, মীর সাহেব, রাবেয়া, হালিমা
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ি	জয়গুন, হাসু, মায়মুন
মোজাম্মেল হক	জোহরা	জোহরা, কাশেম
নজিবর রহমান	আনোয়ারা	আনোয়ারা
শহীদুল্লা কায়সার	সারেং বৌ	কদম সারেং, নবিতুন
	সংশপ্তক	শেখ লেকু, রমজান, হুরমতি, রাবু, সেকেন্দার মাস্টার, জায়েদ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	চাঁদের অমাবস্যা	আরেফ আলী, কাদের
	লালসালু	মজিদ, খালেক ব্যাপারী, রহিমা, জমিলা, আমিনা
	কাঁদো নদী কাঁদো	মুস্তফা, খোদেজা, খতিব মিঞা, বদর শেখ, খেদমতুল্লা

রচয়িতা	উপন্যাস	সৃষ্ট চরিত্র
শওকত ওসমান	জননী	দরিয়া বিবি, আজহার খাঁ, চন্দ্র কোটাল, মোনাদি, ইয়াকুব
	বনী আদম	হারেস, আরিফ, আলী, সোহাগ খাতুন
	ক্রীতদাসের হাসি	হারুন-অর-রশিদ, তাতারী, মেহেরজান
	দুই সৈনিক	সাহেলী, চামেলী, মখদুম মৃধা
	নেকড়ে অরণ্য	তানিয়া, জায়েদা, সখিনা, বালীদা
	জাহান্নম হইতে বিদায়	শিক্ষক গাজী রহমান
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম	সুবল, বাসন্তী, অনন্ত, কিশোর
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	কাশবনের কন্যা	শিকদার, হোসেন, জোবেদা
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান	ইসহাক চৌধুরী, নীলুফার আলী, নওয়াজ খা, রিজিয়া
আবুল ফজল	জীবন পথের যাত্রী	হেগ, মামুন, হাসিম
আলাউদ্দিন আল আজাদ	কর্ণফুলী	ইসমাইল, জুলি
	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	জাহেদ, ছবি
আহমদ ছফা	সূর্য তুমি সাথী	হাসিম, খলু মাতব্বর, মতির আহমদ, হিমাংশু
আবু জাফর শামসুদ্দীন	ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান	গুলাম নবী, কমরুদ্দীন নুরুন্নাহার
সত্যেন সেন	পাপের সন্তান	মিকা, সদরা
সৈয়দ শামসুল হক	এক মহিলার ছবি	নাসিমা, বেবী জাওয়াদ
রশিদ করিম	প্রসন্ন পাষাণ	তিশানা, আলীম, কামি
জহির রায়হান	হাজার বছর ধরে	মন্তু, টুনি, মকবুল
	শেষ বিকেলের মেয়ে	জাহানারা, কাসেদ, শিউলি
	বরফ গলা নদী	হাসমত আলী, মাহমুদ, মরিয়ম
	আরেক ফাল্গুন	সালমা, কবি রসুল
শওকত আলী	পিঙ্গল আকাশ	মঞ্জু, সালেহা, আদিম
দিলারা হাসেম	ঘন মন জানালা	নাজমা, আসমা, মালেক

❑ অন্যান্য সাহিত্যিকদের ছোটগল্পে সৃষ্ট চরিত্র –

রচয়িতা	গল্প	সৃষ্ট চরিত্র
কাজী নজরুল ইসলাম	স্বামী হারা	বেগম, সখিনা
	রিক্তের বেদন	হাসিন, গুল
	বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী	সখিনা, রাবেয়া
	মেহের নেগার	ইউসূফ, গুলশান
	রাক্ষুসী	বিন্দি
জহির রায়হান	একুশের গল্প	তপু, রেনু, রাহাত
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	নয়নচারা	আমু, ভুতু
	জাহাজী	করিম সারেং
	দুই তীর	আফসার উদ্দীন, হাসিনা
	একটি তুলসী গাছের কাহিনী	মোদাব্বের, ইউনুস, মকসুদ, এনায়েত
	পাগড়ি	মোত্তালেব
শওকত ওসমান	প্রস্তর ফলক	আমিরন
	কাঁথা	মনু
	সৌদামিনী মালো	সৌদামিনী, মনরঞ্জন মালো
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	যোগাযোগ	আনোয়ার আলী
	অন্যঘরে অন্য স্বর	প্রদীপ, হানিফ
হাসান আজিজুল হক	ফেরা	আরেফ

বাংলা সাহিত্যে যা কিছু প্রথম

আলোচ্য বিষয়	গ্রন্থ/বিশেষত্ব	লেখক
বাংলা সাহিত্যের প্রথম /আদি নিদর্শন	চর্যাপদ	ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (আবিষ্কর্তা)
বাংলা সাহিত্যের প্রথম / আদি কবি	চর্যাপদের ১ নং পদ রচয়িতা	লুইপা
পদাবলির প্রথম কবি/ অবাঙালি কবি	মৈথিলি ভাষার কবি	বিদ্যাপতি
বাংলায় পদাবলির প্রথম কবি	বাঙালি কবি	চণ্ডীদাস
বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুমিত মহিলা কবি	চর্যাপদের মহিলা কবি	কুক্কুরিপা
প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম কবি	শাহ মুহাম্মদ সগীর
আধুনিক যুগের বাংলা কাব্যের প্রথম মুসলিম কবি	–	মোজাম্মেল হক
বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিকবোধ সম্পন্ন কবি	যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি	–	চন্দ্রাবতী
রামায়ণ অনুবাদকারী প্রথম মহিলা	–	চন্দ্রাবতী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক	দীপ নির্বাণ (উপন্যাস)	স্বর্ণকুমারী দেবী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসধর্মী রচনা/ প্রথম উপন্যাস	আলালের ঘরের দুলাল	প্যারীচাঁদ মিত্র
বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাংলা বই	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ	ম্যানুয়েল দ্য অ্যাসসুম্পসাঁও
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ	কথোপকথন	উইলিয়াম কেরি
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণয়োপাখ্যান	ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর
বাংলা সাহিত্যের গীতিকাব্যের প্রথম কবি	–	বিহারীলাল চক্রবর্তী
মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক	পরাগলী মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর
রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদক	রামায়ণ	কৃত্তিবাস ওঁঝা
বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী কাব্য	শ্রী চৈতন্য ভাগবত	বৃন্দাবন দাস
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য	পদ্মিনী উপাখ্যান	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস	দুর্গেশনন্দিনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস	কপালকুণ্ডলা	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক	ভদ্রার্জুন	তারাচরণ শিকদার
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট	চতুর্দশপদী কবিতাবলী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক/আধুনিক নাটক	শর্মিষ্ঠা	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসনধর্মী নাটক	একেই কি বলে সভ্যতা	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক	কৃষ্ণকুমারী	
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহাকাব্য	মেঘনাদবধ কাব্য	

আলোচ্য বিষয়	গ্রন্থ/বিশেষত্ব	লেখক
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক	কুলীনকুল সর্বস্ব	রামনারায়ণ তর্করত্ন
বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার	–	মীর মশাররফ হোসেন
বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ রম্য রচনাকারী	–	সৈয়দ মুজতবা আলী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম ব্যাকরণ	পর্তুগিজ বাংলা ব্যাকরণ	ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পাসাঁও
বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি কবি	–	বিহারীলাল চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যের চলিত রীতির প্রবর্তক	–	প্রমথ চৌধুরী
বাংলা সাহিত্যের প্রথম যতিচিহ্নের ব্যবহারকারী	বেতাল পঞ্চবিংশতি (গ্রন্থ)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়	বেঙ্গল থিয়েটার	হেরসিম লেবেদভ (অনুবাদক)
ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা	বাংলা প্রেস	সুন্দর মিত্র
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	নীলদর্পণ	দীনবন্ধু মিত্র
বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ	বেদান্ত	রাজা রামমোহন রায়
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী	দিগ্‌দর্শন	শ্রীরামপুর মিশনারিগণ
বাঙালিদের প্রচেষ্টায় প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা	বাঙ্গালা গেজেট	গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা	সমাচার সভারাজেন্দ্র	শেখ আলীমুল্লাহ
প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারী	–	পঞ্চানন কর্মকার
বাংলা গদ্যরীতিকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন	–	রাজা রামমোহন রায়
প্রথম বাঙালি মুসলমান গদ্য লেখক	বসন্তকুমারী (নাটক)	মীর মশাররফ হোসেন
কোরআন শরীফ প্রথম বাংলায় অনুবাদ	–	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
একুশের প্রথম নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
একুশের প্রথম উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
একুশের প্রথম কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রথম উপন্যাস	রাইফেল, রোটি, আওরাত	আনোয়ার পাশা
বাংলাদেশের প্রথম প্রামাণ্য চিত্র	স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান
প্রথম বাংলা সবাক চিত্র	জামাই ষষ্ঠী (১৯৩১)	হীরালাল সেন
ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্র	মুখ ও মুখোশ (১৮৫৬)	আব্দুল জব্বার খান
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) আলমগীরনামা (খ) আইন-ই-আকবরী (গ) আকবরনামা (ঘ) তুজুক-ই-আকবরী

০২। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি? [২৭তম বিসিএস]
(ক) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (খ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (গ) বাংলা সাহিত্যের কথা (ঘ) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

০৩। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটির লেখক কে? [২৭তম বিসিএস]
(ক) নীহাররঞ্জন রায় (খ) আর. সি. মজুমদার (গ) অধ্যাপক আবদুল (ঘ) সুনীতি সেন

উত্তরমালা	০১	খ	০২	খ	০৩	ক

ক্র. নং	রচয়িতা	গ্রন্থ
১	রামগতি ন্যায়রত্ন	বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩)
২	ড. দীনেশ চন্দ্র সেন	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), (বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ)
৩	ড. সুকুমার সেন	বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪০)
৪	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাংলা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত
৫	গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা
৬	ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রাচীন)
৭	মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক)
৮	ড. হুমায়ুন আজাদ	লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী
৯	ভূদেব চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা
১০	ড. আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য
১১	ড. ওয়াকিল আহমেদ	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত
১২	মাহবুবুল আলম	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলাদেশের সাহিত্য
১৩	আবুল ফজল ইবন মুবারক	আইন-ই-আকবরী (বাংলা দেশ ও ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ)
১৪	নীহাররঞ্জন রায়	বাঙ্গালীর ইতিহাস

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ কে রচনা করেন?
(ক) সুকুমার সেন (খ) দীনেশ চন্দ্র সেন (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

০২। মুহম্মদ আবদুল হাই কার সহযোগিতায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনা করেন?
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (গ) ড. রফিকুল ইসলাম (ঘ) ড. আহমদ শরীফ

০৩। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৯৬ (খ) ১৮৯৮ (গ) ১৮৯৯ (ঘ) ১৯০৩

০৪। 'বাংলা সাহিত্যের জীবনী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?
(ক) ড. মুহম্মদ এনামুল হক (খ) মুহম্মদ আব্দুল হাই (গ) ড. কাজী দীন মুহাম্মদ (ঘ) ড. হুমায়ুন আজাদ

০৫। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রাচীন) গ্রন্থটির রচয়িতা –
(ক) ড. মুহম্মদ এনামুল হক (খ) মুহম্মদ আব্দুল হাই (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়

উত্তরমালা										
০১	খ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ঘ

বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকগান

❒ হাসন রাজার গান:

গানের নাম	গানের নাম
লোকে বলে, বলে রে- ঘরবাড়ি ভালা না আমার	রঙ্গিয়া রঙ্গে আমি মজিয়াছি রে
যমের দূতে আসিয়া	বিচার করি চাইয়া দেখি সকলেই আমি
পিরীত করিয়ে পিরীত করিয়ে মোর মন উদাসী	তোমরা শুন্‌ছনি গো সই
আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে, আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে	আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা
গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতের ডুরি	আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি
আমি যাইমুরে যাইমু, আল্লার সঙ্গে	

❒ রাধারমণের গান:

গানের নাম	গানের নাম
কারে দেখাবো মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া	ভ্রমর কইয়ো গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে...
শ্যামের বাঁশিরে ঘরের বাহির করলে আমারে	প্রাণ সখী রে ওই শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে
কৃষ্ণ আমার আঙিনাতে আইতে মানা করি	শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে, নিরলে তোমারে পাইলাম না
আমারে আসিবার কথা কইয়া..... রইয়াছ ঘুমাইয়া	আমার বন্ধু দয়াময়, তোমারে দেখিবার মনে লয়

❒ শাহ আব্দুল করিমের গান:

গানের নাম	গানের নাম
বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে	আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
গাড়ি চলে না	রঙ এর দুনিয়া তরে চায় না
আমি কূলহারা কলঙ্কিনী	কেমনে ভুলিবো আমি বাঁচি না তারে ছাড়া
কোন মেস্তরি নাও বানাইছে	কেন পিরিতি বাড়াইলারে বন্ধু
মন মিলে মানুষ মিলে, সময় মিলেনা	সখী তোরা প্রেম করিওনা
আমার মাটির পিনজিরাই সোনার ময়নারে	নতুন প্রেমে মন মজাইয়া
বসন্ত বাতাসে সইগো	আইলায় না আইলায় নারে বন্ধু
সখী কুঞ্জ সাজাও গো	গান গাই আমার মনরে বুঝাই
আগের বাহাদুরি গেল কই	আসি বলে গেল বন্ধু আইলনা

সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

০১। "কেমনে ভুলিবো আমি বাঁচি না তারে ছাড়া" গানটির রচয়িতা কে?
(ক) হাসন রাজা (খ) শাহ্ আব্দুল করিম (গ) লালন শাহ্ (ঘ) পাগলা কানাই

০২। ভ্রমর কইয়ো গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে...গানটির রচয়িতা কে?
(ক) হাসন রাজা (খ) শাহ্ আব্দুল করিম (গ) লালন শাহ্ (ঘ) রাধারমণ

০৩। "আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে, আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে" রচয়িতা–
(ক) হাসন রাজা (খ) শাহ্ আব্দুল করিম (গ) লালন শাহ্ (ঘ) পাগলা কানাই

০৪। "আমারে আসিবার কথা কইয়া..... রইয়াছ ঘুমাইয়া" গীতিকার কে?
(ক) হাসন রাজা (খ) শাহ্ আব্দুল করিম (গ) লালন শাহ্ (ঘ) রাধারমণ

০৫। "আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম....." রচয়িতা –
(ক) হাসন রাজা (খ) শাহ্ আব্দুল করিম (গ) লালন শাহ্ (ঘ) পাগলা কানাই

উত্তরমালা									
০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	খ

মডেল টেস্ট-০১

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। চর্যাপদ হলো মূলত—
(ক) গানের সংকলন (খ) কবিতার সংকলন (গ) প্রবন্ধের সংকলন (ঘ) কোনোটিই নয়

০২। নিচের কোনটি 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত?
(ক) আয়না বিবির পালা (খ) মলুয়া
(গ) সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান (ঘ) মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান

০৩। কোন মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মনসাবিজয়' কাব্য রচিত হয়?
(ক) গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (খ) রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (গ) নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ (ঘ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

০৪। "কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা"- টপ্পা গানের রচিয়তা কে?
(ক) কালী মির্জা (খ) শ্রীধর কথক (গ) রামনিধি গুপ্ত (ঘ) এন্টনি ফিরিঙ্গি

০৫। নিম্নের কে কবিওয়ালাদের গোষ্ঠীভুক্ত নন?
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (খ) নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী (গ) ভবানী বেনে (ঘ) রামতনু লাহিড়ী

০৬। মুসলিম সাহিত্য সমাজ কত সালে বিলুপ্ত হয়?
(ক) ১৯৩৬ (খ) ১৯৩৮ (গ) ১৯৪০ (ঘ) ১৯৪২

০৭। আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) ষোড়শ শতক (খ) সপ্তদশ শতক (গ) পঞ্চদশ শতক (ঘ) অষ্টাদশ শতক

০৮। 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন –
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) স্বর্ণকুমারী দেবী (গ) নজিবর রহমান (ঘ) মোজাম্মেল হক

০৯। 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে' – পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা –
(ক) শাহ মুহম্মদ সগীর (খ) আলাওল (গ) সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল (ঘ) মুহম্মদ কবীর

১০। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক কোনটি?
(ক) ভদ্রার্জুন (খ) শর্মিষ্ঠা (গ) নীলদর্পণ (ঘ) কবর

১১। 'বাল্মীকি প্রতিভা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ধরনের নাটক?
(ক) সাংকেতিক নাটক (খ) কাব্যনাট্য (গ) গীতিনাট্য (ঘ) নৃত্যনাট্য

১২। কোন নাট্যকারের হাতে বাংলা মৌলিক নাটকের যাত্রা শুরু হয়?
(ক) মধুসূদন দত্ত (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

১৩। 'অবরোধবাসিনী' কোন শ্রেণির রচনা?
(ক) গল্পগ্রন্থ (খ) নাটক (গ) উপন্যাস (ঘ) প্রবন্ধগ্রন্থ

১৪। 'সধবার একাদশী' কোন ধরনের রচনা?
(ক) প্রহসন (খ) ট্রাজেডি (গ) কমেডি (ঘ) নকশা

১৫। নিচের কোনটি কাব্যগ্রন্থ?
(ক) নিষিদ্ধ লোবান (খ) পরানের গহীন ভিতর (গ) খেলারাম খেলে যা (ঘ) সীমানা ছাড়িয়ে

১৬। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ?
(ক) রাজর্ষি (খ) মালঞ্চ (গ) মালিনী (ঘ) নৈবেদ্য

১৭। প্রমথ চৌধুরী রচিত কাব্যগ্রন্থ-
(ক) আমাদের শিক্ষা (খ) আহুতি (গ) নানাচর্চা (ঘ) সনেট পঞ্চাশৎ

১৮। 'আসমানী' কবিতাটি জসীম উদ্‌দীনের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
(ক) রাখালী (খ) এক পঁয়সার বাঁশি (গ) বালুচর (ঘ) ধানক্ষেত

১৯। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্যটি প্রকাশিত হয়-
(ক) ১৯০১ সালে (খ) ১৯০৪ সালে (গ) ১৯০৩ সালে (ঘ) ১৯০৬ সালে

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প কোনটি?
(ক) ভিখারিনী (খ) দেনাপাওয়ানা (গ) কাবুলিওয়ালা (ঘ) হৈমন্তী

২১। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস-
(ক) প্রদোষে প্রাকৃতজন (খ) পিঙ্গল আকাশ (গ) যাত্রা (ঘ) নাঢ়াই

২২। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উপজীব্য-
(ক) তেভাগা আন্দোলন (খ) ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস
(গ) স্বদেশী আন্দোলন (ঘ) কৃষক বিদ্রোহ

২৩। কোন উপন্যাসে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?
(ক) জমিদার দর্পণ (খ) উদাসীন পথিকের মনের কথা
(গ) নীল দর্পণ (ঘ) রত্নবতী

২৪। 'নীলদর্পণ' নাটকে কোন অঞ্চলের নীল চাষীদের দুঃখ-কষ্ট বিবৃত হয়েছে?
(ক) ফরিদপুর (খ) রংপুর (গ) মেহেরপুর (ঘ) কোনটিই নয়

২৫। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন মৃত্যুবরণ করেন কত সালে?
(ক) ১৯৭৪ সালে (খ) ১৯৬৪ সালে (গ) ১৯৬৬ সালে (ঘ) ১৯৭৬ সালে

২৬। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-
(ক) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) অমিয় চক্রবর্তী (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

২৭। প্রমথ চৌধুরী 'সুবজপত্র' ছাড়াও অন্য কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
(ক) বঙ্গদর্শন (খ) বিশ্বভারতী (গ) ভারতী (ঘ) কল্লোল

২৮। কোন পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদনা করেননি?
(ক) সাধনা (খ) ভারতী (গ) বঙ্গর্শন (ঘ) দিগ্‌দর্শন

২৯। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত পত্রিকা-
(ক) আঙ্গুর (খ) লহরি (গ) মিহির (ঘ) কোনটিই নয়

৩০। কার সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয়?
(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (গ) প্যারীচাঁদ মিত্র (ঘ) দীনবন্ধু মিত্র

৩১। শহীদ মিনার সম্পর্কে লেখা কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কার লেখা?
(ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ (খ) রাবেয়া খাতুন (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) ফয়েজ আহমদ

৩২। নিচের কোনটি কবি আল মাহমুদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?
(ক) ডাহুকী (খ) উপমহাদেশ (গ) আগুনের মেয়ে (ঘ) কবি ও কোলাহল

৩৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'হারাণের নাতজামাই' গল্পের রচয়িতা কে?
(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) নুরুল মোমেন (গ) আহসান হাবীব (ঘ) শওকত ওসমান

৩৪। আবুল ফজল রচিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ডায়েরি কোনটি?
(ক) সমকালীন চিন্তা (খ) দুর্দিনের দিনলিপি (গ) কায়েদে আজম (ঘ) প্রগতি

৩৫। শামসুর রাহমান রচিত কোন কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধ-নির্ভর?
(ক) টানাপোড়া (খ) তুমি বলেছিলে (গ) ভালোবাসা তুমি (ঘ) আসাদের শার্ট

৩৬। শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?
(ক) সৈয়দ আজিজুর রহমান (খ) শেখ আজিজুর রহমান (গ) শেখ ফজলুল হক (ঘ) শেখ লুৎফর রহমান

৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ছদ্মনামে লেখেননি-
(ক) ভানুসিংহ ঠাকুর (খ) অকপটচন্দ্র ভাস্কর (গ) শ্রীমতি কনিষ্ঠা (ঘ) কহুন মিশ্র

৩৮। মোজাম্মেল হকের উপাধি-
(ক) কাব্যকণ্ঠ (খ) সাহিত্যরত্ন (গ) কাব্যভূষণ (ঘ) কাব্য সুধাকর

৩৯। উনিশ শতকে রচিত 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা কে?
(ক) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) কালী প্রসন্ন ঘোষ (গ) নবীনচন্দ্র সেন (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৪০। "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও"- রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত?
(ক) শেষের কবিতা (খ) শেষ লেখা (গ) মহুয়া (ঘ) সোনার তরী

৪১। "যা হোক, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময় রাতও পোহায়"- উক্তিটি কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?
(ক) গোরা (খ) যোগাযোগ (গ) চতুরঙ্গ (ঘ) শেষের কবিতা

৪২। "সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা" কার উক্তি?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) কামিনী রায় (ঘ) মীর মশাররফ হোসেন

৪৩। "যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশুগৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।" - কার উক্তি?
(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (খ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৪৪। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা 'বাক্কা মিয়া' কোন নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র?
(ক) সুবচন নির্বাচনে (খ) এখনও দুঃসময় (গ) এখনও ক্রীতদাস (ঘ) ক্রসরোডে ক্রসফায়ার

৪৫। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেন -
(ক) সুকুমার সেন (খ) দীনেশচন্দ্র সেন (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৬। 'লাবণ্য' কোন উপন্যাসের অন্তর্গত চরিত্র?
(ক) শেষের কবিতা (খ) চতুরঙ্গ (গ) মালঞ্চ (ঘ) গোরা

৪৭। বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র 'কিরীটি রায়' এর স্রষ্টা কে?
(ক) ফররুখ আহমদ (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) শওকত ওসমান (ঘ) নীহাররঞ্জন গুপ্ত

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
(ক) সূর্যমুখী (খ) শ্যামাসুন্দরী (গ) বিমলা (ঘ) রোহিণী

৪৯। "নিশা লাগিল রে, বাঁকা দু'নয়নে নিশা লাগিল রে" গানটির রচয়িতা–
(ক) হাসন রাজা (খ) আবদুল করিম (গ) লালনশাহ (ঘ) রাধারমন দত্ত

৫০। নাথ সাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন কে?
(ক) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (খ) ড. নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত (গ) ড. ফণীভূষণ দাসগুপ্ত (ঘ) আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ক
২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	খ	৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	ঘ

মডেল টেস্ট-০২

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
(ক) পাল (খ) সেন (গ) মুঘল (ঘ) তুর্কি

০২। কালকেতু-ফুল্লরা মঙ্গলকাব্যের কোন ধারার চরিত্র?
(ক) মনসামঙ্গল (খ) অন্নদামঙ্গল (গ) চন্ডীমঙ্গল (ঘ) রুদ্রমঙ্গল

০৩। রামায়ণের রচয়িতা কে?
(ক) কৃত্তিবাস ওঝা (খ) কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (গ) বাল্মীকি (ঘ) কাশীরাম দাস

০৪। মৈমনসিংহ গীতিকা কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়?
(ক) চন্দ্রকুমার দে (খ) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (গ) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য (ঘ) বসন্তরঞ্জন রায়

০৫। আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত ঘটে-
(ক) পাঁচালী গান থেকে (খ) টপ্পা গান থেকে (গ) ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে (ঘ) নাথ সাহিত্য থেকে

০৬। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যাত্রা শুরু হয় কত সালে?
(ক) ৪ মে, ১৮০০ (খ) ৬ মে, ১৮০০ (গ) ২৪ নভেম্বর, ১৮০০ (ঘ) ২৬ নভেম্বর, ১৮০০

০৭। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঔপন্যাসিক রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
(ক) বেহুলা গীতাভিনয় (খ) টালা অভিনয় (গ) নিয়তি কি অবনতি (ঘ) রত্নবতী

০৮। স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত প্রথম উপন্যাস কোনটি?
(ক) মালতী (খ) দীপ নির্বাণ (গ) মেবার রাজ (ঘ) ছিন্ন মুকুল

০৯। কবি গানের রচয়িতা ছিল –
(ক) নিম্নবর্ণের হিন্দু (খ) উচ্চবর্ণের হিন্দু (গ) বৌদ্ধ (ঘ) ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা

১০। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোকে রচিত নাটক কোনটি?
(ক) কালবেলা (খ) মাইলপোস্ট (গ) শেষ নবাব (ঘ) প্রতিদিন একদিন

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে–
(ক) বৈকুণ্ঠের খাতা (খ) জামাই বারিক (গ) বিবাহ-বিভ্রাট (ঘ) হিতে বিপরীত

১২। পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝি –
(ক) প্রেম বিষয়ক (খ) হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (গ) ইসলামী চেতনা বিষয়ক (ঘ) নবী রাসূল বিষয়ক

১৩। 'সধবার একাদেশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' কার লিখিত প্রহসন?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৪। 'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

১৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ কোনটি?
(ক) ছাড়পত্র (খ) হরতাল (গ) আকাল (ঘ) ঘুম নেই

১৬। কত সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্য 'Song Offerings' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়?
(ক) ১৯১০ সালে (খ) ১৯১১ সালে (গ) ১৯১২ সালে (ঘ) ১৯১৩ সালে

১৭। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য সংকলন?
(ক) সঞ্চয়িতা (খ) সঞ্চিতা (গ) পথের সঞ্চয় (ঘ) গীতালি

১৮। 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
(ক) কড়ি ও কোমল (খ) বলাকা (গ) সোনার তরী (ঘ) অগ্নিবীণা

১৯। মহাশ্মশান মহাকাব্যের রচয়িতা –
(ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় (খ) নবীন চন্দ্র সেন (গ) কায়কোবাদ (ঘ) আব্দুল কাদির

২০। রবীন্দ্রনাথ রচিত অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি?
(ক) রবিবার (খ) শেষকথা (গ) ল্যাবরেটরি (ঘ) নিশীথে

২১। বাঙ্গালি চেতনার উজ্জীবনমূলক নাটক –
(ক) একেই কি বলে সভ্যতা (খ) রক্তাক্ত প্রান্তর (গ) নূরলদীনের সারা জীবন (ঘ) শর্মিষ্ঠা

২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রাজনৈতিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) চার অধ্যায় (খ) রাজর্ষি (গ) মালঞ্চ (ঘ) নষ্টনীড়

২৩। রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রেমের গল্প কোনটি?
(ক) পোস্ট মাস্টার (খ) কাবুলিওয়ালা (গ) একরাত্রি (ঘ) নিশীথে

২৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের প্রবল প্রকাশ ঘটেছে–
(ক) মহাকাব্যে (খ) নাটকে (গ) পত্রকাব্যে (ঘ) সনেটে

২৫। জসীম উদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
(ক) গোপালগঞ্জ (খ) ফরিদপুর (গ) রাজবাড়ী (ঘ) মাদারীপুর

২৬। নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন–
(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) বুদ্ধদেব বসু (গ) হুমায়ুন কবীর (ঘ) শওকত ওসমানের

২৭। বুদ্ধদেব বসু ছাত্রাবস্থায় কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?
(ক) প্রগতি (খ) চতুরঙ্গ (গ) বাসন্তিকা (ঘ) কবিতা

২৮। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) হুমায়ুন কবীর (গ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

২৯। নিচের কোন পত্রিকাটির সাথে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সম্পৃক্ততা ছিলনা?
(ক) মোহাম্মদী (খ) নবযুগ (গ) নবশক্তি (ঘ) নারীশক্তি

৩০। রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত পত্রিকা–
(ক) বঙ্গদর্শন (খ) পাষণ্ড পীড়ন (গ) সর্বশুভকরী (ঘ) ব্রাহ্মণ সেবধি

৩১। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
(ক) আমজাদ হোসেন (খ) আলমগীর (গ) জহির রায়হান (ঘ) সুভাষ দত্ত

৩২। 'কবিতা সমাধি' এর রচয়িতা কে?
(ক) মাইকেল মধূসুদন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

৩৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) সারেং বৌ (খ) হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (গ) মাটি আর অশ্রু (ঘ) ক্রীতদাসের হাসি

৩৪। নিচের কোনটি শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নয়?
(ক) জাহান্নম হইতে বিদায় (খ) দুই সৈনিক (গ) নেকড়ে অরণ্য (ঘ) ক্রীতদাসের হাসি

৩৫। নিচের কোন গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত?
(ক) ফেরারী ডায়েরী (খ) কর্ণফুলী (গ) আরেক ফাল্গুন (ঘ) স্মৃতির শহর

৩৬। কোন ধরনের লোককথায় মেয়েদের জাগতিক কল্যাণ নিহিত থাকে?
(ক) রূপকথা (খ) উপকথা (গ) ব্রতকথা (ঘ) ধাঁধাঁ

৩৭। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবি বলা হয়–
(ক) কাজী নজরুল ইসলামকে (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্যকে
(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (ঘ) ফররুখ আহমেদকে

৩৮। শান্তিপুরের কবি হিসেবে খ্যাত–
(ক) নজিবর রহমান (খ) মোজাম্মেল হক (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) কামিনী রায়

৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'বিশ্বকবি' উপাধি প্রদান করেন–
(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) ক্ষিতিমোহন সেন (গ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ঘ) চীনা কবি চি-সি-লিজন

৪০। 'সাহিত্য সম্রাট' নামে খ্যাত কোন লেখক?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) প্যারীচাঁদ মিত্র (গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪১। "মরিয়া হয়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের"- কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?
(ক) নৌকাডুবি (খ) চোখের বালি (গ) যোগাযোগ (ঘ) শেষের কবিতা

৪২। "জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী! পৃথিবীতে কে কাহার!"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গল্প থেকে সংগৃহীত?
(ক) একরাত্রি (খ) শুভা (গ) পোস্টমাস্টার (ঘ) সমাপ্তি

৪৩। "যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়"- উক্তিটি করেন–
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (ঘ) প্রমথ চৌধুরী

৪৪। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' – উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) মৃণালিনী (গ) পালামৌ (ঘ) দুর্গেশনন্দিনী

৪৫। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়িকা কে?
(ক) কপিলা (খ) মালা (গ) কুসুম (ঘ) আনন্দ

৪৬। শশিভূষণ, গিরিবালা রবীন্দ্রনাথের কোন ছোটগল্পের চরিত্র?
(ক) পোস্টমাস্টার (খ) কাবুলীওয়ালা (গ) সমাপ্তি (ঘ) মেঘ ও রৌদ্র

৪৭। 'ভিখু' ও 'পাঁচি' চরিত্র দুটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গল্পের অন্তর্গত?
(ক) সরীসৃপ (খ) সমুদ্রের স্বাদ (গ) ছোট বকুলপুরের যাত্রী (ঘ) প্রাগৈতিহাসিক

৪৮। 'তাতারী' ও 'মেহেরজান' চরিত্র দুটি শওকত ওসমানের কোন উপন্যাসের অন্তর্গত?
(ক) জাহান্নম হইতে বিদায় (খ) ক্রীতদাসের হাসি (গ) চৌরসন্ধি (ঘ) জালাঙ্গী

৪৯। তিলোত্তমা-রোহিণী কোন গ্রন্থদ্বয়ের চরিত্র?
(ক) কৃষ্ণকান্তের উইল-কপালকুণ্ডলা (খ) আনন্দমঠ-সীতারাম
(গ) দুর্গেশনন্দিনী -কৃষ্ণকান্তের উইল (ঘ) কোনটিই নয়

৫০। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই' গানটির রচয়িতা কে?
(ক) আহসান হাবীব (খ) সিকান্দার আবু জাফর (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) শওকত ওসমান

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	ক	১০	গ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	খ

মডেল টেস্ট-০৩

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (গ) শ্রীরামপুর মিশন (ঘ) এশিয়াটিক সোসাইটি

০২। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কত খণ্ডে বিভক্ত?
(ক) ২ খণ্ডে (খ) ৪ খণ্ডে (গ) ৩ খণ্ডে (ঘ) ৫ খণ্ডে

০৩। "দুহু করে দুহু কাঁন্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।" পদটির রচয়িতা কে?
(ক) গোবিন্দ দাস (খ) চণ্ডীদাস (গ) বিদ্যাপতি (ঘ) জ্ঞানদাস

০৪। নিচের কোন গীতিকাটি পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত?
(ক) চৌধুরীর লড়াই (খ) কাজলরেখা (গ) ময়নামতির গান (ঘ) মলুয়া

০৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
(ক) মর্সিয়া সাহিত্য (খ) নাথ সাহিত্য (গ) দোভাষী (ঘ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

০৬। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস নির্ভর গল্পগ্রন্থ কোনটি?
(ক) ইতিহাসমালা (খ) তোতা ইতিহাস (গ) লিপিমালা (ঘ) পুরুষ পরীক্ষা

০৭। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন–
(ক) নেয়ামত শাকের (খ) তানভীর মোকাম্মেল (গ) গৌতম ঘোষ (ঘ) ঋত্বিক ঘটক

০৮। রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যধর্মী ত্রিভুজ প্রেমের সামাজিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) চার অধ্যায় (খ) ঘরে বাইরে (গ) দুই বোন (ঘ) রাজর্ষি

০৯। 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসের লেখক কে?
(ক) প্যারীচাঁদ মিত্র (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (ঘ) ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

১০। 'আমলার মামলা' নাটকটির নাট্যকার কে?
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) শওকত আলী (গ) শওকত ওসমান (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১। 'নৌফেল ও হাতেম' কোন জাতীয় রচনা?
(ক) কাহিনী কাব্য (খ) গদ্যলিরিক (গ) রূপক কাব্য (ঘ) কাব্যনাট্য

১২। 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকটি কার লেখা?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (ঘ) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

১৩। 'সংস্কৃতি-কথা'প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
(ক) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (খ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (গ) কাজী মোহাহের হোসেন (ঘ) বদরুদ্দীন উমর

১৪। "পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে"- এ কথাটি কে বলেছেন?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৫। বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'পত্রকাব্য' রচয়িতা কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) প্রমথ চৌধুরী (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬। মীর মশাররফ হোসেনের 'মোসলেম বীরত্ব' কোন ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) প্রবন্ধ (গ) গল্প গ্রন্থ (ঘ) কাব্যগ্রন্থ

১৭। কায়কোবাদ রচিত কাব্যগ্রন্থ নয় কোনটি?
(ক) অমিয়ধারা (খ) বিরহ বিলাপ (গ) কুসুম কানন (ঘ) মায়াকানন

১৮। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' কোন কাব্যের অন্তর্গত কবিতা?
(ক) চৈতালি (খ) শেষ লেখা (গ) কড়ি ও কোমল (ঘ) সোনার তরী

১৯। কুরুক্ষেত্র মহাকাব্যে রচয়িতা–
(ক) নবীন চন্দ্র সেন (খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় (গ) নবীন চন্দ্র সেন (ঘ) কায়কোবাদ

২০। কোনটি প্রমথ চৌধুরী রচিত একটি গল্পগ্রন্থ?
(ক) বীরবলের হালখাতা (খ) রায়তের কথা (গ) চার ইয়ারির কথা (ঘ) তেল-নুন-কালড়ি

২১। নিচের কোনটি আঞ্চলিক উপন্যাস?
(ক) পুতুলনাচের ইতিকথা (খ) কাঁদো নদী কাঁদো (গ) কর্ণফুলী (ঘ) আরেক ফাল্গুন

২২। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস–
(ক) সংশপ্তক (খ) অনেক সূর্যের আশা (গ) চিলেকোঠার সেপাই (ঘ) সূর্য সবুজ রক্ত

২৩। 'আনোয়ারা' গ্রন্থটির মূল উপজীব্য–
(ক) অধর্মের জয়, ধর্মের পরাজয় (খ) স্বদেশী আন্দোলন
(গ) ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় (ঘ) কোনটিই নয়

২৪। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও তুর্কি আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত উপন্যাস–
(ক) চন্দ্রশেখর (খ) আনন্দমঠ (গ) মৃণালিনী (ঘ) যুগলাঙ্গুরীয়

২৫। বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন–
(ক) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (খ) রাজিয়া খান (গ) রফিক আজাদ (ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ জীবনপরিধি–
(ক) ১৯৩০-২০১২ (খ) ১৯৩১-২০১৩ (গ) ১৯৩৩-২০১৩ (ঘ) ১৯৩১-২০১৪

২৭। সিকান্দার আবু জাফর নিচের কোন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন না?
(ক) দৈনিক মিল্লাত (খ) মাহে নও (গ) ইত্তেফাক (ঘ) সমকাল

২৮। 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটির প্রকাশক কে?
(ক) হুমায়ুন কবির (খ) অন্নদাশঙ্কর রায় (গ) বিষ্ণু দে (ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯। নুরুল মোমেন রচিত বিখ্যাত "নেমেসিস" নাটকটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
(ক) কল্লোল (খ) শনিবারের চিঠি (গ) সাহিত্য পত্র (ঘ) পরিচয়

৩০। বেগম পত্রিকার সম্পাদক কে?
(ক) নূরজাহান বেগম (খ) সুফিয়া কামাল (গ) সেলিনা হোসেন (ঘ) বেগম রোকেয়া

৩১। কোন চলচ্চিত্রে প্রথম জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়?
(ক) কখনো আসেনি (খ) কাঁচের দেয়াল (গ) সঙ্গম (ঘ) জীবন থেকে নেয়া

৩২। মাহমুদুল হকের কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক?
(ক) মাটির জাহাজ (খ) অশরীরী (গ) খেলাঘর (ঘ) পাতালপুরী

৩৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' -এর রচয়িতা কে?
(ক) আনোয়ার পাশা (খ) জাহানারা ইমাম (গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) জহির রায়হান

৩৪। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ 'ফেরারী ডায়েরী' কার রচনা?
(ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (খ) আলাউদ্দিন আল আজাদ (গ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (ঘ) ফয়েজ আহমদ

৩৫। রাবেয়া খাতুনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প সংকলন –
(ক) কেউ আসেনি (খ) মুক্তিযুদ্ধের গল্প (গ) জন্ম যদি তব বঙ্গে (ঘ) কালো মাফলার

৩৬। 'ক্ল্যাসিক কবি' হিসেবে পরিচিত–
(ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র (খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য (গ) আবুল ফজল (ঘ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৩৭। কোন লেখক 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে লিখতেন?
(ক) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (খ) হুমায়ূন কবির (গ) সমর সেন (ঘ) সুফিয়া কামাল

৩৮। নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত নামে পরিচিত–
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (গ) বিজন ভট্টাচার্য (ঘ) সত্যেন সেন

৩৯। 'জরাসন্ধ' কার ছদ্মনাম?
(ক) সমরেশ বসু (খ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (গ) নীহারঞ্জন রায় (ঘ) চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

৪০। "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"– পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কামিনী রায় (গ) রজনী কান্ত সেন (ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৪১। "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাই তুমি করে গেলে দান" – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উক্তিটি কারে উদ্দেশ্য করে করেছেন?
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু (খ) চিত্তরঞ্জন দাস (গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪২। 'এক মুঠো' অমিয় চক্রবর্তী রচিত একটি–
(ক) উপন্যাস (খ) কাব্যগ্রন্থ (গ) ছোটগল্প (ঘ) নাটক

৪৩। "মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম।
বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম নহে।"- উক্তিটি কার?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) প্যারীচাঁদ মিত্র

৪৪। 'সুরবালা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন ছোটগল্পের নায়িকা?
(ক) একরাত্রি (খ) সমাপ্তি (গ) মধ্যবর্তিনী (ঘ) দেনা-পাওনা

৪৫। 'History of Bengali Language and Literature' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) নীহাররঞ্জন রায় (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

৪৬। কোনটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র?
(ক) শশী (খ) হেরম্ব (গ) কুবের (ঘ) গণেশ

৪৭। 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র–
(ক) আলী জাফর (খ) ওসমান গাজী (গ) গাজী রহমান (ঘ) সুরজিত নন্দী

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম–
(ক) মধুসূদন ও কুমুদিনী (খ) নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী
(গ) গোবিন্দলাল ও রোহিণী (ঘ) মনোরমা ও তিলোত্তমা

৪৯। আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম গানটির রচয়িতা–
(ক) শাহ আবদুল করিম (খ) হাসন রাজার গান (গ) রাধারমণ (ঘ) লালন শাহ

৫০। 'তোতা ইতিহাস' কার রচনা?
(ক) তারিণীচরণ মিত্র (খ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (গ) চণ্ডীচরণ মুনশী (ঘ) হরপ্রসাদ রায়

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	গ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ
২১	গ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	খ	৪২	খ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	গ

মডেল টেস্ট-০৪

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। চর্যাপদের ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' বলে অভিহিত করেছেন কে?
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (ঘ) সুকুমার সেন

০২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যের খণ্ড কয়টি?
(ক) ৭টি (খ) ১১টি (গ) ৯টি (ঘ) ১৩টি

০৩। 'নদের চাঁদ' চরিত্রটি কোন পালার অন্তর্গত?
(ক) মলুয়া (খ) মহুয়া (গ) কাজলরেখা (ঘ) চন্দ্রাবতী

০৪। কোনটি ময়মনসিংহ গীতিকার উপাখ্যান?
(ক) পদ্মাবতী (খ) বিদ্যাসুন্দর (গ) জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী (ঘ) পদ্মিনী উপাখ্যান

০৫। নিচের কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?
(ক) নাথগীতিকা (খ) ইউসুফ জুলেখা (গ) পদ্মাবতী (ঘ) লাইলী মজনু

০৬। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে কে বেশি পুস্তক রচনা করেন?
(ক) হরপ্রসাদ রায় (খ) গোলকনাথ শর্মা (গ) তারিণীচরণ মিত্র (ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

০৭। নিচের কোনটি উপন্যাস?
(ক) ছাড়পত্র (খ) আমার অবিশ্বাস (গ) নেমেসিস (ঘ) খোয়াবনামা

০৮। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম উপন্যাস–
(ক) খোয়াবনামা (খ) অন্য ঘরে অন্য স্বর (গ) সূর্য সবুজ রক্ত (ঘ) চিলেকোঠার সেপাই

০৯। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের প্রতিউত্তরে 'তারাবাঈ' উপন্যাস রচিত হয়?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) রাজসিংহ (গ) মৃণালিনী (ঘ) দুর্গেশনন্দিনী

১০। জসীম উদ্‌দীনের 'বেদের মেয়ে' কোন শ্রেণির রচনা?
(ক) কাহিনি কাব্য (খ) ছোটগল্প (গ) উপন্যাস (ঘ) গীতিনাট্য

১১। মীর মশাররফ হোসেনের নাটক কোনটি?
(ক) নটির পূজা (খ) বেহুলা গীতাভিনয় (গ) নবীন তপস্বিনী (ঘ) কৃষ্ণকুমারী

১২। নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেনের প্রহসনধর্মী লেখা?
(ক) বেহুলা গীতাভিনয় (খ) নিয়তি কি অবনতি (গ) ফাঁস কাগজ (ঘ) টালা অভিনয়

১৩। 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীটি কার রচনা?
(ক) রামনারায়ণ তর্করত্ন (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) নবীনচন্দ্র সেন

১৪। 'এক ফোঁটা কেমন অনল' কাব্যটির রচয়িতা কে?
(ক) অমিয় চক্রবর্তী (খ) শামসুর রাহমান (গ) সৈয়দ আলী আহসান (ঘ) আহসান হাবীব

১৫। আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) বখতিয়ারের ঘোড়া (খ) নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (গ) পাখির কাছে ফুলের কাছে (ঘ) উপদ্রুত উপকূল

১৬। 'আশায় বসতি' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
(ক) আহসান হাবীব (খ) শওকত ওসমান (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) ফররুখ আহমদ

১৭। বন্দে আলী মিয়া রচিত 'পদ্মানদীর চর' কোন ধরনের রচনা?
(ক) উপন্যাস (খ) নাটক (গ) গল্পগ্রন্থ (ঘ) কাব্যগ্রন্থ

১৮। 'হিং টিং ছট' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে?
(ক) ভানুসিংহের পদাবলি (খ) কবি-কাহিনী (গ) চিত্রাঙ্গদা (ঘ) সোনার তরী

১৯। বৃত্রসংহার মহাকাব্যের রচয়িতা–
(ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় (খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায় (গ) নবীন চন্দ্র সেন (ঘ) কায়কোবাদ

২০। বিখ্যাত ছোটগল্প 'চাচা কাহিনি'র লেখক কে?
(ক) প্রমথনাথ বিশী (খ) শওকত ওসমান (গ) সৈয়দ মুজতবা আলী (ঘ) ফররুখ আহমদ

২১। হুমায়ূন আহমেদ রচিত 'দেয়াল' কী ধরনের রচনা?
(ক) সামজিক উপন্যাস (খ) পরাবাস্তবাদী উপন্যাস (গ) প্রেমের উপন্যাস (ঘ) রাজনৈতিক উপন্যাস

২২। রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যে গতিতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে?
(ক) ক্ষণিকা (খ) বলাকা (গ) মানসী (ঘ) পূরবী

২৩। 'পূর্ববঙ্গের পদ্মাপাড়ের চরাঞ্চলের মানুষের প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন উপন্যাস রচিত হয়েছে?
(ক) বোবা কাহিনি (খ) ক্রীতদাসের হাঁসি (গ) সমুদ্রের স্বাদ (ঘ) নদী ও নারী

২৪। নিচের যে উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধান্য লাভ করেনি–
(ক) বিষবৃক্ষ (খ) কৃষ্ণকান্তের উইল (গ) আনন্দমঠ (ঘ) রজনী

২৫। ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন–
(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ) সৈয়দ শামসুল হক (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) সেলিম আলদীন

২৬। ড. আলাউদ্দিন আল আজাদের জন্ম পরিধি–
(ক) ১৯৩২–২০০৯ (খ) ১৯৩১–২০১০ (গ) ১৯৩২–২০১১ (ঘ) ১৯২২–২০১২

২৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা' এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন–
(ক) বুদ্ধদেব বসু (খ) মুহম্মদ আবদুল হাই (গ) ড. মুহাম্মদ এনামুল হক (ঘ) বিষ্ণু দে

২৮। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কোন পত্রিকায় লিখতেন?
(ক) প্রভাতী (খ) নবযুগ (গ) কল্লোল (ঘ) প্রবাসী

২৯। 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা' 'অধুনা' সম্পাদনা করেন কে?
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) নীলিমা ইব্রাহিম (গ) সমরেশ বসু (ঘ) শামসুর রাহমান

৩০। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা কোনটি?
(ক) সমাচার দর্পণ (খ) সংবাদ প্রভাকর (গ) দিগ্‌দর্শন (ঘ) ঢাকা প্রকাশ

৩১। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কী ধরনের গ্রন্থ?
(ক) বায়ান্নর প্রবন্ধাবলি (খ) কবিতা সংকলন (গ) রচনাবলী (ঘ) দলিলপত্র

৩২। শওকত আলীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) দলিল (খ) যাত্রা (গ) অপেক্ষা (ঘ) দক্ষিণায়নের দিন

৩৩। জাহানারা ইমাম রচিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ কোনটি?
(ক) একাত্তরের ডায়েরি (খ) একাত্তরের স্মৃতি (গ) আমার একাত্তর (ঘ) একাত্তরের দিনগুলি

৩৪। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' কে সম্পদনা করেন?
(ক) বদরুদ্দীন উমর (খ) রাবেয়া খাতুন (গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ

৩৫। মুক্তিযুদ্ধের একটি নাটক?
(ক) আমি বিজয় দেখেছি (খ) একাত্তরের দিনগুলি (গ) কী চাহ শঙ্খচিল (ঘ) তরঙ্গভঙ্গ

৩৬। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি কে?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) বিহারীলাল চক্রবর্তী

৩৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান মহিলা গীতিকবি কে?
(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী (খ) শামসুন নাহার মাহমুদ (গ) বেগম সুফিয়া কামাল (ঘ) কমিনী রায়

৩৮। মুসলিম নারী জাগরণের কবি হিসেবে পরিচিত–
(ক) সুফিয়া কামাল (খ) ফয়জুন্নেছা (গ) বেগম রোকেয়া (ঘ) শামসুন্নাহার

৩৯। বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম–
(ক) বনফুল (খ) যাযাবর (গ) অবধূত (ঘ) বীরবল

৪০। "অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়," কার উক্তি?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (খ) ভারতচন্দ্র রায়
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪১। 'মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ' কোন কাব্যের অন্তর্গত দার্শনিক উপলব্ধি?
(ক) প্রভাতসঙ্গীত (খ) কড়ি ও কোমল (গ) চিত্রা (ঘ) মানসী

৪২। "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম" কে বলেছেন?
(ক) জসীমউদ্‌দীন (খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরী (গ) আবুল ফজল (ঘ) সৈয়দ মুজতবা আলী

৪৩। 'অপার সমুদ্রে চলাচল অনেকটা ঈশ্বর সাপেক্ষ, ফলে তা পণ্ডিতের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, নাবিকতো নিতান্তই মূর্খ'- কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে এটি কার উক্তি?
(ক) কপালকুণ্ডলা (খ) নবকুমার (গ) মতিবিবি (ঘ) কাপালিক

৪৪। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
(ক) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (খ) কথোপকথন (গ) লিপিমালা (ঘ) রাজাবলি

৪৫। নিচের কোনটি মহাশ্মশানের অন্তর্গত চরিত্র নয়?
(ক) সুরবালা (খ) আতা খাঁ (গ) হিরণবালা (ঘ) ইব্রাহিম কার্দি

৪৬। 'রতন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের চরিত্র?
(ক) পোস্টমাস্টার (খ) সমাপ্তি (গ) দেনাপাওনা (ঘ) মধ্যবর্তিনী

৪৭। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র-
(ক) আলী জাফর (খ) ওসমান গাজী (গ) রমেশ (ঘ) সুরজিত নন্দী

৪৮। জারি কোন বঙ্গের লোকগীতি?
(ক) উত্তরবঙ্গ (খ) পূর্ববঙ্গ (গ) পশ্চিমবঙ্গ (ঘ) দক্ষিণবঙ্গ

৪৯। 'Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha' গ্রন্থটির রচিয়তা কে?
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) সুকুমার সেন (ঘ) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৫০। 'কেরি সাহেবের মুন্সী'র লেখক হলেন–
(ক) রামরাম বসু (খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (গ) তারিণীচরণ মিত্র (ঘ) প্রমথনাথ বিশি

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ঘ
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	গ	৩৮	ঘ	৩৯	খ	৪০	ঘ
৪১	খ	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	খ	৪৯	ক	৫০	ঘ

মডেল টেস্ট-০৫

সময়: ২৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

০১। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?
(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (খ) সৈয়দ মুহম্মদ শাহেদ (গ) আনিসুজ্জামান (ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

০২। "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনলে পুড়িয়া গেল, অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল,"- এর পদকর্তা—
(ক) গোবিন্দ দাস (খ) বিদ্যাপতি (গ) জ্ঞানদাস (ঘ) চন্ডীদাস

০৩। নিচের কোনটি অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন?
(ক) সেক শুভোদয়া (খ) পদ্মাবতী (গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (ঘ) নবীবংশ

০৪। মাণিক চন্দ্র রাজার গান' এর সংগ্রাহক কে ছিলেন?
(ক) ড. দীনেশচন্দ্র সেন (খ) জসীমউদ্‌দীন (গ) জর্জ গ্রিয়ার্সন (ঘ) চন্দ্রকুমার দে

০৫। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালা সমূহের সংগ্রাহক কে?
(ক) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (গ) চন্দ্রকুমার দে (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

০৬। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত কে ছিলেন?
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) রামরাম বসু (গ) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৭। 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
(ক) জসীম উদ্‌দীন (খ) আল মাহমুদ (গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) তারাশঙ্কল বন্দোপাধ্যায়

০৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস–
(ক) ভিখারিনী (খ) হিন্দুমেলার উপহার (গ) বৌঠাকুরাণীর হাট (ঘ) চোখের বালি

০৯। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস–
(ক) রজনী (খ) আনন্দ মঠ (গ) বিষবৃক্ষ (ঘ) কৃষ্ণকান্তের উইল

১০। বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন–
(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) মুনীর চৌধুরী (গ) দীনবন্ধু মিত্র (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১। 'জমিদার দর্পণ' নাটকের নাট্যকার কে?
(ক) দীনবন্ধু মিত্র (খ) তারাচরণ শিকদার (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) অমৃতলাল বসু

১২। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কার লেখা?
(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (খ) দীনবন্ধু মিত্র (গ) রামনারায়ণ তর্করত্ন (ঘ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ

১৩। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনি নয়?
(ক) য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (খ) রাশিয়ার চিঠি (গ) ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (ঘ) জাপান যাত্রী

১৪। নিচের কোনটি শামসুর রাহমান এর লেখা আত্মজীবনী?
(ক) আমৃত্যু তার জীবনানন্দ (খ) শামসুর রাহমানের জীবনী (গ) স্মৃতির শহর (ঘ) বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

১৫। নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত কাব্যগ্রন্থ?
(ক) বাঁধা খাতা (খ) বেহুলা গীতাভিনয় (গ) নিয়তি কি অবনতি (ঘ) পঞ্চনারী

১৬। বুদ্ধদেব বসু কোন কাব্যকে 'রবীন্দ্রকাব্যের অনুবিশ্ব' বলে মন্তব্য করেছেন?
(ক) বলাকা (খ) সোনার তরী (গ) মানসী (ঘ) প্রভাত সঙ্গীত

১৭। মহাকবি কায়কোবাদ রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
(ক) দীপনির্বাণ (খ) বিরহ বিলাপ (গ) রত্নবতী (ঘ) আলো ও ছায়া

১৮। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
(ক) সোনার তরী (খ) চিত্রা (গ) বলাকা (ঘ) কড়ি ও কোমল

১৯। মেঘনাদবধ মহাকাব্যের রচয়িতা–
(ক) মাইকেল মধুসুদন দত্ত (খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) নবীন চন্দ্র সেন (ঘ) কায়কোবাদ

২০। 'ময়ূরকণ্ঠী' সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত–
(ক) উপন্যাস (খ) ছোটগল্প (গ) কাব্যগ্রন্থ (ঘ) রম্যরচনা

২১। 'নেমেসিস' নাটকে নূরুল মোমেন কোন বিষয়কে তুলে ধরেছেন?
(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (খ) পঞ্চাশের মন্বন্তর (গ) বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন (ঘ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

২২। নিচের কোনটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ভিত্তিক গ্রন্থ?
(ক) একাত্তরের দিনগুলি (খ) শেষ নবাব (গ) ওঙ্কার (ঘ) খোয়াবনামা

২৩। রবীন্দ্রনাথ রচিত সামাজিক উপন্যাস কোনটি?
(ক) চার অধ্যায় (খ) গোরা (গ) ঘরে-বাইরে (ঘ) চতুরঙ্গ

২৪। ১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের ফলে দেশ ও জনগণের চরম দূরাবস্থার প্রতিফলন রয়েছে কোন কাব্যে?
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) ঘরে-বাইরে (গ) 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' (ঘ) খোয়াবনামা

২৫। নিচের কোন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?
(ক) চিলেকোঠার সেপাই (খ) আগুনের পরশমনি (গ) আমি বীরাঙ্গনা বলছি (ঘ) বিষের বাঁশী

২৬। জীবনানন্দ দাশের জন্ম কোন জেলায়?
(ক) বরিশাল (খ) পিরোজপুর (গ) ঝালকাঠি (ঘ) রাজশাহী

২৭। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি নিখোঁজ হন। এরপর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি–
(ক) শহীদুল্লা কায়সারকে (খ) জহির রায়হানকে (গ) মোজাম্মেল হককে (ঘ) গাজীউল হককে

২৮। 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক কে?
(ক) সঞ্জয় ভট্টাচার্য (খ) প্রেমেন্দ্র মিত্র (গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) মোজাম্মেল হক

২৯। শামসুর রাহমান 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কোন পত্রিকায় লিখতেন?
(ক) দৈনিক বাংলা (খ) সাপ্তাহিক বিচিত্রা (গ) দেশ পত্রিকা (ঘ) মাসিক অধুনা পত্রিকা

৩০। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী?
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) হাসান হাফিজুর রহমান (গ) শামসুর রাহমান (ঘ) গাজীউল হক

৩১। 'থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদক–
(ক) সারা জাকের (খ) রামেন্দু মজুমদার (গ) আবদুল্লাহ আল মামুন (ঘ) আসাদুজ্জামান নূর

৩২। 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির বিষয়বস্তু কী?
(ক) মুক্তিযুদ্ধ (খ) ভাষা আন্দোলন (গ) ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (ঘ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

৩৩। কোন নাটকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে?
(ক) কোকিলারা (খ) এখনও দুঃসময় (গ) সুবচন নির্বাসনে (ঘ) শপথ

৩৪। সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস–
(ক) ওঙ্কার (খ) নিষিদ্ধ লোবান (গ) চিলেকোঠার সেপাই (ঘ) উপমহাদেশ

৩৫। হাসান আজিজুল হকের কোন গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন?
(ক) আগুন পাখি (খ) আমরা অপেক্ষা করছি (গ) মা মেয়ের সংসার (ঘ) নামহীন গোত্রহীন

৩৬। কোনটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস?
(ক) ক্ষুধা ও আশা (খ) বীরাঙ্গনা সখিনা (গ) নির্জন মেঘ (ঘ) দুই সৈনিক

৩৭। নজিবর রহমানের উপাধি কোনটি?
(ক) সাহিত্যরত্ন (খ) রায় গুণাকর (গ) কাব্য সুধাকর (ঘ) কবি কঙ্কন

৩৮। 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন–
(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী (খ) কামিনী রায় (গ) বেগম রোকেয়া (ঘ) চন্দ্রাবতী

৩৯। মুসলিম রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে পরিচিত–
(ক) আবুল ফজল (খ) আবদুল কাদির (গ) ফররুখ আহমদ (ঘ) হুমায়ুন কবির

৪০। 'মৌমাছি' কার ছদ্মনাম?
(ক) বিমল ঘোষ (খ) সমরেশ মজুমদার (গ) চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (ঘ) বুদ্ধদেব বসু

৪১। "ঘরেতে এলনা তবু মনে তার নিত্য আসা যাওয়া- পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর," –রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার লাইন?
(ক) বলাকা (খ) মানসী (গ) বাঁশি (ঘ) দুটি পাখী

৪২। "ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়"– উক্তিটি কার?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৩। "শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির; লিখে রেখ, একফোটা দিলেম শিশির"– উক্তিটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
(ক) বলাকা (খ) কণিকা (গ) মানসী (ঘ) প্রভাত সঙ্গীত

৪৪। মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'– কোন কবিতার চরণ?
(ক) প্রভাত (খ) আমার সংকল্প (গ) আমার পণ (ঘ) ভোরের পাখি

৪৫। 'বাংলাদেশ কথা কয়' গ্রন্থটি কার?
(ক) শামসুর রাহমান (খ) আল মাহমুদ
(গ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

৪৬। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র কোনটি?
(ক) অচলা (খ) কমল (গ) কিরণময়ী (ঘ) সাবিত্রী

৪৭। 'সুজাউদ্দৌলা' কায়কোবাদের কোন গ্রন্থের চরিত্র?
(ক) মহাশ্মশান (খ) শ্মশান ভস্ম (গ) শিব-মন্দির (ঘ) প্রেম পারিজাত

৪৮। নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের?
(ক) মধুসূদন-কুমুদিনী (খ) বিহারী-বিনোদিনী (গ) নিখিলেস-বিমলা (ঘ) অমিত-লাবণ্য

৪৯। 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র–
(ক) আলী জাফর (খ) ওসমান গাজী (গ) রমা (ঘ) সুরজিত নন্দী

৫০। "আমারে আসিবার কথা কইয়া..... রইয়াছ ঘুমাইয়া" গানটির রচয়িতা–
(ক) রাধারমণ (খ) হাসন রাজার গান (গ) শাহ আবদুল করিম (ঘ) লালন শাহ

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	খ	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	গ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	ক	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	ক